[১ম খণ্ড] শ্রাবণ ১২৮২ সাল। [১ম সংখ্যা।]

অণুবীক্ষণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।

" দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

অবতরণিকা।

কর্ত্তব্য বোধের একান্ত অনুরোধে এ ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকের সংস্কার যে ইংরেজদিগের এদেশে আসিবার পর ইংরেজী শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রায় সর্ব্বত্রে বিস্তারিত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বাণিজ্য প্রণালী এবং রাজনীতি এদেশে প্রচলিত হওয়াতে ভারতবাসী দিগের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের সংস্কার অবিকল এরূপ নহে। ইংরেজী শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ইত্যাদি এদেশে

প্রচলিত হওয়াতে নিরবচ্ছিন্ন উপকার হইয়াছে এমত বলা যায় না। কতকগুলি বিষয়ে উপকার দর্শিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহুল অনিষ্টও ঘটিয়াছে। যে সকল উপকার হইয়াছে তাহা না হইলেও আমাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইত, কিন্তু যে সকল অপকার হইয়াছে তাহাতে আমাদিগকে প্রায় সংসারের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। সাহেবেরা যদি এদেশে না আসিতেন, ইংরেজী-শিক্ষা প্রণালী যদি বিস্তারিত না হইত, ইংরেজী আচার ব্যবহার এদে-শীয়দিগের হৃদয় অধিকার না করিত, যদি শিক্ষাবিধান বর্ত্তমান প্রণা-লীতে প্রচলিত না হইত, যদি এত বিচারালয় স্থাপিত না হইত এবং বাণিজ্য কার্য্য এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত না হইত, তাহা হইলে আমাদিগের, এত অল্পকাল (এক শতাব্দী) মধ্যে, শারিরীক, মানসিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক এত অবনতি, বোধ হয়, কখনই হইত না। আমাদের একথা বোধ হয় অনেকে অগ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু অগ্রাহ্য করিবার অগ্রে চিন্তাশীল হইয়া এবিষয় গভীররূপে বিবেচনা করিতে আমরা তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ভাব মনে নিহিত, বদ্ধমূল ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা সহজে পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু হইলে যে অনিষ্টকর ও ভ্রমমূলক ভাব চিরস্থায়ী থাকিবে তাহাও অসম্ভব।

এই সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করা আমাদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য। অগ্নি যত পরিচালিত করা যায় ততই প্রজ্বলিত হয়। সত্যও সেই রূপ যত আন্দোলিত হয় ততই প্রকাশমান হয়। আমরা যে সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম যদি চিন্তাশীল সদ্বিদ্যাশালী ব্যক্তিগণ সেই সকল বিষয়ে নিজমত মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে উপকৃত মনে করিব। স্বাস্থ্য রক্ষা, চিকিৎসা শাস্ত্র, ও তৎ সহযোগী অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্র, ভারতসন্তান

দিগের অবনতির কারণানুসন্ধান্ ও তৎপ্রতিবিধান, গৃহস্থালির বন্দবস্তের দোষ নির্ণয় ও তাহার সংশোধনের উপায় বিধান ও বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি কি উপায়ে আমাদিগের প্রাত্যহিক কার্য্যোপযোগী হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদিগের আলোচিত বিষয়ে যিনি যাহা বলিবেন বা লিখিবেন আমরা সমাদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিব।

চিকিৎসা।

উত্তম উত্তম চিকিৎসকেরা স্বীকার করেন যে এখনও চিকিৎসা বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। অনেক স্থলে চিকিৎসা কার্য্য অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। এ বিষয়ে আমরা একটী সুন্দর আখ্যায়িকা পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় পাঠ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। এক অন্ধকার গৃহে জীবন ও পীড়া এই দুই জনে যুদ্ধ হইতেছে জীবনের চেষ্টা যে পীড়াকে বিনাশ করে; পীড়ার চেষ্টা যে জীবনকে সংহার করে। চিকিৎসক জীবনকে সাহায্য করিব মনে করিয়া একটী লাটি হাতে করিয়া সেই অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং পীড়াকে বিনাশ করিব মনে করিয়া অন্ধকারে এক লাটি কষাইলেন। যদি লাটির আঘাত সৌভাগ্যক্রমে পীড়ার উপর পড়িল তাহা হইলে জীবন রক্ষা পাইল, আর যদি জীবনের উপর পড়িল তাহা হইলে জীবনের বিনাশ হইল। চিকিৎসককে অনেক স্থলে সন্দিহান চিত্তে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। সেই ঔষধ দ্বারা অবশ্যই রোগ আরোগ্য হইবে এমত নিশ্চয় করিয়া কোন চিকিৎসক বলিতে পারেন না। এমৎ স্থলে দৈবক্রমে যদি ঔষধ আরোগ্য সাধনের প্রতি সাহায্য করিল তাহা হইলে ভালই, নতুবা সেই ঔষধ আবার শরীরের অনিষ্ট সাধন করিয়া রোগীকে ক্লেশ প্রদান করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি

ধাতুও ভিন্ন ভিন্ন। দশজনের সম্বন্ধে যে ঔষধ কার্য্যকর হয়, একাদশ ব্যক্তির সম্বন্ধে অহা যে সেইরূপ কার্য্যকর হইবেই হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু যতই চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি হইবে ততই এই অনিশ্চয়তা ক্রমে তিরোহিত হইবে। চিকিৎসা বিদ্যার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থার প্রধান কারণ চিকিৎসকদিগের মধ্যে দলাদলি ও সেই দলাদলি জনিত গোড়ামি।

এলোপেথিক ডাক্তারেরা হোমিওপেথিক ডাক্তার দিগের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করেন, হোমিওপেথিক ডাক্তারেরা এলোপেথিক ডাক্তার দিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কিন্তু এলোপেথিক ডাক্তারদিগের পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে হোমিওপেথিক ঔষধ দ্বারা যথার্থ রোগ আরাম হয় কি না। আর হোমিওপেথিক ডাক্তারদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সহস্র সহস্র বৎসরের পরীক্ষা-মূলক সিদ্ধান্ত কখন সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা চিকিৎসক দিগের মধ্যে দলাদলির একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যে পর্য্যন্ত না চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সকল প্রকার মতের সামঞ্জস্য হইবে সে পর্য্যন্ত চিকিৎসা বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সামঞ্জস্যের দিকে বর্ত্তমান কালের জ্ঞানও বিজ্ঞানের গতি হইতেছে। কুজেঁ (Gousin) প্রভৃতি মহাজ্ঞানীরা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মতের সমন্বয় করিয়া দর্শন শাস্ত্রের যেমন বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও বিবি সমরবিল (Mrs Somerville) যেমন সকল প্রকার বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইয়া অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ আমরা ভরসা করি কোন অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মতের সমন্বয় সাধিত হইয়া উহার বিশেষ উন্নতি হইবে।

আমরা এই প্রস্তাবে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মতের সংক্ষেপ বিবরণ দিয়া তাহাদিগের সমন্বয় সাধনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার মানস করি।

চিকিৎসা বিষয়ে যে কয়েকটী মত প্রধানতঃ প্রচলিত আছে অথবা হইতেছে তাহা এই (১) এলোপেথি (Allopathy) অর্থাৎ অসম-ভাবিক চিকিৎসা (২) হোমিওপেথি (Homœopathy) অর্থাৎ সম-ভাবিক চিকিৎসা (৩) হাইড্রোপেথি (Hydropathy) অর্থাৎ জল চিকিৎসা (৪) হাইজীনিষম্ (Hygienism) অর্থাৎ কেবল পথ্য ও স্নানের নিয়ম দ্বারা চিকিৎসা। (৫) সাইকোপেথি (Psychopathy) অর্থাৎ মনের বল দ্বারা রোগের প্রতিকার সাধন।

(১) চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে সকল মতের উল্লেখ উপরে করা গেল তন্মধ্যে এলোপেথিক মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবল। প্রত্যেক দেশে সেই দেশীয় এলোপেথিক চিকিৎসা প্রচলিত আছে। সকল প্রকার এলোপেথিক চিকিৎসার মধ্যে ডাক্তারি চিকিৎসা ও ইউনানি চিকিৎসা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রচলিত আছে। ইউরোপ খণ্ডে, আমেরিকা খণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে, যেখানে যেখানে ইউরোপীয় জাতির লোকেরা গিয়া বসতি করিয়াছে, সেখানে ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত আছে। আর এসিয়া ও আফ্রিকার যে যে স্থানে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে সেই সেই স্থানে ইউনানি চিকিৎসা প্রচলিত আছে। ইউনানি শব্দের অর্থ গ্রীসদেশীয়। ইউনানি চিকিৎসা এদেশে সচরাচর হাকিমি চিকিৎসা নামে খ্যাত। খলিফা উপাধীধারী আরব-সম্রাট্‌দিগের সময়ে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা ইউনানি মত প্রথম সংস্থাপন করেন। যাঁহারা ঐ মত সংস্থাপন করেন তাঁহারা গ্রীক এবং হিন্দু চিকিৎ-সক দিগের গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডাক্তারি চিকিৎসার মূল উল্লিখিত আরব চিকিৎসক দিগের গ্রন্থ। প্রায় আট শত বৎসর হইল ইটালীদেশীয় সেলারনো (Salerno) নামক নগরে একটী আরবীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। সেই বিদ্যালয় হইতেই বর্ত্তমান ডাক্তারি চিকিৎসার প্রথম সূত্রপাত হয়। ইউরোপী-য়েরা স্বকীয় বুদ্ধি বলে আরবী চিকিৎসা প্রণালী এত উন্নত করিয়াছেন

যে তাহা এক্ষণে অনেক পরিমাণে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদিগের সময়ে কেবল হিন্দু শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। তৎপরে মুসলমান দিগের রাজত্ব হওয়াতে হাকিমি চিকিৎসা এদেশে প্রথম প্রবেশ করে। তৎপরে ইংরাজদিগের রাজত্ব হওয়াতে ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। এতদ্দেশে প্রথম যখন ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত হয়, তখন লোকে এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলযে বৈদ্যের চিকিৎসা বা একেবারেই উঠিয়া যায়। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহা উঠিয়া যায় নাই বরং বৈদ্যেরা উত্তরোত্তর প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। কলিকাতার অনেক বৈদ্য এক্ষণে গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া চিকিৎসা করিতে এবং অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে দৃষ্ট হয়েন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে যে সকল রোগ ডাক্তারের চিকিৎসায় আরাম হয় নাই বৈদ্যেরা অনায়াসে তাহা আরাম করিয়াছেন। এলোপেথী বিষয় আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য, যে এপ্রণালী সম্বন্ধীয় একটী অভিনব মত বিলাতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম হারবিলিজ্‌ম্ (Herbalism) অর্থাৎ উদ্ভিদ-বাদ। এই মতাবলম্বী ব্যক্তিরা বলেন গাঁছ গাছড়ায় যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ধাতু-ঘটিত ঔষধ আদৌ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। সে সকল ঔষধ অতি উগ্র ও শরীরের অনিষ্টকর।

(২) হোমিওপেথি অর্থাৎ সমভাবিক চিকিৎসা। হানিমান নামক জারমেনি দেশীয় একজন অসাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন চিকিৎসক এই মত প্রথম প্রচার করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার মত এই। সুস্থ অবস্থায় যে দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হয়, অন্য কারণে সেই রোগ উৎপন্ন হইলে সেই দ্রব্যের দ্বারা আরোগ্য হয়, "Similia Similibus curantur"। প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকেরা এই মত সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। "বিষস্য বিষমৌষধং"

এই বাক্য আমাদের দেশে প্রসিদ্ধই আছে। এলোপেথিক মতের গোঁড়া ব্যতীত যাঁহারা হোমিওপেথিক চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা হোমিওপেথিক ঔষধের কার্য্যকারিত্ব স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই মতে রোগের উপযুক্ত ঠিক ঔষধটী নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। তাহাতে অনেক বিজ্ঞতা চাই। ঔষধ বাচিতে পারিলে হোমিওপেথিক ঔষধ অনেক স্থলে কার্য্যকর হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

(৩) হাইড্রোপেথি অর্থাৎ জলচিকিৎসা। এই মত প্রথমতঃ প্রেসনিজ (Presnitz) নামক হঙ্গেরীবাসী কৃষকের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়। তিনি এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেক রোগী আরাম করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডদেশের হারফোর্ড (Hereford) নামক জেলার পূর্ব্বস্থিত মেলবারণ (Malvern) নামক স্থানে একটী বিখ্যাত জল চিকিৎসালয় আছে। সেখানে এই মতে নানা রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। এই চিকিৎসালয়ের ভিতর প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক একটী টেবিলের উপর আদ্র সাদা কম্বল দ্বারা আবৃত হইয়া এক একটী রোগী শয়ান রহিয়াছে। আপাততঃ তাহা-দিগকে দেখিলে বোধহয় যে এক একটী শ্বেতবর্ণ ভল্লুক টেবিলের উপর শয়ান রহিয়াছে। কোন্ কোন্ রোগে উষ্ণজলে স্নান করিতে হইবে, কোন্ কোন্ রোগে স্নিগ্ধ জলে স্নান করিতে হইবে, কোন্ কোন্ রোগে মস্তকের উপর জলধারা পাতিত করিতে হইবে, কোন্ কোন্ রোগে শরীরের কতদূর পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে ও কতক্ষণ বা ডুবাইয়া রাখিতে হইবে, কোন্ কোন্ রোগে আদ্র কম্বল দ্বারা শরীরকে আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে ও কতক্ষণ বা রাখিতে হইবে, এই সকলের বিধান হাইড্রেপেথি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের আরোগ্য-সাধন গুণ প্রাচীন ঋষিরা অবগত ছিলেন এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে উক্ত আছে "অপ্স্বান্তরমমৃতমপ্সু ভেষজং আপমানো প্রশস্তয়ে" "জলেতেই আন্তরিক অমৃত, জলেতেই ঔষধ,

জল আমাদিগের অমঙ্গলের নিমিত্ত নহে”। বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে যে

“ কাসশ্বাসাতিসার জ্বরবমথুকটী কোঠ কুষ্ঠ প্রকারান্।
মূত্রাঘাতোদরার্শঃ শ্বয়থুগলশিরঃ শ্রোত্রনাসাক্ষিরোগান্।
যেচান্যে বাতপিত্তক্ষয়জ কফকৃতো ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তো
স্তাংস্তানভ্যাসযোগাদপনয়তি পয়ঃ পীতমন্তে নিশায়াঃ॥”

অর্থ।

“যে ব্যক্তি অভ্যাস যোগদ্বারা নিশাজল পান করেন তাঁহার সামান্য কাশ, শ্বাস কাশ, অতিসার, জ্বর, গাবমি-বমি করা, কঠী দেশের রোগ, চক্রাকৃতি কুষ্ঠ, সাধারণ কুষ্ঠ, মূত্রাঘাত, উদরের পীড়া, অর্শরোগ, শোথ রোগ, গলার, মাথার, কর্ণের, নাসিকার রোগ এতদ্ভিন্ন বাত পিত্ত কফ দ্বারা যে সকল রোগ জন্মে এবং ধাতুক্ষয় জনিত রোগ সকল ও কফজ ব্যাধি সমূহ অচিরে নষ্ট হইয়া যায়।”

“বিগতঘন নিশীথে প্রাতরুত্থায় নিত্যং,
পিবতি খলুনরো যো নাসারন্ধ্রেণ বারি।
স ভবতি মতিপূর্ণশ্চক্ষুষাতার্ক্ষ্য তুল্যো
বলিপলিত বিহীনঃ সর্বরোগৈর্বিমুক্তঃ॥”

দ্রব্য গুণ, রাজ বল্লভ।

অর্থ।

“মেঘশূন্য অর্দ্ধ রাত্রে কিম্বা প্রত্যূষে প্রত্যহ যে ব্যক্তি নাসিকার দ্বারা জলপান করে সে ব্যক্তির চক্ষু গড়ুরের ন্যায় অত্যন্ত তেজস্বী আর শরীর বলিপলিত বিহীন হয় ও সে সকল রোগ হইতে মুক্ত হয়॥”

(৪) হাইজীনিষ্‌ম্ অর্থাৎ পথ্য, স্নান, ব্যায়াম প্রভৃতির নিয়ম দ্বারা চিকিৎসা। কেবল পথ্য ও স্নানের নিয়ম দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। মার্টিন সাহেব নামক লণ্ডনের এক জন বিখ্যাত ডাক্তার “ Allopathy, Homeopathy and Hydropathy all failures, nature's cure exemplified,” অর্থাৎ “ এলো-

পেথি, হোমিওপেথিক হাইড্রোপেথি নামক চিকিৎসা প্রণালী সকল নিস্ফল, স্বাভাবিকী চিকিৎসা প্রণালী ব্যাখ্যাত হইতেছে” এই নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি কেবল পথ্য ও স্নানের নিয়ম দ্বারা বিস্তর রোগ আরাম করিয়াছেন। তিনি এমন বলেন যক্ষ্মারোগে ডাক্তারেরা মাংসের যুষ ও নানা প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে কেবল রোগ বৃদ্ধি হয়। তিনি প্রত্যহ এক তোলা কি দুই তোলা মাত্র চাউলের ভাত খাইবার ব্যবস্থা করিয়া এবং স্নানের নিয়ম করিয়া দিয়া ঐ রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল চীনকের নিকট নবকুমার রায় নামে একজন বৈদ্য ছিলেন, তিনি কেবল পথ্যের নিয়ম দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য করিতেন। বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখকের গ্রামের একটী ব্রাহ্মণের উদরাময় পীড়া হওয়াতে উক্ত কবিরাজ এক মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট অতি অল্প পরিমাণ অন্ন আর ঠোটে কলার তরকারী প্রত্যহ খাইতে ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন যে যদি আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক এক মাস এই নিয়মানুসারে চলেন তাহা হইলে নিশ্চয় আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণ কুড়ি দিবস সেই নিয়মানুসারে চলাতে তাঁহার রোগ ভাল হইয়া এমনি ক্ষুধার বৃদ্ধি হইল, যে তিনি অন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তাহাতে কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে “আপনি অবশিষ্ট দশদিন ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ম পালন করিলে একেবারে রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেন, আপনি তাহা করিলেন না, আপনি সাধারণতঃ ভাল থাকিবেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে আপনার পীড়া দেখা দিবে”। কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিয়া ছিলেন তাহাই ঘটিল, ব্রাহ্মণটী সাধারণতঃ ভাল থাকিতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐ পীড়া দেখা দিত। পথ্যের নিয়ম দ্বারা অনেক রোগের প্রতীকার হয় তাহা কখনই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আমাদিগের দেশে

প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে যে সকল স্ত্রীলোক সধবা অবস্থায় অত্যন্ত রুগ্ন থাকে বৈধব্য অবস্থায় এক সন্ধ্যা নিরামিষ আহার করিয়া সকল প্রকার রোগ হইতে বিমুক্ত হয়। ফ্রান্সদেশের রাজধানী পারিস নগরবাসী ব্যক্তিরা বিশেষ বিশেষ রোগাক্রান্ত হইলে যখন ডাক্তারেরা তাঁহাদিগের চিকিৎসায় কিছু হইল না দেখেন, তখন রোগীকে ঐ দেশের দক্ষিণ-ভাগস্থিত দ্রাক্ষাফলের উদ্যানে অনাবৃত বায়ুতে দিন রাত্রি অবস্থিতি করিয়া কেবল দ্রাক্ষাফল আহার করিতে ব্যবস্থা দেন। এই ব্যবস্থানুসারে চলিয়া অনেক রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দৃষ্টি হয়।

(৫) সাইকোপেথী অর্থাৎ কেবল মনের বলের দ্বারা রোগের প্রতীকার-সাধন। কেবল মাত্র মনের বলের প্রয়োগ দ্বারা অনেক রোগ আরাম হইতে দৃষ্ট হয়। ফ্রান্সের সম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়ান বলিতেন যে শরীরকে অরোগী করিবার প্রধান উপায় মনকে প্রশান্ত করা। "The best way to cure the body is to quiet the mind"। এরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে অস্থির হইলে রোগের বৃদ্ধি হয় ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থির থাকিলে তাহার প্রশমন হয়। শরীরের সঙ্গে মনের বিলক্ষণ সম্বন্ধ থাকাতেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তির অধিক দিনের পুরাতন পালাজ্বর আছে সে ব্যক্তি যদি জ্বর আসিবার সময় আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকিয়া জ্বর আইসার বিষয় বিস্মৃত হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার আর জ্বর আইসে না। বেদনার সময় কোন ব্যক্তি যদি জোরে নিশ্বাস টানিয়া তাহা আস্তে আস্তে পুনরায় পরিত্যাগ করেন, এবং নিশ্বাস পরিত্যাগের সময় দৃঢ়রূপে একান্ত মনে ইচ্ছা করেন যে বেদনা আরাম হউক, তখন তাহার বেদনা ক্রমে কমিয়া আইসে। আমেরিকার আত্মবাদীরা * বলেন যে ইচ্ছার বলের দ্বারা সকল রোগকে পরাজয় করা যায়, উল্লিখিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ও ইচ্ছার বল নিয়োগের প্রণালী কেবল বেদনাসম্বন্ধে কার্য্যকর হয়

* Spiritualists.

এমত নহে, সকলরোগ সম্বন্ধেই কার্য্যকর হয়। ইহা সম্পূর্ণ রূপে সত্য না হউক কিন্তু অনেক পরিমাণে সত্য। দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant) মহোদয় বিশ্বাস করিতেন যে মনের বল নিয়োগ দ্বারা কায়িক আরোগ্য সাধন হয়। তিনি নিজে বাত রোগ-গ্রস্থ ছিলেন; তিনি ঐ প্রণালী অবম্বন করিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবলেখক অনেক দিন শিরঃপীড়া ও দুর্ব্বলতা হইতে কষ্ট পাইতে ছিলেন, অবশেষে নিরাশ হইয়া তাঁহার একজ্ঞানী বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার আর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার বন্ধু এই উত্তর লিখিয়াছিলেন যে "you must become healthy and strong. The power of will is great and is men like you who have given their minds the necessary discipline, it ought to be supreme. "তোমাকে সুস্থ ও বলবান্ হইতেই হইবে। ইচ্ছার বল প্রভূত এবং তোমার ন্যায় লোক যাঁহারা আপনাদিগের মনকে উপযুক্তমতে অনুশিষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদিগের মনের পরাক্রম সর্ব্বোপরি প্রবল হওয়া উচিত"। বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখক এই উপদেশানুসারে চলিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কয়েকটী মত উপরে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। উল্লিখিত প্রত্যেক মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে অন্যতম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিতে অথবা তাহাদিগকে উপহাস করিতে দেখা যায়। এলোপেথিক ডাক্তারেরা হোমিওপেথিক ডাক্তার দিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না এবং তাঁহাদিগকে অপদস্থ এবং অপ্রতিভ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পায়েন। তাঁহারা হোমিওপেথি মতে কিছু মাত্র সত্য আছে এমন স্বীকার করেন না। কিন্তু দেখা যায় কোন কোন রোগে, যেমন ওলাউঠা রোগে, এলোপেথি অনেক স্থলে প্রায় কিছুই করিতে পারে না। হোমিওপেথিতে বিলক্ষণ উপকার হয়। হোমিওপেথিক ডাক্তারেরাও এলোপেথিক মতে কোন সত্যই দেখেন না।

তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে একটি বহুকাল-প্রচলিত মতে কিছু মাত্র সত্য নাই এমন কখনিই হইতে পারে না। হোমিওপেথিক সূক্ষ্ম বটিকা সম্বন্ধে দেখা যায় যে পালা জ্বরে বটিকার পর বটিকা প্রয়োগ করিলেও কিছুই উপকার হয় না। অবশেষে এলোপেথি মতে কুইনাইন প্রয়োগ করিতে হয়। এলোপেথিক ডাক্তারেরা হাইড্রোপেথির অর্থাৎ জল চিকিৎসার কার্য্যকারিত্ব কিছুমাত্র স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেবল পথ্যের নিয়ম দ্বারা যাঁহারা রোগের প্রতীকার করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা উল্লিখিত সকল মতাবলম্বী দিগেরই উপহসনীয় হয়েন। অনেক ডাক্তার এবং তাঁহাদিগের দেখা দেখি কলিকাতার কোন কোন বৈদ্য অনেক রোগে পথ্যের কথা কিছুমাত্র বলিয়া দেন না। বিলাতের এক-জন ডাক্তার পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে একেবারে চটিয়া উঠিতেন। তাঁহাকে একটী বালিকা তাঁহার পীড়িত মাতা কি খাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন “হাতা চিমটা ব্যতীত আর যাহা সন্মুখে পাইবেন তাহা খাইতে পারেন”। যাঁহারা মনের বল দ্বারা রোগের প্রতীকার সাধন করিতে উপদেশ দেন তাঁহাদিগের ত কথাই নাই। তাঁহারা অন্য সকল মতাবলম্বীদিগের যে কত উপহাসাস্পদ তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু উল্লিখিত প্রত্যেক মতেই সত্য আছে। পক্ষ-পাত পরিত্যাগ করিয়া যে যে রোগে যে যে প্রণালী খাটে সেই সেই রোগে সেই সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে মানববর্গের যে কত উপ-কার সাধিত হয় তাহা বলা যায় না। এক্ষণে অজটিলতার দিকে সকল বিজ্ঞানেরই গতি হইতেছে। চিকিৎসা বিদ্যারও অজটিলতার দিকে গতি হইতেছে। স্বভাবের প্রণালী অজটিল। স্বাভাবিক ঔষধ সকল অতি সামান্য ও অনায়াস-লভ্য হওয়া সুসঙ্গত ও সম্ভব। এ বিবেচনায় জল-চিকিৎসা, কেবল পথ্যের নিয়ম দ্বারা চিকিৎসা, এবং মনের বল দ্বারা প্রতীকার সাধনের চেষ্টা, বটিকা ও আরক অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বন করিলে উল্লিখিত তিন

প্রকার চিকিৎসা বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারে তাহা এখন ও সম্পূর্ণ রূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইলে ঔষধের আর বড় প্রয়োজন থাকিবে না। এক্ষণে যে সকল চিকিৎসক সুবিজ্ঞ তাঁহারা পারৎপক্ষে রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে অনিচ্ছু। অতএব উপরে যে স্বাভাবিকী চিকিৎসা-প্রণালী উল্লিখিত হইল সেই দিকে এক্ষণে চিকিৎসা বিদ্যার গতি হইতেছে ইহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। তাহা বলিয়া কোন স্থলে ঔষধের আদৌ আবশ্যক হইবে না এমত নহে। উল্লিখিত সকল প্রকার মতের চিকিৎসার আবশ্যকতা চিরকাল পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব উল্লিখিত সকল মতের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া একটি অভিনব ব্যাপক চিকিৎসা-প্রণালী সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। *

ভারতের অবনতি।

ভারত-সন্তানদিগের ক্রমশঃ অবনতি বোধ হয় প্রায় সকলেই স্বীকার

---

* উল্লিখিত সকল মতের মধ্যে কোন কোন মত অন্যতর মতের প্রতি স্বকীয় প্রভাব নিয়োগ করিতেছে, কিন্তু সেই অন্যতর মতের অনুবর্ত্তিদিগের অজ্ঞাতসারে তাহা নিয়োগ করিতেছে। এলোপেথিক ডাক্তারেরা পূর্ব্বে যেমন রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন ও অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিতেন এখন সেরূপ করেন না, এবং কোন কোন রোগে জল চিকিৎসাও অবলম্বন করিয়া থাকেন, অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে হোমিওপেথি ও হাইড্রোপেথি কিয়ৎ পরিমাণে এলোপেথির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এলোপেথিক ডাক্তারেরা মরিয়া গেলেও তাহা স্বীকার করিবেন না। এক্ষণে যাহা অজ্ঞাতসারে অবলম্বিত হইতেছে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পক্ষপাতশূন্য চিত্তে প্রগাঢ় ও সামঞ্জস্য ভাবে আলোচনার পর অবলম্বিত হইলে মানব বর্গের কত উপকার সাধিত হয় তাহা বলা যায় না।

করিয়া থাকেন। অনেকে ইহারনানা প্রকার কারণ উদ্ভাবন করিতেছেন এবং ইহার প্রতিবিধান বিষয়েও অনেক প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন যে মদ্য মাংস না খাইলে ভারত সন্তানগণ বলবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়া উন্নত ও স্বাধীন হইতে পারিবে না। এ সংস্কার কোথা হইতে হইল নিশ্চয় রূপে বলা যায় না, বোধ হয় ইংরেজ মহল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; ইহার কিছু দিন পরে কয়েক জন ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি স্থির করিলেন যে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রণালী সমুদয় প্রায় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, সেই কুসংস্কার সমুদয় সকল প্রকার উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ। যদি ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সকল কুসংস্কার বর্জ্জিত হয় কিম্বা নূতন কোন কুসংস্কার বর্জ্জিত ধর্ম্ম ইহাতে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে এ দেশে সকল প্রকার সৌভাগ্য উদয় হইতে পারে এবং তাহা হইলেই বল, বীর্য্য,স্বাধীনতা সকলই প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এখন দেখা যাইতেছে যে সুরাপান বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কিছুতেই বল, বীর্য্য এবং স্বাধীনতার দ্বার মুক্ত হয় না। মদ মাংস ভোজনে বল বিশিষ্ট ও ধীশক্তি সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক বরং বল হীন, ধীশক্তি বিহীন হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আবার এ দিগে ধর্ম্মান্তর অবলম্বনকারীদিগের মধ্যে ও বল বীর্য্যের কিছুমাত্র উন্নতি দৃষ্টি হইতেছে না। এখন এটি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কিম্বা সুরাপানাদি না করা আমাদের অবনতির কারণ নহে। আমাদের অবনতির প্রধান কারণ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অভাব। কি কি কারণে আমরা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছি না তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক; কারণ যেমন কি কারণে রোগোৎপত্তি হইল তাহা অনুসন্ধান না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর আরোগ্য লাভের আশা করা বৃথা হয়, তদ্রূপ কি কি কারণে আমরা হীন-বল হইতেছি তাহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল মাত্র বল বৃদ্ধির দ্বারা তাহার

প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিলে বিফল-যত্ন হইব সন্দেহ নাই। বোধ সৌকর্য্যার্থে আমাদের অবনতিরবিশেষ বিশেষ কারণ গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম।

১ম প্রায় অনিবার্য্য।

২য় প্রায় নিবার্য্য।

কি উপায়ে প্রথম শ্রেণীর কারণ গুলি দূরীভূত হয় তাহা বিশেষ করিয়া জানিনা সেই জন্য সে গুলিকে প্রায় অনিবার্য্য বলিলাম।

২য় শ্রেণীর কারণ গুলি চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, এজন্য প্রায় নিবার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল। প্রথম শ্রেণীস্থ কারণ গুলির হস্ত হইতে যদি মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আদৌ না থাকিত তবে সে গুলিকে "প্রায় অনিবার্য্য" না বলিয়া "অনিবার্য্য" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতাম। আর ২য় শ্রেণীস্থ কারণ গুলি যদি চেষ্টা ও যত্নে নিঃসংশয়ে নিবারিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে "প্রায় নিবার্য্য" না বলিয়া "নিবার্য্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতাম। পূর্ব্বোক্ত কারণ গুলি শ্রেণী বিভক্ত করিয়া নিম্নে বর্ণিত হইল।

ভারতের অবনতির কারণ।

প্রায় নিবার্য্য।

- **আহার।**
  - ১ অসময়ে আহার।
  - ২ অপরিমিত আহার।
  - ৩ স্বাস্থ্য হানিকর ও পুষ্টিবিহীন আহার।
  - ৪ পরিমান অপেক্ষা অল্প বা অধিক আহার।
- **পরিচ্ছদ।**
  - ১ কালের অনুপযুক্ত পরিচ্ছদত যথা গ্রীষ্মকালে মোটা ও গরম কাপড় ইত্যাদি।
  - ২ শীতকালে শীত নিবারিত না হয় এরূপ অনুপযুক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার।
- **দৈহিক শ্রম।**
  - ১ যে সময়ে বিশ্রাম করা আবশ্যক সে সময়ে, বিশ্রাম না করা, যথা আহারের পরক্ষণেই শারীরিক শ্রম ইত্যাদি।
  - ২ অঙ্গচালনার সম্যক অভাব।
- **শুক্র ক্ষয়।**
  - ১ অপরিমিত পরিমাণ রেতঃ-পাতন।
  - ২ অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃ-পাতন।
  - ৩ অল্প বয়সে রেতঃ-পাতন।
- **মানসিক অস্থিরতা।**
  - ১ দুশ্চিন্তা।
  - ২ অতি-চিন্তা।
  - ৩ অল্প বয়সে চিন্তা।
  - ৪ পুষ্টিকর আহার ও উপযুক্ত রূপে অঙ্গ-চালনাদি না করিয়া কেবল মানসিক শ্রম।
  - ৫ পরিপাক সময়ে মানসিক শ্রম।
  - ৬ বিশ্রামোযুক্ত সময়ে মানসিক শ্রম।
  - ৭ প্রতিবাসী অপেক্ষা বড় হইবার জন্য উৎকট চিন্তা ও মানসিক শ্রম।

পরিপাক।

মনুষ্য দেহে নিত্য আহার কি প্রকারে পরিপাক হইয়া শোণিতে পরিণত হয় এবং কি প্রকারে সেই শোণিত বায়ুর দ্বারা সংশোধিত হইয়া দৈহিক রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি প্রস্তুত করে, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। প্রাচীন চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিত-দিগের মধ্যে অনেকের এপ্রকার সংস্কার ছিল যে পাকস্থলিতে এক প্রকার অগ্নি আছে সেই অগ্নি উদরস্থ আহার্য্য বস্তু ভস্মীভূত করে। এই জন্য পরিপাক শক্তির হ্রাস হইলে সাধারণতঃ অগ্নি-মান্দ্য বলে। বাস্তবিকও অগ্নির ন্যায় ভস্মীভাবক শক্তি আর কিছুরই প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু দ্রাবকের রূপান্তরকারী শক্তি, স্থল-বিশেষে অগ্নি অপেক্ষাও অধিক। অগ্নি, কাষ্ঠ, তৃণ, পাতা লতা প্রভৃতি সহজে দগ্ধ করে, কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু সকল ভস্মীভূত বা রূপান্তরিত করিতে পারে না। দ্রাবক শেষোক্ত কার্য্যে বিলক্ষণ ক্ষমবান্। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমান

হইয়াছে যে পাকাশয়ে আহার্য্য বস্তু পতিত হইলে উহার চতুর্দ্দিক্ হইতে এক প্রকার জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভক্ষিত মাংস, দুগ্ধ, গোধূম-সার ইত্যাদি দ্রবীভূত করে। এই জলবৎ পদার্থের স্বাদ অম্ল; ইহাতে লবণ মিশ্রিত মহাদ্রাবক আছে।

বন্দুকের গুলী দ্বারা কোন ব্যক্তির পেটে ছিদ্র হওয়াতে সে আমেরিকা দেশীয় বিজ্ঞানবিৎমহাপণ্ডিত ডাক্তর বোমাণ্টের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি তাহাকে প্রায় ছয় মাস কাল চিকিৎসাধীনে রাখিয়া পরিপাক সম্বন্ধে অনেক প্রকার পরীক্ষা ও আবিষ্ক্রিয়া করেন। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক হিত সাধিত হইয়াছে। আহার্য্য বস্তু পাকাশয়ে পতিত হইলে কি প্রকারে পরিপাক হয়, এবং পরিপাক কালে কি প্রকারে পাকাশয় আন্দোলিত হয় ও পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হইলে কি প্রকারেই বা সেই আন্দোলন নিবৃত্ত হয় ইত্যাদি উক্ত ছিদ্রদ্বারা ডাক্তর বোমাণ্ট স্বয়ং দর্শন করিতেন। কখন বা পাকাশয়ের অভ্যন্তরস্থ পরদার উত্ত্যক্তি জন্মাইয়া তন্নিঃসৃত পরিপাক কারী অম্লরস একপাত্রে সংগ্রহ করতঃ তন্মধ্যে মাংসখণ্ড ফেলিয়া রাখিতেন। সেই মাংস প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই একবারে জলবৎ দ্রব হইয়া যাইত; এই প্রকারে স্বাভাবিক অবস্থায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই আহার্য্য বস্তু পরিপাক হওয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আহার্য্য বস্তুর সহিত যে সকল তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তাহা আমাশয় নিঃসৃত জলবৎ অম্ল পদার্থ দ্বারা পরিপাক হয় না। পিত্ত ও প্যানক্রিয়েটীক জুস অর্থাৎ প্যানক্র্যাস নামক যন্ত্র-নিঃসৃত-রস বিশেষ দ্বারা পরিপাক ও দ্রবীভূত হয়। আহার্য্য বস্তুর সেতসার অর্থাৎ এরোরূটের ন্যায় অসার পদার্থ (যাহাকে ষ্টার্চ Starch বলে) বিশিষ্ট-দ্রব্য সহজে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু চর্ব্বন সময়ে মুখের লালার সহিত বিলক্ষণ মিশ্রিত হইলে চিনিতে পরিণত হয়। চিনি জলে দ্রব হয় সুতরাং উহাও পাকাশয় মধ্যস্থিত জলীয় পদার্থে মিলিত হয় এবং আরও তরল হইয়া শোণিত হইবার

উপযুক্ত হয়। এই প্রকারে আহার্য্য বস্তুর লালা-ভাগ নানা প্রকার পদার্থ প্রভাবে দ্রবীভূত ও জলবৎ হইলে আমাশয়স্থ ক্ষুদ্র শিরা সমূহ দ্বারা শোষিত হইয়া শোণিতের সহিত মিলিত হয়। যাহা এই প্রকারে পরিপাক হইয়া শোষিত হয় তাহা ব্যতীত অন্য অসার পদার্থ ক্রমে ছোট ও বড় অন্ত্রি * ভ্রমণ করিয়া মল হয়। সেই মল, মলদ্বার দিয়া শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। এই ভ্রমণ সময়ে অন্ত্রি হইতে পরিপাক শক্তি-বিশিষ্ট এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া আহার্য্য বস্তুর অবশিষ্ট সারাংস পরিপাক ও দ্রবীভূত করে, তত্রস্থ ক্ষুদ্রতম শিরা সমূহ তাহা শোষণ করিয়া লইয়া শোণিতের সহিত মিলিত করে। অন্ত্রিমধ্যে ক্ষুদ্রতম শিরা ব্যতীত আরও এক প্রকার শোষণ-কারিণী শিরা আছে, তাহারাও দ্রবীভূত আহার্য্যের দুগ্ধবৎ শ্বেতরস শোষণ করিয়া মেরুদণ্ডের সম্মুখস্থিত বৃহৎ শিরাতে লইয়া যায়, এবং সেই স্থান হইতে এই ঘন শ্বেত বর্ণ রস রক্তবর্ণ শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের সর্ব্বাংশে পরিচালিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্ত্রিমধ্যে আর কতক গুলি শিরা আছে, তাহারাও পরিপাচিত ও দ্রবীভূত অবশিষ্ট দ্রব্যের সারাংশ শোষণ করিয়া উপর্য্যুক্ত মেরুদণ্ডের সম্মুখস্থিত বৃহৎ শিরাতে লইয়া পূর্ব্বোক্ত শ্বেতবর্ণ পদার্থের সহিত মিলিত করে। এই প্রকারে আহার্য্য বস্তুর অন্তর্গত বহুবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ দেহস্থ নানা যন্ত্র-নিঃসৃত বিবিধ প্রকার রস দ্বারা পরিপাচিত, পরিবর্ত্তিত ও দ্রবীভূত হইয়া আমাশয়স্থিত ও অন্ত্রিস্থিত নানা প্রকার শিরা সমূহ দ্বারা শোষিত হওতঃ রক্তের সহিত মিলিত হয়। এ সকল দ্রবীভূত পদার্থের যে বর্ণ সে শোণিতের বর্ণ নহে। শোণিতের সহিত মিলিত হইলে প্রথমতঃ শোণিত কথঞ্চিৎ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় কিন্তু বক্ষঃস্থিত ফুস ফুসে পরিচালিত হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল ও লোহিত বর্ণ হয়, এবং পুষ্টি সাধনের জন্য শরীরের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে। আহার্য্য বস্তুর প্রয়োজনীয় সমস্ত

* "আঁতড়ি, নাড়ি"

সারাংশ শিরা দ্বারা শোষিত হইলে, অবশিষ্ট অসার ভাগ মল হয় এবং ক্রমে ক্রমে মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। যদি কোন কারণ বশতঃ দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত মলবদ্ধ থাকে তবে দুর্গন্ধ যুক্ত কলুষিত রস ক্ষুদ্র শিরা সমূহ দ্বারা শোষিত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট এবং বহু-বিধ উৎকট রোগ উৎপাদন করে। এজন্য সর্ব্বদা মল পরিষ্কার রাখা উচিত। স্বাভাবিক শরীরে, কেবল মলবদ্ধ জন্য বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা অবৈধ। উপযুক্ত আহার্য্য বস্তুর ব্যবস্থা, অঙ্গচালন, ব্যায়াম ও মনের স্ফূর্ত্তি এবং পদ-ভ্রমণ ইত্যাদি করা উচিত। যাহাতে আহার্য্য উত্তমরূপে পরিপাক হয়, এপ্রকার ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

আহার্য্য বস্তুর মধ্যে দুগ্ধ, মোটা আটা, সরবত শাক তরকারী প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য থাকা উচিত। সারবান্ পদার্থের অসারাংশ অতি অল্প, সুতরাং প্রত্যহ কেবল তাহাই আহার করিলে মল বদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। যে সকল দ্রব্যের অধিকাংশ ভাগ পরিপাক হয় না, আহার্য্য বস্তুর সহিত প্রয়োজনানুসারে তাহাও কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। শাক তরকারীর শিরা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র ও ময়দার খোসা ইত্যাদি জীর্ণ হয় না, অতএব শাক তরকারী ও মোটা আটা যে মল শুদ্ধিকর ইহা অনা-য়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু এ সকল দ্রব্য এপ্রকার বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য যে অজীর্ণ দোষ জন্মাইয়া স্বাস্থ্য হানি না করে অথচ মলশুদ্ধ রাখে। কোন্ ব্যক্তির পক্ষে কখন্ কোন্ খাদ্য হিতকর তাহা তিনি স্বয়ং যেমন উত্তম বিবেচনা করিতে পারেন এমন আর কেহ পারে না। রুচি অভ্যাস, স্বাস্থ্য এবং পরিপাক শক্তির অবস্থা স্বয়ং বিবেচনা করিয়া আহার করা উচিত। সময়ে সময়ে বিজ্ঞ লোকে ও চিকিৎসকেও এবিষয়ে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারেন।

স্বাস্থ্য রক্ষার্থ আহার্য্য পরিপাক এবং অঙ্গ-চালন যে কত বড় আব-শ্যক তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ব্যায়াম অভ্যাস করা এবং সন্ধ্যা প্রাতে হৃদয়-প্রফুল্ল-কর ভ্রমণ, অশ্বারোহণ ইত্যাদি নিয়ম নিয়মিত

রূপে পালন করা বিশেষ হিত-কারী। পরিপাকের জন্য আহারের পর দুই তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করা ও মনোবৃত্তি পরিচালন না করা বিশেষ আবশ্যক। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে কিম্বা আহার করিবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ব্যায়ামাদি করা উচিত। আহারের পরক্ষণেই এসকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বা কঠিন অধ্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিলে, উচিত সময়ে উপযুক্ত রূপে পরিপাক হয় না, এবং তন্নিবন্ধন পাকাশয়ের শক্তি ও ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। সুতরাং আহারও কমিয়া যায়, অতএব সহজেই রোগাক্রান্ত হইতে হয়!

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

গোধুম।

বঙ্গদেশে ভাতই প্রধান খাদ্য, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে। এবং পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশে গোধুম (রুটী) প্রধান খাদ্য। সাহেবেরা রুটীকে “ এষ্টাফ অব লাইফ ” অর্থাৎ জীবনের যষ্ঠী স্বরূপ বলেন। বাঙ্গালির দাইল ভাত, ও খোট্টার দাইল রুটী এক প্রকার প্রচলিত কথা। ভাত অপেক্ষা রুটী স্বাদু ও পুষ্টিকর। বঙ্গবাসী-গণের অভ্যাস বশতঃ রুটী অপেক্ষা ভাতই তৃপ্তিকর।

ভাত ভোজী অপেক্ষা রুটী ভোজী বলিষ্ঠ, সাহসী, পরিশ্রমক্ষম, সহিষ্ণু ও দীর্ঘ জীবী হয়। বাঙ্গালিদিগের পুষ্টি সাধনের জন্য সাধারণ আহারের মধ্যে গোধূম, দাইল এবং দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিন্তু রুচি অনুসারে অল্প, ভাত থাকা ও উচিত।

গোধূম দ্বারাই প্রায় সমুদয় উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গ বাসীরা কখন কখন রুটী ব্যবহার করেন বটে কিন্তু তাহার কোন্ অংশ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু তাহা প্রায় কেহই জানেন না। অজ্ঞতা নিবন্ধন গোধুমের অধিকসার যুক্ত পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু অংশ ত্যাগ করিয়া

অপেক্ষা কৃত অত্যল্প সারযুক্ত ও অল্প স্বাদু অংশই ব্যবহার করেন। গোধূমের কোন্ অংশে কত পরিমাণ সার আছে তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক ইহাকে আমাদিগের প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত করা কর্ত্তব্য।

একটী গোধূম হাতে করিয়া দেখিলে প্রথমতঃ পাতলা, শক্ত প্রায় ধানের খোসার ন্যায় একটী খোসা দেখা যায়; তাহার নীচে অপেক্ষা কৃত ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণ একটী পাতলা আবরণ, তাহার অভ্যন্তরে শুভ্রবর্ণ গোধূম শস্য। গোধুমে কোন্ কোন্ পদার্থ আছে তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—

১০০ তোলা গোধূমে

১১ তোলা জল,

১৩ তোলা শিরিশ { সারবান পুষ্টিকর পদার্থ যাহাকে ইংরেজীতে গ্লুটেন্ বলে।

৬০ তোলা সেত সার { এরোরূটের ন্যায় পাতলা, পুষ্টি বিহীন লঘু পদার্থ, যাহাকে ইংরেজীতে ষ্টার্চ্চ Starch বলে)

৮ তোলা চিনি

৪ তোলা আঠা

২ তোলা তৈল

২ তোলা ভূষি আছে।

এ সমুদয় দ্রব্য গোধূমের সমুদয় অংশে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে গোধূমের খোসার নীচে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ পাতলা আবরণ আছে; সেই আবরণই, অধিক পরিমাণ সার যুক্ত পদার্থে (গ্লুটেন) পরিপূর্ণ, এই স্থানে অধিক পরিমাণে তৈল ও অতি অল্প পরিমাণে শুভ্র সেতসার পাওয়া যায়। অভ্যন্তরস্থ শুভ্র গোধূম শস্যে সেত সারের ভাগই অত্যন্ত অধিক; সার অর্থাৎ পুষ্টিকর পদার্থ (Gluten) অতি অল্প মাত্র থাকে। শুভ্রবর্ণ, সুদৃশ্য ও উত্তমরূপে চুর্ণীকৃত ময়দা

যাহার মূল্য অধিক এবং যাহা এদেশে ধনবান্ লোকেই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা পুষ্টিকর নহে। ইহা দেখিতে সুন্দর বটে কিন্তু এরোরূটের ন্যায় অসার পদার্থে পরিপূর্ণ। পুষ্টিকর পদার্থ ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণ, শুভ্রবর্ণ, ময়দার ন্যায় উত্তম রূপে চূর্ণ হয় না সুতরাং ভাল ময়দা চালিবার সময় বাহির হইয়া যায়। মধ্যম রকম ময়দার সহিতও ইহার কতকাংশ থাকে। ফলতঃ ময়দা যত শুভ্র ও চূর্ণ হইবে ততই পুষ্টিকর পদার্থ বিহীন হইবে। এদেশের দরিদ্রলোক দিগের ময়দার প্রয়োজন হইলে, অল্প মূল্য বলিয়া তাহারা আটা ব্যবহার করে কিন্তু আমাদিগের ইহা জানা নিতান্ত আবশ্যক যে আটাই সুস্বাদু, পুষ্টিকর সুতরাং হিতকারী। পশ্চিম দেশের রাজারাও আটা ও সুজীর রুটী ব্যবহার করেন। সুজী, ময়দা অপেক্ষা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর বটে কিন্তু আটা অপেক্ষা নহে। রুটী, লুচি, কচুরী, মোহন-ভোগ ইত্যাদি আটা দ্বারায় প্রস্তুত করিলে স্বাদু ও পুষ্টিকর হয় এ বিষয় সকলেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আটা ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আটা অত্যন্ত হিতকারী হইয়াও সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় সুতরাং সাধারণের সুবিধার বিষয় সন্দেহ নাই। কলিকাতা মহানগরীতে যে সকল ময়দার কল আছে, তাহাতে দুই তিন প্রকার আটা, ময়দা, সুজী প্রস্তুত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ২ নম্বরের আটা বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহাই অতি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। ইহাতে রুটী, লুচী, কচুরী, মোহন-ভোগ প্রভৃতি সকলই প্রস্তুত হইতে পারে। এক নম্বরের আটাও মন্দ নহে ২ নম্বরের অপেক্ষা ইহার মূল্য অধিক। ৩ নম্বরের আটাতে অন্যান্য বাজে জিনিস মিশ্রিত থাকে, তাহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

আজ কাল পাঁউরূটী এদেশে অনেকের নিকট প্রিয় খাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ডাক্তার ও কবিরাজ রোগীর পথ্য ব্যবহার করিবার সময় পাঁউরূটী, বিস্কুট ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাঁউরূটী ওয়ালা ব্রাহ্মণেরাও কলিকাতার রাস্তায় পাঁউরূটী বিস্কুট ফেরি করিয়া বিক্রয়

করে। অনেক স্থানে হাত-রুটী একেবারে হেয় হইয়াছে, কিন্তু তাড়ি যুক্ত ফাঁপা পাঁউরুটী কতদূর উপকারী এবং কোন্ রোগীর পক্ষে কুপথ্য কোন্ রোগীর পক্ষে সুপথ্য, সুস্থশরীরে ব্যবহার বিধেয় কি না এ সমুদয় বিষয় বিশেষ রূপে বিবেচনা করা উচিত। হাত-রুটী অর্থাৎ চাপাটীরুটী স্বাভাবিক শরীরে ও পীড়িত অবস্থায় ব্যবহারের দোষ গুণ এবং তাহা কি প্রকার রোগীর পক্ষে উপযুক্ত ও কি প্রকারেই বা সচরাচর প্রস্তুত করা আবশ্যক ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

অযোন।

ইহা ভূ-বায়ুতে মিলিত আছে। ইহা মেলেরিয়া (অর্থাৎ যে পদার্থ বায়ুতে মিলিত হইলে জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি ভয়ানক রোগ মনুষ্য দেহকে আক্রমণ করে) পূতি গন্ধ, দূষিত বায়ু ইত্যাদি নষ্ট করে ও নিশ্বাস এবং লোম-কূপ দ্বারা দেহে প্রবেশ করতঃ স্বাস্থ্য বিধান করে। ইহা সমুদ্রোপরি প্রবাহিত বায়ুতে, বিস্তীর্ণ মাঠ ও প্রশস্ত নদীর উপর প্রবাহিত বায়ুতে প্রায় সর্ব্বদাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বজ্র-পাত সময়ে তাড়িতাগ্নি দ্বারা জলার্দ্র (ভিজা) বায়ু দগ্ধ হইলে ইহার উৎপত্তি হয় এবং ঝঞ্চা-বাত দ্বারা জনাকীর্ণ স্থানে পরিচালিত হইয়া দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়, তাহাতেও ইহা উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য প্রাণী-গণের স্বাস্থ্য বিধান করে।

সিসি মধ্যে জলযুক্ত বায়ু (ভিজাবায়ু) তাড়িতাগ্নি বা দীপক (ফসফরস্ Phosphorus) দ্বারা দগ্ধ করিলে অযোন উৎপন্ন হয়। বৃক্ষ লতাদি হইতে অত্যল্প পরিমাণে অযোন নিঃসরণ হয়। উদ্ভিদ্ বিহীন জনাকীর্ণ নগরে, অযোনের অভাব। মনুষ্য দেহের স্বাস্থ্য অধিকতর অযোন-যুক্ত স্থানে ভাল রূপ সংরক্ষিত হয় ও তদ্বিপরীত স্থানে সেরূপ হয় না।

অযোনকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা রূঢ়ি পদার্থ মনে করিতেন, কিন্তু অধুনা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে উহা রূপান্তরিত ও ঘনীভূত অম্ল জান (জীবন বায়ু) উহা দ্বারাই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, প্রাণীগণ প্রাণ ধারণ করে। শরীরস্থ শোণিত সংশোধিত এবং পৃথিবীর অশেষ বিধ হিত-সাধিত হয়। ইহা ভূ-বায়ুতে না থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিত না, প্রাণীগণ প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না এবং পৃথিবীর যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট উপস্থিত হইত।

সাধারণ নিত্য ক্রিয়ার জন্য অম্ল জান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা রূপান্তরিত ও ঘনীভূত অবস্থাতে জীবের জীবন শক্তি সঞ্চার বিষয়ে বিশেষ কল্যাণদায়ক। কি শারীরিক পীড়া, কি মানসিক পীড়া, কি সাধারণ দৌর্ব্বল্য, কি শ্রমের পর শান্তি বিধানে, কি মনুষ্য দেহে বল বীর্য্য সঞ্চারে কি ক্লিষ্ট মনে স্ফূর্ত্তি বিধানে অযোন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সকল বিষয়েই হিতকারী। যদি ইহা প্রতি গৃহে প্রতিদিন সহজ প্রণালীতে উৎপন্ন করিবার উপায় থাকিত তাহা হইলে প্রতি গৃহের দূষিত বায়ু প্রতি দিবস সংশোধন করিয়া সকলকে স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে সম্যক্ ক্ষমবান করিত।

ইহা অনায়াসে প্রতিবাস গৃহে প্রতি নিয়ত উৎপন্ন করিবার কি কোন সহজ উপায় নাই! কয়েক বৎসর গত হইল জরম্যান দেশীয় কোন সুবিখ্যাত বিজ্ঞান বিৎপণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারায় নির্ণয় করিয়াছেন, এসিয়াস্থ শ্বেত সুগন্ধি পুষ্প হইতে প্রচুর পরিমাণে অয়োন নিঃসৃত হয়। এ কারণে তিনি সকলকে বাস গৃহের চতুর্দ্দিকে উক্ত ফুল বাগান করিতে পরামর্শ দেন। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিগণ প্রতিদিন প্রত্যূষে হস্তমুখ প্রক্ষালনের পর কুসুম চয়ন তৎপরে স্নান, তৎপরে সেই কুসুম রাশি লইয়া কিছুকাল দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিবার বিধান করিয়াছেন। পুষ্পের মাহাত্ম্য বিষয়ে শ্বেতপুষ্প সকল দেবতার পূজায় বিশেষ আদরণীয় এই বিধান প্রকাশ করিয়াছেন। গন্ধ বিহীন রঙ্গিন পুষ্প দেবতা বিশেষের পূজায় আবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপরাহ্ণে ও দেবতাদিগকে

সুগন্ধ পুষ্প মালা দ্বারা শোভিত করিবার বিধান করিয়াছেন। বৈশাখ মাসে প্রচুর পরিমাণ সুগন্ধ শ্বেত পুষ্প দ্বারা পুষ্প যাত্রা নামে মহোৎসবের প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্যের পুষ্প অপহরণ করায় কোন পাপ নাই ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে দরিদ্র ব্যক্তি ও পুষ্প ব্যবহারে বঞ্চিত না হয়। স্বহস্তে কুসুম চয়ন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন। প্রতি গৃহস্থের বাটীতে দেবতা অর্চ্চনা করা ও প্রতি ব্যক্তির পক্ষে গন্ধ পুষ্প দ্বারা প্রতিদিবস দেবার্চ্চনা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া সর্ব্বসাধারণের সংস্কার হইয়াছে।

সুগন্ধ শুভ্র পুষ্পে অযোন আছে ইহা ঋষিরা জানিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু বহুকালের পরীক্ষার দ্বারা ইহার উপকারিত্ব গুণ বিশেষ রূপে যানিয়াই নিত্য ব্যবহার্য্য বলিয়া উপর্য্যুক্ত বহুল কার্য্যে শ্বেত বর্ণ গন্ধ পুষ্পের আবশ্যকতা শাস্ত্রে, শাসন বাক্য শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়াছেন। আহার, পরিচ্ছদ, প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য, মনুষ্য সহজ জ্ঞানেই নির্ণয় করিয়া থাকে; পরে বিজ্ঞান শাস্ত্র পরীক্ষা করিয়া সেই সমুদয় অনুমোদন করে। উপস্থিত বিষয়ে সত্যকালে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ পর্য্যালোচনা শক্তির (observation) দ্বারা আবশ্যকীয় নির্ণয় করিয়াছিলেন ও সাধারণ লোকের দ্বারা সেই মত দৃঢ় রূপে অবলম্বিত হইবার প্রত্যাশায় ধর্ম্ম শাস্ত্রের শাসন শ্রেণিভুক্ত করিয়া সেই সকল নিয়ম বিধি বদ্ধ করিয়াছিলেন। অধুনা ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিৎ প্রধান প্রধান পণ্ডিত গণ পরীক্ষা দ্বারা সেই সমস্ত বিষয় প্রকারান্তরে অনুমোদন করিতেছেন। সকল বিষয়ে ধর্ম্ম শাস্ত্র যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে বিবাদ, বিসম্বাদ, হিংসা অনেক হ্রাস হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে এ পর্য্যন্ত কলহই দেখা যাইতেছে। কতদিনে যে ইহা নিষ্পত্তি হইবে কি একেবারে হইবেই না তাহার কিছুই স্থির নাই। এক্ষণে কি প্রকারে প্রতি বাটীতে অযোন উৎপন্ন করিয়া প্রতিবাস গৃহের দষিত বায়ুর সংশোধন, ম্যালিয়া নষ্ট,

স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি বিধান করা যায় তাহারাই আলোচনা করা আবশ্যক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্।

বিজ্ঞানের কি অসীম শক্তি! ইহা দ্বারায় কত শত দুরূহ প্রাকৃতিক নিয়ম সাধারণের বোধগম্য হইতেছে এবং কত প্রকার নব নব বস্তু ঔষধ মধ্যে গৃহীত হইতেছে। অতি অল্পকাল গত হইল এই নাইট্রাইট্-অব্-এমিল্ নামক পদার্থটি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। ডাক্তার ব্রণ্টণ্ সাহেব দ্বারাই মনুষ্য দেহে ইহার ক্রিয়া এবং রোগ বিশেষে ইহার প্রয়োগ নির্দ্দেশিত ও প্রথমে লিখিত হইয়াছে। তিনি কহেন ইহা এক কিম্বা দুই বিন্দু নিশ্বাস দ্বারা কিম্বা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা ৩০।৪০ সেকেণ্ড মধ্যেই মুখমণ্ডল আরক্তিমাবর্ণ, শরীর উষ্ণ, এবং মস্তকে, মুখে ও গ্রীবা দেশে ঘর্ম্ম আবির্ভূত হয়। কখন কখন সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত হস্ত পদাদি শীতল এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উষ্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের ও নাড়ীর স্পন্দন বৃদ্ধি হয়। এবং ডাক্তার টান্ফোর্ড জোনস্ বলেন যে মুখমণ্ডল রক্ত বর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নাড়ীর গতি বেগবতী হইয়া থাকে। তিনি আরও কহেন যে ইহা দ্বারায় হৃৎপিণ্ডের ও ক্যারটিড্ (carotid) ধমনীর দ্রুতস্পন্দন এবং কখন কখন শ্বাসক্লেশ, কাশী, মস্তক ঘূর্ণন মনশ্চাঞ্চল্য ও তন্দ্রা বোধ হইয়া থাকে। ইহা ধমনী মণ্ডলের আয়তন বৃদ্ধি করে, এবং তজ্জন্য যে সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদিগকেও অবলোকিত হইয়া থাকে।

ডাক্তারব্রণ্টন সর্ব্ব প্রথমেই ইহা-বক্ষঃশূল রোগে (Anginapectoris)

প্রয়োগ করেন এবং এই উৎকট ও বিষম রোগের পক্ষে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী স্থির করিয়াছেন। তিনি যে সকল রোগী-কে ইহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তিনি কহেন যে এই রোগ হইবার সময় ফুস্ফুসেরও অন্যান্য স্থানের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ী আক্ষেপ বশতঃ আকুঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং ইহা আঘ্রাণ করিলে ঐ সমুদায় কুঞ্চিতনাড়ী শিথিল হইয়া পড়ে ও তৎ-ক্ষণাৎ দুঃখসহযন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

ডাক্তার এনষ্ট্রীর্ বক্ষঃশূলের একটী রোগী ছিল। তিনি উহাকে নাই-ট্রাইট্ অব্ এমিল্ শ্বাস দ্বারায় গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা করেন। উহা আঘ্রাণ করিবায় পরক্ষণেই তাহার মুখ আরক্তিমবর্ণ ও মস্তক অবসন্ন বোধ হয়, ১০।১৫ সেকেণ্ড মধ্যেই তাহার অসহ্য ক্লেশের শান্তি ও সুষুপ্তির আবির্-ভাব হয়। তাহার পর ঐ রোগীর আর ও ঐ পীড়া দুই একবার হইয়া ছিল তাহাতেও ইহা দ্বারায় উপকার দর্শে। কিন্তু ডাক্তার রিঙ্গার সাহেব কহেন যে তিনি ইহা দ্বারা কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত যন্ত্রণার লাঘব এবং পরে উহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়াছেন।

ডাক্তার ট্যাল ফোর্ড জোন্স্ বলেন যে শ্বাসকাস (asthma) রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগের শ্বাসকষ্ট ও পুনরাগমণ নিবারণ করিবার ইহা একটি প্রধান উপায়, হৃৎপিণ্ডের রোগবশতঃ যখন সমুদায় শরীর ফোলে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে কষ্ট হয়, তখন নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ আশু উপকার করে। এনষ্টীর মতে পাকাশয়ের আক্ষেপ ইহা দ্বারা সত্বর দূর হয়।

হুপিং কফ্ (whooping cough) রোগে শ্বাস কষ্ট থাকিলে ডাক্তার জোন্সের অনুমতি অনুসারে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। স্নায়ুশূল রোগে (বিশেষতঃ পঞ্চম স্নায়ুদ্বয়ের অর্থাৎ যে স্নায়ুর শাখা ও প্রশাখা চক্ষের পেশী সকলে, নাসারন্ধ্রে তালু ও দন্ত মূল প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান আছে) ইহা প্রয়োগ করিবামাত্রই বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

ডাক্তার রিচার্ডসন পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ভেকদিগকে ষ্ট্রীক্নিয়া (Strychna অর্থাৎ কুচিলার বীর্য্য) প্রয়োগ করিলে তাহাদের সমস্ত পেশী আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, এবং নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ দ্বারা আক্ষেপ দূর ও জীবন রক্ষা হয়। সেই নিমিত্ত তিনি কুচিলা কিম্বা ষ্ট্রীক্নিয়া দ্বারা বিষাক্ত হইলে এবং ধনুষ্টঙ্কার রোগে এই মহোষিধর পরীক্ষা করিতে উপদেশ দেন।

যে সকল মৃগী (Epiepsy) রোগে মনের চাঞ্চল্য ও রোগ পুনরাগমনের আশঙ্কা সদা সর্ব্বদা থাকে, তাহাতে ডাক্তার রিঙ্গারের মতে নাইট্রাইট্ অব্ এমিল দ্বারায় বিশেষ উপকার দর্শে। তিনি তিন বিন্দু করিয়া দিবসে তিনবার এবং রোগ উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই ঐ পরিমাণে আর এক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ডাক্তার রিঙ্গার সাহেবের মতে যে সকল স্ত্রীলোকের হটাৎ ঋতু বন্ধ প্রযুক্ত কিম্বা অন্য কারণবশতঃ নাভিদেশ মুখ প্রভৃতি স্থান জ্বালা করে ও যেন তথা হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে বোধ হয়, অথচ ক্ষণ কাল পরেই গাত্র শীতল এবং কিঞ্চিৎমাত্র পরিশ্রম করিলেই পুনরায় অগ্নি নির্গমভাব আর্বিভাব হয়, তাহাদের পক্ষে নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ অতি চমৎকার ঔষধ। ইহা দ্বারায় পূর্ব্বোক্ত শরীরের ভাব, শিরোঘূর্ণন মনশ্চাঞ্চল্য ইত্যাদি অতি সত্বর দূরীভূত হয়।

ডাক্তার রিঙ্গার এই ঔষধ সচরাচর অভ্যন্তরিক ও শ্বাস রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তিনি কহেন যে ব্যক্তি বিশেষে ইহার ক্রিয়ার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কাহাকেও দুই তিন বিন্দু প্রয়োগ করিলে কেবল মুখ রক্তবর্ণ ও শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়,কেহ বা এক বিন্দু আঘ্রাণ করিয়াই নানা রূপ যন্ত্রণা সহ্য করে। এই নিমিত্ত ইহা প্রয়োগ কালীন বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার রিঙ্গার তাঁহার স্বদেশীয় গণের শরীরোপযোগী মাত্রা নিরুপণ করিয়াছেন; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় লোকের শরীরে কি প্রকারে ঐ মাত্রা সহ্য হইতে পারে? ইংরাজেরা

আমাদের অপেক্ষা বল ও বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহাদের শরীরে ঔষধ যে মাত্রায় যে ক্রিয়া প্রকাশ করে আমাদের দেহে সেই ঔষধি সেই মাত্রায় সেই ক্রিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। সেই রূপ ক্রিয়া আমাদের দুর্ব্বল শরীরে প্রাপ্ত হইতে হইলে মাত্রা অনেক কম করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। এক বা তিন বিন্দু হইতে দুই কিম্বা তিন বিন্দু পর্য্যন্ত বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিলে কোন হানি হইতে পারেনা। একড্রাম শোধিত সুরায় দুই বিন্দু নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ দ্রব করিয়া তাহার তিন বা পাঁচ বিন্দু কিঞ্চিৎ শর্করা সহযোগে দিবসে তিন বার প্রয়োগ করিলেই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। প্রয়োগ কালীন ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে এই ঔষধি রোগীর অভ্যস্ত হইবার সম্ভাবনা।

সমালোচনা।

হিন্দু বিবাহ সমালোচন। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালী কিঙ্কর চক্রবর্ত্তি দ্বারা প্রকাশিত। পুস্তক খানি শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ খানি দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে বাল্যবিবাহের এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অসমবিবাহের দোষ বর্ণিত হইয়াছে। ভূমিকা দৃষ্টে জানা যায় যে গ্রন্থকার দ্বিতীয় খণ্ডে বহুবিবাহ অধিবেদন, বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের ও আলোচনা করিবেন।

বাল্য এবং অসমবিবাহ যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক তাহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার উক্ত বিবাহ দ্বয় সম্ভূত হৃদয় বিদারক অরিষ্ট রাশি যে রূপ সুন্দর বাগ্মিতা সহকারে বর্ণন

করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের সকলকেই লোমাঞ্চিত হইতে হয়। বাল্যকালে বিবাহ হইলে প্রথমতঃ সুখকর দাম্পত্য প্রেম জন্মে না; দ্বিতীয়তঃ দম্পতীর শারীরিক ও মানসিক সমুচিত উন্নতি হইতে পারে না; তৃতীয়তঃ সন্তান সন্ততি অসংপুষ্ট খর্ব্ব দেহ দুর্ব্বল এবং অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে; চতুর্থতঃ পুরুষদিগের অকাল মৃত্যু। সুতরাং দেশে বিধবার সংখ্যা অধিক হইতেছে ইত্যাদি কয়েকটী দুর্ঘটনাকে তিনি পূর্ব্বোক্ত কুপ্রথার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার অসম বিবাহের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অযথার্থ নহে। তন্মধ্যে বৃদ্ধ পুরুষ পরিণীতা কামিনী দিগের ব্যাভিচারাধিক্যতা দোষই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ কর।

আমরা গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বঙ্গ ভাষায় এবম্বিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে গ্রন্থাদি অতি অল্পই লিখিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ হইতে সমাজের যে ভূরি উপকার হইতে পারিবে ইহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থকার পুস্তকে নিজের চিন্তাশীলতার এবং শরীরতত্ব বিদ্যার পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আমাদিগের এবং আমাদের দেশের সকলেরই ধন্য বাদের পাত্র। আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা সকলেই যেন এই পুস্তক খানি এক এক বার পাঠ করেন এবং গ্রন্থ কারের উপদেশ সকল কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হন। আমরা গ্রন্থকার মহাশয়কে নিবেদন করি যেন তিনি ত্বরায় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করেন। আমরা তদ্দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায়——কলিকাতা-৩৻

শ্রীযুক্ত কুমার যাদবানন্দ বাহুবলেন্দ্র——মেদিনীপুর—৩।৵

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কুমার রায়——নোয়াখালী——৩।৵

" " যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়——বশির হাট—১।০

" " কিশোরী মোহণ চৌধুরী——ময়মনসিংহ—৩৻

" " মহেন্দ্র নাথ দত্ত————বশির হাট——১৸০

" " রাধাকিশোর দেবগোস্বামী——ত্রিপুরা——৩।৵

" " হরিনাথ সান্ন্যাল ——রাজসাহি————১৻

" " বৈকুণ্ঠ নাথ রায়————জাহানাবাদ——৩।৵

" " ভগবতী চরণ সিংহ——ত্রিহুত————৩।৵

" " রাধিকা মোহণ রায়—ঢাকা পশ্চিমদী—৩।৵

" " সীতানাথ দাস————কামরূপ————৩।৵

" " শ্রীনাথ ঘোষ————নোয়াখালী——৩।৵

" " মহেন্দ্র নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়—পূর্ণিয়া—৩।৵

" " রাস মোহন মণ্ডল————রঙ্গপুর————৩।৶১০

" " দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়——ঢাকা———— ।০

" " শিরিশ চন্দ্র রায়————নায়নিতাল——৩।৵

" " পার্ব্বতী চরণ চট্টোপাধ্যায়—নয়াডুমকা--৩।৵

" " মুকুন্দ চন্দ্র সেন——ময়মন সিংহ——৩।৵

" " ভগবতী চরণ দে——মনান পুর——৩।৵০

" " রাজেন্দ্র লাল——কৃষ্ণ নগর———— ।১০

" " রাম চরণ ঘোষ——কলিকাতা————৩৻

" " মৌলবী রহিমুদ্দিন————ঢাকা————৩।৵

" " জ্ঞানেন্দ্র নারায়ন বন্দোপাধ্যায় গার্ডেনরীদ-৩।৵

" " শঙ্কর লাল মিশ্রি————কলিকাতা————১৻

[১ম খণ্ড] আশ্বিন ১২৮২ সাল। [৩য় সংখ্যা।]

অণুবীক্ষণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহোযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।
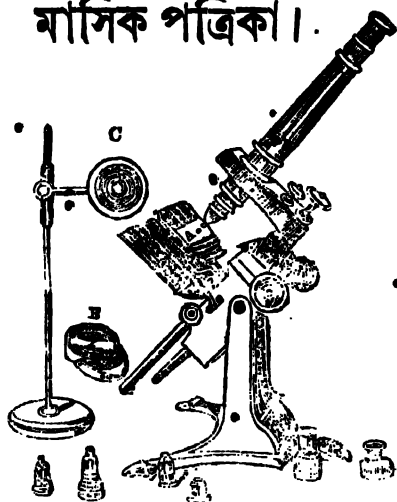
"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।'

দ্রব্যগুণ।

দ্রব্যগুণের যে কি অসাধারণ ক্ষমতা তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে বিষয় প্রতিপন্ন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে কত অসীম বস্তু রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে সকল বস্তুর গুণ আমাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকায়; তাহাদিগকে সামান্য বস্তু জ্ঞান করিয়া থাকি। ঐ সমস্ত সামান্য বস্তুর মধ্যে যে যে বস্তুর কোন রূপ বিশেষ বিশেষ গুণ জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদিগের দেশের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কি স্ত্রী কি পুরুষ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকেই অনেক প্রকার সামান্য বস্তুর মধ্যে কোন কোন বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ জানেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কেহ কাহাকে শিক্ষাদিতে ইচ্ছা করেন না। এমন কি পিতা আপন পুত্রকে শিক্ষাদিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। এই কারণে আমাদিগের দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হইতেছে না। যিনি যে বস্তুর কোন রূপ বিশেষ গুণ অবগত আছেন, তাহা যদি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের দেশের এবং দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের একটী মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সমস্ত দ্রব্যের গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা-দিগকে ঔষধ বলে, এবং যে সমস্ত দ্রব্যের গুণ সাধারণের অপরিজ্ঞাত আছে, তাহাদিগকে "মুষ্টিযোগ" বা "টোট্‌কা" কহে। অনেক স্থানে শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন উৎকট রোগ, যাহা কোন প্রকার ঔষধে আরোগ্য হয় নাই, কিন্তু "মুষ্টিযোগ" দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক "মুষ্টিযোগ" বা "টোট্‌কা" ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাঁহারা চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিরাছেন। দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধনামামৃত রামকমল সেন অনেক সময় মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা ঔষধ ব্যবহার করিতেন, সে জন্য তিনি চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

অদ্য একটী "মুষ্টিযোগ" বা "টোট্‌কা" ঔষধের বিষয় প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা—

কদম্ব বৃক্ষের পত্র।

উক্ত পত্রদ্বারা অতি চমৎকাররূপে ফোড়া আরোগ্য হইতে পারে। এবং উহা ফোড়ার সকল অবস্থায় ব্যবহার করা যায়

ব্যবহার করিবার নিয়ম। যথা—

ফোড়ার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যে সময় ফোড়ার মধ্যে রক্তসঞ্চিত অথবা সামান্য মাত্র পুঁজ জন্মিয়াছে; এই অবস্থায় কদম্বপত্রের মধ্যের সির ফেলিয়া * ফোড়া আয়তনে যত বড় হইবে সেই পরিমানে ঐ পাতাকে, ১৫।১৬ পর্দা একত্র করিরা, ফোড়ার উপরে সংলগ্ন করিয়া, উহাতে বিশেষ যাতনা না হয় অথচ কিছু চাপ পড়ে এরূপ বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া ১০।১২ ঘণ্টা রাখিবে। ইহাতে ফোড়ার মধ্য হইতে জলীয়বৎ এক প্রকার ক্লেদ নির্গত হইয়া, ক্ষত ব্যতিরেকে উহা একেবারে আরোগ্য হইয়া যাইবে। যদি একবার ঐ রূপ ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়, তবে দ্বিতীয় বার ঐ রূপে বদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

প্রাপ্তি সংবাদ।

এই প্রস্তাব লেখক এক জন এলোপেথিক ডাক্তার। তাঁহার কটিদেশের নিম্নে একটী অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক ফোড়া হয়। এলোপেথিক মতের তৎকালোপোযোগী যে সকল ঔষধ, তাহা ফোড়ার প্রথমাবস্থা হইতে ৪।৫ দিন ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কিছুতেই যন্ত্রনার লাঘব না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাটনা নিবাসী জনেক সভ্রান্ত ব্যক্তি প্রস্তাব লেখককে প্রতি দিন বন্ধুভাবে দেখিতে আসিতেন। তিনি ঐ রূপ যন্ত্রনা দেখিয়া বলিলেন "আপনি ডাক্তার, যদিচ রোগ সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা দেওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হয় তাহা হইলেও আপনার যন্ত্রনা দেখিয়া আমি একটী ব্যবস্থা দিতেছি এবং অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এক রাত্রের জন্য আমার ব্যবস্থামতে চলুন, ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেন" তিনি কি বিশ্বাসে এত জোর করিয়া বলিতেছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ঐ রূপ যন্ত্রনাদায়ক ফোড়া হওয়ায়, এক ফকির তাঁহাকে ঐ রূপ ব্যবস্থা দেওয়াতে আরোগ্য হইয়া পরে তিনি আরও ৪।৫

* যেমন পানের মধ্যের শির ফেলিয়া দুই খণ্ড করা যায় সেইরূপ হইবে।

ব্যক্তির ঐ রূপ পীড়ায় ঐ রূপ ব্যবস্থাতে আরোগ্য করিয়াছেন। যদিচ তাঁহার কথায় তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না, তথাপি তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহার ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া সন্ধ্যারপরে পূর্ব্বোক্ত রূপ নিয়মে ফোড়ার উপরে কদম্বপত্র বদ্ধ করিলাম। ক্ষণেক কাল পরে উহার মধ্যে কিছু জ্বালা বোধ হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ঐ জ্বালা এবং ফোড়ার পূর্ব্বের সমস্ত যন্ত্রনা নিবারিত হইল। প্রাতে উহার বন্ধন খুলিয়া দেখি, সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইয়াছে। এমনকি ফোড়ার কোন চিহ্ন মাত্র ও নাই।

ফোড়ার দ্বিতীয়াবস্থায়, অর্থাৎ যে সমস্ত ফোড়ার মধ্যে উত্তম রূপ পুঁজ জন্মিয়াছে, এ অবস্থায় কদম্বপত্র এবং সিমুল বৃক্ষের কাঁঠা এই উভয় দ্রব্য একত্র বাঁটিয়া ফোড়ার উপরে প্রলেপন করিয়া রাখিলে ফোড়া, আপনা হইতে ফাটিয়া উহার মধ্য হইতে সমস্ত পুঁজ নির্গত হইয়া, শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার এই যে, রোগীকে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করিতে হয় না, এবং পুল্টিস বা মলম ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা ফোড়া শুষ্ক হইতে যত বিলম্ব হয়, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা তাহা অপেক্ষা অতি শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে। যে কয়েক ব্যক্তির প্রতি ঐ রূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই উত্তম রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

গত বৈশাখ মাসে একটী ছয়মাসের বালকের স্কন্ধদেশে একত্রে তিনটী ফোড়া হয়। উহার মধ্যেরটী বৃহৎ, দুইপার্শ্বের দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ঐ তিনটী ফোড়ার এক পার্শ্বের একটীক্ষুদ্র ফোড়াতে, অস্ত্রাঘাত করায়, উহা হইতে কিছু পুঁজ রক্ত নির্গত হইল। যদিচ ঐ তিনটী ফোড়া বাহিরে দেখিতে একত্র মিলিত, কিন্তু উহাদিগের ভিতরে পরস্পর যোগ না থাকায়, যেটীতে অস্ত্রাঘাত করা হইয়াছে, তাহারই মধ্য হইতে পুঁজ রক্ত নির্গত হইয়াছিল, বাকি দুইটী ক্রমে ২ আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এমত শৈশবাবস্থায় এত বড় ফোড়ায় অস্ত্রাঘাত করিলে

একেবারে অধিক পূঁজ নির্গত হইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কায় অস্ত্রাঘাত না করিয়া ফোড়ার উপরে পূর্ব্বোক্ত প্রলেপন লাগান হয়। ২।৩ ঘণ্টা পরে উহা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তরল পূঁজ নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে অধিক পূঁজ নির্গত হইয়া ৮।১০ ঘণ্টা পরে উহার স্ফীততা প্রায় কমিয়া গেল। পরে দুই দিন আর দুইটা ঐ রূপ প্রলেপন দেওয়ায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল। উহা ব্যবহারে কোনরূপ কষ্ট বোধ হয় না, অথচ শীঘ্র আরোগ্য লাভ হয়।

ক্রমশঃ।

হৃৎতত্ত্ববিবেক।

মনোবৃত্তিনির্ণায়ক স্থানের সংখ্যা ও ব্যাখ্যা।

১	স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা।	সামান্যতঃ স্ত্রী ও পুরুষ জাতির অনুরাগ।
২	দাম্পত্য প্রণয়।	কেবল মাত্র স্বামী এবং বিবাহিতাস্ত্রীর পরস্পপ্ প্রণয়।
৩	অপত্যস্নেহ।	সন্তানের প্রতি স্নেহ।
৪	আসঙ্গলিপ্সা।	বন্ধুতা।
৫	বিবৎসা।	স্বদেশ ভাল বাসিবার ইচ্ছা।
৬	জিজীবিষা।	বাঁচিবার ইচ্ছা।
৭	একাগ্রতা।	এক নিষ্ঠা।
৮	প্রতিবিধিৎসা।	প্রতিবিধানেচ্ছা।
৯	জিঘাংসা।	হননেচ্ছা।
১০	বুভুক্ষা।	ভোজনেচ্ছা।
১১	সংজিঘৃক্ষা।	উপার্জ্জনের ইচ্ছা।

হৃৎতত্ত্ববিজ্ঞাপক নর-কপাল।

১২ জুগোপিষা। গোপন করিবার ইচ্ছা।

১৩ সাবধানতা। সতর্কতা।

১৪ লোকানুরাগ প্রিয়তা। জন সমাজে অনুরাগভাজন হইবার ইচ্ছা।

১৫ আত্মাদর আপনার প্রতি আদর।

১৬ অধ্যবসায়।	দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা।
১৭ ন্যায়পরতা।	ঔচিত্যপালনেচ্ছা।
১৮ আশা।	আশ্বাস।
১৯ তত্ত্বজ্ঞান।	পারমার্থিকতা।
২০ পুপূজিষা।	পূজা করিবার ইচ্ছা।
২১ উপচিকীর্ষা।	উপকার করিবার ইচ্ছা।
২২ নির্ম্মিৎসা।	নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা।
২৩ শোভানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা শোভা অনুভব করিতে পারা যায়।
২৪ অদ্ভুতরসোদ্ভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা অদ্ভূত রস উদ্ভাবিত হয়।
২৫ অনুচিকীর্ষা।	অনুকরণেচ্ছা।
২৬ জিহসিষা।	যে শক্তি দ্বারা আমাদিগকে প্রফুল্ল থাকিতে প্রবৃত্তি লওয়ায়।
২৭ ব্যক্তি গ্রাহিতা।	যে শক্তি দ্বারা বস্তুর পৃথক জ্ঞান হয়।
২৮ আকারানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা বস্তুর আকারজ্ঞানলাভ হয়।
২৯ পরিমিতি।	দৈর্ঘাদি পরিমাণ শক্তি।
৩০ গুরুত্বানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা গুরুত্ব জ্ঞান হয়।
৩১ বর্ণানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা বর্ণজ্ঞানলাভ হয়।
৩২ ক্রমানুভাবকতা।	যে শক্তির দ্বারা পর্য্যায় জ্ঞান হয়।
৩৩ সংখ্যানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা সংখ্যাজ্ঞান লাভ হয়।
৩৪ সংস্থানানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা স্থানসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হয়।
৩৫ ঘটমানুভাবকতা।	ঘটনানুভাবনী শক্তি।
৩৬ কালানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা সময় জ্ঞান লাভ হয়।
৩৭ স্বরানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা স্বর শক্তির উপলব্ধি হয়।
৩৮ ভাষাশক্তি।	বাক্য কথন শক্তি।
৩৯ অনুমতি।	অনুমান শক্তি।

৪০ উপমিতি। উপমান শক্তি।

৪১ প্রকৃত্যনুভাবকত্বী। যে শক্তি দ্বারা হৃদয়ের ভাব বুঝা যায়।

৪২ প্রহ্লাদিনীশক্তি। আহ্লাদোৎপাদিকা শক্তি।

উপরি উল্লিখিত কয়েক শ্রেণী নরজাতির মস্তকের আকৃতি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, উহাদিগের মনোবৃত্তির অবস্থা ও তদ্রূপ নানাবিধ। কর্কেশীয় জাতির আদর্শস্বরূপ সর্কেশিয়াবাসীদিগের যেমন মস্তক উন্নত ও ললাট অতি প্রশস্ত, উহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিও তদ্রূপ তেজস্বিনী এবং উহাদিগের সদসদ্ জ্ঞানও সেই রূপ তীক্ষ্ণ। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রত্যেক শ্রেণী নরজাতির মধ্যে বংশ বিশেষে এবং ব্যক্তি বিশেষে নানা প্রকার আকারগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের মনোবৃত্তি-গত নানা বৈলক্ষণ্য ও তদনুরূপে হইয়া থাকে। যখন দুই জাতি মিশ্রিত হয়, অর্থাৎ একজাতীয় স্ত্রীর সহিত অন্য জাতীয় পুরুষের সহযোগ ঘটে, তখন সেই মিশ্রণোৎপন্ন সন্তান কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশে উভয় জাতির গুণ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয় অন্য জাতির পক্ষে সর্কেশীয়জাতির সহিত মিশ্রিত হইলে লাভ আছে, তদ্দ্বারা সন্তানের প্রকর্ষ সাধনই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সর্কেশীয় জাতি জাত্যন্তরের সহিত মিশ্রিত হইলে নিকৃষ্টভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সর্কেশিয়া জাতির বংশ সম্ভূত কোন এক ব্যক্তির শরীরে যে পরিমাণে জাত্যন্তরের দেহরুধির সংসৃষ্ট থাকিবেক, সেই পরিমাণে প্রকৃত সর্কেশিয় অপেক্ষা নিকৃষ্টতা সংঘটিত হইবেক।

মস্তকের আকারের সহিত স্বভাব ও চরিত্রের যে কি প্রকার নিকট সম্পর্ক, তাহা আমেরিকাবাসী লোহিতজাতি ও তথাকার নিগ্রোজাতি এই দুই জাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিলক্ষণ অনুভূত হয়। লোহিত জাতীয়গণ অদম্য-স্বভাব, কিছুতেই নরম হইবে না, কখনই পরাধীনতা স্বীকার করিবেনা, কৃষি শিল্প প্রভৃতি সভ্যজনোচিত পরিশ্রমাদিতে কখনই প্রবৃত্ত হইবেকনা, কেবল মৃগয়া ভাল বাসে, অত্যন্ত

উদ্ধত, অত্যন্ত কোপন-স্বভাব, অরণ্যে বাসকরিবার অভ্যাস পরিত্যাগ করা তাহাদিগের অসাধ্য, অসভ্য অবস্থা হইতে উদ্ধার হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু নিগ্রোদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত, যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহাদিগকে গোরা লোকেরা গোলামের মত কেনা বেচা করিয়া আসিতেছে এবং ভারবাহী পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, ইহাতে তাহারা ছুটী করে না। তবে যে বৎসরাষ্ট পূর্ব্বে আমেরিকায় ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটন হইয়া এবং অপ্রমিত অর্থরাশি ব্যয় ও রক্তের সমুদ্র বহমান হইয়া এক্ষণে নিগ্রোরা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইয়াছে—তাহা উহাদিগের নিজের গুণে নহে; উহা এক প্রকার দৈবানুগ্রহ বলিতে হইবেক। লোহিত জাতীয়দিগকে গোলামরূপে পরিণত করা অসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু নিগ্রোরা কিছুমাত্র বাধা উত্থাপন না করিয়া পুরুষানুক্রমে সেই কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। ইহার মূল কারণ ঐ দুই জাতির মস্তকাকারগত বৈলক্ষণ্য। লোহিত জাতির মস্তক গোলাকার, ললাট নীচু এবং যেন পিছাইয়া গিয়াছে, আর ব্রহ্মতেলো অসম্ভব উচ্চ। নিগ্রোর ললাট ও বিলক্ষণ নীচু বটে, কিন্তু ব্রহ্ম-তেলোও নীচু, এবং তৎপরিবর্ত্তে মস্তকের মধ্যস্থল উন্নত; তদ্ব্যতীত সমস্ত মস্তক কম্ চওড়া, আর দুই কানের পিছনে বেস্ ভরা আছে।

নর জাতির যে পাঁচ শ্রেণীর কথা উল্লিখিত হইল, উহাদিগের ইতরেতর ব্যবচ্ছেদক লক্ষণ সমস্ত বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ তৎসংক্রান্ত বিস্তর কথা পদে পদে এই গ্রন্থে উল্লেখ করিতে হইবেক।

বাহ্য-আকৃতি আর আন্তরিক-গুণ-গ্রাম এ উভয়ের নৈকট্য সম্বন্ধ সপ্রমাণ করিবার জন্য নরজাতির পাঁচ প্রাধন শ্রেণীই যে একমাত্র দৃষ্টান্ত, এরূপ নহে; পরন্তু এক এক দেশের বা এক এক প্রদেশের বা এক এক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, উক্ত বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুগত্যা বিবেচনা করিয়া দেখিলে

বোধ হইবেক যে, এক এক সম্প্রদায়ের লোকে যে একত্র হয়, উহার কারণ তাহাদিগের মনোবৃত্তিগত সৌসাদৃশ্য। এতদ্দেশে এক প্রবাদ আছে যে, 'রতনে রতন চিনে'। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক-দিগের মধ্যে যেরূপ মস্তকের আকার বিষয়ে কিছু কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হয়, উহাদিগের অন্তঃকরণের গুণাগুণ বিষয়েও তদনুরূপ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। দেখ, ফরাসিরা স্বভাবতঃ মিষ্টালাপী ও শিষ্টাচারী; তাহাদিগের যশোবাসনা এবং রাজ্যবিস্তার বাসনা অত্যন্ত তেজস্বী; প্রকৃতি কিঞ্চিৎ অস্থির ও তাহাদিগের সাহস অতীব সতেজ। কিন্তু এই সমস্ত গুণগ্রামের সহিত ইংরেজজাতির স্বভাবনিষ্ঠ গুণগ্রামের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংরেজেরা মিষ্টালাপ বিষয়ে যেন বোবার মত, ইহাদিগের ভাবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয় যে ইহারা কাহারও তোয়াক্কা রাখে না, কাহারও মিষ্ট কথা চায় না, কাহাকেও মিষ্ট কথা বলিতেও চায় না। কিন্তু ইহাদিগের অধ্যবসায় অটল, সাহস অক্ষুব্ধ এবং ইহারা একবার রাগিলে বা রাগিয়া উঠিলে, সেই উত্তেজিত ভাব শীঘ্র অপগত হয় না। ফরাসীদিগের অনুভবশক্তি যার পর নাই সতেজ, তদনুসারে উহাদিগের ললাটের নিম্নতর অংশ অতি চমৎকাররূপে প্রশস্ত হইয়া আছে; পক্ষান্তরে ইংরেজদিগের ধীশক্তি বহুবিষয়-গ্রাহিণী এবং দুরূহ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের অবধারণে-সমর্থ, তদনুসারে ইংরেজ-দিগের ললাটের উচ্চতর অংশ বিশেষরূপ বিস্তারিত। কিন্তু ইউরো-পীয় জাতিবর্গের মধ্যে ললাট বিস্তার-বিষয়ে জর্ম্মনদিগের মত আর কেহ নাই, এ নিমিত্ত সুগভীর চিন্তা বিষয়ে উহাদিগের মত সক্ষম অথবা মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র বিষয়ে উহাদিগের মত বিশারদ কেহই নহে। ইহুদী জাতি পৃথিবীর তাবৎ সুসভ্য দেশে বিকীর্ণ হইয়া আছে, এবং ইহাদিগের মুখাকৃতি যেরূপ স্বতন্ত্র প্রকার, ইহাদিগের চরিত্রের অনেক অংশও তদ্রূপ অসাধারণ। ফলতঃ মস্তকের আকৃতি আর চরিত্রাগত গুণগ্রাম এ উভয়ের পরস্পর যে অতি সন্নিকৃষ্ট সম্পর্ক আছে, এ বিষয়

প্রতীত করিবার জন্য ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখিয়া বেড়াইবার আবশ্যকতা নাই। কেবল ইংলণ্ড দেশের ইংরেজ, স্কচ্ ও আইরিশ্ এই তিন জাতির পরীক্ষা দ্বারাও উহা হইতে পারে। এমন কি, প্রতিবাসী পরিবার বর্গের অন্তঃপাতী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে পরীক্ষা করিলেও অভ্যাস পাওয়া যাইতে পারে। পৃথিবীতে এক প্রকার মুখাকৃতি বিশিষ্ট দুইটী মানুষ পাওয়া ভার; তদ্রূপ স্বভাব ও আচরণ সর্ব্বাংশে এক প্রকার, এরূপ দুইটী মনুষ্যও বোধ করি দেখিতে পাওয়া যাইবেক না।

ললাট ও মুখাকৃতি দর্শন করিয়া যে রীতি চরিত্রের অনুমান হইতে পারে, ইহা শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকেও কতক কতক জানে, কারণ তাহারা অনেক স্থানে ঐ সকল লক্ষণ দর্শনে লোকের চরিত্রের অনুমান করিয়া থাকে। প্রশস্ত ললাট যে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন, ইহা আপামর সাধারণে বিশ্বাস করে। সুবিস্তীর্ণ এবং বিশাল ও পরিপূর্ণ ললাট দ্বারা উপলক্ষিত ব্যক্তিকে লোকে সহজেই জ্ঞান করে যে, ইঁহার অন্তঃকরণ উন্নত, চিন্তাশক্তি সতেজ এবং স্বভাব সৌম্য। পক্ষান্তরে নিম্ন ও পশ্চাদবনত ললাট দেখিলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হয় যে, এ ব্যক্তি নীচস্বভাব ও নির্ব্বোধ। যদি ললাট দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে সচরাচর লোকে জ্ঞান করিয়া থাকে যে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, খুব তলাইয়া বুঝিতে পারে, সহজে ঠকে না এবং কোন বিষয় শিক্ষা করিতে অতীব সুপটু।

হৃৎতত্ত্ববিবেক শাস্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া, উদয় ও উন্নতি।

সত্য কি রূপে আবিষ্কৃত হইয়া জন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়, ইহা জানিতে যিনি কৌতূহলী হইবেন, হৃৎতত্ত্ববিবেক শাস্ত্রের ইতিহাস তাঁহার পক্ষে সবিশেষ মনোরম হইবেক। অতএব সেই ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। পাঠকবর্গ হইতে অনাবশ্যক ও নীরস কতকগুলি বৃত্তান্ত পরম্পরা প্রত্যাশা করিবেন না, কিম্বা নিরর্থক অতি

বিস্তার ও আশঙ্কা করিবেন না; কেবল স্থূল স্থূল ঘটনাগুলি উল্লেখ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই কহা গিয়াছে যে, হৃৎতত্ত্ববিবেক শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তর গল্ জর্ম্মনির অন্তঃপাতী টীফেন্‌ব্রন্ নামক স্থানে ১৭৫৭ সালের ৯ই মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৮ সালের ২২ আগষ্ট তারিখে পারিস্-নগরে তাঁহার কাল হয়। কথিত আছে যে, শৈশবেই তিনি সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেন, এবং বিজ্ঞজনোচিত অনুসন্ধান পরায়ণতা তাহার তৎকালেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমশীল ও কার্য্যকারণভাবের নিরূপণ বিষয়ে অতিপ্র... ছিলেন; তাঁহার বিচারশক্তি অতি নির্দ্দোষ ছিল; তিনি কোন অভিপ্রায় বিশেষে একবার আরূঢ় হইলে সহজে ত্যাগ করিতেন না, সকল কর্ম্মেই পর-নিরপেক্ষও স্বাবলম্বনশীল ছিলেন। এবং তাঁহার কার্য্যকারিতা অক্লিষ্ট ও অদম্য ছিল, এবং উপস্থিত বিঘ্ন যে কোন রূপে হউক নিরাকরণ করিতে পারিতেন। তিনি যে সামান্য বিষয় অবলোকন করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য নবীন শাস্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া পথে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং তদুপযোগী নানা অনুসন্ধানেরদিকে আপনার উদ্যোগপরম্পরা ধাবিত সেই বিষয় সংসারে অতি সাধারণ এবং সকল কালেই উহা সকল লোকের উপলব্ধি গোচর হইয়া আসিয়াছে। সেই বিষয়টী এত সাধারণ অথচ তাহা হইতে ইদানীন্তন কালের পরমশ্লাঘ্য এই শাস্ত্র তাহা হইতেই উদয় হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া দেখিলে গলের ধীশক্তিরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে হয়। সেই বিষয়টী এই যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিগত বিস্তর ইতরবিশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা দেখিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গল্ প্রবৃত্ত হয়েন এবং সেই উপলক্ষে হৃৎতত্ত্ববিবেক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তমণ্ডলীর নিকট উপনীত হয়েন। যখন নয় বৎসর বয়সের একটী বিদ্যার্থীরূপে তিনি পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন তিনি ঠাওর করিয়াছিলেন যে, কোন কোন বালক শব্দসমূহ

শিক্ষা করিতে এবং সে গুলি মনে করিয়া রাখিতে সবিশেষ পারগতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহাদিগের উত্তমরূপে কথাবার্ত্তা কহিবার ক্ষমতা তেমনি আশ্চর্য্য তিনি দেখিতেন। তিনি আরও ঠাহরিয়া দেখিলেন যে, এই সকল বালকের চক্ষু উদগ্র অর্থাৎ যেন বাহির করা, সম্মুখেরদিকে যেন উঁচু। ভাবী আবিষ্কর্ত্তার সুকুমার মানস ইহা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল, তিনি ইহা কোন মতে ভুলেন নাই, ইহা গাঢ়রূপে তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছিল; হয়ত নিজে সেই সকল বালকদিগের মত আবৃত্তি করিতে পারিতেন না এবং শিক্ষকের নিকট তেমন প্রশংসা পাইতেন না, ইহাতে মনঃক্ষুন্ন হইয়া ছিলেন। তিনি সেই পাঠদ্দশার সময় আরও দেখিতেন যে, যদিও সকলেই এক প্রকার শিক্ষা পাইতেছে, এক নিয়মে আহার-বিহারাদি করিয়া থাকে, এবং একই সদসৎ দৃষ্টান্তের মধ্যে অবস্থিত আছে, তথাপি প্রত্যেক বালকেরই মনোবৃত্তিগত এক একটী অসাধারণ বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, সেটী অন্য কোন বালকে দেখা যায় না। তাঁহার একপাঠীদিগের মধ্যে কেহ অতি চমৎকার লিখিতে পারিত, অর্থাৎ হস্তাক্ষর অতি সুন্দর; কাহারও রচনা করিবার ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য, কেহ নীরস কর্কশ রচনা করিত, কেহ গণিত শিখিতে অতি নিপুণ; কাহারও নামতা পর্য্যন্ত অভ্যাস হয় না। অনেকে প্রাণিবৃত্তান্ত জানিতে অত্যন্ত উৎসুক ছিল শিখিতেও বেশ পারিত কাহারও স্বভাব অস্থির, এক বিষয়ে মন সংযোগ হয় না, এটা ছাড়িয়া সেটা ধরে। কেহ ধীর এবং কোন বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইলে আদ্যন্তের সমন্বয় রক্ষাপূর্ব্বক উত্তম যুক্তি-বিন্যাস করিয়া আপনার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পারে। তিনি আরও দেখিলেন যে, ঐ সকল বালকের রীতি চরিত্র ও এক প্রকারের নহে; উহাদিগের মধ্যে কেহ সৌম্যস্বভাব, কেহ বা কলহপ্রিয়; কেহ নম্র, কেহ উদ্ধত। যখন সেই সকল বালক বনে জঙ্গলে খেলা ধূলা করিতে যাইত, তখন ও উহাদিগের মধ্যে সেই প্রকার অনেক প্রভেদ লক্ষিত

হইত। কেহ কেহ জায়গা চিনিতে এমনি সুপটু ছিল যে, যেখানে ছাড়িয়া দাও, সেই খান হইতেই অন্য চেনা জায়গায় যাইতে পারিবে, কখন পথ ভুলিবে না। আর অনেকে আবার সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত সহজ রাজপথের উপর নীত হইলেও তথা হইতে বাড়ী চিনিয়া যাইতে পারিত না।

কয়েক বৎসর পরে গল্ স্থানান্তরে যাইয়া বাস করেন, এবং সেখানে যে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, তাহাতেও পূর্ব্ববৎ উপলব্ধি তাঁহার হইতে লাগিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালেও সেই রূপই দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে যে ব্যক্তির শব্দ স্মরণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা সতেজ, তাহাদিগেরই চক্ষু উদগ্র; ইহাতে তাঁহার নিঃসংশয় প্রতীতি হইল যে, এই দুই ব্যাপারের অবশ্যই সম্পর্ক থাকিবেক। অনেক পর্য্যবেক্ষণ ও বিস্তর ভাবনা চিন্তার পর তাঁহার মনে হইল যে, যেমন শব্দ স্মরণ করিবার শক্তি উদগ্রচক্ষুস্বরূপ বাহ্য-লক্ষণ দ্বারা প্রকটীকৃত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য শক্তিরও সেইরূপ অন্যান্য বাহ্যলক্ষণ থাকা অসম্ভব নহে। তদনুসারে তিনি এতদ্বিষয়ের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অক্লিষ্ট—অনুসন্ধান পরম্পরাদ্বারা তিনি পরিশেষে কয়েকটী মানসিক ক্ষমতার বাহ্যলক্ষণ নিরূপণে কৃতকার্য্য হইলেন, যথা—নির্ম্মাণনৈপুণ্য, সংগীতপটুতা আর চিত্রকর্ম্মপার-দর্শিতা। যে যে ব্যক্তি কোন অসাধারণ গুণ দেখিতেন, অথবা কোন মনোবৃত্তিগত কোন অসাধারণ হীনতা অবলোকন করিতেন, তিনি সাধ্যমতে তাহার মস্তকাদি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন; নিতান্ত অসাধ্য না হইলে তিনি উহার সহিত যে কোন প্রকারে হউক সাক্ষাৎ করিবার উপায় অবধারণ করিয়া লইতেন। বিদ্যালয়ে, রাজবর্গের নিকটে, ধর্ম্মাধিকরণে, তিনি প্রবেশ করিবার ফিকির করিতেন৭ কারা-গার, পাঠশালা, উন্মত্ত-নিবাস, রোগী-নিবাস, মূক-বধির-গণের আশ্রয়-স্থান, এই সমস্ত ক্ষেত্রে, তিনি পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। অনেক

কারণে তিনি আপন অভিপ্রেত শাস্ত্রের নানা প্রমাণ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি এক প্রকাণ্ড নগরীতে বাস করিতেন, চিকিৎসা উপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বাবস্থার ও সকল বয়সের লোকের রীতি-চরিত্র অবলোকন করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ সুযোগ ছিল। নিজের সন্তান-সন্ততি ছিলনা, সুতরাং অনুরাগ বিষয়ীভূত অনুসন্ধানের জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন এবং তিনি এরূপ সপ্রতিভ লোক ছিলেন যে, কাহারও মস্তকে কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ফলতঃ তিনি কোন প্রকার বিঘ্নের নিকট মস্তক অবনত করিতেন না। প্রতিবন্ধক যত বড়ই কেন হউক না, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধিৎসার প্রবল প্রবাহকে কিছুতেই রুদ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার সময়ে বুদ্ধি, মেধা, বিচারশক্তি, ভাবনা ও চিকীর্ষা এই গুলিকেই লোকে মনের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিত। অতএব তিনি এই সকল বিষয়েরই বাহ্যলক্ষণ নিরূপণ করিতে ব্যগ্র ছিলেন; তৎকালে তাঁহার এপ্রকার জ্ঞান ছিল না যে, রাগ দ্বেষ প্রভৃতিরও উৎপত্তি স্থান মস্তিষ্ক। কিছু কাল গতে তিনি আপনার পরিচিত কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যবসায়শালী ব্যক্তির মস্তকে দেখিলেন যে, উহাদিগের মস্তকের একটী বিশেষ স্থান অত্যন্ত উন্নত, তখন তাঁহার হঠাৎ বোধ হইল যে, স্বভাব ও প্রবৃত্তির ইতরবিশেষ মস্তিষ্কের অবস্থাভেদ হইতে জন্মলাভ করে। তখন তিনি উহারও বাহ্যলক্ষণ অবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবিষয়ে তাঁহাকে নানা প্রতিবন্ধকের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইল এবং বিস্তর প্রগাঢ় ভাবনাও প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল।

মানসিক রোগ।

মানসিক রোগ নিরূপণ করা চিকিৎসা শাস্ত্রের একটী প্রধান কার্য্য। কতকগুলিন মানসিক রোগ, যথা—দ্বেষ, হিংসা, ক্ষুদ্রাশয়তা, কৃতঘ্নতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি—যাহা মনুষ্য সমাজের বিশৃঙ্খলতা জন্মাইয়া মনুষ্য সমাজকে নিতান্ত অসুখী করিতেছে; কোন দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রই তাহা বিশেষ রূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় নাই। কি কারণে হয় নাই তাহা নিরূপণ করা সুকঠিণ।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় ঋষি গণ যখন দেখিলেন যে, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাদির বিঘ্নজনক রোগ সকল মনুষ্য শরীরে প্রাদুর্ভূত হইতেছে; তখন তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া দীর্ঘায়ু প্রার্থনায় মহর্ষি ভরদ্বাজকে অমরেশ্বর ইন্দ্রের নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজ ও অত্যল্প কাল মধ্যে সকল শিক্ষা সমাপন করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এই প্রকারে উৎপন্ন হইল।

দ্বিতীয়তঃ যে যে রোগ স্পষ্টরূপে পীড়াদায়ক না হয়, অর্থাৎ যে সকল রোগপ্রভাবে মনুষ্য দেহ নিতান্ত ক্লিষ্ট না হয়, সর্ব্ব—সাধারণ সমাজের বিশৃঙ্খলতা ও তন্নিবন্ধন মনুষ্যের অসুখ মাত্র যে সকল রোগের ফল, তাহার অনুসন্ধান ও প্রতিকার জন্য ঋষিগণ বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া ছিলেন এমত বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ যে সকল চিকিৎসক, চিকিৎসা শাস্ত্র জীবকা নির্ব্বাহের এক মাত্র উপায় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তাঁহারা ঋষি প্রণীত শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া সাধারণ রোগনিচয় প্রতিকার করিয়া জীবিকা লাভ করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। যে সকল রোগ নিবন্ধন মনুষ্য ক্লেশানুভব না করিয়াও চিকিৎসকের নিকট উচ্চৈঃস্বরে প্রতিকার প্রার্থনা না করে, সে সকল রোগের উৎপত্তির কারণ লক্ষণালক্ষণ ও প্রতিকারের ঔষধ পথ্যাদি নিরূপণে চিকিৎসক সমুৎসুক হয়েন না।

চতুর্থতঃ—রোগ কর্ত্তৃক প্রপীড়ন নিবন্ধন নিত্য কর্ম্ম বন্ধ না হইলে মনুষ্য মনে করে না যে সে পীড়িত, এবং তাহার প্রতিকারার্থ চিকিৎসকের নিকট ও উপস্থিত হয় না। ঈর্ষা, দ্বেষ, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি মনুষ্যের নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় না অথবা ইহাদিগের প্রপীড়ণে চিকিৎসকের নিকট ঔষধ পথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থা লইবার আবশ্যকতা কেহ অনুভব করে না।

পঞ্চমতঃ বোধ হয় যে চিকিৎসক এসকল বিষয়ে ব্যবস্থা দিতে অক্ষম, এই সংস্কার জন সাধারণের মনে ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ীভূত হওয়া প্রযুক্তই চিকিৎসকের নিকটে প্রতিকারার্থ উপস্থিত হয় না। যে যে কারণে উপর্যুক্ত ব্যাধি গুলি মনুষ্য জাতিকে দংশন করিতেছে এবং আত্ম রক্ষা ও ধর্ম্ম রক্ষায় অপারগ করিয়া তুলিয়াছে; যদি এসকল রোগের স্বভাব নিরূপণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য ধাম শান্তির আধার হয়, আর মনুষ্য জাতিও প্রকৃত সুখাস্বাদন ও মনুষ্যত্বলাভে সক্ষম হয়?

বোধ হয় কেহ কেহ এ প্রকার বলিতে পারেন যে—প্রথমতঃ দ্বেষ, হিংসা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি রোগ নহে; দ্বিতীয়তঃ এসকল মনুষ্যের প্রকৃতি, তৃতীয়তঃ এসকলের প্রতিকার চিকিৎসকের কার্য্য নহে। এ সকলের প্রতিকার করা ধর্ম্মোপদেশকের কার্য্য। শারীরিক ও উন্মাদাদি দুই একটী মানসিক রোগ প্রতিকার করা চিকিৎসকের কার্য্য।

এ সকল মহাত্মাদিগের প্রথম কথার উত্তর এই যে দ্বেষ, হিংসা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি রোগ ব্যতীত আর কি হইতে পারে। শারীরিক যন্ত্রাদির ক্রিয়ার আতিশয্য বা অভাবই রোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন মূত্রশ্রাব একে বারে বন্ধ বা অতিশয় শ্রাব উভয়ই রোগের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল তখন মানসিক ক্রিয়ার অভাব বা আতিশয্য মস্তিষ্ক রাশির অপ্রাকৃতত্ব বা রোগের অবস্থা বলিয়া কেন পরিগণিত হইবে না? কৃতজ্ঞতা যদি মনের প্রকৃত অবস্থা হয়, তবে তদভাব কৃতঘ্নতা অপ্রাকৃত

অবস্থা বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অপ্রাকৃত অবস্থাকে রোগের অবস্থা বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথার উত্তর এই যে কৃতঘ্নতা, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কি না—এ বিষয়ে বিস্তারিত বাদানুবাদে এখন প্রবৃত্ত হইবার বিশেষ আবশ্যক বোধ হইতেছে না। স্বাভাবিক শক্তি বা প্রবৃত্তির অভাব বা আতিশয্য উভয়ই রোগ। যে প্রকার অশ্রু একে বারে না থাকা বা অতিশয় স্রাব হওয়া উভয়ই রোগ, সেই প্রকার মানসিক অবস্থা, বৃত্তি বা শক্তির ক্রিয়ার অভাব বা অতিশয় ক্রিয়া উভয়ই রোগ সন্দেহ নাই।

স্বভাবের প্রকৃত অবস্থাই স্বাস্থ্য ও অপ্রাকৃত অবস্থাই রোগ। তৃতীয় কথার উত্তর এই যে রোগ প্রতিকারই চিকিৎসকের কার্য্য। ধর্ম্মোপদেশক বা যে কেহ রোগ প্রতিকার করেন তিনিই চিকিৎসক। শারীরিক রোগ বা মানসিক রোগ সর্ব্বদাই চিকিৎসকের প্রতিকারের অধীন। কেবল উপদেশ দ্বারা মানসিক রোগ আরোগ্য হয় না। শরীর যদি সুনিয়মে সংরক্ষিত না হয়, পুষ্টিকর অথচ অনুত্তেজক আহার্য্য সর্ব্বদা ব্যবহৃত না হয়—অর্থাৎ স্বাস্থ্য যদি সম্যক সুরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে মনের না না প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয়। আহার নিদ্রা ও মানসিক স্ফূর্ত্তিসাধন বিষয়ে যদি যত্ন না করিয়া ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশাধীন করা যায়, তাহা হইলে উপদেশের ফল অত্যল্প পাওয়া যায়।

এইজন্য আমরা সর্ব্বদা দেখি যে, অন্যের যে সকল মানসিক দুরবস্থা ঘুচাইবার জন্য উপদেশক উচ্চৈঃস্বরে নিয়ত উপদেশ দেন, উপদেশগৃহের বাহিরে উপদেশককে স্বয়ং সেই সমস্ত মানসিক দুরবস্থার সম্যক অধীন হইয়া অর্ব্বাচিনের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে-সেই-অক্ষম আত্ম-সংযম-রহিত উপদেশক ও মানসিক দুরবস্থাগ্রস্থ ব্যক্তিগণ উভয়ই অপ্রকৃত মন বিশিষ্ট অর্থাৎ মানসিক রোগ গ্রস্ত। উভয়ের উপযুক্ত ঔষধ পথ্য স্বাস্থ্যকর

বায়ু ও স্ফূর্তিকর মানসিক ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া রোগাপনয়ন পর্য্যন্ত চলা উচিত, ঔষধ পথ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করা চিকিৎসকেরই কার্য্য।

যত দিন জন সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসক, আলস্য ত্যাগ করিয়া চিন্তাশীল হইয়া মানসিক রোগের অনুসন্ধান ও প্রতিকারের উপযুক্ত উপায় না করিবেন, ততদিন মনুষ্যে মনুষ্যে ঘোরতর শত্রুতা, থাকিবেক, জাতিদের মধ্যে কলঙ্কময় শোনিত নদী প্রবাহিত হইবে, হৃদয়বিদারী মিত্র দ্রোহিতা ও কৃতঘ্নতা, এবং গরলময় দ্বেষ এই পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিবে। লোভাতিশয় যাহা মনুষ্যজাতির সুখ-শান্তি হরণ করিয়াছে, বিশ্বাস-ঘাতকতা যাহা মনুষ্য নামের গৌরবনষ্ট করিয়াছে, যতদিন এই সকল পৃথিবী হইতে তিরোহিত না হইবে, ততদিন পৃথিবী প্রকৃত সুখ, শান্তিও বন্ধুতার স্থান হইবে না।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা ভ্রমগুলের অনেক অভাব দূর হইয়াছে, উপস্থিত বিষয় আলোচনা হইলে জগতের যে কি পর্য্যন্ত হিতসাধিত হইবে তাহা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই অনুভব করা যায়।

ক্রমশঃ

ঔদ্ভিদিক নিশ্বাস প্রশ্বাস।

মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তু যেমন বায়ুসেবন দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার বৃক্ষ লতাদিও বায়ু সেবন করে। মনুষ্যেরা বায়ু হইতে অম্লজান অর্থাৎ অক্সিজন্ (oxygen) বক্ষঃস্থিত ফুস্ ফুস্ মধ্যে গ্রহণ করে এবং তদ্বারা মলিন রক্ত পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু যে সকল হানিকর পদার্থ শরীর হইতে বহিস্করণ করা নিতান্ত আবশ্যক, সেই সমুদয় অম্লজানের সহিত রাসায়নিক সংযুক্ত হইয়া অঙ্গারক বায়ুতে অর্থাৎ কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পে (carbonic acid) পরিণত ও প্রশ্বাস কালে বহির্গত হয়। কিন্তু উদ্ভিদের নিশ্বাস প্রশ্বাস এরূপ নহে।

ইহাদের মনুষ্যের ন্যায় ফুস্‌ ফুস্‌ নাই। পত্র এবং কোন কোন হরিৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ফুস্‌ফুসের কার্য্য হইয়া থাকে। রৌদ্রের সময় বায়ুতে যে অঙ্গারক বায়ু থাকে, ইহারা তাহাকে বিচ্ছেদ্র (deompose) করিয়া স্ব স্ব তন্তু মধ্যে অঙ্গারাণু স্থাপন এবং অম্লজান নিঃসরণ করে। কিন্তু রাত্রিকালে অম্লজান বহিষ্করণ করে না; অম্লজান গ্রহণ এবং অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করিয়া থাকে। এই হেতু রাত্রিতে বৃক্ষতলায় শয়ন নিষিদ্ধ। বোধ হয়, ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, যদ্যপি কোন প্রাণী ক্ষণকালের জন্য কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ বাস্প সেবন করে তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। উদ্ভিদেরা রজনীতে ঐ বিষতুল্য বায়ু ভূরি ভূরি পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এজন্য উহাদের নিকটে কিম্বা তলায় শয়ন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! যে পদার্থ প্রানীদিগের অনিষ্টকর, তাহাই আবার উদ্ভিদের ইষ্টকর হইতেছে। আর যাহা জীবগণের জীবন-স্বরূপ, তাহাই উদ্ভিদেরা পরিত্যাগ করিতেছে। এই মঙ্গলকর নিয়ম থাকাতেই অমরা জীবিত আছি; তাহা না হইলে প্রাণীদিগের পরিত্যক্ত বায়ু দ্বারা পৃথিবীস্থ বায়ু কোন্‌ কালে দূষিত ও বিষতুল্য হইত তাহা কে বলিতে পারে?

রৌদ্রের সময় যে পত্রাদি হইতে অম্লজান বায়ু নির্গত হয় তাহার, অনেক বিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বেলা দুই প্রহর রৌদ্রের সময় কোন জলাশয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে স্থানে অনেক পাট গাছ কিম্বা অন্যান্য জলীয় উদ্ভিদ্‌ জন্মে, সেই স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌ বুদ্‌ উত্থিত হইয়া থাকে। ঐ বুদ্‌ বুদ্‌ কেবল অম্লজান বায়ু মাত্র। আরও এক পাত্র জলে ক্ষণকাল নল দ্বারা, ফুঁদিয়া তাহাকে কতকগুলি জলীয় উদ্ভিদ স্থাপন করিয়া প্রখর রৌদ্রে রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্বশ্রেণী উদ্ভিদের গাত্র হইতে উঠিতেছে। কিন্তু যদি ঐ উদ্ভিদ পরিষ্কৃত জলে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অম্লজান

বহির্গত হয় না। সেই রূপ কোন অন্ধকার স্থানে উদ্ভিদ রাখিলেও অম্লজান নির্গত হয় না।

যে পরিমানে উদ্ভিদেরা অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করে, সেই পরিমাণে অম্লজান নিঃসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু অধিক অঙ্গারাম্ল বায়ুতে উহাদের বৃদ্ধির হ্রাস হয়। অনেকানেক উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে রৌদ্রের সময় বৃক্ষলতাদি হইতে কিঞ্চিৎ যবক্ষারজানও (nitrogen) বহির্গত হইয়া থাকে। কতকগুলি ঐরূপ উদ্ভিদ আছে, * যাহারা কি দিন, কি রাত্রি, কি আলোক, কি অন্ধকার সকল সময়েই অক্সিজন শোষণ এবং অঙ্গারক বহিষ্করণ করে।

যদ্যপি উদ্ভিদদিগকে এরূপ স্থানে স্থাপন করা যায় যে, সেস্থানে প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে তাহারা অম্লজান শোষন করিতে পারে না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি রীতিমত বর্দ্ধিতও তাহাদের বর্ণ হরিৎ হয় না, আভ্যন্তরিক কোষ সমুদয়ে কাষ্ঠীয় পদার্থ জন্মে না, স্ব স্ব জাতি ভেদে স্ব স্ব নির্যাস দুগ্ধবৎ ও ধুনাবৎ হয় না, এবং তাহাদের সমুদয় জীবনশক্তি সঞ্চালন দ্বারা ও তেজস্বী ও বলিষ্ঠ কুঁড়ি বাহির করিতে পারে না। এই বিষয়টি সকলেরই মনে রাখা উচিত। বিশেষতঃ যাঁহারা কৃষি কার্য্যে ও উদ্যানের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বৃক্ষ লতাদি আওতায় বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু যখন তাঁহারা স্বয়ং উদ্যান প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদিগকে এই মঙ্গলকর প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিতে দেখা যায়। তাঁহারা বহু সংখ্যক বৃক্ষাদি অতীব সঙ্কীর্ণ স্থানে রোপন করেন, এবং ফলতঃ উহারা স্থানাভাবে ও আলোকাভাবে শ্রীহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে কানন একটী ক্ষুদ্রারণ্য স্বরূপ হইয়া উঠে। এই নিয়মেই আমাদের দেশে উদ্যানাদি

---

* Fungi. parasites and certain parts of other plants such as roots, flowers, germinating seeds &c.

প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদিও কাহার কস্মিন্ কালে বাগান করিবার ইচ্ছা জন্মে, তাহাহইলে তিনি পূর্ব্বপরম্পরাগত পদ্ধতি অনুসারেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইদানীন্তন বিজ্ঞানোৎভূত প্রণালী ক্রমে কার্য করিতে চেষ্টা করেন না তাঁহাদের বিশ্বাস যে বৃক্ষ লতাদি রোপণ করিয়া প্রচুর জল দিলেই, তাহারা তেজস্বী ও বলিষ্ঠ হইবেক। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। বারি ও বায়ু প্রানীদিগের যেমন প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদের পক্ষে জল ও আলোক সেই রূপ আবশ্যক। এই সামান্য বিষয়টি মনে রাখিয়া উদ্যানের কর্ম্ম করিলেই কার্য সিদ্ধ হইতে পারে।

দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব।

গত পত্রে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে যে, জৈমিনি কেবল মাত্র ভিন্ন দেবতা নাই এই মাত্র লোকের নিকট প্রচার করিবার জন্য 'দর্শন করা' এই উন্নত উপাধি গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু সেই আসন পরিগ্রহ করিবার এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অভিপ্রায় তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান ছিল। সে অভিপ্রায় যে কি তাহা বুঝাইয়া দিতে গেলে প্রথমতঃ বেদের কিঞ্চিৎ স্বরূপ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়েই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

'বেদ' এই নাম উচ্চারণ মাত্রে হিন্দুমাত্রের অন্তঃকরণ এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে প্লাবিত হয়। যিনি যথার্থ হিন্দু অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, যিনি গঙ্গাস্নান, গায়ত্রীজপ, যাগযজ্ঞইত্যাদি ভারত-বর্ষপ্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরম্পরা পরকালের পক্ষে যৎপরোনাস্তি উপকারী বলিয়া মনোমধ্যে বিশ্বাস করেন, তিনি বেদকেই আপন ধর্ম্মের মূলাধার বলিয়া অবগত আছেন। যেরূপ খৃষ্টানের পক্ষে বাইবল ও মুসলমানের পক্ষে কোরান, প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে বেদ সেইরূপ। তিনি জানেন যে, তাঁহার পক্ষে পারত্রিক নিস্তারের এক মাত্র উপায়

স্বরূপ যে ধর্ম্ম, উহা বেদকেই অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছে; যে যত কুযুক্তি বা কুতর্ক উহার প্রতি প্রয়োগ করুক না, সে সমস্ত আপত্তির সম্পূর্ণ নিরাকরণ বেদের মধ্যে বিদ্যমান আছে; আলোক দ্বারা কুতার্কিকদিগের অসত্তর্ক-স্বরূপ অন্ধকার হত-বিধ্বস্ত হইবার কথা, তবে যেখানে যেখানে সেই আলোক প্রবৃষ্ট হয় না, সেই সেই স্থানেই উল্লিখিত অসত্তর্ক অদ্যাপি বলপ্রকাশ করিয়া থাকে। এ প্রকার বিশ্বাস অদ্যাপি হিন্দু-জাতির পনর আনার মধ্যে অবিচলিত ভাবে প্রচলিত আছে। ইংরেজী ভাষায় অনেক-দূর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াও কোন কোন ব্যক্তির মন হইতে এ বিশ্বাস অন্তহিত হয় নাই। যথার্থ হিন্দু-ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তির ত বেদের প্রতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার শ্রদ্ধা হইবার কথাই আছে। পরন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও বেদের বিষয়ে এককালে মমতা শুন্য নহেন। তাহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসের সুত্রপাত অধিকাংশ স্থলে ইংরেজী অধ্যয়ন হইতেই হইয়া থাকে; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস-বিহীন যিনি প্রায় তিনিই ইংরেজী ভাষাতে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, এ প্রকার দৃষ্ট হইবেক। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ ইংরেজী ভাষার মধ্যেই সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ প্রতিষ্ঠা সংকীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং সংস্কৃত-শাস্ত্র-স্বরূপ নির্ম্মল প্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ বেদ শাস্ত্রও বিলক্ষণরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইংরেজী অভিজ্ঞেরা বেদোক্তধর্ম্মে বিশ্বাস না করুন, বেদ যে আমাদিগের এক গৌরব ও শ্লাঘার বস্তু, তাহা অবগত আছেন; তদনুসারে যেমন কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ ও আর্য্যভট্ট ভাস্কর প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ এতদ্দেশীয় তাবৎ লোকের নিকট এক প্রকার পুণ্যশ্লোক-স্বরূপ হইয়া আছেন, ইংরেজী অভিজ্ঞদিগের নিকট বেদও সেই প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তির আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। তারানাথ পণ্ডিত অথবা দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ আবৃত্তি পূর্ব্বক ভক্তি-গদ্‌গদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইলে ইংরেজী অভিজ্ঞেরা হয়ত বিরক্তি বোধ করিবেন; কিন্তু যখন ম্যাক্স্-

মুলর্ বলেন যে, বেদ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কবিতা, তখন আর ইংরেজী অভিজ্ঞেরা নিরুৎসুক থাকিতে পারেন না, তখন এতদ্দেশীয় তাবৎ প্রাচীন বিষয়ের প্রতি তাহাদিগের যে স্বভাবিক ঔদ্ধত্য ও তুচ্ছজ্ঞান তাহা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হয়, তখন আর এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আতপতণ্ডুল, অপক্ক কদলী ও মস্তকের শিখা তত উপহাসাস্পদ বোধ হয় না। তখন তাঁহাদিগের চৈতন্য হয় যে, গুণগ্রাহী ইংরেজ জাতি যাহা উপাদেয় ও প্রকৃষ্ট জ্ঞান করিয়াছে, তাহা অবশ্যই উপাদেয় ও প্রকৃষ্ট হইবেক। এইরূপে ইংরেজী-অভিজ্ঞদিগের অন্তঃকরণে বেদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মলাভ করে।

কিন্তু সেই বেদ যে কি প্রকারের বস্তু তাহা বর্ণনা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া তত সহজ নহে। তথাপি বর্ণনা দ্বারা যত দূর হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা করিতে গেলে প্রথমতঃ বলিতে হয় যে, বেদ কতকগুলি গ্রন্থ সমষ্টি। সেই গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচনা হইয়াছিল, তাহা কেহই জানে না এবং কখন জানিবে বোধ হয় না। আস্তিকব্যক্তির মনে এই ধারণা অথচ হইয়া আছে যে, বেদ নামক উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে যে সকল কথা লিখিত আছে, সে গুলি কোন ব্যক্তি রচনা করে নাই, যত দিন ব্রাহ্মাণ্ড, ততদিন সেই কথাগুলি বিদ্যমান আছে; ব্রহ্মা অর্থাৎ যিনি সৃষ্ট জীবদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি অদৃষ্ট বিশেষের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত সেই সকল কথা মুখ হইতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যেরূপ উর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড্‌শা আপনা হইতে আপনার জাল রচনা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মা আপনার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বেদের কথাগুলি আকর্ষণ পূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়াছিলেন; সেই অবধি গুরু পরম্পরাক্রমে সেই সকল কথা বেদ অর্থাৎ 'জ্ঞান' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া মর্ত্যলোকে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু যাঁহারা আস্তিক নহেন, তাঁহারা যদি বেদের অনুশীলন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনে এক বিভিন্ন প্রকার মতের উদয় হইবে।

তাঁহারা দেখিবেন যে, বেদ কখনই এক সময়ে বা এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহাতে এমন কোন তত্ত্বকথা নাই, যাহা যত দিন ব্রহ্মাণ্ড, তত দিন নিরূপিত থাকা সম্ভব বোধ হয়। ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের বিষয়ে কোন কথা নাই। গণিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা রসায়ন শারীরবিধান প্রভৃতি ইদানীন্তন শাস্ত্রসমূহের কোন আভাসই বেদের ভিতর প্রাপ্ত হওয়া যায়না। রুধিরের সঞ্চালন-প্রণালী বা মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা অথবা সূর্য্যের চতুঃপার্শ্বে গ্রহগণের পরিভ্রমণ অথবা রাসায়নিক পরমাণুবাদ অথবা ডিফারেন্‌শল্ কাল্‌কিউলস্ নামক অনন্ত-উপযোগিতা=সম্পন্ন গণিত-কৌশল ইত্যাদি যে সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া অধুনাতন কালে উদয় হইয়া ভূলোকের জ্ঞানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কিছুই বেদের মধ্যে দৃষ্ট হইবেক না। সুতরাং সেই সমস্ত আবিষ্ক্রিয়ার আধারভূত শাস্ত্রসমূহের প্রতি যে প্রকার শ্রদ্ধা বা ভক্তি করিতে হইবেক, বেদের প্রতি সে প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি করিবার কোন কথা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত যে,—ভূলোকে হিন্দুজাতি প্রকৃষ্টতম নরজাতির অন্তঃপাতী, ইহারা অতি প্রাচীনকালে, হয়ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনকালে, সভ্যতামঞ্চে অধিরোহণ করিয়াছিল; ইহাদের বুদ্ধি যখন নূতন নূতন প্রস্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন দৈহিক প্রয়োজন সমস্ত নির্ব্বাহ করিবার পর সর্ব্বপ্রথম ইহাদিগের চিত্তবৃত্তি কিছু কিছু আধ্যাত্মিক সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যখন ইহারা আহার ও আচ্ছাদন উপার্জ্জন করিবার কৌশল আবিষ্কৃত করিয়া বিশ্বমণ্ডলের প্রতি কবিজনোচিত দৃষ্টিপাত প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে, অথবা যখন সর্ব্বপ্রথম ইহাদের মনে ইহলোকের অতিরিক্ত অন্য এক লোকের কিঞ্চিৎ আভাস আবির্ভাব হয়, তখনি বেদের প্রথম সৃষ্টি হয়। পরে যেরূপ নদীর কোন স্থানে কোন কারণ বশতঃ একবার একটী চর হইবার অঙ্কুর হইলে নদীর জল-সংসৃষ্ট যাবতীয় মৃত্তিকা সেই স্থানেই সঞ্চয় হইতে থাকে এবং চরের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তদ্রূপ

বেদের সর্ব্বপ্রথম সন্দর্ভ রচনা হইবার পর হইতে দেখাদেখি তদনুরূপ রচনা ক্রমশঃ সঞ্চয় হইতে লাগিল; এইরূপে বেদ-গ্রন্থ স্তরে স্তরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এখন এত প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে যে কাহার নাম যে বেদ, আর কাহার নামই বা নয়, ইহা পর্য্যন্ত সময়বিশেষে স্থির করা কঠিন। কখন বা কোন ধূর্ত্ত স্বকীয় অকর্ম্মণ্য বুদ্ধির প্রসবস্বরূপ কোন এক জঘন্য গ্রন্থ জনসমাজে 'বেদ' বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে, উহাও আবার ভক্তিপরিপূর্ণ চিত্তে বিশ পঞ্চাশ জন আস্তিক লোক অধ্যয়ন করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছেন।

সেই বেদের কিয়দংশ ছন্দে রচিত, উঁহাদিগকে মন্ত্র কহে; কিয়দংশ গদ্যে সংকলিত, সেই ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। তবে যজুর্ব্বেদ আদ্যোপান্তই গদ্যে রচিত, সুতরাং মন্ত্রভাগও গদ্য। কিন্তু যজুর্ব্বেদের গদ্যমূর্ত্তি মন্ত্রগুলিকে যে মন্ত্র বলা গিয়া থাকে, তাহা কেবল সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে, অর্থাৎ সকল বেদেরই মন্ত্র থাকা আবশ্যক, সুতরাং যজুর্ব্বেদের মধ্যে যে যে অংশ অন্যান্য বেদের মন্ত্রের সদৃশ কথাবার্ত্তাতে পরিপূর্ণ, সে গুলিকে মন্ত্র বলা অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠে। গদ্য আর পদ্য এই দুই আকৃতিভেদ ব্যতীত মন্ত্র-ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্য কোন অনায়াসে নিরূপণযোগ্য প্রভেদ দেখাইয়া দিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। তবে কিয়দংশে এই পর্য্যন্ত প্রভেদ দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে, মন্ত্রগুলি আকৃতিতে যেরূপ, তদ্রূপ বাক্যার্থ-বিধায়ও কবিতার মত; অধিকাংশ মন্ত্রে দেবতাবিশেষের আবাহনের জন্য স্তব আছে, কোন কোন মন্ত্র প্রণাম-স্বরূপ; অনেক মন্ত্র প্রকৃত কবিতার ভাবে পরিপূর্ণ; কয়েকটী মন্ত্রে পরিহাস-গর্ভ বক্রোক্তি পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে; দুই একটী মন্ত্রে অতিনিগূঢ় ঈশ্বর-বিষয়ক তত্ত্বকথা রূপকের আকারে বালজনোচিত ঋজুরীতিতে সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভাগ অবিকল সে প্রকারের নহে; ব্রাহ্মণভাগের বিস্তর অংশ ইতিহাস বাদানুবাদ কথোপকথন তর্কবিতর্ক এবং কিরূপে যজ্ঞাদি করিতে হয় তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি নিরূ-

পণ এই সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

বেদের মধ্যস্থিত মন্ত্রের মূর্ত্তি যে কি প্রকার, তাহা এতদ্দেশীয় উপবীতধারী ব্যক্তিমাত্রেরই কিঞ্চিদংশে জানা সম্ভব। বঙ্গদেশে যদিও ব্রাহ্মণজাতি আর বেদাধ্যয়ন এ উভয়ের এক প্রকার চির-বিচ্ছেদই হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবেক, তথাপি যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন এতাদৃশ্ব তাবৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পরিবারস্থ বালকমাত্রকে জীবনের মধ্যে অন্তত একবার সন্ধ্যার মন্ত্র ও গায়ত্রী পাঠ করিতে হয়। সন্ধ্যার সর্ব্ব প্রথম শ্লোকটী বেদের মন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং গায়ত্রী বোধ হয় উহা অপেক্ষা আরও প্রাচীন একটী মন্ত্র। এক্ষণে যখন বেদের মন্ত্র সমস্ত টেমস্ ও রাইন নদীর বারিপর্য্যন্ত পান করিয়া বেড়াইতেছে, এবং যাহাদিগের কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য-বিচার নাই এ প্রকার বৈদেশিক পণ্ডিতবর্গ যখন বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ট উপদেষ্টা হইয়াছেন, তখন আর এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের ব্যক্তিবর্গের নিকট সন্ধ্যার মন্ত্র বা গায়ত্রী বা বেদের অন্যান্য মন্ত্র গোপন করিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে অণুবীক্ষণ-পাঠক বর্গের পরিষ্কার বোধ জন্মাইবার জন্য বৈদিক মন্ত্রের কতকগুলি নমুনা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। কোন একটী বস্তুর স্বরূপ ও আকৃতি বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে, তাহার যতই সুচারু বর্ণনা কেন পাঠ কর না, কখনই উহার জ্ঞান তত পরিষ্কার হইবেক না, যত পরিষ্কার জ্ঞান সেই বস্তু স্বচক্ষে দর্শন করিলে হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়া আমরা পাঠক-বর্গের গোচরার্থ বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

প্রথম।

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং
ধাতারং রত্নধাতমম্ ॥

অগ্নিকে স্তব করি, যিনি পুরোভাগে সংস্থাপিত আছেন, যিনি

যজ্ঞের দেবতা, যিনি ঋত্বিক অর্থাৎ ঋতুকালোচিত-যজ্ঞকারী পুরোহিত, যিনি ধাতা, যাঁহার মত, রত্ন উৎপাদন পূর্ব্বক বিতরণ করিতে আর কেহ নাই॥

দ্বিতীয়।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎ সবিতু ৰরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥
ওঁ॥

ওঁ ভূর্লোক; ভুবর্লোক; স্বর্গলোক।

সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য দেবের সেই চমৎকাব প্রভা ধ্যান করা যাউক। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি সমস্ত প্রেরণ করুন।

তৃতীয়।

ওঁ।

শংন আপো ধন্বন্যাঃ
শম নঃ সন্তু কূপ্যাঃ।
শংনঃ সমুদ্রিয়া আপঃ।
শম-নঃ সন্তু নূপ্যাঃ॥

মরুভূমির জল আমাদিগের মঙ্গল স্বরূপ; কূপের জল আমাদিগের মঙ্গল স্বরূপ হউক; সমুদ্রের জল আমাদিগের মঙ্গল; অনূপ (অর্থাৎ বাদা বা জলা) ভূমির জল আমাদিগের মঙ্গল স্বরূপ হউক।

উপরি উদ্ধৃত তিন খণ্ড বেদই ছন্দোবদ্ধ, অর্থাৎ শ্লোক। প্রথম দুইটী শ্লোকের তিনটী তিনটী করিয়া চরণ, আর শেষ শ্লোকটীর চারি চরণ। যদি বাঙ্গালাতে ত্রিপদী ও চতুষ্পদী এই দুই শব্দের একটী বিশেষ অর্থ বলবৎ হইয়া না যাইত, তাহা হইলে এ কথা বলিলেও বলা যাইতে পারিত যে, প্রথম দুইটী ত্রিপদী আর শেষেরটী চতুষ্পদী। আর ইতি-

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, গায়ত্রী বোধ হয় সন্ধ্যার প্রথম মন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন হইলেও হইতে পারে, তাহা কেবল পদসংখ্যার ন্যূনাতিরেক দর্শন করিয়াই বলা গিয়াছে। কারণ যে যে ভাষার আদি অন্ত বিষয়ে প্রণালী-বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সেই ভাষাতেই দৃষ্ট হয় যে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকের উৎপত্তি, পরে তদপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ। এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা ইংরেজী ভাষার জন্ম যৌবনাদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণরূপ অনুভূত হইবে। ইহা অনুভব করিতে বিশেষ বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন নাই। চেম্বর্স্‌ প্রণীত ইংরেজী সাহিত্যের সর্ব্বসারসংগ্রহ (Cyclopædia) নামক গ্রন্থে অতি প্রাচীন কাল অবধি ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত সকল সময়ের কবিতার নমুনা বিস্তর দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্ট হইবেক যে, আদিম কালের ইংরেজী কবিতার কলেবর স্বল্প। এতন্মূলক অনুমান-বলে আমাদিগের বোধ হয় যে, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র অথবা গায়ত্রী অপেক্ষা যখন সামবেদী সন্ধ্যার প্রথম শ্লোক গুরু-কলেবর, তখন অপেক্ষাকৃত আধুনিকই হইবেক।

ক্রমশঃ

ক্ষুধা।

প্রাণীদিগের যত প্রকার ইচ্ছা আছে তন্মধ্যে ক্ষুধা প্রধান স্থানীয় এবং মহোপকারী। শরীরে ক্ষুধার প্রবল প্রতাপ না থাকিলে, কে শ্রম করিয়া মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিত? ক্ষুধার উত্তেজনায়, মনুষ্য কত প্রকার দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়া কত নূতন নূতন বিষয় আবিষ্ক্রিয়া করিতেছে। এই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বাষ্পীয় পোত নির্ম্মাণ করিয়া দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত ভেদ করিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছে, ভীষণ নদীবক্ষে সুচারু সেতু গঠন করিতেছে, যোজক কাটিয়া প্রণালী করিতেছে, প্রস্তর ও বালুকাময় স্থান শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিতেছে, কত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিবধ শিল্প-

দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। আহারের চিন্তা না থাকিলে কে পরিশ্রম করিত, কে কাহার আশ্রয় লইত বা অধীনতা স্বীকার করিত? মনুষ্য—সমাজের এত উন্নতি কোথায় থাকিত এবং মনুষ্য নামেরই বা এত গৌরব কিরূপে হইত?

জগতে কোন বস্তুই নিরবচ্ছিন্ন উপকারী বা অনপকারী দেখা যায় না। ক্ষুধার ও অশেষবিধ সুফল সত্বেও দুই একটী কুফল আছে। ক্ষুধার উদ্রেক অতিরিক্ত হইলে, অনেক অনিষ্ট হয়। ক্ষুধা যেমন সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক, তেমনই আবার দুষ্কর্ম্মের নিয়োজক। প্রবল হইলে সর্ব্বসংহারক অগ্নির ন্যায় মনুষ্যের সকল মহত্ব বিনাশ করে, এবং চৌর্য্য, দস্যুতা, গৃহদাহ প্রভৃতি কত প্রকার কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় তাহা প্রকাশ করিতে ও হৃৎকম্প হয়। দুর্ভিক্ষ্য হইলে, অথবা সমুদ্র মধ্যে পোত মগ্ন হইলে ভাগ্য ক্রমে কোন দ্বীপের আশ্রয় পাইলে যখন আহারাভাবে জঠরানল অতি প্রবলরূপে জ্বলিয়া উঠে, তখন মনুষ্যত্ব হারাইয়া এবং পশুভাবে অন্ধ হইয়া মানুষ স্বজাতীয়—এমন কি আত্মজকেও ভক্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ক্ষুধায় উত্তেজিত হইয়া মনুষ্য এক দিকে যেরূপ অতি শ্রেষ্ঠ দেবতুল্য কার্য্য করিতে পারে, অপর দিকে সেই রূপ অতি নিকৃষ্ট পশুবৎ কার্য্যও করিতে সক্ষম।

"ক্ষুধা" কি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলিবেন যে উহা কেবল আহার করিবার ইচ্ছা মাত্র। কিন্তু উহার বিশেষ কারণ কি এবং উহা পূর্ণ না হইলে শরীরের মধ্যে কি বিশেষ অনিষ্ট বা পরিবর্ত্ত হয়—তাহা অনেকেই উত্তমরূপে অবগত নহেন। এমন কি বিজ্ঞান শাস্ত্রও এ বিষয় সম্যক বর্ণন করিতে অক্ষম।

চেতন পদার্থ মাত্রেরই ক্ষয় এবং বৃদ্ধি আছে। দেহীদিগের এমন কোন শারীরিক কার্য্য নাই যাহা দ্বারা শরীরের কিছু না কিছু ক্ষয় হয় না। আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস, চক্ষুস্পন্দন প্রভৃতি অননুভূত সামান্য কার্য্য হইতে ঘোটকারোহণ অথবা যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত যাবতীয়

কঠোর শ্রম সাধ্য যাবতীয় শারীরিক কার্য্যে এবং যদৃচ্ছা সামান্য মানসিক চিন্তা হইতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কঠিন মনোবৃত্তি পরিচালন পর্য্যন্ত যাবতীয় মানসিক কার্য্যে শরীরের অল্প বা অধিক ক্ষয় হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপের শিখা যতক্ষণ জ্বলিতে থাকে, ততক্ষণ তৈল ক্ষয় হয়। সেই রূপ যতক্ষণ জীবন থাকে, প্রতিমুহূর্ত্তে শরীর ক্ষয় হয়। এই শারীরিক ক্ষতি পূরণ জন্য আহার আবশ্যক। আহার না করিলে অর্থাৎ নূতন সামগ্রি দ্বারা শরীরের ক্ষতি পূরণ না করিলে শরীর শীঘ্রনষ্ট হয়। "ক্ষুধা" এই ক্ষতিপূরণের "স্বাভাবিক ইচ্ছা, এই স্বাভাবিক ইচ্ছার উৎপত্তি স্থান কোথায়—শরীরের কোন যন্ত্রেই বা ইহা বোধ হইয়া থাকে? এইপ্রশ্নে সকলেই উত্তর করিবেন 'উদর' বা 'পাকস্থলী।" এইটী সাধারণ সংস্কার; কারণ আহার করিলেই প্রায় ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় এবং অধিক ক্ষণ আহার না করিলে উদরে কিঞ্চিৎ জ্বালা বোধ হয়। কিন্তু এই সংস্কার যে ভ্রম-মূলক তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ক্ষুধা শরীরে একটী অভাব বোধক ইচ্ছা, কিন্তু এই ইচ্ছার ন্যূনাধিক্যের সহিত উদরস্থ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিমাণের কোন তুলনা করা যায় না, কারণ উদর ভিন্ন শরীরের অন্য কোন স্থান দিয়া আহারীয় দ্রব্য প্রবেশ করাইলে (যথা শিরার মধ্যে বা মল দ্বারে পিচ্‌কারি দিয়া) শরীরের ঐ অভাববোধ কমিয়া যায়। অতএব এই অভাববোধ কেবল পাকস্থলীর নয়,—ইহা সমস্ত শরীরের একটী প্রধান অভাব। পাকস্থলীর এক প্রকার অবস্থা হইলে যে ক্ষুধা বোধ হয় তাহা অনেক শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন এবং তাহার প্রমাণ এই বলেন যে, কোন পুষ্টিকর বা অপুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু অপুষ্টিকর দ্রব্য আহারে যে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তাহা অল্পক্ষণ স্থায়ী, কারণ ক্ষণকালপরেই তাহা দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। পাকস্থলীর যে অবস্থায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অদ্যাপি কেহই জানেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে

পাকস্থলীর শূন্যতাই ক্ষুধা। কিন্তু পাকস্থলী শূন্য থাকিলেও ক্ষুধা-বোধ হয় না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; যথা একবার নিমন্ত্রণ স্থলে বা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত ভোজন করিলে পর পাকস্থলী অধিকক্ষণ শূন্য থাকে অথচ ক্ষুধা বোধ হয় না, এবং উন্মাদ অজীর্ণ প্রভৃতি কোন কোন রোগগ্রস্ত হইলেও পাকস্থলী কতিপয় দিবসের জন্য শূন্য থাকে তথাপি আহারের ইচ্ছা হয় না। শোক বা আহ্লাদ অতিরিক্ত হইলে পাকস্থলী শূন্য থাকে তথাপি ক্ষুধাবোধ হয় না। আবার পাকস্থলী পূর্ণ হইলেই যে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় তাহা নয়। যেমন পাকস্থলীর নিম্নভাগে (Pylorus) কোন ব্যাধি হইলে, বা অন্য কোন কারণে যদি পাকস্থলী হইতে অর্দ্ধজীর্ণ খাদ্য অন্ত্রার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে উক্ত খাদ্যোর অবশিষ্ট সারভাগ যাহা অন্ত্রা হইতে শোষিত হইয়া শরীরের পুষ্টি বিধান করিত তাহা পাকস্থলী মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শরীরের অভাব মোচিত হয় না এবং ক্ষুধাও নিবৃত্ত হয় না।

কেহ কেহ ভ্রম বশতঃ বলিয়া থাকেন যে উপযুক্ত সময়ে খাদ্য পাকস্থলীতে না আসিলে উহার মধ্যে জীর্ণকর এক প্রকার রস (Gastric Juice) নিঃসৃত হয় এবং তাহার দ্বারা পাকস্থলী উত্তেজিত ও বিকৃত হইয়া ক্ষুধার বোধ জন্মায়। পাকস্থলীতে খাদ্য না পড়িলে ঐ জীর্ণকর রস কখনই নিঃসৃত হয় না এবং পূর্ব্বাহ্নেও সঞ্চিত হইয়া থাকে না। আহারের পূর্ব্বে কি মুখে লালা সঞ্চিত হইয়া থাকে, না স্তণ টানিবার পূর্ব্বে উহার মধ্যে দুগ্ধ আসিয়া জমিয়া থাকে? বিশেষ উত্তেজনা ভিন্ন কোন গ্রন্থি (gland) হইতে রস নিঃসরণ হয় না। কিন্তু কোন গ্রান্থির রস অধক ক্ষণ নিঃসৃত না হইলে উহার মধ্যে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয় (Congested) এবং তদ্দারা উহার অবয়ব ও কিঞ্চিৎ স্ফীত হয়। এই স্ফীত অবস্থা দেখিয়া অজ্ঞেরা বলিয়া থাকে যে ঐ গ্রন্থির মধ্যে রস সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

এক্ষণে শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতেরা যত দূর জানিতে পারিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্ষুধার কারণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, শরীরের পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাব হইলে সমভাবক স্নায়ু মণ্ডলীর (Sympathetic nerves) দ্বারা পাকস্থলীর রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি হয় এবং উহার গ্রন্থি সকল স্ফীত হয়। পাকস্থলীর এইরূপ অবস্থা হইলে এক প্রকার উদ্বেগ বোধ হয়, যাহাকে ক্ষুধা বলা যাইতে পারে। শরীরের পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাব ভোজন দ্বারা বা পিচকারির দ্বারা যেরূপেই দূরিত হউক না তাহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবেই। ক্ষুধা সম্বন্ধে যে সকল শারীরিক নিয়ম আছে, তাহা এই উৎকৃষ্ট বিধান দ্বারা বিশেষ রূপে বুঝা যায়, যথা, মানসিক চিন্তার অধীনতা ইত্যাদি—পাকস্থলীর জীর্ণকর রস ভিন্ন শরীরের যে অন্যান্য রস নিঃসরণ হয়, তাহার নিয়ম সকল এই বিধানের বিরুদ্ধ নয়।

ক্ষুধাবৃত্তি অধিক কাল চরিতার্থ না হইলে অর্থাৎ অধিক কাল আহার না করিলে শারীরিক ক্রিয়া সকলের (Functions) কিরূপ ব্যাঘাত জন্মায় এবং শারীরিক যন্ত্র সকল কিরূপ বিকৃত হয়, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য পণ্ডিতেরা পক্ষী এবং অন্যান্য ইতর জন্তুদিগকে অনাহারে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ঐ জীব সকল যত দিন অনাহারে বাঁচিয়া থাকে, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক সময় তাহারা নিস্তব্ধভাবে থাকে। তৎপরে যতক্ষণ না তাহার রক্তের উত্তাপ হ্রাস হইয়া শীতল হয়, ততক্ষণ উত্তেজিত হইয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকে। ছাড়িয়া দিলে নড়ে না আশ্চর্য্যান্বিতের মত এদিক ওদিক তাকাইয়া থাকে, কিম্বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিতের মত পড়িয়া থাকে। আর কিছু কাল পরে তাহাদিগের হস্ত পদ হিম হইয়া যায়, এবং দাঁড়াইতে না পারিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়। ক্রমে নিশ্বাস কম পড়ে, দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হয়, শরীর স্পন্দহীন হয়, চক্ষুর পুত্তলি (pupils) বৃদ্ধি হয়। অবশেষে মৃত্যু আসিয়া জীবনলীলা সমাপ্ত করে।

অনশনে যে সকল জীব প্রাণত্যাগ করে, তাঁহাদিগের শরীর গড়ে

প্রায় এক শত অংশের ৪০ ভাগ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং যাহাদিগের শরীরে অধিক মেদ থাকে, তাঁহাদের শরীর অধিক শুষ্ক হয়। মৃত্যুর পর ঐ সকল জীবেরশরীর ছেদ করিয়া দেখা হইয়াছে যে, মেদ এবং রক্তের চারি ভাগের তিন ভাগ কমিয়া যায়। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর প্রায় কিছুই ক্ষয় হয় না। যতক্ষণ শরীরে মেদ থাকে ততক্ষণ উঁহার উত্তাপ কমে না, কিন্তু মেদ ফুরাইলে শরীর শীঘ্র শীতল ও নির্জীব হইয়া পড়ে। এই জন্য অনাহারের মৃত্যুতে আর অধিক শীতের মৃত্যুতে প্রায় কোন প্রভেদ থাকে না। আরও পরীক্ষা দ্বারা জাঁনা গিয়াছে যে, আহার এককালে বন্ধ করিলে যেরূপ শরীর ক্ষয় হয়, অল্পাহারে অধিক দিন রাখিলেও সেইরূপ ক্ষয় হয়; কিন্তু সময় অধিক লাগে।

মনুষ্য অধিক কাল অল্পাহারে থাকিলে তাহার পাকস্থলীর নিকট অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয়, কিন্তু পেট চাপিলে ঐ বেদনা নিবৃত্ত হয়। উহা ২।৩ দিন মাত্র থাকিয়া ভাল হইয়া যায়, কিন্তু বেদনার পরিবর্ত্তে পেট ভিতরের দিকে টানিতে থাকে। তৎপরে পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং বহুক্ষণ জল না দিলে, পিপাসার জ্বালায় অস্থির করিয়া ফেলে। হস্ত পদ ও গাত্রদাহ হয়, চক্ষু ঈষৎ লোহিত বর্ণ হয় এবং জ্বালা করে, বমন হয় এবং হিক্কা উঠে, পরে মুখ ম্লান এবং পাংশুবর্ণ হয়, চক্ষুদ্বয় এক প্রকার অস্থির ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, এবং সমস্ত শরীর শুষ্ক হইয়া আইসে। পরে চর্ম্মের বর্ণ ময়লা ও পিঙ্গল এবং এক প্রকার দুঃর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়, (Secretion) শরীরে আর বল থাকে না। চলিতে, কথা কহিতে, বা কোন প্রকার শ্রম করিতে কষ্ট বোধ হয়। মানসিক শক্তি ও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। মনুষ্য বুদ্ধিহীন হইয়া পড়ে, নিজের কোন প্রকার উপকার চেষ্টা করিতে অক্ষম হয়, এবং কিছু কাল পরে উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে থাকে। মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্বে শরীর শীতলভাবাপন্ন হয় এবং কাহারও আক্ষেপ উপস্থিত হয় (condulsions)। মৃত্যুর পর ইতর জন্তুদিগের মত মনুষ্যশরীরেও বিকার

দেখিতে পাওয়া যায়—যথা সমস্ত শরীর শুষ্ক নীরস ও মেদহীন হয় এবং বৃহৎ যন্ত্র সকল (viscera) খর্ব্বাকার ও রক্তহীন হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মস্তিষ্কের আকার ও খর্ব্ব হয় না এবং রক্ত ও কমেনা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালনও সমান ভাবে থাকে, এবং বাঁচি-বারও উপায় থাকে। অনাহারে মৃত্যুর আর বিশেষ লক্ষন এই যে ক্ষুদ্র অন্ত্রার (Small intistions) আবরণী সুখাইয়া স্বচ্ছ হইয়া পড়ে, পিত্তাধার (gall bladder) পূর্ণ থাকে, এবং উহার স্থান সকল পিত্তেতে রঞ্জিত হয় ও শরীর অতিশীঘ্র পচিয়া উঠে।

অনশনে মৃত্যুর পর যে শরীর পচিয়া উঠে, তাহার কারণ জ্ঞাত হওয়া সকলেরই আবশ্যক। জীবিতাবস্থায় শরীরের দূষনীয় ও পুরাতন কনা সকল মল মূত্রাদির সহিত বহির্গত হইয়া যায়, এবং তাহাতে শরীর বিশুদ্ধ ও সুস্থ থাকে। কিন্তু উপযুক্তমত পানাহার না করিলে কিম্বা উপবাস করিলে মলমূত্রাদি বদ্ধ হয়, এবং ঐ সকল দূষনীয় পদার্থ শরীর মধ্যে থাকিয়া সমস্ত শরীরকে বিকৃত এবং দুর্গন্ধযুক্ত করে। এইরূপ বিকৃতভাবাপন্ন ও নিস্তেজ হইলে শরীর শীঘ্র রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষতঃসংক্রামক (Epidemic) এবং যে সকল রোগ কোন বিষাক্ত বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয়, (Tynotic diseases) তাহা হইতে আর অব্যাহতি থাকে না। ইহা বিশেষ পরিক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে, শূন্য উদরে কোন সংক্রামকরোগাক্রান্ত প্রদেশে গমন করিলে ঐ রোগ না লইয়া প্রত্যাগমন করা যায় না। কিন্তু আহারের পরে উক্ত স্থানে গমন করিলে সুস্থ শরীরে আসিতে পারা যায়।

অনেকেই অবগত আছেন যে, দুর্ভিক্ষের পরেই মরক উপস্থিত হয়, উৎকট এবং সাংঘাতিক পীড়া আসিয়া অবশিষ্ট লোকের প্রাণ নষ্ট করে। ইহার কারণ এই যে দুর্ভিক্ষোত্তীর্ণ লোকদিগের শরীর অতিশয় শীর্ণ নিস্তেজ ও দূষিতপদার্থে পূর্ণ থাকে। বহুদূর ভ্রমণকারী জাহাজের আরোহী এবং কারারুদ্ধ বন্দিগণ অল্প, অনুপযুক্ত আহারে যে শীঘ্র

রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, আর যদি তাহারা উপযুক্ত ও পূর্ণ আহার প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সুস্থ ও সবল থাকে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান চিকিৎসকেরা এই আহারের ব্যতিক্রমে যে সকল শারীরিক পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া ব্যবস্থা করেন। ঐ সকল রোগ নিরাকরণের অন্য উপায় নাই। এই সামান্য জ্ঞানের অভাবে অনেক চিকিৎসক বিপরিত অর্থাৎ অনশন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রোগীদিগকে অকালে মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করেন।

আহারের পরিমাণের বিষয় কিছুই স্থির করা যায় না। কাহার কত আহার করিলে শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না, তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, শরীরের আকার, গুরুত্ব, অভ্যাস ও স্থানীয় জল বায়ুর উপর তাহার আহারের পরিমান নির্ভর করে। তবে যে পরিমাণ আহার করিলে স্বাস্থের হানি না হয় কিম্বা ফলারে বাহ্মনের মত একবার আহারের পর ২৪ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে না হয়, তাহা হইলে সেই পরিমাণই শরীরের উপযুক্ত। অভ্যাসে যে আহারের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তাহা এতদ্দেশীয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। 'মরানাড়ি' এই কথা প্রচলিত থাকায়, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কথার অর্থ এই যে হীনাবস্থা প্রযুক্ত, বা অধিককাল চিকিৎসালয়ে, পান্থশালায়, কারাগারে, বা জাহাজে বাস জন্য বহুদিন অল্পাহারে থাকিলে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি কম হইয়া যায় এবং এইরূপে ক্ষুধা কম হইলে যদি কেহ অধিক আহার করে, তাহা হইলে বমন, অজীর্ণ উদরময় প্রভৃতি রোগদ্বারা আক্রান্ত হয়। ক্ষুধা একবার কমিয়া গেলে, তাহা এক দিনে বৃদ্ধি হইতে পারে না। কারণ অধিক দিন অল্পাহার করিলে পাকশক্তি ও জীর্ণকর রস (gastric) কমিয়া যায়। কিন্তু উক্তপ্রকারে আহার কমিয়া গেলে, যদি প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ২ করিয়া আহার বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে কোন অসুখ হয় না।

[১ম খণ্ড]　　　　কার্ত্তিক ১২৮২ সাল　　　　৪র্থ সংখ্যা।]

অণুবীক্ষণ

স্বাস্থ্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহোযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।
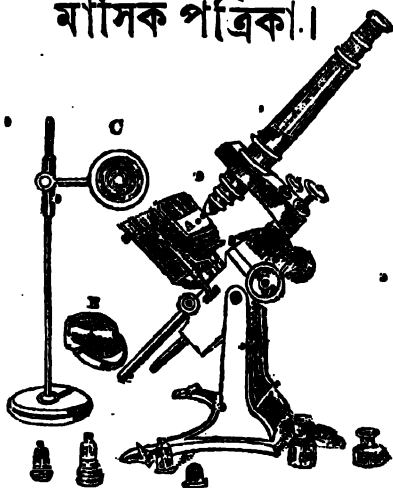
"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

সুরাসার।

মদিরার মধ্যে যে বস্তু বিদ্যমান থাকাতে উহার মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাঙ্গালাতে 'সুরাসার' এই নাম দিবার কল্পনা হইয়াছে। ইংরেজীতে ইহাকে 'আল্‌কহল্‌' (alcohol) কহিয়া থাকে। বোধ করি সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালাগ্রন্থকার অক্ষয়কুমার দত্ত আল্‌কহল পদার্থের সুরাসার এই সংজ্ঞা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সংজ্ঞাটী সুসংগতই হইয়াছে, কারণ আল্‌কহল্‌ই সুরার সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অংশ, মদের ভিতর আল্‌কহল্‌ না থাকিলে উহাকে মদ বলাই

খাইতে পারে না। এমতে আল্‌কহল্‌কে বাঙ্গালাতে সুরাসার বলা ততদূর রীতি হইয়াছে কি না ইহা অনুসন্ধান না করিয়াই আমরা সুরাসার শব্দটী সর্ব্বাংশে সংগত ও নির্দ্দোষ দেখিয়া এবং ইহা অপেক্ষা উপাদেয় অন্য নাম অবগত না থাকাতে, সুরাসার নামই পরিগ্রহ করিলাম।

'আল্‌কহল্' এই শব্দটীও বস্তুগত্যা আসল্ ইংরেজী নহে। ইহা হিব্রু ভাষা হইতে আরবী ভাষা মধ্যে পরিগৃহীত হইয়া ক্রমে ইয়ো-রোপীয় ভাষা সমূহের মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। হিব্রু ভাষাতে ইহার অর্থ রঞ্জন অর্থাৎ রং করিবার জিনিষ। আরব ও তৎসন্নিহিত দেশ অঞ্চলে স্ত্রীলোকে ভুরুতে এক প্রকার কাল রং দিত এবং অদ্যাপি দিয়া থাকে। তাহাকে 'কহল্' কহিত। সচরাচর যে রঙ্ উহারা ব্যবহার করিত, তাহা রসাঞ্জন নামক ধাতু হইতে প্রস্তুত করা হইত। প্রথমে 'কহল্' বলিতে কেবল সেই রসাঞ্জন-ধাতু-নির্ম্মিত রঞ্জন দ্রব্য মাত্রকে বুঝাইত। পরে ভুরু রঙ্ করিবার উপযোগী তাবৎ বস্তুর প্রতিই উক্ত হিব্রু শব্দের প্রয়োগ হইতে আরম্ভ হয়। সেই সমস্ত রঞ্জনদ্রব্য অতিতীব্র নানা প্রকার মাদক দ্রব্যে না গুলিয়া লইলে প্রস্তুত হইত না, এ কারণ পরিণামে 'কহল্' শব্দের অর্থ সেই সকল তীব্র মাদক দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইল। এক্ষণে সেই সমস্ত মাদক দ্রব্যের মাদক-তার মূলীভূত কারণস্বরূপ পদার্থকে বুঝাইতেছে। তবে 'কহল্' এই শব্দের পূর্ব্বে 'আল্' এই এক যে শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে, উহা আরবী ভাষার উপপদ মাত্র, যেরূপ 'আল্-কোরান্,' 'আল্-জেব্রা' 'আল্-কিমী' ইত্যাদি। ইয়োরোপীয়েরা সকলেই কিমিষ্ট্রী অর্থাৎ রসা-য়ন শাস্ত্র বিষয়ে আরবদিগের শিষ্যস্বরূপ, সুতরাং রসায়ন বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় পরিভাষাও আরবী হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারে 'আল্‌কহল্' ইংরেজী ফরাশি জর্ম্মন প্রভৃতি সকল ভাষা-তেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহাই 'আল্‌কহল্' শব্দের ইতিহাস।

বাঙ্গালা সুরাসার শব্দের ইতিহাস ইহা অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। ইহার জন্মদাতা অক্ষয়কুমার দত্ত অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং ইহা অদ্যাবধি অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থকারের নিকট সমাদর পাইয়া থাকিবেক।

কত কাল হইল চার্ব্বাক বলিয়া গিয়াছেন যে, ' আত্মা দেহাতিরিক্ত বিস্ময় বস্তু এই সকল অপরিষ্কার কথা লইয়া অত কোলাহল করা হয় কেন? যেমন কিণ্ব প্রভৃতি বস্তু হইতে মাদকতা শক্তি জন্মে, তেমনি পঞ্চভূত সমাগমে চৈতন্য পদার্থ জন্মিয়া থাকে, এ প্রকার মত স্থির করিলে কিছুই অনুপপত্তি থাকে না।' চার্ব্বাক কর্ত্তৃক উল্লিখিত এই 'কিন্ব' বস্তু যে কি তাহা পণ্ডিতেরা কেহ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন না; তাহাদিগের যে প্রকার কথার ভঙ্গী, তাহাতে বোধ হয় যে, পণ্ডিতেরা ভাবেন, কিণ্ব নামক, কোন দ্রব্য মদের ভিতর মিশাইয়া দিয়া উহার মাদকতাশক্তি উৎপাদন করিত। কিন্তু এতদ্দেশে 'মহুয়া' 'রম্' 'দোয়াস্তা' প্রভৃতি যে সকল মদ্য পূর্ব্বকালাবধি প্রচলিত আছে, তাহাদিগের প্রস্তুত হইবার সময় শৌণ্ডিকেরা যে কোন এক বিশেষ বস্তু উহার মধ্যে মিশাইয়া দিয়া মাদকতা শক্তির জন্মদান করিয়া থাকে, এ পদ্ধতি ত কই কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; বিশেষতঃ চার্ব্বক যে প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলেও এরূপ বোধ হয় না যে কিণ্ব নামক মাদকতার বীজ-স্বরূপ কোন বস্তু প্রচলিত ছিল। চার্ব্বাক কহিতেছেন যে, যখন কিণ্ব ইত্যাদি বস্তু হইতে মদ মাদক হইয়া উঠে, তেমনি পঞ্চভূত একত্র হইলে অগ্রে যাহা জড় ছিল, তাহা চৈতন্যযুক্ত হইয়া উঠে, ইহাতে এক স্বতন্ত্র আত্মা কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? এই দৃষ্টান্তের ঔচিত্য রক্ষা করিতে হইলে মনে করিতে হইবেক যে, চার্ব্বক এক অতি নিগূঢ় তত্ত্বকথা উত্তমরূপে উট্টঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যের ফলিতার্থ এই যে, অনেক দ্রব্যের সহযোগ হইলে সহযোগোৎপন্ন দ্রব্যে নূতন গুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে এমন কোন নূতন গুণ, যাহা পূর্ব্বতন

এক একটী দ্রব্যে পাওয়া যায় না। যে যে জিনিষ একত্র করিয়া মদ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগের এক একটী করিয়া ধর, মাদকতা পাইবে না; কিন্তু সকলগুলিকে একত্র করিয়া অবস্থাবিশেষে সংস্থাপন কর, মাদকতা পাইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তুমি এ প্রকার কল্পনা কর যে, মাদকতার কারণস্বরূপ এক আত্মা আসিয়া উহাতে প্রবেশ করিয়াছে? কথনই নহে। তেমনি জীবের শরীর পঞ্চভূতোৎপন্ন কিন্তু পৃথিবী, জল বা বস্তু প্রভৃতি পঞ্চ ভূতের মধ্যে চৈতন্য দেখিতে পাইবে না; কিন্তু পাঁচের মিলন হইলে জীব-শরীরব্যাপী চৈতন্য আসিয়া দেখা দিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আত্মা কল্পনা করিবারই বা আবশ্যকতা কি? চার্ব্বাকের এই যুক্তিবিন্যাস কতদূর অখণ্ডনীয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা এ স্থলে আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমরা বরঞ্চ এতদূর পর্য্যন্ত ইঙ্গিত করিতে প্রস্তুত আছি যে, অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোক সংলগ্ন করিয়া দিলে চার্ব্বাকের যুক্তিবিন্যাস অপরিক্ষত থাকা অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে হয় যে, যদি চার্ব্বাকের উক্তি এককালে উন্মত্ত প্রলাপ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপেই চার্ব্বাকের যুক্তিবিন্যাসের তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে হইবেক। তাহা হইলেই বলিতে হয় যে, চার্ব্বাক যে কিণ্ব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা মাদকতার বীজভূত এক বিশেষ দ্রব্যের অভিধায়ক না হইবেক; বরং চার্ব্বাকের সময়ে এ দেশে যে সকল নানা বস্তু মিশাইয়া মদ প্রস্তুত হইত, কিণ্ব তাহাদিগের একটী হইবেক।

আমরা চার্ব্বকের 'কিণ্ব' শব্দ লইয়া যে এতটা আন্দোলন করিলাম, তাহার অভিপ্রায় এই যে, আমারা 'কিণ্ব' শব্দকে ইংরেজী আল্‌কহল্' শব্দের প্রতিরূপ বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। যদি সে পক্ষে কোন আপত্তি না থাকিত, তাহা হইলে ভালই হইত। কিণ্ব শব্দটী প্রাচীনও বটে, স্বল্পাক্ষরও বটে, সুরাসারের পরিবর্ত্তে ইহা পরিগৃহীত হইতে পারিলে, বাঙ্গালার পক্ষে বিশেষ সুবিধাই হইতে

পারিত। আর অমরা যে অহংকার করিয়া থাকি যে, আমাদিগের শাস্ত্রের নিকট নূতন কিছু নাই, আমাদিগের শাস্ত্রে সকলই আছে, সে অহংকার সমর্থন করিবার অন্যান্য সহস্র প্রমাণের উপর ইহা আর একটী অধিকতর প্রমাণ স্বরূপ হইত। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত আপত্তি বিবেচনা করিয়া 'সুরাসার' শব্দকেই সমাদর করিতে হইতে হইল। এক্ষণে 'সুরাসার' পদার্থের স্বভাবাদি পর্য্যালোচনা বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মাদকতাশক্তিসম্পন্ন পানীয় দ্রব্য অতি প্রাচীন কাল অবধি সংসারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অনেক ভক্ত খৃষ্টানে বলিবেন যে, নরজাতির মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষী শয়তান মনুষ্যগণের অনিষ্ট করিবার জন্য মদের সৃষ্টি করিয়া দিল। আবার পক্ষান্তরে কেহ কেহ এরূপ কহিয়া থাকেন যে, মদ না হইলে ইয়োরোপে সভ্যতার উন্নতি হওয়া এককালে অসম্ভব হইত। কিন্তু এই দুই কথাই অত্যুক্তিপূর্ণ। মদ কোন অবস্থাতেই প্রয়োজন হয় না, এমন কি ঔষধের জন্যও নহে, এমন কি কোন ব্যক্তি শীতে মৃতপ্রায় হইয়াছে, উহার হাত পা কালা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়েও উহাকে প্রত্যুজ্জীবিত করিবাব জন্য দু এক কাঁচ্চা ব্রাণ্ডি দিলে মহাপাতক হয়, বোধ করি এতদূর মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে অস্মদ্দেশের স্বর্গীয় মহোদয় প্যারিচরণ সরকারেরও সাহস হইত না। আবার যাঁহারা কহেন যে, মদিরা সভ্যতা-উন্নতির জন্য নিতান্ত আবশ্যক, তাঁহাদিগের সে কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিস্তর লোকে বিস্তর পরিশ্রম করিয়া সভ্যতা স্বরূপ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। কত যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিতে হইয়াছে, কত প্রভূত দ্রব্য পরীক্ষা করিতে হইয়াছে, কত সুগভীর চিন্তা করিতে হই-য়াছে, কত দূর দূরান্তর পর্য্যটন করিতে হইয়াছে, কত গ্রন্থ অধ্যয়ন গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছে, কত অপরিসীম পরিশ্রম-সাধ্য অসংখ্য প্রকার কার্য্যে সমাধা করিতে হইয়াছে, তবে যাহাকে সভ্যতা, বলে

(যাহার কিঞ্চিৎ আলোক ইয়োরোপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং যাহার বিন্দু মাত্র জ্যোতিঃ এখন তথা হইতে অন্যান্য দেশে নীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে,) তাহা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবেক যে, মনুষ্যের পরিশ্রম করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা তত মজবুত নহে। এমন কি কিঞ্চিৎকাল পাকার বাতাস করিতে গেলে মাংসপেশী ক্লিষ্ট, ও অন্তরাত্মা খিন্ন হয়, ঘুম পায় এবং স্থির থাকিতে ইচ্ছা হয়। সত্য বটে যে, কোন প্রবল অভিলাষ বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া সেই অভিলাষ সিদ্ধ করিবার উপযোগী পরিশ্রমে লোকে অনেকক্ষণ সংলগ্ন থাকিতে পারে। যাহার মনে বৈরনির্য্যাতন করিবার ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইয়াছে, সে শত্রুকে গোপনে বধ করিবার সন্ধানে সারারাত্রি ফিরিতে পারে; স্নেহময়ী জননী বাৎসল্যভাজন সন্তানের মৃত্যুশয্যার নিকটে বসিয়া সমস্ত রাত্রি পাকার বাতাস করিতে পারেন। কিন্তু এ প্রকার প্রবল অভিলাষ সকল সময় জুটে না, অথচ সভ্যতা-স্বরূপ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে ও বজায় রাখিতে গেলে সর্ব্বদাই অক্লিষ্ট পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা থাকে। সে পরিশ্রম মদিরার সাহায্য ব্যতিরেকে লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাই তাঁহাদিগের কথার তাৎপর্য্য, যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, মদিরা না থাকিলে সভ্যতার উন্নতি হইত না। একথা যে এককালে অগ্রাহ্য, তাহাও আমরা জ্ঞান করি না। আমরা শুনিয়াছি যে যখন ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টনণ্ট্‌ গবর্ণর গ্রাণ্ট্‌ সাহেব নীল কমিশন্‌ বসাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। তখন তিনি প্রতি রাত্রে কাজ করিতে বসিবার সময় কাগজ পত্র লইয়া যখন বসিতেন, তখন দুই তিন বোতল পোর্ট্‌ সেই সঙ্গে টেবিলে ধরিয়া দেওয়া হইত। এ প্রকার বিলম্বাসহ কার্য্য কর্ম্মের সময় কি টেম্পরেন্‌স্‌ সোসাইটীর এক ক্ষুদ্র পুস্তক গ্রাণ্ট্‌ সাহেবের সম্মুখে লইয়া ধরিয়া দিলে পোষাইত? না, তাঁহাকে একথা বলিলে বলিত যে, এমন কাজ

করিবেন না মহাশয়! ইহাতে আপনার শরীর অধঃপাতে যাইবেক। কখনই নহে। কারণ এরূপ স্থলে শরীর পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়াও গৌরবের বিষয়, কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতে কিছুই বাধা নাই। আমরা কিন্তু মদিরার ঐকান্তিক পক্ষপাতীও নহে, মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষীও নহি। 'মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষীও নহি' ইহা আমরা এক প্রকার কপাল ঠুকিয়া কহিলাম, যাঁহারা ভদ্র ও প্রবীণ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সকলেই 'আমরা মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষী নহি' এই কথা শুনিবা মাত্র আমাদিগকে খরচ লিখিবেন! তাঁহারা তৎক্ষণাৎ জ্ঞান করিবেন যে, বস্তুতঃ আমরা সুরাপানের পক্ষপাতীই বটি, কেবল কপট যুক্তিবিন্যাস করিবার অভিপ্রায়ে অপক্ষপাতিতার ভান করিয়া বসিয়াছি। প্রকৃত সুরাপক্ষপাতী মাত্রেই তাদৃশ কপট যুক্তিবিন্যাস করিতে জানে, তাহাদিগের সকলেরই মুখে চিরকেলে কথা লাগিয়াই আছে 'মদ খাও, তাতে দোষ নাই, মদে তোমাকে না খেলেই হইল।' এতদ্দেশীয় প্রবীণ বর্গ সুরাপান বিষয়ে এত দূর কুসংস্কারাপন্ন যে, যে কেহ স্থির চিত্তে সুরার হেয়োপাদেয়তা পর্য্যালোচনা করিতে উপবিষ্ট হয়, তাহাকে তাঁহারা দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁহাদিগের মতে মাগিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে যে, মদিরা মন্দ, সম্পূর্ণ মন্দ, ইহাতে কোন গুণ নাই, ইহার নাম শ্রবণে আপাদ মস্তক জ্বলিয়া যায়, যকৃৎ প্রকোপ, যক্ষ্মাকাশ নানা দুষ্প্রবৃত্তি, পরিবারের অন্নকষ্ট, হস্তকম্প, স্বরকম্প, উন্মাদ, অকালমৃত্যু এই সকল দুরন্ত কাণ্ডের নাম যদি কেহ এক শব্দে সমাবেশিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে 'মদিরা' এই নাম উচ্চারণ করিলেই হইবেক, যেমন গেটির মতে শরদের ফল ও বসন্তের পুষ্প, অন্তঃকরণের প্রমোদ, উল্লাস ও মহোৎসব-সকলি শকুন্তলা নাটক বলিতে বুঝায়, তেমনি অধুনাতন প্রবীণগণের মতে শীতকালের কুজ্ঝটিকা ও গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ এবং অন্তঃকরণের যত কিছু অবনতি অধোগতি ও দুর্গতি সকলি, মদিরা বলিতে

বুঝাইতে পারে। সেই সকল প্রবীণ মহাশয়দিগের নিকট যথার্থ বৃত্তান্ত উপন্যাস পূর্ব্বক অবসরবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে মদিরায় কিছু গুণকারিতা আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া দুঃসাহসিক কার্য্য। কিন্তু কি করি? অনেক যথার্থ বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আমাদিগের দৃঢ়তর ধারণা জন্মিয়াছে যে, মদিরার উপর প্রবীণগণ যতটা অভিসম্পাত করিয়া থাকেন, ঠিক্ ততটা মদিরা পাইতে পারে না। এই দৃঢ় ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রবীণবর্গকে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, গুরুতর ও ব্যাপক পরিশ্রমের সাপেক্ষ কোন কার্য্যভার যখন উপস্থিত হয়, এবং মনুষ্যের অযত্ন সিদ্ধ শারীরশক্তি সেই কার্য্যভার নির্ব্বাহ করিয়া তুলিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে, হয় সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তখন যদি কিঞ্চিৎ মদিরার উপযোগ করিলে সেই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া উঠে, যদি তাহা হইলে কার্য্যভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত শ্রম পণ্ড না করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক কাল শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলা যায়, এবং মদিরা দ্বারা সেই বিষয়ে সহায়তা হয়, তবে কিঞ্চিৎ মদিরা উপযোগ করিতে বিশেষ দোষ আছে কি? আমরা মনে করিলে এমন শত সহস্র প্রকার গুরুতর কার্য্যের নামোল্লেখ করিতে পারি, যে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করা এতদ্দেশীয় প্রবীন দলের অথবা তন্মতানুগামীদিগের পক্ষে সাধ্যাতীত। এতদ্দেশীয় প্রবীণ দল সমস্ত দিন পথহাঁটা কিম্বা বসিয়া ন্যায় শাস্ত্রের ফাঁকী ভাবা অথবা ক্রমাগত মহাভারতের মত কতকগুলি শ্লোক রচনা করা অথবা দশ পনরটা পাঠ পড়ান এই সকল কার্য্যকেই বোধ হয়, যারপর নাই শ্রমাবহ ও ক্লেশকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল এই সকল কার্য্য করিবার পারকতা থাকিলে ইয়োরোপীয় সভ্যতা উৎপন্ন হইত না। ইহা অপেক্ষা অনেক ক্লেশকর কার্য্য ইয়োরোপীয় দিগকে পুরুষানুক্রমে করিতে

হইয়াছে, তবে তথাকার সভ্যতা জন্মিয়াছে। আমাদিগের এরূপ সংস্কার আছে যে, সুরার উপযোগ দ্বারা অনেক সময়ে লোকে অক্লিষ্ট পরিশ্রমের সহিত অভিপ্রেত কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারে এবং এতদুপলক্ষে যে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরার উপযোগ করে, তাহার কোন অবৈধ কর্ম্ম করা হয় না। পক্ষান্তরে সুরার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনকারী মদিরাপক্ষপাতী যে সকল মহোদয়েরা বলিয়া থাকেন যে, লড়াই হঙ্গাম ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে গেলে সুরাপান নিতান্ত আবশ্যক, তাঁহাদিগকে একটী অতি-প্রামাণিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরুত্তর করা যাইতে পারে। মহম্মদ কোরাণের মধ্যে সুরাপান নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের অব্যবহিত পরে দুএক শতাব্দী কাল মুসলমানেরা এই নিষেধ মানিয়া চলিয়াছিল, অর্থাৎ মুসলমানেরা কেহ সুরাপান করিতনা। কিন্তু ঐ দুই তিন শতাব্দী মুসলমানেরা যত যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়াছিল, তত আর কখন করে নাই। ঐ সময়ের মধ্যে তাহারা আসিয়া, আফ্রিকা ও স্পেন জয় করিয়াছিল এবং মুসলমান ধর্ম্ম যত দূর বিস্তার হইবার, ঐ সময়ের মধ্যেই হইয়াছিল। এতদ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে উপলব্ধি হইতেছে যে, লড়াই হঙ্গাম অথবা অতি খেদকর কার্য্যের জন্য সুরার ঐকান্তিক আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, উল্লিখিত সময়ে মুসলমানদিগের সুরাপান ছিল না বটে, কিন্তু উহার স্থানীয় আর একটী বিষয় ছিল, অর্থাৎ অতি-প্রদীপ্ত-ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, প্রবল প্রবৃত্তি-বিশেষ উত্তেজিত হইলে মাংসপেশী অনেকক্ষণ অক্লিষ্টভাবে সঞ্চালন হইতে পারে এবং অন্তঃকরণের ও ঝটিতি অবসন্নতা জন্মে না। প্রথম দুই তিন শতাব্দী মুসলমানদিগের সেই প্রবল প্রবৃত্তিই সুরার কার্য্য করিত। তাঁহাদিগের ঈশ্বরাদিষ্ট বিধিদাতা মহম্মদ স্বরচিত কোরাণ গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গের সুখসম্ভোগের বিষয় এমনি জাজ্বল্যমানরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন, স্বর্গে কি রূপে শ্যামললোচনা হুরীরা ভক্ত মুসলমানদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক অনন্ত সুখের ধামে বাস

করায় এই বিষয় মহম্মদ এমন চমৎকার লিখিয়াগিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মুসলমান জাতি তাহা যেন চক্ষে দেখিতে পাইত। ধর্ম্মবিস্তারের উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয়, তথায় প্রাণত্যাগ করিলেই তাহার অদৃষ্টে শ্যামললোচনা হূরী ঘটিবেক, এই আশাতে মুসলমান অকুতোভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। ফলতঃ সুরাপান দ্বারা বুদ্ধির যে অবস্থা জন্মে, আর মুসলমানদিগের বুদ্ধির অবস্থা উল্লিখিত সময়ে যে প্রকার ছিল, দুই একটা তুল্যরূপ বলিলেও বলা যায়।

সুরাপান না করিলেও যে, নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে পারা যায়, ইহার আর এক দৃষ্টান্ত এতদ্দেশীয় সিপাহীরাণ সিপাহীদিগের মধ্যে বিস্তর ব্রাহ্মণ ও রজপূত আছে। তাহারা মদিরার উপযোগে একান্ত পরাঙ্মুখ, অথচ প্রয়াণকালীন দুরন্ত পরিশ্রমই হউক, যুদ্ধের সময়ের ক্লেশকর পরিশ্রমই হউক, সকল বিষয়েই উল্লিখিত সিপাহীরা বিলক্ষণ পটু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তবে ইহা বলা যায় না যে তাহারা অনেকে গাঁজা খাইয়া থাকে, গাঁজা দ্বারা সুরাপানের মত কতকটা কাজ হয় কি না তাহা ধুমপানবিশারদ ব্যক্তি বর্গেই বলিতে পারেন।

সুরার উপযোগ দ্বারা মাংসপেশীর সঞ্চালনের কিঞ্চিৎ অক্লিষ্টতা এবং অন্তঃকরণের অবসাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব এবং দুরন্ত শীত নিবারণ এই সকল ঘটিয়া থাকে, ইহা অশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত উপযোগ দ্বারা নানাপ্রকারে শরীরের অসুস্থতা এবং শরীরের আভ্যান্তরিক নানা অবয়বের বিকারাপত্তিও ঘটিয়া থাকে এবিষয়ের পরীক্ষাও অল্প নহে। তদ্ব্যতীত অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উপযোগ যতই কেন অল্প হউক না, মস্তিষ্ক কিছু না কিছু বিভাব প্রাপ্ত হয়, এবং উপযোগ যদি অভ্যাসের মত হইয়া আসে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের সেই বিভাব স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায় এবং পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইতে থাকে। কেহ কেহ কহেন যে, মহম্মদ ইহা অবগত ছিলেন, অর্থাৎ তিনি জানিতেন যে সুরাপান দ্বারা মানুষের প্রধান অঙ্গ মস্তিষ্ক অপকৃষ্ট

হইয়া যায়, মস্তিষ্ক অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যজাতিই নিজে ক্রমে অপকৃষ্ট হইবেক, একারণ তিনি কোরাণগ্রন্থে সুরাপান অবৈধ বলিয়া লিখিয়া গেলেন। কিন্তু একথাটীর যথার্থতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ করিলেও করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডদেশের মদ্যপান চিরপ্রসিদ্ধ, সমস্ত ইয়োরোপে ইংরেজেরা মাতাল বলিয়া এক অতি শ্লাঘ্য সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, এবং বোধ হয়, অতিপূর্ব্ব কাল হইতে আল্‌কহল্ গলাধঃকরণ করিতে ইংরেজেরা যেরূপ সুপটু তেমন আর কেহই নহে। ইহাও অবিদিত নাই যে মদিরা পান জন্য যে সমস্ত অত্যন্ত উৎকট মস্তিষ্কের ব্যারাম জন্মিতে পারে, সে সমস্ত ব্যারামের অগণিত দৃষ্টান্ত ইংরেজজাতির মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আলকহল্ এত অধিক পরিমাণেই মস্তিষ্কের বিকৃতি উৎপাদন করিত, আর সেই বিকৃতি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে অব্যর্থরূপে সংক্রামিত হইত, তাহা হইলে ইংরেজদিগের মধ্যে এত দিনে অবিকৃত মস্তিষ্ক পাওয়া দুর্ঘট হইত। আর মস্তিষ্ক যদি বুদ্ধির স্থান হয় আর বিকৃত মস্তিষ্ক বিকৃতা বুদ্ধির নিত্য সহচর হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডে এত দিনে অসাধারণ বুদ্ধির লোক পাওয়া কঠিন হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের অধুনাতন অবস্থা দর্শনে এরূপ কখন প্রত্যয় করা যাইতে পারে না যে, তথাকার লোকের বুদ্ধি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। বরং উত্তরোত্তর বেশী বুদ্ধির লক্ষণই প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইবেক। এই নিমিত্ত আমাদিগের বোধ হয় যে, আল্‌কহলের দ্বারা লোকে যতটা বুদ্ধিবিকার আশঙ্কা করিয়া থাকে, ততটা ঘটেনা।

আল্‌কহল্ মস্তিষ্কের উপর যে প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ একথা বলিলেও বলা যায় যে, ইহার ক্রিয়াকারিত্ব মস্তিষ্কের উপরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পায়। সুরাসার উদরস্থ হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই মস্তিষ্কে এক প্রকার নূতন উপলব্ধি হইতে থাকে। তাহা যে কেন হয়, এ কথার উত্তর ডাক্তা-

রেরা দিতে অপারক। পাকাশয় হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তারিত কতকগুলি মজ্জাতন্তু (nerve) বিদ্যমান আছে সত্য, এবং ইহাও অসম্ভব নহে ঐ মজ্জাতন্তু গুলিই মস্তিকের সহিত সুরাসারের ক্রিয়াকারিতা সম্বন্ধে দ্বার স্বরূপ হয়। কিন্তু অন্যান্য বস্তু উদরস্থ হইবার কালেও সেই মজ্জাতন্তুগুলি সেই স্থানেই থাকে, অথচ অন্যান্য বস্তু উদরস্থ হইবার পর মস্তিষ্কে কেন সুরাসার জন্য উপলব্ধির মত উপলব্ধি জন্মে না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা এক পরিহাসগর্ভ গল্পে শুনিয়াছিলাম যে, এক বৃদ্ধার একটী পুত্র ছিল, সে সুরাপান অভ্যাস করিয়াছিল, মদের বোতল আনিয়া মায়ের সিন্দুকের ভিতরে রাখিয়া দিত, পরে সন্ধ্যার পর বাহির করিয়া খাইয়া বাড়ী মাথায় করিত। নিত্য নিত্য এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বৃদ্ধা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিত না, হতবুদ্ধি হইয়া থাকিত। সেই হতবুদ্ধিতা-সূচক এই আক্ষেপ বৃদ্ধা একদিন তাহার কোন প্রতিবেশিনীর নিকট কহিয়াছিল যে "এই জিনিষের কি অদ্ভুত গুণ, বলিতে পারি না। যতক্ষণ সিন্দুকের মধ্যে কি বোতলের ভিতরে থাকে, ততক্ষণ স্থির থাকে। কিন্তু আমার বাছার পেটের ভিতরে গেলে যে কেন এত গোলমাল বাধাইয়া দেয়, তাহার আমি কোন ভাব পাই না।" আমরা দেখিতেছি যে, গল্পের বৃদ্ধা যে বিষয় বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিল, সুবিজ্ঞ শারীরবিধানবিদ্যাবিশারদ প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরাও তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়েন না। ফলতঃ যেরূপ কুইনাইনে জ্বর আরাম করে, অথবা আফিঙে মস্তিষ্কের জড়তা আনয়ন করে, ইপিকাকুয়ানা বমি করায়, তদ্রূপ সুরাসারও মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়াকারিতা বিশেষ প্রদর্শন করে, এই মতান্তটী মাত্র ধারণা করা যাইতে পারে, কোন কার্য্যকারণভাবের সহিত এ বিষয়ের সম্পর্ক নিরূপণ করা অদ্যাপি শারীরবিধানশাস্ত্র অসাধ্য বলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই কহা গিয়াছে যে, মাদকতাশক্তিসম্পন্ন পানীয়ের সৃষ্টি অতি-পূর্ব্বকাল হইতেই হইয়া আছে। তন্মধ্যে এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মাদক পানীয় বোধ হয় সোমলতার রস হইবেক। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থের মধ্যে সোমরসের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আছে। ইন্দ্র সোমপানের দ্বারা বলবান হইয়া অসুরদিগকে বধ করেন, দেবতারা সোমের প্রসাদে বীর্য্যবত্তর হয়েন, সোমরস অতি চমৎকার বস্তু, ইত্যাদি বিষয়ের যে প্রকার রসপূর্ণ বর্ণনা সেই সকল প্রাচীন কবিতার মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহাতে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতাধ্যায়ী পণ্ডিতবর্গ অনুমান করিয়াছেন যে, সোমলতার রস এক প্রকার মাদক পেয়বিশেষ ছিল, এ অনুমান সমূলকই বোধ হয়। এমতে বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের উপবীতধারী পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আনুসাঙ্গিক বলিয়া এক প্রকার মাদক দ্রব্যের বিলক্ষণরূপ উপযোগ করিতেন, এবং যাহাকে সহজ লোকে 'মাতলামো' কহে, এক এক যজ্ঞের সময় তাহাও বিলক্ষণরূপ করা হইত। কিন্তু সোমলতা যে কি গাছ ছিল, তাহা কেহ জানে কিনা এবং একালে তাহা কেহ চিনিতে পারে কিনা, বলিতে পারি না। শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে বিধান আছে যে, সোমলতা অভাবে পূতিকা অর্থাৎ পুঁই গাছ দিবেক। যদি এই বিধানের প্রমাণে এরূপ অনুমান কর যে, পূতিকার সজাতীয় কোন উদ্ভিজ্জের নাম সোমলতা ছিল, তাহা হইলে সোমলতার আকৃতি প্রকৃতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। তবে পূতিকার রস হইতে কোনরূপ মাদকতা-শক্তি-যুক্ত পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা কেহ করে নাই, করিলে কিরূপ দাঁড়ায় বলা যায় না।

এতদ্দেশের প্রাচীনতম মাদক-দ্রব্য সোমলতা রসের পর উত্তরকালে মনুর সময়ে উপনীত হইলে দৃষ্ট হয় যে, তিনি তিন প্রকার মদিরার নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা গৌড়ী অর্থাৎ গুড়ের মদ, পৈষ্টী অর্থাৎ পিটুলির অর্থাৎ চাউলের মদ আর মাধ্বী অর্থাৎ মহুয়া ফুলের মদ।

এ কালের রম্ শরাবকে গৌড়ী এবং দোয়াস্তা অর্থাৎ ধেনো মদকে পৈষ্টী বলা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত মাধ্বী অর্থাৎ মহুয়ার মদ ত নিজমূর্ত্তিতেই পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। মনু কর্ত্তৃক উল্লিখিত এই তিন প্রকার মদিরাই ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মনুর সময়ে সুরাপানের প্রতি লোকের হতশ্রদ্ধা কতক দূর বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্তত এই তিন মদিরা ব্রাহ্মণে পান করিত না, করিলে পতিত হইত, এ ব্যবহার মনুর সময় অবধি একাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

শাস্ত্রের আদেশ এই প্রকারই বটে, কিন্তু ব্যবহারে এ আদেশের কতদূর পালন হইত, তাহা বলাযায় না। অনন্ত ক্ষত্রিয়েরা নানাপ্রকার মাদক পানীয়ের উপযোগ করিত, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতীত হয়। কালিদাসাদির কাব্যে যে প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত যে মদিরা রসাস্বাদনে পরাঙ্মুখ ছিল বোধ হয়না। সেই সেই কাব্যের রচনা কালে পূর্ব্বোল্লিখিত গৌড়ী, পৈষ্টী, মাধ্বী ভিন্ন অন্যান্য মদিরা প্রচলিত হইয়াছিল বোধ হয়;—যথা কালিদাসের রঘুবংশে নারিকেলাসব অর্থাৎ নারিকেলের মদ বলিয়া এক প্রকার মদিরার উল্লেখ আছে।

কিন্তু ইদানীন্তন কালে সুরাসারগর্ভ যে সমস্ত মদিরা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে, আঙুর হইতে যাহা জন্মে, তাহা অর্থাৎ ব্রাণ্ডি পোর্ট শেরি শাম্পেন্ ইত্যাদি এবং মল্ট্ নামক শস্য হইতে যাহা জন্মে, অর্থাৎ বিয়ার, এল্, পোর্টর্ প্রভৃতি, এই গুলিই প্রধান। উভয় প্রকার মদিরার মধ্যে সুরাসার নামক পূর্ব্বোক্ত বস্তু গূঢ়রূপে অবস্থিত থাকে। কিন্তু সুরাসার বাহির হইতে লইয়া মদিরার সহিত মিশাইয়া দিতে হয় না, পরন্তু মদ্যযোনি যে দ্রব্য, অর্থাৎ আঙুরই হউক আর মল্ট্ই হউক, তাহার উপর মদ্য সৃষ্টির উপযোগী যথাবিহিত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিলেই সুরাসার আপনা হইতে মদিরার মধ্যে জন্মগ্রহণ

করে। পরে ইচ্ছা হইলেই সেই মদিরার গর্ভ হইতে সুরাসার পদার্থকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া পৃথক্ মূর্ত্তিতে অবলোকন করা যাইতে পারে। মদ্য সৃষ্টির উপযোগিনী উল্লিখিত প্রক্রিয়ার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। মদ্য সৃষ্টির উপযোগিনী প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

১। মাতাইয়া তোলা—এই অবস্থায় মদ্যযোনিস্বরূপ দ্রব্য মাতিয়া উঠে, মাতিয়া যাওয়া যে কি তাহা বোধ করি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবেকনা। প্রাতঃকালের খেজুর-রস কিঞ্চিৎ বেলা হইলে যে ভাব প্রাপ্ত হয়, ভারের জলে দু চারিটা আতপ তণ্ডুল ফেলিয়া রাখিলে কিঞ্চিৎ কাল পরে উহার যে ভাব জন্মে, অথবা ঝুনা নারিকেলের জলের যে ভাব, এ সকলই মাতিয়া যাওযার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

২ মাতিয়া যাওয়া দ্রব্য হইতে সুরাসারপূর্ণমদিরা উৎপাদন করা, ইহাই দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। ইহাকে সহজ ভাষায় চোয়ান এবং সাধুভাষায় আসবন বলা যাইতে পারে।

৩। সেই সুরাসার পূর্ণ মদিরার মধ্যে যদি কিছু জলীয় ভাগ থাকে, তাহা পৃথক্ কৃত করিয়া বাহির করিয়া দিবার প্রক্রিয়া—ইহাই তৃতীয় ইহাকে নির্জ্জলীকরণ বলিলে দোষ নাই।

কতক গুলি বস্তু এপ্রকার আছে, যে পচা কিম্বা পচিতে আরম্ভ হইয়াছে এমন কোন বস্তুর সংসর্গে মাতিয়া যায়। আমরা নামান্তর অভাবে এই প্রকার পরিবর্ত্ত প্রাপ্তিকে 'মাদন্' এই সংজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে,-ইংরেজীতে যাহাকে 'ফর্মেণ্টেশন্' (Fermentation) কহে, আমরা তাহারি নাম 'মাদন' রাখিলাম। মাদন নামক পরিবর্ত্ত যত প্রকার বস্তুর হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মদিরা সংক্রান্ত মাদন ব্যাপারের বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, এ রূপ আর কোন বস্তুর বিষয়ে নহে, যে হেতু মদিরা এক বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্য, ইহা প্রভূত পরিমাণে পৃথিবীর নানাস্থানে উৎপাদিত

হইয়া থাকে এবং ইয়োরোপের অনুসন্ধানপরায়ণ লোকগণ মদিরার উৎপাদন সংক্রান্ত তাবৎ ব্যাপারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মদিরার মাদন ব্যাপারের বিষয়ে নানা তত্ত্বের বিষয় তাহাদিগের নিকট সংবাদ পাওয়া যায়। তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, আঙুরের রস অথবা মল্ট নামক পূর্ব্বোক্ত শস্যের জলের সহিত মাদনের উপযোগী কোন দ্রব্য মিশাইয়া রাখিলে উহা মাতিয়া উঠে। মদের ফেণাই আবার মাদনের উপযোগী দ্রব্যরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য বস্তু দ্বারাও সেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, যথা পচারক্ত, কিংবা অণ্ডের শুভ্র অংশ ইত্যাদি। মাদনদ্রব্যের সহিত দ্রাক্ষারস মিশ্রিত হইলে দ্রাক্ষারস ফাঁপিয়া উঠে, ইহার উপরিভাগে বিস্তর ফেণা সঞ্চয় হয় এবং প্রভূত গ্যাস বাহির হইয়া যায়। ইহারই নাম মাদন প্রক্রিয়া। এই অবস্থা যখন হইয়াছে, তখন উহাকে মাদিত রস কহা যাইতে পারে এবং যাহার সহযোগে মাতিয়া উঠে, সেই বস্তুকে মাদনদ্রব্য বলিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় অর্থাৎ আসবন অথবা চোয়াইবার প্রক্রিয়া। মাদিতরসকে পান জন্য মদিরারূপে পরিণত করার নাম আসবন। দ্রাক্ষারস হউক অথবা যব-ভিজান-জল হউক অথবা অন্য যে কোন মদ্যযোনি হউক কেবল মাদন-দ্রব্যবিশেষের সহযোগে মাতিয়া উঠিলেই মদিরা রূপে পরিণত হয়না। মাদিত রসকে যদি আর কিছু না করিয়া সেই অবস্থায় রাখিয়া দাও তাহা হইলে উহা অচিরাৎ নষ্ট হইয়া যায়, উহা স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়না। কিন্তু যথার্থ মদিরা সেরূপ নহে, উহা যত দিন রাখ, যত্ন পূর্ব্বক রাখিতে পারিলে সমান থাকিবেক। কোন্ কোন মদিরা কাল সহকারে বরং আরো সরেস হইয়া উঠে। ফলতঃ মাদিত রস যখন প্রকৃত মদিরার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা এক 'পাকা জিনি' হইয়া উঠে উহার গুণ সকল স্থায়ী হইয়া উঠে এবং সে সমস্ত গুণ সহজে উহা হইতে অপনীত হইবার নহে। মাদিত রসকে এইরূপ অবস্থায়

আনয়ন করাকে এই নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক হয়।

মদ্যযোনি বস্তু ভেদে মদিরার নাম নানা প্রকার হইয়া থাকে। অপিচ এক এক মদ্যযোনি হইতেগন্ধ স্বাদ ইত্যাদির ইতরবিশেষ ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামধারী মদিরা উৎপাদিত হইয়া থাকে। যথা—ভারতবর্ষে ধান-ভিজান্-জল-হইতে যে মদ হয়, তাহাকে ধেনো কহে। দ্রাক্ষারস হইতে সমুৎপন্ন মদিরা আস্বাদাদি ভেদে পোর্ট, ব্রাণ্ডি, শাম্পেন ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন শস্য-ভিজান-জল হইতে হুইস্‌কি, জিন্‌ প্রভৃতি জন্মে। আর গুঁড়ের রসের মদকে রম কহে।

আসবন, প্রক্রিয়ার প্রধান উপায় বকযন্ত্র। বাঁকান-নল-বিশিষ্ট যন্ত্রের নাম বকযন্ত্র। ইহার এক দিকে বক পক্ষীর উদরের ন্যায় স্ফীত আকৃতিবিশিষ্ট আধার থাকে, অন্য দিকে নল যাইয়া অন্য এক আধারের সহিত সংযুক্ত হয়। কোন দ্রব দ্রব্যকে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত করিলে উহা প্রথমে ফুটিয়া উঠে, পরে বাস্পের আকার ধারণ করে, যখন বাস্পের আকার ধারণ করে তখন যেদিকে ফাঁক পায়, সেই দিকেই বিস্তারিত হইবার চেষ্টা করে। বকযন্ত্রের স্ফীত অংশে, যে দ্রব দ্রব্য চোয়াইতে হইবে, তাহাকে সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই স্থানে তাত দিতে থাকে, তাপের গুণে সেই দ্রব দ্রব্য বাস্প হইয়া উঠে, বকযন্ত্রের নলের ভিতরে যাইয়া বিস্তারিত হয়, তখন নল একটী বোতল কি অন্য কোন আধারের সহিত সংযোজিত থাকে, এবং সেই আধারের চতুঃপার্শ্বে শীতল জল বিদ্যমান থাকে। যেমন তাপ সংযোগে দ্রব দ্রব্য বাস্পাভাবপ্রাপ্ত হয়, তেমনি শীতল বারি সংস্পর্শের দ্বারা সকল উত্তাপ নষ্ট হইয়া উহা পুনর্ব্বার দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জল মধ্যস্থ আধার মধ্যে বকযন্ত্রের নলের পথ দিয়া আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপে জল মধ্যস্থ পাত্র-মধ্যে যে দ্রব দ্রব্য সঞ্চিত হয়, উহাই চোয়ান দ্রব্য, উহাতে কেবল পূর্ব্ব-তন দ্রব দ্রব্যের সারভাগ থাকে।

পূর্ব্বে যে মাদিত রসের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিও এই আসবন প্রক্রিয়া প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রকৃত মদিরারূপে পরিণত করা হয়। আমরা অতিসামান্য ও অতিসহজ বকযন্ত্রের বিষয় বর্ণনা করিলাম। কিন্তু মদ চোয়াইবার যন্ত্র কাল সহকারে নানা প্রকারে প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণকার মদের কারখানাতে যখন ভূরি ভূরি মণ মদ স্বল্প-কাল মধ্যে চোয়ান হইয়া থাকে, তখন নানা ব্যাপারসংকুল আসবন-যন্ত্র সকল চলিতে থাকে। অতিবিস্তারভয়ে সে সকলের যথোচিত বর্ণনা করা এস্থলে অসাধ্য।

তৃতীয় প্রক্রিয়া নির্জ্জলী-করণ। চোয়াইবার পরও মদিরার মধ্যে অনেক অংশ জল থাকে, মদিরাকে খাঁটী করিবার জন্য সেই জল অপ-সারিত করা আবশ্যক হয়। খাঁটী মদিরা পাইবার বিধি এই। বার দুই চোয়াইয়া লইবার পর, যাহাতে জল খায়, এমন কোন দ্রব্য উহার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। জল-শোষক-দ্রব্য অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে চূণ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। চূণ গুঁড়া করিয়া বকযন্ত্র মধ্যে মদিরার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়, কিন্তু সেই মদিরাকে ইহার পূর্ব্বে দুইবার চোয়াইয়া রাখা আবশ্যক। পরে বকযন্ত্রের নলের মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হয়। এইরূপ চব্বিশ ঘণ্টা কাল থাকিলে চূণে সব জল টানিয়া লয়। তাহার পর আরো দুইবার চোয়াইয়া লইলে নির্জ্জল সুরাসার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই শেষ অবস্থায় চোয়াইবার সময় এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয় যে, সবটা চোয়াইয়া না আসিতে আসিতে চোয়ান বন্দ করা আবশ্যক; কারণ সবটা চোয়াইয়া আসিলে অনেক ক্লেদ উহার সহিত আসিয়া জমে।

যেরূপ চোয়াইবার অতিসামান্য প্রক্রিয়া মাত্র উল্লেখ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, নির্জ্জলীকরণের বিষয়েও পাঠকবর্গ সেইরূপ জানিবেন। যেহেতু নির্জ্জলীকরণের উপায় সমস্ত ক্রমশঃ প্রকৃষ্টতর হইয়া আসিয়াছে এবং যাহাতে অক্লেশে অনধিক ব্যয়ে অধিক পরিমাণ

বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন হইয়া এক্ষণে ইউরোপে নির্জ্জলীকরণ অতি সুকৌশলে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

খাঁটী সুরাসার এক প্রকার দ্রব দ্রব্য, ইহা জলের ন্যায়, কোন রঙ্ নাই; ইহা তৈলের ন্যায় পোড়াইতে পারা যায়। সুরাসারের প্রদীপ হইতে অতি তীব্র উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে। রসায়ন-শাস্ত্র-সংক্রান্ত বিস্তর পরীক্ষাকার্য্য সুরাসারের প্রদীপ জ্বলিয়া উহার উত্তাপ প্রয়োগ পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সেই প্রদীপের শিখার বর্ণ কিঞ্চিৎ পাণ্ডুবর্ণ মিশ্রিত নীল বলিয়া জ্ঞান হয়। সুরাসার অত্যন্ত উদ্বায়ী বস্তু অর্থাৎ কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যায়। ইহা জল অপেক্ষা লঘুতর এবং ১৭৩ অংশ ফাব্রেন্‌হাইট্ তাপ সংযোগে ফুটিতে থাকে। তৎপরে বাষ্প হইতে আরম্ভ হয়। ইহাকে অদ্যাপি কেহ কমাইতে পারে নাই, দ্রব অবস্থাতেই সুরাসার সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদিগকে পুনঃ২ পাঠকবর্গের নিকট বিনয় করিয়া বলিতে হইতেছে যে, সুরারসের রসিক বলিয়া আমরা এই বিস্তারিত প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইনা। সুরাসারের প্রকৃতি এতদ্দেশীয় পাঠক মণ্ডলীর নিকট সবিশেষ পরিচিত না থাকিবার সম্ভাবনা, সেই পরিচয় সংঘটন করিয়া দিবার অভিপ্রায়েই আমরা এই পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অশেষ প্রকার মিষ্টরসপূর্ণ-ফল অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে, আর যাহাতে ২ মিষ্টরস আছে, তাহাহইতেই কিছুনা কিছু পরিমাণে সুরাসার সংগ্রহ হইতে পারে। তদ্ব্যতীত সুরাসার এক অতিমহার্ঘ বাণিজ্য দ্রব্য। ইহা কেবল মাদকতার জন্যই যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এরূপ নহে; পরন্তু অনেক প্রকার শিল্পাদি কার্য্যের ইহার ভূয়সী উপযোগীতা আছে। অতএব এতদ্দেশে যে সকল নানাবিধ মিষ্ট ফল রহিয়াছে, এবং খর্জ্জুর তাল, নারিকেল প্রভৃতি মিষ্টরস পাইবার আরো উৎপত্তি স্থান বিদ্যমান আছে, তখন যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সমস্ত বস্তু হইতে লভ্যদায়ক ব্যয়ে সুরাসার সংগ্রহ করিবার সন্ধান বাহির করিতে পারেন,

তাহাহইলে শুদ্ধ যে তিনি অতুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে পারেন, এরূপ নহে; পরন্তু দেশে নূতন এক কারবারই তাহাহইলে প্রচলিত হইয়া যায়। এই বিষয়ে আর অধিক কিছুই আবশ্যক নাই, কিঞ্চিৎ অধ্যাবসায় সহকারে দুই এক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলেই হইতে পারে। অতএব যদি কোন পাঠক অন্নচিন্তার উপরিতন অবস্থায় অবস্থিত থাকেন এবং এরূপ বিস্তর সময় তাঁহায় হাতে থাকে, যাহা তিনি কাটাইবার কোন ফিকির না পান, তাহাহইলে আমরা তাঁহাকে উল্লিখিত প্রকার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।

হৃৎতত্ত্ববিবেক।

মনোবৃত্তিনির্ণায়ক স্থানের সংখ্যা ও ব্যাখা।

১	স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা।	সামন্যতঃ স্ত্রী ও পুরুষজাতির অনুরাগ।
২	দাম্পত্য প্রণয়।	কেবল মাত্র স্বামী এবং বিবাহিতাস্ত্রীর পরস্পর প্রণয়।
৩	অপত্যস্নেহ।	সন্তানের প্রতি স্নেহ।
৪	আসঙ্গলিপ্সা।	বন্ধুতা।
৫	বিবৎসা।	স্বদেশ ভাল বাসিবার ইচ্ছা।
৬	জিজীবিষা।	বাঁচিবার ইচ্ছা।
৭	একাগ্রতা।	এক নিষ্ঠা।
৮	প্রতিবিধিৎসা।	প্রতিবিধানেচ্ছা।
৯	জিঘাংসা।	হননেচ্ছা।
১০	বুভুক্ষা।	ভোজনেচ্ছা।

হৃৎতত্ত্ব বিজ্ঞাপক নর-কপাল।

১১ সংজিঘৃক্ষা।	উপার্জ্জনের ইচ্ছা।
১২ জুগোপিষা।	গোপন করিবার ইচ্ছা।
১৩ সাবধানতা।	সতর্কতা।
১৪ লোকানুরাগ প্রিয়তা	জন সমাজে অনুরাগভাজন হইবার ইচ্ছা
১৫ আত্মাদর।	আপনার প্রতি আদর।

১৬ অধ্যবসায়।	দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা।
১৭ ন্যায়পরতা।	ঔচিত্যপালনেচ্ছা।
১৮ আশা।	আশ্বাস।
১৯ তত্ত্বজ্ঞান।	পারমার্থিকতা।
২০ পূপূজিষা।	পূজা করিবার ইচ্ছা।
২১ উপচিকীর্ষা।	উপকার করিবার ইচ্ছা।
২২ নির্ম্মিৎসা।	নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা।
২৩ শোভানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা শোভা অনুভব করিতে পারা যায়।
২৪ অদ্ভুতরসোদ্ভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা অদ্ভুত রস উদ্ভাবিত হয়।
২৫ অনুচিকীর্ষা।	অনুকরণেচ্ছা।
২৬ জিহসিষা।	যে শক্তি দ্বারা আমাদিগকে প্রফুল্ল থাকিতে প্রবৃত্তি লওয়ায়।
২৭ ব্যক্তি গ্রাহিতা।	যে শক্তি দ্বারা বস্তুর পৃথক জ্ঞান হয়।
২৮ আকারানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা বস্তুর আকারজ্ঞানলাভ হয়।
২৯ পরিমিতি।	দৈর্ঘ্যাদি পরিমাণ শক্তি।
৩০ গুরুত্বানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা গুরুত্ব জ্ঞান হয়।
৩১ বর্ণানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা বর্ণজ্ঞানলাভ হয়।
৩২ ক্রমানুভাবকতা।	যে শক্তির দ্বারা পর্য্যায় জ্ঞান হয়।
৩৩ সংখ্যানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা সংখ্যাজ্ঞান লাভ হয়।
৩৪ সংস্থানানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা স্থানসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হয়।
৩৫ ঘটনানুভাবকতা।	ঘটনানুভাবনী শক্তি।
৩৬ কালানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা সময় জ্ঞান লাভ হয়।
৩৭ স্বরানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা স্বর শক্তির উপলব্ধি হয়।
৩৮ ভাষাশক্তি।	বাক্য কথন শক্তি।
৩৯ অনুমিতি।	অনুমান শক্তি।

অতি পূর্ব্বকালে হিপক্রেটিস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকজাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "আনন্দ বা আহ্লাদ, হাসি খুসি বা তামাসা ফষ্টি, কিংবা শোক, দুঃখ, উদ্বেগ, রোদন, এ সমস্ত কেবল মস্তিষ্ক হইতেই আবির্ভূত হয়। মস্তিষ্কেরই গুণে লোকে বিজ্ঞ হয়, বোধগ্রহ করিতে পারে, দেখে, শুনে এবং হৃদয়ঙ্গম করে। ইহারি সাহায্যে আমরা হেয় উপাদেয় নির্ব্বাচন করি এবং ইহারি জন্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিরুদ্ধ গুণশালী বোধ হয়, যাহাতে এক সময়ে আমোদ বোধ হইয়াছিল, সময়ান্তরে তাহাই বিরস হইয়া যায়। ইহারি গুণে লোকে উন্মত্ত হয় এবং প্রলাপ বকে, কখন দিবসে কখন রাত্রে নানা আতঙ্ক ও আশঙ্কা অনুভব করে; চির-পরিচিত লোকদিগকে ভুলিয়া যায়; ঠেকিয়া শিখে না; অনেক দিনের অভ্যাস ছাড়িতে পারেনা। যদি মস্তিষ্ক সুস্থ না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঘটনা ঘটে। একারণ আমি বলি যে মস্তিষ্ক বুদ্ধি ও বিজ্ঞতার পক্ষে বার্ত্তাবহ ও উপদেষ্টাস্বরূপ। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হিপক্রেটিস্ মস্তিষ্কের প্রকৃত উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং হৃত্তত্ত্ববিবেকের মূলতত্ত্ব ও আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা প্রসিদ্ধতর দুএকজন প্রধান পণ্ডিত তাঁহার পরে জন্মিয়াও তাঁহার কথা গ্রাহ্য করেন নাই। কেহ হৃৎপুণ্ডরীককে মনের স্থান কহিয়াছেন; কেহ পাকস্থলীকে, কেহ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগকে ভূরি ভূরি দর্শনকারগণ বিশ্বাস করিতেন যে সকলেরি স্বাভাবিক বুদ্ধি সমান, কেবল শিক্ষা, সংসর্গ ও অন্যান্য আগন্তুক কারণে কেহ বড়লোক হয়, কেহ ক্ষুদ্রলোক থাকে। গল্ অতিশীঘ্রই এই সংস্কারের অযথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাবৎ প্রাচীন মত বিস্মৃত হইয়া নিজে বৃত্তান্ত-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই সকল অনুসন্ধানের প্রসবস্বরূপ হৃত্তত্ত্ববিবেক শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী মানসিক শক্তির লক্ষণ

নিরূপিত হইল—যথা স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা, অপত্যস্নেহ, আ সঙ্গলিপ্সা, প্রতিবিধিৎসা, জিঘাংসা, জুগোপিষা, লোকানুরাগপ্রিয়তা, উপার্জ্জনেচ্ছা, আত্মাদর, সাবধানতা, শিক্ষাযোগ্যতা (এই বৃত্তিটী পরে সঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হয় অর্থাৎ ইহা ব্যক্তিগ্রাহিতা ও ঘটনানুভাবকতা এই দুই মিশাইয়া উৎপন্ন) স্থানজ্ঞান, আকৃতিজ্ঞান, ভাষা, বর্ণজ্ঞান, স্বরজ্ঞান, সংখ্যা, নির্ম্মাণেচ্ছা, তুলনা, কার্য্যকারণতা, কবিত্বশক্তি, রসিকতা, উপকারেচ্ছা, অনুকরণেচ্ছা, ভক্তি, অধ্যবসায় ও আশ্চর্য্য। এতদ্ব্যতীত গল্ ইহাও সম্ভব বোধ করিয়াছিলেন যে, আহার গ্রহণের ইচ্ছা একটী স্বতন্ত্র যন্ত্র দ্বারা সাধিত হয়, বাঁচিবার ইচ্ছারও একটী স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে, এবং কালজ্ঞানকে তিনি মৌলিক ও অসংকীর্ণ মানসিক শক্তি বিশেষ জ্ঞান করিতেন। এগুলি সকলি পরে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তবে জিজীবিষা অর্থাৎ বাঁচিবার ইচ্ছার বিষয়ে কিছু কিছু সন্দেহ আছে।

১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে গল্ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকারিতা সম্বন্ধে কতগুলি প্রকাশ্য উপদেশ প্রদান করেন। তৎকালে তাঁহার, মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালী ভালরূপ অনুশীলন করা হয় নাই। পরে বুঝিয়া দেখিলেন যে আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালীর সহিত উহার ক্রিয়াকারিত্বের অবশ্য সামঞ্জস্য থাকিবেক। তদনুসারে তিনি বিস্তর মস্তক সংগ্রহ পূর্ব্বক উহার ভিতর কাটিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন মানসিক গুণ বা মানসিক দোষ দেখিলে তিনি মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তির মস্তকটী পাইবার জন্য অত্যন্ত সচেষ্টিত হইতেন এবং প্রায় কৃতকার্য্য হইতেন কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা কার্য্য অতি বিস্তীর্ণ ছিল, এজন্য স্বয়ং মস্তক ব্যবচ্ছেদ কার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না সুতরাং কাজে কাজেই তাঁহাকে একজন সহযোগী গ্রহণ করিতে হইল। এই উপলক্ষে ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে স্যাসাইম্ নামক এক নবীন বিদ্যার্থী

তাঁহার অধীনে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া অচিরকাল মধ্যে হৃত্তত্ত্ব-বিবেকের অনুশীলনে অত্যন্ত যত্নশীল হইয়া উঠিলেন। হৃত্তত্ত্ববিবেক-শাস্ত্রের গুরুবংশ পরম্পরা উল্লেখ করিতে হইলে স্পর্সাইমের নাম দ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। স্পর্সাইমের অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ছিল, নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা ও অনুসন্ধানপারতা অতি অদ্ভুত ছিল। তিনি অক্লিষ্ট পরিশ্রম সহকারে মস্তকের ব্যবচ্ছেদকার্য্যে চারিবৎসর অতিবাহন পূর্ব্বক চরমে গলের সমকক্ষ সহযোগী হইয়া উঠিলেন।

গল্ মনোবৃত্তি গণের সংখ্যা অনেক বাড়াইয়াছেন, এজন্য মনো-বিজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিতলোকে তাহার মতসমূহ অনেক অংশে হেয় করেন। কিন্তু তিনি নিজ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের জন্য যে যুক্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তাহা নিতান্ত দোষস্পর্শ শূন্য বলিতে হইবেক। যেস্থলে কোন ব্যক্তির কোন এক অসাধারণ মানসিক গুণ দেখিতেন, সেই স্থলেই তিনি সেই ব্যক্তির মস্তকের আকৃতিতে কোন অসাধারণ বাহ্যলক্ষণ দৃষ্ট হয় কি না তাহা অনুসন্ধান করিতেন। যেস্থলে দেখিতেন যে, মস্তিষ্কের কোন এক অংশ অতি বৃহৎ সেই স্থলে তিনি অনুসন্ধান করিতেন, সেই ব্যক্তির মনোবৃত্তি-সংক্রান্ত কোন বিশেষ লক্ষণ ছিল কি না; এবং যদি কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের কোন এক অংশ অতি ক্ষুদ্র দেখিতেন তাহাহইলেও সেইরূপ অনুসন্ধান করিতেন, তিনি যেমন দেখিলেন যে, যাহাদিগের চক্ষু বাহির করা তাহারা কোন শব্দ উত্ত-মরূপ স্মরণ করিয়া রাখে এবং আবৃত্তি ভালরূপ করিতে পারে। তদ্রূপ তিনি দেখিলেন যে, যাহাদের চক্ষু বসা তাহারা শব্দ-স্মরণ বিষয়ে অতি অপটু। এই দুই বৃত্তান্ত দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন যে, চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে মস্তিষ্কের যে অংশটুকু থাকে, সে টুকু শব্দ-স্মরণ-শক্তির আকর ও যন্ত্রস্বরূপ। তিনি দেখিলেন যে, যাহার ব্রহ্মতেলো উচ্চ, সে বিল-ক্ষণ অধ্যবসায় শালী হয়, আর যাহার ঐ স্থান উচ্চ নহে, সে চঞ্চল

অস্থির এবং পদে পদে মত পরিবর্ত্ত করে। এই দুই বৃত্তান্ত দর্শন করিলে অবশ্যই স্থির হইতে পারে যে, ব্রহ্মাতেলো অধ্যবসায়ের স্থান। যাবৎ স্পর্সাইম আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ না দিয়াছিলেন, ততদিন গল্ কেবল মস্তকের বাহ্য আকৃতি দর্শনে মনোবৃত্তি নিরূপণের চেষ্টা করিতেন। তৎকালে তাঁহার এই সকল সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া ছিল যে, মস্তিষ্ক মনোবৃত্তির ক্রিয়ার জন্য ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়, মনের যন্ত্র এক নহে নানা অর্থাৎ মনোবৃত্তি নানা ; এবং মস্তকের বাহ্য আকৃতি দেখিয়া মস্তিষ্কের কোন অংশ ছোট অথবা কোন অংশ বড় তাহা স্থির করিতে পারা যায়। তখনও তিনি মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন নাই।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যখন যখন নূতন কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন তখন আবিষ্কর্ত্তা দিগকে পাঁচজনের অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। ‘পরকে আপনার মত জ্ঞান করিবে’ এই তত্ত্বকথার উপদেশ দিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন বলিয়া যীশুখ্রীষ্ট শূলে প্রাণত্যাগ করেন। ‘পৃথিবী ঘুরিতেছে’ এই বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়া গেলিলিয়ো কারাগারে বাস করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেক জনসমাজে এরূপ কতকগুলি লোক থাকেন; যাঁহারা জ্ঞানের অবস্থা পূর্ব্ববৎ রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত, জ্ঞানের উন্নতি হইলে ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষতি বোধ হয়। যে সকল ব্যাপার নিতান্ত বুদ্ধি চালনার কাণ্ড, যেমন মনেকর পাটীগণিত বা জ্যামিতির সিদ্ধান্ত সমূহ, এমন কি সেই সকল বিষয়েও যদি কেহ কোন কিছু নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত করে, তাহা হইলে লোকের ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ উত্তেজনা করে। যাঁহারা ঐ ঐ শাস্ত্র পূর্ব্বাবধি আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের অভিমান খর্ব্ব হয়, তাঁহারা জানিতেন না এমন কোন বিষয় উদ্ভাবিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে তাঁহাদিগের কোন মতেই ইচ্ছা হয় না। তদনুসারে যে বুদ্ধি তাঁহা-

দিগের শাস্ত্রানুশীলনে প্রয়োগ করা উচিত ছিল, ঐ বুদ্ধি তাঁহারা নবোদ্ভাবন কর্ত্তার মত খণ্ডন করিতে ব্যাপারিত করেন। এমতে বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে না হইয়া, বিজ্ঞানের ব্যাঘাত করিতে বিস্তর বুদ্ধি চালনা নষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন অধ্যাপকেরা খাট হইতে চাহেন না, নবীন উদ্ভাবন কর্ত্তা পণ্ডিত সমাজে তাঁহাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর আসন প্রাপ্ত হইবেন, ইহা তাঁহাদিগের গায়ে সয়না। যদি তাঁহারা অমায়িক লোক না হন, যদি ও অনুসন্ধান মাত্র তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নবীন উদ্ভাবন কর্ত্তার বিষম শত্রু হইয়া উঠেন।

গল্‌কেও সেই ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। লোকে, তাঁহার মত কিছুই নহে, কপোলকল্পনা মাত্র, অলীক ও অবাস্তবিক, এই সকল কুৎসাবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে জর্ম্মণির সম্রাট ১ম ফ্রান্সিস্ গল্‌কে নিজ শাস্ত্রের উপদেশ দিতে বারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু সত্য সহজে উন্মূলিত হইবার নহে, কিয়ৎকালের নিমিত্ত সত্যকে পার্থিব প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া দমন রাখা যাইতে পারে; কিন্তু কোন না কোন গতিকে ইহা সময়ে সময়ে দেখা দিয়া থাকে এবং অনুকূল অবসর প্রাপ্ত হইলেই স্বকীয় চমৎকার ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করত ভূলোক আলোকময় করিয়া তুলে। গল্ সম্রাট্ ফ্রান্‌সিস্‌কে নিবারণাদেশের এই বিনীত অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ উত্তর প্রদান করিলেন যে, “আমি যে সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া প্রচার করিতেছি, সকলি অতি মহার্ঘ। ধর্ম্মাবতার যদি আদেশ প্রত্যাহরণ না করেন, তাহা হইলে আমার মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, চিকিৎসাকার্য্য, ও উপার্জ্জন সকলি নিতান্ত ক্ষতি প্রাপ্ত হইবে।” কিন্তু, ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তখন গলের পক্ষে নয় জন্মভূমি নয় নিজমত এ দুয়ের অন্যতর পরিত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। তাঁহার অবিচলিত ধারণাছিল যে, তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া রাজ

সকল শাস্ত্রের এক নূতন অবস্থা উপস্থিত হইবেক, অতএব সেই সকল আবিষ্ক্রিয়ার চর্চ্চা পরিত্যাগ করা অপেক্ষা জন্মভূমি পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন।

এই উপলক্ষে গল্ ১৮০২ খৃঃ অব্দে বিশ্বাসী বুদ্ধিমান শিষ্য স্পর্সাইম্‌কে সহায় করিয়া নিজ শাস্ত্রের চর্চ্চাকার্য্য নিরুপদ্রবে নির্ব্বাহ করিবার জন্য পারিস্ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে শারীর-স্থান-শাস্ত্রবেত্তারা মস্তিষ্কের ক্রিয়া কারিত্ব বিষয়ে কিছু২ অবগত ছিলেন। কিন্তু গল্ ও স্পর্সাইম্ নূতন নিয়মে মস্তক ব্যবচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক মজ্জাতন্তু (nerve) মস্তিষ্কের কোন স্থানে আরম্ভ হইয়া শরীরের কোন স্থানে গিয়া শেষ হইল এই সকল বিষয় তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতীত মস্তিষ্কের চতুঃপার্শ্বে যে চর্ম্মের জাল ঘেরা আছে, তাহার বিষয় আলোচনা করিলেন এবং মস্তিষ্ক যে পাটে পাটে বসিয়া আছে, সেই সকল পাট্ ও বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অবধি স্পর্সাইম্ নবীন শাস্ত্রের আলোচনা কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিলেন। গুরু শিষ্যে উভয়ে পরিশ্রম করিয়া ১৮১৩ খৃঃ অব্দে এক গ্রন্থ প্রচার করিলেন, উহাতে মস্তিষ্কের আকৃতি, সংস্থান ও অংশ অবয়ব ইত্যাদি সবিস্তরে বর্ণিত ছিল এবং বিস্তর প্রতিকৃতি বুঝিবার সুবিধার জন্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সেই বর্ষে গুরু শিষ্য পৃথক হইলেন। স্পর্সাইম্ সমস্ত ইয়োরোপ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে যাইয়া হৃত্তত্ত্ব-বিবেক-শাস্ত্র প্রচার করিলেন; পরে ১৮৩২ সালে আমেরিকায় যাইয়া তথায় সেই শাস্ত্রের প্রচার করিলেন, কিন্তু তথায় দুইমাস থাকিয়াই তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে গল্ ও লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, যদিও স্পর্সাইম্ আমেরিকায় আসিয়া অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই, তথাপি সেই অল্পকাল মধ্যে তাঁহার বুদ্ধির এক প্রকার প্রখর জ্যোতিঃ

নির্গত হইয়াছিল, যে তাহার ফল চিরস্থায়ী হইয়া গেল। স্পর্সাইম্ কার্য্য-কারণ-ভাব নিরূপণ এবং বৃত্তান্ত সমূহ নির্ব্বাচন করিতে অতি পটু ছিলেন। তিনি যেরূপ শিষ্টাচারী জ্ঞানাপন্ন এবং হৃত্তত্ত্ব-বিবেক-বিষয়ে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, তাহাতে সকলেরি তাঁহার প্রতি ভক্তি হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্ম জ্ঞান, আশা, আকৃতি, ভার, সুশৃঙ্খলা ও কাল এই কয়েক বিষয়ের অনুভাবক মনোবৃত্তি কোন্ কোন্ বাহ্য চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহা আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম হৃত্তত্ত্ববিবেকের সাহায্য লইয়া বালকদিগের শিক্ষা-বিষয়ে নূতন মত প্রচার করেন এবং উন্মাদচিকিৎসা-বিষয়ে উহার উপযোগিতা আছে, তাহা প্রদর্শন করেন।

জর্জ্জ কুম্ব্ নামক বিজ্ঞবরকে হৃত্তত্ত্ব-বিবেক মতে দীক্ষিত করিয়া স্পর্সাইম্ উক্ত শাস্ত্রের অতি মহৎ উপকার করিয়াছেন। স্পর্সাইম্ যখন এডিন্বরা নগরে প্রকাশ্য উপদেশ প্রদান করেন, তখন জর্জ কুম্ব্ সেই উপদেশ পরম্পরা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক বিবেচনার পর নূতন মতের পক্ষপাতী হইলেন। হৃত্তত্ত্ব-বিবেক-শাস্ত্রের তিনি তৃতীয় গুরু। তিনি মানব প্রকৃতি বিষয়ে যে গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন,উহা অবলম্বন করিয়া অস্মদ্দেশীয় অক্ষয়কুমার দত্ত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে অক্ষয় বাবুর গ্রন্থ ক্রমে বিরল প্রচার হইয়া উঠিতেছে। কি রচনা প্রণালী কি প্রতি পাদ্য বিষয় সর্ব্বাংশে এই গ্রন্থ বাঙ্গালার প্রধান শ্রেণী অধিকার করিবার যোগ্য। কিন্তু হুতোমের গল্পও নয়, বসন্তকের নীরস বিড়ম্ব-রসিকতা-সূচক পরিহাসও নয়, অতএব ইহার অনুসন্ধান কেহই লয়না।

মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র স্বরূপ।

মন চারি প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, যথা বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষ করে, উপলব্ধি করে; পরে চিন্তা করে; তদ্ব্যতীত চিকীর্ষা বলিয়া মনের

এক ক্রিয়া আছে; যখন আমরা কোন মাংস পেশী সঞ্চালন অথবা কোন মনোবৃত্তি সঞ্চালন করি, তাহার পূর্ব্বক্ষণে 'করিবার ইচ্ছা' একটী স্ফুরিত হয় উহাকেই চিকীর্ষা কহে। যেরূপ অন্যান্য কার্য্য যন্ত্রবিশেষের দ্বারা সম্পাদিত হয়, যেমন হৃদয় শরীরের মধ্যে রুধির সঞ্চালিত করিয়া দেয়, যেমন যকৃত পিত্ত সঞ্চয় করে, সেইরূপ মস্তিষ্ক চিন্তা, চিকীর্ষা, প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার যন্ত্র স্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না যে, মস্তিষ্ক নাই, অথচ মানসিক ক্রিয়া আছে। নিতান্ত ক্ষুদ্র জন্তুগণের শরীরে ও ঠিক্ মস্তিষ্ক না থাকুক্, তদাকার এক প্রকার পিণ্ড থাকে, উহাকে মজ্জাপিণ্ড (nervios gaglion) কহে। পরে ক্রমে যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জন্তুর বিষয় বিবেচনা করিবে, ততই দেখিবে মস্তিষ্ক বৃহদাকার, উহাতে নূতন নূতন অবয়ব আছে, উহার গঠন পরিবর্ত্তই হইতেছে এবং মনোবৃত্তির সংখ্যা ও ক্রমশঃ অধিক হইতে দৃষ্ট হয়। প্রবাল নামক জন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধম শ্রেণীতে সন্নিবেশিত আছে, ঐ প্রবাল জন্তুর পঞ্জরে পলা হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর জন্তু শম্বুক অর্থাৎ শামুক শামুকের উপরিতন শ্রেণীতে মাকড়্সা, (উর্ণনাভ) কাঁকড়া (কুলীর) চিঙ্ড়ীমাছ, জোঁক (জলৌকা) ও উদরের কৃমি, ইহারা সন্নিবেশিত আছে। আর সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর জন্তু মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর, পক্ষী, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি। ইহাদিগের সকলের শরীরেই মস্তিষ্ক অথবা উহার প্রতিরূপ মজ্জাপিণ্ড দৃষ্ট হইবেক। নীচ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জন্তুর মস্তিষ্ক ক্রমশ বৃহত্তর ও অধিক অবয়ব ধারণ করে। পরিশেষে মানুষের মত অবয়ব ভূয়িষ্ঠ ও সুপক্ক মস্তিষ্ক আর কোন জন্তুরই দৃষ্ট হয় না। ইহার বুদ্ধির রাজত্ব ও অপরিসীম বলিতে হইবেক।

মস্তিষ্কের সহকারিতা ব্যতিরেকে কোন রূপ মনের ক্রিয়াই সম্পাদিত হইতে পারেনা। সুকুমার স্নেহরসের অপরিসীম চমৎকারিতাই বল, অতি উন্নত বাসনা সমূহই বল, প্রতিভাশক্তির অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত

সমূহই বল, এবং একতান ভক্তির কার্য্য সমস্তই বল, সকলি মস্তিষ্ককে দ্বার ও মধ্যস্থ স্বরূপ করিয়া আবির্ভূত হয়। যখন প্রকৃতি অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক কবির চমৎকৃত নয়নের নিকট নিজ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে, তাহাতে যখন তাঁহার ভাবনা শক্তি ভূলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক নব নব সৃষ্টি করিতে উদ্যত হয় এবং সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্য ও প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ সুললিত ভাষা তাঁহার লেখনীমুখে ঝরিতে থাকে, তখন তাহাও মস্তিষ্কের ক্রিয়া দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া দ্বারা সংগীতের সুধাবৃষ্টি বর্ষণ হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্র-বেত্তা পণ্ডিত যখন পৃথিবীর গর্ভ খুঁজিয়া দেখেন, এবং বসুন্ধরার গুপ্তধন জ্ঞানবলে আকর্ষণ করেন; যখন তিনি নভোমণ্ডল পরিমাণ করেন, এবং গ্রহগণের দূরত্ব প্রকাণ্ডতা আদি নিরূপণ করেন, যখন তিনি বিদ্যুৎকে বার্ত্তাবহ কার্য্য এবং সূর্য্যকে চিত্রকরের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন; তখনও তিনি মস্তিষ্কের বলেই বলী হইয়া প্রকৃতির শক্তি সমস্ত আপনার বশীভূত করিয়া রাখেন।

মস্তিষ্কের বিকার জন্মিলে মনোবৃত্তিরও বিকার জন্মে। মস্তকে অধিক রক্ত সঞ্চয় হইলে মূর্চ্ছা রোগ উপস্থিত হয়। হঠাৎ শরীরের কোন অবয়ব প্রকুপিত হইলে বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুভবশক্তি অত্যন্ত সতেজ ও প্রখর হয় এবং সময়বিশেষে প্রলাপ ও আনিয়া ঘটায়। মস্তিষ্কের বিভাব হইলে উন্মাদ রোগ জন্মিয়া দেয়। অহিফেণ ও সুরাসার শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কেবল মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিয়া মনোবৃত্তির অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। প্রগাঢ় চিন্তা, শোকাবেগ, আশা-ভঙ্গ অথবা অন্য কোন প্রকার মনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম জন্মিলে মস্তিষ্ক কোমল হইয়া যায়, তদ্ব্যতীত মস্তকে আঘাত করিলে অনেক সময় অচৈতন্য হইতে হয়।

সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার সময় মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্থগিত থাকে, তখন না প্রত্যক্ষ, না চিকীর্ষা না চিন্তা কিছুই সংঘটন হয় না। যদি মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্য কোন অবয়ব, যেমন মনে কর হৃদয়, জ্ঞানের

স্থান হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে হৃদয়ত পূর্ব্ববৎ চলিতেই থাকে, অথচ জ্ঞান থাকে না কেন? পক্ষান্তরে ইহাও দেখাগিয়াছে যে, হৃদয়ের রোগ জন্মিলেও জ্ঞান পূর্ব্ববৎ থাকে; আর যদি হৃদয়ের রোগ প্রযুক্ত জ্ঞানের ব্যত্যয় হয়, তাহা কেবল যাহাকে বলে, 'তারসে' হওয়া, সেইরূপে হয়; যেরূপ বিস্ফোটক হইলে উহার 'তারসে' জ্বর হয় ইত্যাদি। যদি কোন চাপ্ পাইয়া মস্তিষ্ক সহজ অবস্থা অপেক্ষা পিণ্ডীভূত অর্থাৎ জড়সড় হইয়া যায়, তাহ হইলে অচৈতন্য ঘটে। এ বিষয়ে বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখাগিয়াছে, তন্মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই হইতে পারিবে। কোন জাহাজী গোরা মাস্তল হইতে পড়িয়া যাওয়া অবধি ক্রমাগত অচেতন থাকে। তাহাকে বালকের ন্যায় পান আহার করাইতে হইত, তাহার কোন রূপ চৈতন্য ছিল না। এক মাস চিকিৎসা করিয়া কোন উপকার দর্শিল না। অনন্তর উক্ত ঘটনার ত্রয়োদশ মাস পরে স্বদেশস্থ এক রোগিনিবাসে নীত হইল। তথাকার ডাক্তর দেখিলেন যে, তাহার মাথার খুলি যেন উপরিভাগে দমা মত হইয়া আছে। ইহাতে উহাই তাহার অচৈতন্য থাকিবার কারণ বলিয়া স্থির করিয়া কোন গতিকে মস্তিষ্কের সেই অংশ তুলিয়া দিলেন। তদবধি তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আইল, সে গাত্রোত্থান ও উপবেশন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, এবং অল্পকাল মধ্যে কথা কহিতে আরম্ভ করিল। সেই ত্রয়োদশ মাসের কোন কথা সে জানিতে পারে নাই, তাহা যেন তাহার জীবনের মধ্যে অতিবাহিত হয় নাই, সেই ব্যক্তির এই প্রকার জ্ঞান ছিল। যেস্থানে মাস্তল হইতে পড়িয়া যায়, আরোগ্য হইবার পর সে সেইখানেই আছে, এইরূপ সে বোধ করিয়ছিল।

প্রাচীনকাল হইতে দর্শনকারগণ বলিয়া আসিয়াছেন যে, মনোবৃত্তি এক নহে, অনেক। কিন্তু কতগুলি এবং কোন্ গুলি স্বাভাবিক কোন্ গুলি সংকীর্ণ অর্থাৎ দুই তিনটী সহযোগে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে

নানা মতভেদ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কহেন, কতকগুলি বৃত্তি ইতর জন্তুগণের সহিত সাধারণ, আর কতকগুলি কেবল মনুষ্যেই দৃষ্ট হয়। বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহাদিগের মতে এক প্রধান মনোবৃত্তি, এবং আর এক মনোবৃত্তি চিকীর্ষা। তন্মধ্যে বুদ্ধির চারি শাখা, উপলব্ধি অর্থাৎ টের পাওয়া, মেধা অর্থাৎ স্মরণ শক্তি, বিচার অর্থাৎ অনুমান শক্তি, কল্পনা অর্থাৎ অনুপস্থিত বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে পারা। চিকীর্ষারও আবার তিন সম্প্রদায় আছে, যথা প্রবৃত্তি, অভিলাষ সমূহ এবং রিপুসমূহ। হৃৎতত্ত্ব-বিবেক-বেত্তারা মনোবৃত্তি যে অনেক, তাহা স্বীকার করেন; কিন্তু মনোবৃত্তির সংখ্যা তাঁহাদিগের মতে অনেক অধিক। হৃৎতত্ত্ব-বিবেক-বেত্তারা অধিকন্তু বলেন যে, সকল কার মনোবৃত্তি সমান তেজস্বী নহে। এবিষয়ের যথার্থতা বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাধ্যায়ত্তা আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনে মনে আপন পরিচিত লোকদিগের স্বভাব, বুদ্ধি, রীতি, চরিত্র, স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, কৃপণতা ইত্যাদি গুণ সকল তুলনা করিয়া দেখিবেন যে, এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে অনেক বিভিন্নতা আছে। কিন্তু সেই বিভিন্নতার কারণ কি এ বিষয়ে প্রাচীন মনোবিজ্ঞান-বেত্তারা কহিবেন যে, কেবল শিক্ষা অভ্যাস ও সংসর্গের গুণে সেই বিভিন্নতা জন্মে। হৃৎতত্ত্ব-বিবেক-বেত্তারা কহিবে যে, সে কথা যথার্থ বটে; কিন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্নতাই উহার প্রধান কারণ। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে রামপ্রসাদ কেনই বা অশেষ বাধা সত্ত্বেও সংগীত-রচনা বিষয়ে তেমন সুপটু হইয়াছিলেন, কেনই বা কত বালক শৈশবাবস্থাবধি অত্যন্ত যত্নের সহিত গুরুনিকটে সংস্থাপিত হইয়াও কিছুই বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে না? ফলতঃ ভারতবর্ষীয় লোকের এবিষয়ে কিছু মাত্র কুসংস্কার নাই। ইহারা সকলেই উত্তমরূপ অবগত আছে যে, ব্যক্তিভেদে স্বভাব ও বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই বিভিন্নত নৈসর্গিক, কেবল সংসর্গাদি জন্য নহে। কেবল

তাহারা ইহাই জানেনা যে, মস্তিষ্কের মধ্যেই সেই নৈসর্গিক প্রভেদ বিদ্যমান থাকে।

গ্রন্থসমালোচন।

হোমীওপ্যাথিক প্রথম চিকিৎসা—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কোন ছাত্র প্রণীত। আজ কাল প্রচলিত ঘ্যালপ্যাথী বিশেষতঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথীর যার পর নাই বিরোধী। ইহারা বদ্দিপ্যাথী, হকিমোপ্যাথী, অবধৌতপ্যাথী, হাতুড়েপ্যাথী ইত্যাদির তত বিরোধী নহেন। হোমীওপ্যাথী ইহাদিগের নিকটে কি অপরাধে অপরাধী তাহা আমরা বলিতে পারি না। স্থির চিত্তে ও দেখা যায় যে হোমীওপাথী ইহাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে। অপ্রতিহত হস্তে বিশাল মাত্রার ব্যবস্থা করিয়া রোগের সঙ্গে সঙ্গে রোগির জীবনকে সসব্যস্ত করিয়া তুলেন—তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে হোমী-ওপ্যাথী সাবধান করিয়াছে। রোগের সূক্ষ্মতম লক্ষণাদি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করা এক মাত্র হোমিওপ্যাথী তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। ঔষধ ক্রয় করিয়া ইন্‌সলবেণ্ট লওয়া হইতে এক মাত্র হোমীওপ্যাথী জনসাধারণকে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থখানি আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে। বঙ্গ ভাষায় হোমীও-প্যাথিক-চিকিৎসা-শাস্ত্রের গ্রন্থের মধ্যে ইহা অতি আদরের সামগ্রী হইবে। চিরবিরোধী। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, ইহা আমাদিগের সাধারণ সন্তোষের কারণ নহে।

ত্রৈমাসিক সমালোচক—আমরা ত্রৈমাসিক সমালোচক এক খণ্ড বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হইলাম। সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার সম্পাদক এবং সুবিখ্যাত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয় ইহার সহকারী সম্পাদক। এ পত্রিকা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে ইহা আমাদিগের সম্পূর্ণ ভরসা। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকদিগের নিকট আমাদিগের এক মাত্র বক্তব্য এই যে নিতান্ত উচ্চ দরের লেখা সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হয় না। উচ্চ শ্রেণির পাঠক সংখ্যা অতি অল্প, বিবেচনায় তাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পুর মাত্রা পত্রিকার ব্যয় করিলে পত্রিকা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইবে না। দেশীয় পাঠকবর্গের অধিকাংশের ধারণা শক্তি কুৎ করিয়া যদি পত্রিকা চালান, হয় তাঁহা হইলে, দেশের ও বিস্তর উপকার হইবে এবং তাঁহাদিগের শ্রম সার্থক হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু	রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়,	চৌদ্দগ্রাম ত্রিপুরা।	৩৷৵০
” ”	বেচারাম চক্রবর্ত্তী।	রোহিলখণ্ড।	৩৷৵০
” ”	হরিমাধব লাহিড়ী।	বলরাম দের ষ্ট্রীট কলিকাতা।	৩
” ”	ঈশান চন্দ্র ঘোষ।	বোদা চন্দনবাড়ী জলপাইগুড়ি।	৩৷৵০
” ”	শিবচন্দ্র দে।	কোন্নগর।	৩৷৵০
” ”	গোলক চন্দ্র সমদ্দার।	কমিশনার সাহেবের আপিস শ্রীহট্ট।	৩
” ”	লালমোহন ঘোষ।	শিবকৃষ্ণ দাঁর কয়লা কুঠী।	১
” ”	বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায়।	চুঁয়া হরিহরপাড়া।	৩৷৵০
” ”	রসিকলাল দাস,	নেটিব ডাক্তার ছোট জাগুলি।	৩৷৵০

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাগ্যকুল স্কুল। ১/০
„ „ আদিত্যপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়। সিমলাপাহাড় ১৸৵০
„ „ অক্ষয়কুমার চন্দ্র। কলিকাতা গোপীমো রের লেন ১৲
„ „ গিরিশ্চন্দ্র চৌধুরি। বীরভূম। ১৸৴০
„ „ বীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। গোপালনগর। ৩৷৵০
„ „ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। বুদ্‌বুদ্‌। ৩৷৵০
„ „ হিতলাল মিশ্রি। মানকুর। ৩৵০
„ লালা গোকুল প্রসাদ, চেরিটেবেল ডিস্পেন্সরি কাটোয়া। ৩৷৵০
„ বাবু চণ্ডীচরণ মজুমদার, বঙ্গ সাহিত্য-সম্পাদক অগস্ত্য-কুণ্ড—কাশী। ৩৷৵০
„ „ দুর্গাচরণ ঘোষ, উকিল—মুরাদ নগর জেলা ত্রিপুরা ৩৷৵০
„ „ কালীচরণ লাহিড়ী, কৃষ্ণনগর। ১৸৴০
„ „ শ্রীশচন্দ্র চৌধুরি। বামনডাঙ্গা, জলপাইগুড়ি। ৩৷৵০
„ „ কালীপ্রসাদ সান্ন্যাল। এলাহাবাদ। ৩৷৵০
„ „ পঞ্চানন মদক। বাঁকীপুর। ৩৷৵০
„ „ দীনদয়াল দে। ঢাকা। ৶৴০

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

সুবিখ্যাত

টাক রোগের ঔষধি।

ইহা ব্যবহার দ্বারা চুলের দৌর্ব্বল্য ও টাক রোগ আরগ্য হয়। লাল জবা ফুল হাতে দলিয়া পিণ্ডবৎ হইলে টাকের স্থানে মালিস করিবে। ঐ জবা ফুলের রস টাকের স্থানে শুষ্ক হইলে পরে ঔষধ আস্তে আস্তে উক্ত স্থানে প্রলেপন করিয়া দিবে।

এক প্রলেপ শুষ্ক হইলে পুনরায় প্রলেপ দিতে হইবে, উপর্য্যুপরি ২।৩ বার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় প্রলেপন করিয়া দিতে হইবে।

মুল্য প্রতি ১ ছঠাক সিসি .... ১৲
ডাকমাশুল ইত্যাদি ... ... ।৵৹

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা বহুবাজার ১০৬ নম্বর বাটীতে শর্ম্মা এণ্ড কোম্পানিকে ঔষধ বিক্রয়ার্থ একমাত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছে। কলিকাতায় আর অন্য এজেণ্ট নাই।

সাবধান—লাল কালিতে ডাক্তার এইচ, সি, শর্ম্মা আপন হস্তাক্ষরে নাম সাক্ষরের ছাপা ও ডাক্তার শর্ম্মার ট্রেড মার্ক্ধা এবং ডাক্তার শর্ম্মা এই কথা ট্রেড মার্ক্ধার মধ্যস্থিত সিংহ মুখের চতুর্দ্দিকে ইংরেজী, পারস্য, বাঙ্গালা ও হিন্দী চারি ভাষাতে লেখা আছে কিনা তাহা বিশেষ রূপে দেখা আবশ্যক।

সতর্কহও—অনেক প্রবঞ্চক ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার ঔষধ অনুকরণ করিয়াছে। বিশেষরূপে হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার ঔষধি প্রর্থনা কর

ও ব্যবহারের পূর্ব্বে উত্তম রূপে পরীক্ষা কর। ডাক্তার শর্ম্মা ৯২ নম্বর বাটী ত্যাগ করিয়া ১৯৬ নং বাটীতে গিয়াছেন। সহরের বহিঃস্থিত এজেণ্টের কমিসন শতকরা ... ... ১২॥৹

কিন্তু ;

ভারতবর্ষীয় মাঞ্জন ও পুস্তকে ২০

এবং হিমসাগর তৈল ... ... ৬।৹

ধাতুদৌর্ব্বল্য ব্যাধিতে চিকিৎসার ভিজিট ... ২০

বিশেষ স্থলে অর্থাৎ ব্যাধি জড়িত হইলে ... ৫০

কলিকাতার বাহিরে ৫০০

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হেয়ার প্রিজারভার।

ইহা ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্ল কেশ কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া উঠিবে। মস্তকের রুসি অর্থাৎ খুকৃসি নিবারণ হইবে চুল পুষ্ট ও ঘন হইবে, মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, মস্তক ঠাণ্ডা হইবে এবং রুক্ষি ঊর্দ্ধশ্লেষ্মা ও নাশারোগ নিবারিত হইবে। সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিলে শরীরের জ্বালা যাইবে, চর্ম্ম নরম ও চিকণ হইবে এবং চর্ম্মের বর্ণ বিলক্ষণ পরিষ্কার হইবে।

মূল্য ২ ছটাক শিশি ১৲

ডাকমাশুল ইত্যাদি ॥৵৹

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতুদৌর্ব্বল্যের

মহৌষধ।

মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাশুল সহিত ৫৲ টাকা।

হিমসাগর তৈল।

অতিশয় অধ্যয়ন, চিন্তা, বুদ্ধি সঞ্চালন, দৌর্ব্বল্য এবং উষ্ণপ্রধান স্থানে বাস ও বায়ু-প্রধান রুক্ষি ধাতু-জন্য শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

ইহা ব্যবহার দ্বারা মস্তকের বেদনা, উষ্ণতা সত্বর নিবৃত্ত হয়, ও অতিশয় আরাম বোধ হয়।

মূল্য ২ ছটাক শিশি ১

ডাক মাশুল ইত্যাদি ।৶

কুষ্ঠ রোগের

মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বাঙ্গের স্ফীততা অশাড়ত্তা উক্ত দোষ জন্য জ্বর ও দৌর্ব্বল্য এবং বহুদিনের পলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্তও আরাম হয়। কুষ্ঠ রোগের তৈল মর্দ্দন ও প্রণালী পূর্ব্বক ঔষধ সেবনে সত্বর বিশেষ উপকার দর্শিবে

মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাসুল ইত্যাদির সহিত ৫ টাকা।

মহলানবিশ এণ্ড কোং ড্রগিষ্টস।

১৪নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের নিকট টাক পড়ার উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে। ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। ব্যবহার প্রণালী সমেত ২ ঔন্স শিশির মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল সমেত ১।৵০ আনা মাত্র।

আমরা বিলাত হইতে ঔষধ আনাইয়া ঔষধ ব্যবসায়ী, এবং চিকিৎসকদিগের নিকট অল্প লাভে মফঃস্বলে পাঠাইয়া থাকি।

[১ম খণ্ড]　　অগ্রহায়ণ ১২৮২ সাল　　[৫ম সংখ্যা]

অণুবীক্ষণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহোযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

চিকিৎসা সমাচার।

কোপেবা—(Copaiva)। কোপেবা যে মেহ রোগের মহৌষধ, ইহা ডাক্তার মাত্রেই অবগত আছেন। সম্প্রতি ডাংহল্ মেহ ভিন্ন অন্যান্য অনেক রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কহেন আইরাইটিস্ (iritis) রোগের ইহা চরম ঔষধ। যখন নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না, তখন বল্‌সম্ কোপেবা দুই ড্রাম, কিঞ্চিৎ মিউসিলেজ্ সহ-

রোগে, দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিলে, চক্ষুর দুঃসহ যন্ত্রনা সত্বর দুরী-ভূত হয়, ও রোগী ক্ষণকাল মধ্যেই আরোগ্য লাভ করে। ডাঃহল্ ভারতবর্ষে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, ইহার কার্য্য টর্পিন তৈল অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট।

এস্ক্লিরোটাইটিস্ (Sclerotites) রোগের অন্তর্ভেদি যন্ত্রণা কোপেবা দ্বারা যত শীঘ্র শান্তি হয়, এরূপ আর দ্বিতীয় ঔষধ আছে কি না সন্দেহ।

স্ত্রীলোকদিগের স্তনপ্রদাহে কোপেবার প্রলেপ দিবসে দুই বার দিলে ক্ষণকাল মধ্যেই উপকার দর্শে।

বৃদ্ধ লোকের পেশী সকলের বহু দিনের বাত (Muscalar rheumatsm) কিছু দিন কোপেবা ব্যবহার করিলেই আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

ডাক্তার লিন্কল্ন্ সাহেবের মতে শিশুগণের ক্রুপ রোগে (Croup) কোপেবা দ্বারা আশু উপকার দর্শে। তিনি এক ড্রাম পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন, এবং কহেন যে ইহা দ্বারা কণ্ঠনালী মধ্যে নূতন পরদা প্রস্তুতের হ্রাস হয়। ট্রেকিয়টমির পর কণ্ঠনালী মধ্যে নল প্রবেশ করা-ইবার পূর্ব্বে, উহাতে তৈল অপেক্ষা কোপেবা সংলগ্ন করা ভাল।

ডাং মিলার ন্যুনাধিক ৩০ বৎসর কোপেবা দ্বারা ক্রুপরোগ চিকিৎসা করিয়াছেন, এবং স্বয়ং স্বীকার করেন যে ইহা ঐ রোগের মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাক্তার ডাইম্ ডক্ওয়ার্থ দন্ত শূলের এক সহজ চিকিৎসা বাহির করিয়াছেন। তিনি কহেন প্রথমে যদি দন্ত-গহ্বর খড়িকা দ্বারা পরিষ্কার করিয়া পরে ৪০ গ্রেণ বাইকার্ব্বনেট্ অব সোডা অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষণকাল মুখ মধ্যে রাখা যায়, তাহাহইলে বেদনা একেবারে দূর হয়।

আমি দুইটী রোগিকে ঐ রূপ ব্যবস্থা করি, কিন্তু উহাতে যন্ত্রণা কিছু ক্ষণ নিবারণ থাকিয়া পরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। সচরাচর তুলা লবঙ্গের তৈলে ভিজাইয়া দন্ত গহ্বর ম ধ্য প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে ক্লেশ

অতি সত্বর দূর হয়। সর্ব্বাপেক্ষা তুলা কার্ব্বনিক এসিডে ভিজাইয়া আল-পিনের মস্তক প্রমাণ আরসেনিক তাহাতে সংলগ্ন করিয়া গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবসদ্বয় রাখিলে দন্তশূল একেবারে আরোগ্য হয়।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া দ্বারা বিষক্ত, গ্ল্যাসগো নিবাসী ডাং চারটারিস্‌ উহা হাইড্রেট্‌ অব্‌ ক্লোরাল দ্বারা চিকিৎসা করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। হাইড্রেট্‌ অব্‌ ক্লোরাল ক্রমে যে একটী মহৌষধ মধ্যে পরিগণিত হইতেছে ইহা কে অস্বীকার করিবে?

গোওয়া-পাউডার—(ডাং সিলভালিশ বিবেচনা করেন ভারত-বর্ষ প্রদেশে দক্রুরোগ জন্য লোকে যে গোওয়া পাউডার ব্যবহার করিয়া থাকে, ব্রেজিলের ঐ রোগের আর একটী ঔষধের সহিত উহার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ব্রেজিলবাসীরা তাহাকে পো-দি-বাইয়া কহে। বোধ হয় পর্টুগ্যাল দেশে ইহা প্রথমে আনিত হয়, তথা হইতে ভারতবর্ষে আসে, পরে ইহাতে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গোওয়া পাউডার নাম দিয়া বিক্রয় হয়। বাইয়া (Bahia) নগর * হইতে আমদানি হয় বলিয়াই ইহাকে বাইয়া পাউডার কহে। লেগুমিনোসি জাতিয় এরারোবা বৃক্ষের শাখা ও প্রশাখার সার ভাগ হইতে বাইয়া পাউডারের উৎপত্তি।

আমাদের দেশের গোওয়া পাউডার যদি বাইয়া পাউডারের মিশ্র রূপান্তর বিশেষ এরূপ স্থির হয়, তাহা হইলে বাইয়া পাউডার ব্যবহার করিলে বোধ হয়, গোওয়া পাউডার অপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ করা যাইতে পারে।

দাঁতনকাঠি ও মাঁজন।—ফিলাডেল্‌ফিয়া নিবাসী ডাং ফষ্টার ফ্ল্যাগ্‌ দন্ত-কীট রোগ বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁহার নিজের এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুসভ্য প্রদেশের দন্ত প্রক্ষালনের পদ্ধতি কোন মতেই অপেক্ষাকৃত হীনতর জাতির অপেক্ষা ভাল নহে। তিনি আমাদের দেশের দাঁতন কাঠিকে প্রশংসা করিয়াছেন; এবং কহিয়াছেন যে,

* বাইয়া স্যান্‌স্যাল্‌ভেডর (San Shalvador) আর একটী নাম।

সুসভ্য ইঙ্গরেজদিগের সাধারণ টুথ্‌ব্রশ্ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ট। প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে টুথ্‌ব্রশ্ প্রস্তুত ও প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে তাহার ব্যবহার করিলে; দন্তের কোন প্রকার হানি হইতে পারে না বটে; কিন্তু এখন যে রকম টুথ্‌ব্রশ্‌ বাজারে বিক্রয় হইতে দেখা যায়, তাহাতে দন্তের ও মাঢ়ির অনিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ব্রশের কাঁটা সমুদায় কোমল ও তাহার আকৃতি গোল হওয়া আবশ্যক। ব্রশ দ্বারা যাহারা দন্ত প্রক্ষালন করেন, তাঁহাদের ইহাও জানা উচিত যে, ধাবন ক্রিয়া ১০ হইতে ২০ সেকেণ্ডের অধিক না হয়।

বিলাতি সভ্যতায় আমাদের দেশে মাজনের অভাব নাই। কেহবা কয়লা, কেহবা গুল, কেহবা ফুলখড়ি ইত্যাদি বস্তু দ্বারা দন্ত মাজিয়া থাকেন; আর কেহ বা প্রসিদ্ধ ডাক্তার খানা হইতে মাজন ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন। ডাং ফ্ল্যাগ্ বলেন, কয়লা ও যে সমুদায় বস্তু মুখের লালায় গলিয়া যায় না, তদ্দ্বারা দন্ত প্রক্ষালন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। এই সমুদায় দ্রব্য মাঢ়ির ভিতরে, দন্তগহ্বরে, ও পরস্পর দন্তের মধ্য স্থানে, প্রবেশ করে; ও কালক্রমে দন্তমল রূপে পরিণত হইয়া দন্ত সকলকে দুর্ব্বল ও আল্‌গা করিয়া তুলে। এ নিমিত্ত এরূপ বস্তুদ্বারা দন্ত ধাবন করা উচিত, যাহা দন্ত-গহ্বর ও অন্যান্য স্থানে অধিক কাল অবস্থিতি করিতে না পারে। ফুলখড়ি, কার্বনেট অব্ সোডা, ফট্‌কিরি ইত্যাদি দ্রবণশীল বস্তু ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ফুলখড়ির সহিত কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি ও কিঞ্চিৎ কর্পূর যোগ করিলে অতি উৎকৃষ্ট মাজন প্রস্তুত হয়। ধাবন ক্রিয়া দিবসে দুই বার করাই ভাল।

আমাদের দেশে পুরুষেরা একবার মাত্র দাঁত মাজিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোককে দুই বার মাজিতে দেখা যায়।

যদি কাহারও দাঁতন কাটি ব্যবহার করিতে নিতান্ত বাসনা হয়, তাহা হইলে তাঁহার কোমল বস্তুদ্বারা কার্য্য সমাধা করাই ভাল।

পেয়ারা, শ্বেত এরণ্ড প্রভৃতির কোমল শাখা ব্যবহার করিলে কোন হানি হইতে পারে না। অনেকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, যতক্ষণাবধি মাড়ি হইতে রক্ত বাহির না হয়, ততক্ষণ দাঁতন কর্‌া কর্ত্তব্য। ইহা বিষম ভ্রম। এ ভ্রম সংশোধন করা নিতান্ত আবশ্যক।

সাধারণ বমনকারক ঔষধের ক্রিয়া ;—ডাং ম স্থপ্ অনেক পরিশ্রমের পর এই স্থির করিয়াছেন যে, সমুদায় বমনকারক ঔষধ এক নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করে না। তিনি বলেন যে, কতকগুলি পাকাশয়ের ভেগস্ স্নায়ু মণ্ডলীর উপর কার্য্য প্রকাশ করিয়া, আর কতকগুলি মস্তিষ্কের মেডলা অবলঙ্গেটাকে উত্তেজিত করিয়া, বমন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইপিক্যাকুয়ান ও তাহার বীর্য্য এমেটিন্ যে প্রকারেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হউক না কেন, সকল সময়েই পাকস্থলীর স্বক্ষ্ম স্বক্ষ্ম স্নায়ু মণ্ডলীকে উত্তেজিত করিয়া বমি করায়। মেডলার উপর ইহার কোন কার্য্য নাই। সেই নিমিত্ত যখন ভেগস্ স্নায়ু বিভক্ত করা যায়, তখন ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। কিন্তু টার্টার এমিটিক্ ও য়্যাপো মর্ফিয়ার কার্য্য ওরূপ নহে। তাহারা পাকাশয়ের স্নায়ু মণ্ডলীর দ্বারাই হউক, কিম্বা মেডলা দ্বারাই হউক উভয় প্রকারেই কার্য্য করিতে সক্ষম। সেই নিমিত্ত ভেগস্ স্নায়ু বিভক্ত করিলেও উহাদের দ্বারা বমি করান যাইতে পারে। টার্টার এমিটিক ও য়্যাপোমর্ফিয়ার মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে ; য়্যাপোমর্ফিয়ার কার্য্য টার্টার্ এমিটিক অপেক্ষা শীঘ্র ও অল্প মাত্রায় প্রকাশ পায়। কারণ যখন শিরাদ্বারা টার্টার এমিটিক্ প্রয়োগ করা যায়, তখন উহা মাত্রায় অধিক না দিলে কার্য্য সাধন করে না। কিন্তু য়্যাপোমর্ফিয়া অল্প মাত্রাতেই কার্য্য করিতে পারে।

শ্রীরাখাল দাস ঘোষ।
এসিষ্টেণ্ট্ সার্জন।

প্রাণি-দেহোদ্ভূত উত্তাপ।

(Animal heat)

শরীরের মধ্যে সর্ব্বদা যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইতেছে প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই জীব শরীরে তাপ উৎপাদিত ও পরিরক্ষিত হয়। শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা যে অম্লজান অর্থাৎ অক্সিজান বাষ্প গৃহীত হয়, তাহা ফুস্ফুসে খাদ্যের দাহ্য পদার্থ অঙ্গারের (কার্ব্বন) সহিত মিশ্রিত হওয়াতে কার্বনিক এসিড নামক গ্যাস্ জন্মে; এই প্রক্রিয়া দ্বারাই উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

দেহোদ্ভূত তাপ নির্ণয়ের জন্য তাপমান (Thermomoter) নামক যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মুখগহ্বরে, বগলে এবং সরলান্ত্র প্রভৃতি স্থানে স্থিরীকৃত হইয়াছে, মানবদেহের, তাপ ৯৪ হইতে ১০৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু বালকদিগের তাপ ইহা অপেক্ষাও অধিক, শরীরের বাহিরে তাপের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাপের যে পরিমাণ তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

স্থান	তাপ		অবস্থা
মুখগহ্বরে ও সরলান্ত্রে	১০২	ডিগ্রি	সুস্থাবস্থায়
হৃদ্যে	৯৯.৫	,,	
বগলে ও কটিদেশে	৯৯	,,	
জানুতে	৯৪	,,	
পদতলে	৯০	,,	

দেহের মধ্যস্থল হইতে বাহিরে ক্রমশঃ তাপ অল্প অনুভূত হয়, কোন কোন পীড়ায় তাপের অংশ অতিশয় অল্প হইয়া যায়। ওলাউঠা রোগীর মুখগহ্বরে তাপমান দ্বারায় কেবল ৭৭ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। জ্বরে উত্তাপ যে অতিশয় বৃদ্ধি হয় তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুস্থাবস্থায় নিদ্রিতে ১ বা ২ ডিগ্রি অল্প হইয়া থাকে, ডাক্তার ডেবি

বলিয়াছেন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া তাপের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। রাত্রি দুই প্রহরের সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়, ক্রমাগত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি চালনা করিলে তাপ অধিক হয়। আহারের পর শরীর যে উষ্ণ হয় ইহাতেই আমাদের দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে আহারের পর অর্দ্ধ দণ্ড জ্বর বহিয়া থাকে। উপরের লিখিত ও এই প্রকার অন্যান্য ঘটনা সকলকেই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা উচিত, কারণ ইহাতেই স্থির করিতে পারা যায়; শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হইয়াছে।

ধাতু ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল বায়ুর পরিবর্ত্তন হেতু শারীরিক উত্তাপও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেও পারা যায়, উষ্ণ প্রধান দেশ হইতে যত শীতপ্রধান দেশে অগ্রসর হওয়া যায়, তাপ ততই হ্রাস হইতে থাকে। ফরাসিস্ দেশীয় একজন পণ্ডিত "বনাইট" নামক জাহাজে যাত্রা করিয়া ইহা বিশেষ রূপে স্থির করিয়াছেন। তিনি দশ জন লোকের উপর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, কেপ হরণে তাহাদের শরীরের যে তাপ ছিল কলিকাতায় তদপেক্ষা ২ ডিগ্রি বেশী হইয়াচিল।

অন্যান্য জন্তু দিগের মধ্যে স্তন্যপায়ীর উত্তাপ ১০১ অথবা ৯৬ হইতে ১০১ পর্য্যন্ত। পক্ষীদিগের ১০১ হইতে ১০২, সরীসৃপ জাতীয়ের ৭৫ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত। মৎস্য, পতঙ্গ ও অন্যান্য নিম্নের জাতীয় জীবের শরীরের তাপ, তাহারা যে সকল বস্তুতে বেষ্টিত হইয়া বাস করে, ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে। কেবল মৎস্যের তাপ জল অপেক্ষা ৭ ডিগ্রি অধিক হইয়া থাকে। শৈত্য ও উষ্ণ শোণিত জীবের উত্তাপের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না কেবল এই মাত্র যে উষ্ণ শোণিতেরা নির্দ্দিষ্ট তাপ মাত্র সহ্য করিতে পারে, কিন্তু শৈত্যেরা যখন যেরূপ তাপযুক্ত পদার্থ মধ্যে বাস করে তখন তাহাই সহ্য করিতে সক্ষম হয়।

সন্তাপ বিকীরণ দ্বারা শরীর হইতে যে পরিমাণে উত্তাপ অপচয় হইয়া থাকে আবার তৎপরিমাণে তাপ উৎপন্ন হইয়া তাহার সমতা রক্ষা করে, কোন কোন জন্তু শীত প্রধান দেশে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে; কারণ তাহারা যে পরিমাণে উত্তাপ জন্মায় তাহার কতক বিকীর্ণ হইয়াও সমতা রক্ষিত হয়, কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীত হইলে তাহাদের অতিশয় কষ্ট হয়, পীড়া উপস্থিত হয় এমন কি মরিয়া যাইতে পারে। মনুষ্য আপন বুদ্ধি দ্বারা নানা প্রকার গাত্রাবরণ ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়াও খাদ্য পরিবর্ত্তন দ্বারা শীত উষ্ণেতর সমতা রক্ষা করিয়া সকল ঋতুতে ও সকল দেশে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে।

তাপ উৎপাদনের উপকরণ ও উপায়।

উত্তাপ যে প্রকারে উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। শরীরের ভিতরে যে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা দ্বারাই যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহা প্রকৃত বলিয়া ইদানীং অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেন। শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই তাপোৎপাদিকা শক্তি আছে। ঐ সকল স্থানে যে সমুদয় স্নায়ু আছে তাহাদের দ্বারা অবস্থা ও প্রয়োজনানুসারে ঐ শক্তির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

শ্বাস প্রশ্বাসে যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাও বলা হইয়াছে যে নিঃশ্বাসিত বায়ুর অম্লজান বাষ্প খাদ্যস্থিত বা শরীরস্থ অন্যান্য অংশের অঙ্গার ও জলজানের সহিত ফুফুসে এবং কৈশিক শিরার মধ্যে একত্রিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় শরীরের কোন অংশ নির্ম্মিত হয় না, কেবল তাপই উৎপন্ন হয়, শরীর মধ্যে এই রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে, ইহাদের মিশ্রণে কার্বনিক এসিড ও জল উৎপন্ন হইয়া প্রশ্বাসিত বায়ু সহযোগে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বদাই খাদ্য দ্রব্য হইতে অধিক পরিমাণে অঙ্গার ও জলজান বাষ্প পরিপাক যন্ত্র হইতে রক্তে

মিশ্রিত হইতেছে। ইহা হইতে শরীর পোষণোপযোগী অংশ গৃহীত হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হয়, ইহাতেই প্রতিক্ষণ উত্তাপ উৎপন্ন হইতেছে। শরীরের সকল স্থানই উপযুক্ত পরিমাণে উত্তপ্ত হইয়া থাকে, যদি ঘটনাক্রমে কোন স্থানে অধিক তাপ সঞ্চিত হয়, সেই স্থানে শোণিত শীঘ্র শীঘ্র চালিত হইয়া তাপ বিকীরণ দ্বারা সমতা রক্ষা করে। বিকীরণ ও বাষ্পীকরণ দ্বারা যে পরিমাণে উত্তাপ নষ্ট হয়, তৎপরে পর্য্যাপ্তপরিমাণে অঙ্গারও জলজান মিলিত হইয়া ৯৮ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত উত্তাপ উৎপন্ন করিয়া দেয়, তদপেক্ষা কম, বেশী হয় না।

ডিউলং সাহেব ভিন্ন ভিন্ন স্তন্যপায়ী, মাংসাসী ও উদ্ভিদ-ভোজী-জন্তুদিকে বায়ুনিষ্পেষক যন্ত্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশ্বাস বায়ুতে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় ও উত্তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। যে জন্তুর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া যত দ্রুত তাহাদের তাপোৎপাদিকা শক্তিও তদ্রূপ প্রবল। সমুদয় জীবের মধ্যে পক্ষিজাতির শারীরিক তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাদের নিঃশ্বাস ক্রিয়াও অতিশয় দ্রুত, স্তন্যপায়ীদের তদপেক্ষা অল্প এবং সরীসৃপের সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, তাপোৎপাদনের সহিত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার দ্রুততা বা স্নায়ুমণ্ডলের বৃহত্ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই।

এই প্রকার কার্বনিক এসিড উৎপাদন দ্বারায় বৃক্ষাদিতেও উত্তাপ উৎপাদিত হইয়া থাকে, বৃক্ষের পুষ্প ও ফল প্রসব করিবার সময়েই অধিক পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়; সুতরাং সেই সময়ে তাপও অধিক।

খাদ্যের পরিমাণ ও গুণানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে তদুপযোগী তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে, কেন্দ্রস্থিত শীত-প্রধান দেশের লোকদিগের অধিক পরিমাণে তাপোৎপাদক খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা তাহাদের শরীরের তাপ রক্ষা হয় না। হিমে

অবসান্ন হইয়া মরিতে হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা তাহাদের শীত ঋতুর ভারি বায়ুতে অধিক পরিমাণে অম্লজান বাষ্প মিশ্রিত থাকে; সুতরাং অধিক অঙ্গার ও জলজানবিশিষ্ট তৈলাক্ত ও মেদযুক্ত আহার্য্য গ্রহণ না করিলে তাহার সমতা রক্ষা হয় না, কি কি উপায়ে তাপের অল্পাধিক্য হয়, এক প্রকার ঋতুতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেমন করিয়া মনুষ্য অন্য দেশস্থ সম্পূর্ণ বিপরীত ঋতুর প্রভাব সহ্য করিতে সক্ষম হয়, শরীরের কোন অংশের কোন ক্রিয়া দ্বারা তাপের তারতম্য হইয়া থাকে, তাপের উপরে বয়সের কিরূপ প্রভাব? প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় পর পস্তাবে বর্ণিত হইবে।

দুগ্ধ ও ল্যাক্টমিটার।

দুগ্ধ পান করা মনুষ্য জীবনের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করেন। অন্যান্য নানা প্রকার আহার্য্য থাকিলেও দুগ্ধ প্রায় কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। দুগ্ধের জন্য গো-সেবা করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। এই সমস্ত কারণ বশতঃ দুগ্ধ বিক্রেতাদিগের প্রতি দুগ্ধের জন্য প্রায় সকল লোকেরই নির্ভর করিতে হয়। এ শ্রেণীস্থ লোক সাধারণতঃ নির্ব্বোধ বলিয়াই পরিগণিত। ইহারা নানা উপায় দ্বারা দুগ্ধ কৃত্রিম ও বিকৃত করিয়া থাকে। দুগ্ধ কৃত্রিম করিলে দুগ্ধের পুষ্টিকর শক্তি হ্রাস হয়। দুগ্ধে জল মিসাইয়া দুগ্ধবিক্রেতাগণ সাধারণতঃ দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে। ক্রেতারাও কৃত্রিমতা ধরিবার জন্য সময়ে সময়ে বুদ্ধিপরিচালন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দুগ্ধ প্রকৃত কি জল মিসান ইহা জানিবার জন্য দুগ্ধভাণ্ড ঈষৎ হেলাইতেন; তখন কানার (কাঁধার) উপরে আসিলে দুগ্ধ যদি পাতলা বোধ হইত এবং দুগ্ধের দাগ যদি গাঢ় শাদা না হইয়া ঈষৎ ফিঁকা হইত; তাহাহইলে দুগ্ধে জল

আছে স্থির করিতেন। কিম্বা ভাণ্ড-স্থিত দুগ্ধ মৃত্তিকায় কিঞ্চিৎ ফেলিলে যদি শীঘ্র মৃত্তিকায় শোষিত হইত, তাহা হইলেও জল আছে স্থির করিতেন। কিম্বা কিঞ্চিৎ দুগ্ধ কাগজে ফেলিলে যদি কাগজ শীঘ্র ভিজিয়া যাইত, তাহাহইলেও দুগ্ধে জল আছে বলিয়া স্থির করিতেন। এ সমস্ত পরীক্ষা দ্বারায় কত দুগ্ধে কত জল আছে, তাহা স্থির করা যায় না। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎগণ ধীশক্তিপরিচালন দ্বারা ল্যাক্টমিটার আবিষ্ক্রিয়া করিলেন। ল্যাক্টমিটার' দ্বারা কত দুগ্ধে কত জল আছে, তাহা সহজেই স্থির করা যায়, ল্যাক্টমিটার কাঁচনির্ম্মিত এবং দেখিতে অতি শ্রীমান সাধারণতঃ প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। মস্তকটী প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা, সরু কুইলের ন্যায় (হংসপালক) মোটা। উদরটী প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা, কতক ছোট পটলের ন্যায়। তাহার নিম্নে একটী ছোট বর্ত্তুলাকার পিণ্ড সংলগ্ন। বর্ত্তুলটী দেখিতে কতক বাবুই কিম্বা চটক পক্ষীর ডিম্বের ন্যায়। এই বর্ত্তুল মধ্যে পারা, আর মস্তকের অভ্যন্তরের নিম্নদেশে এক খানি কাগজ আছে। সেই কাগজের উপরিভাগে ইংরেজী ডবলিউ W অর্থাৎ ওয়াটার শব্দের প্রথমাক্ষর অঙ্কিত। ওয়াটার অর্থ জল। তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে ইংরেজী ১, তাহার, কিঞ্চিৎ নিম্নে ইংরেজী ২, তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে ইংরেজী ৩, তাহার কিঞ্চিৎ, নিম্নে ইংরেজী M অঙ্কিত। এম্ অর্থাৎ মিল্‌ক্ শব্দের প্রথমাক্ষর। মিল্‌ক্ শব্দের অর্থ দুগ্ধ। এম্ M ৩, ২, ১ এবং ডবলিউ w, এই সকল অক্ষরের প্রত্যেকের নিম্নভাগে এক একটী মাত্রা টানা আছে। এই ল্যাক্টমিটার যন্ত্র দুগ্ধে ছাড়িয়া দিলে এম্ অক্ষরের নিচের মাত্রা পর্য্যন্ত যদি ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে দুগ্ধ খাঁটী, জল মিশ্রিত নহে এই স্থির হয়।

যদি তিনের নিম্নমাত্রা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়, তবে তিন ভাগ দুগ্ধ এক ভাগ জল, যদি দুইয়ের নীচের মাত্রা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়, তবে দুই ভাগ জল, দুই ভাগ দুগ্ধ এবং যদি একের নীচের মাত্রা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়; তবে এক ভাগ দুগ্ধ তিন ভাগ জল স্থিরীকৃত হয়। ল্যাক্টমিটারকে

জলে ডুবাইলে ডবলিউর নীচের মাত্রা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। ল্যাক্টামিটার দুগ্ধ বিক্রেতাদিগের ভয়োৎপাদক এবং ক্রেতাদিগের আনন্দোৎপাদক। যাহার ল্যাক্টামিটার আছে, দুগ্ধওয়ালা বাড়ীতে দুগ্ধ লইয়া আসিলেই তিনি অমনি ল্যাক্টমিটার খুলিয়া বসেন। এমের নীচের মাত্রার দুগ্ধ অতিরিক্ত ডুবিয়া গেলেই অমনি দুগ্ধওয়ালাকে ভর্ৎসনা করেন। দুগ্ধ-ওয়ালারাও ল্যাক্টামিটার সহি দুগ্ধ দিবার জন্য অশেষবিধ যত্ন পাইয়া থাকে। প্রায় অধিকাংশ লোকেরই সংস্কার যে ল্যাক্‌টমিটার দ্বারায় পরীক্ষা করিয়া লইলে দুগ্ধওয়ালারা দুগ্ধ কৃত্রিম করিতে পারিবে না। কোন একটী গৃহস্থ আমাকে এক দিবস বলিলেন যে "আমার দুগ্ধওয়ালা যে দুগ্ধ দেয় তাহা অত্যন্ত মিষ্টি, সহরের দুদ এত মিষ্টি কেন হয়?" আমি তখন অনুমান করিলাম দুগ্ধ নিতান্ত খাঁটী এবং ফুঁকো দেওয়া নহে। পরে এক দিন সেই দুগ্ধ আমি স্বয়ং পাণ করিয়া দেখিলাম যে দুগ্ধ অতীব মিষ্টস্বাদ্। মিষ্ট যত স্বাদু তত নহে। পল্লিগ্রামস্থ সুস্থকায় গোরুর দুগ্ধ ঈষৎ মিষ্ট ও অতীব স্বাদু। এ দুগ্ধ সে প্রকার নহে। আমি দুই দিন ক্রমাগত নানা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, তিন পোয়া দুগ্ধ এক পোয়া জল ও চারি তোলা চিনি মিশ্রিত করিলে ল্যাক্টমিটার যন্ত্রের এমের নীচের মাত্রা লই হয় অর্থাৎ এদুগ্ধে ল্যাক্ট-মিটার ডুবাইলেই এমের নিম্ন মাত্রা পর্য্যন্ত ডুবে। খাঁটী অকৃত্রিম দুগ্ধে ল্যাক্টমিটার ডুবাইলেও এমের নীচের মাত্রা ডুবে। খাঁটী অকৃত্রিম দুগ্ধের গুরুত্ব ও চিনি এবং জল মিশ্রিত দুগ্ধের গুরুত্ব সমান।

দুগ্ধে জল মিসাইলে দুগ্ধ পাতলা হয় এবং গুরুত্ব কমিয়া যায়, এজন্য ল্যাক্টমিটার তাহাতে অধিক ডুবিয়া পড়ে। চিনি তাহাতে যোগ করিলে পুনরায় সেই জলমিশ্রিত দুগ্ধের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। তখন তাহাতে ল্যাক্টমিটার অধিক ডুবে না। এবিষয় সহরের দুগ্ধ-বিক্রেতাগণ কি প্রকারে আবিষ্ক্রিয়া করিল, আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। ল্যাক্টমিটার দুগ্ধের অকৃত্রিমতা নিরূপক বলিয়া আর

আমরা স্থির করিতে পারি না। সহরের গোয়ালাদিগের নিকটে ল্যাক্টমিটার হার মানিয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের আবিষ্ক্রিয়া এদেশীয় গোয়ালাদিগের নিকট হার মানিয়াছে এটী আমাদিগের অল্প আনন্দের বিষয় নহে। ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ এদেশীয় লোকদিগকে এক প্রকার অপদার্থ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু "হেকমতে চিন আর হুজ্জতে বাঙ্গলা" এই মহৎ বাক্য তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন।

পাঠকবর্গ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তিন পোয়া দুগ্ধে এক ছটাক চিনি মিসাইয়া দুগ্ধ বিক্রেতাদিগের লাভ কি—হিসাব করিয়া দেখিলে লাভের পরিমাণ অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। টাকায় ছয় সের দরে দুগ্ধ বিক্রয় হয়। এক সের দুগ্ধের মূল্য প্রায় সাড়েদশ পয়সা এবং এক পোয়া দুগ্ধের মূল্য আড়াই পয়সা; চারি তোলা চিনির মূল্য প্রায় এক পয়সা। এক পোয়া দুগ্ধ (আড়াই পয়সা মূল্যের) লইয়া, চারি তোলা চিনি (এক পয়সা মূল্যের) দিলে দুগ্ধের প্রতি তিন পোয়ায়, দেড় পয়সা লাভ থাকে। প্রতিদিন যে গোয়ালা এক মোণ দুগ্ধ বিক্রয় করে প্রকৃত মূল্যের উপর এক টাকা চারি আনা লাভ করে অথচ তাহার ক্রেতারা ল্যাক্টমিটারের এমের নীচের মাত্রা সই সুমিষ্ট দুগ্ধ পাইয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। পাঠকবর্গ ও সর্ব্ব সাধারণকে আমরা সাবধান করিতেছি যে, ল্যাক্টমিটারের প্রতি তাঁহারা আর যেন দৃঢ় বিশ্বাস না করেন। ল্যাক্টমিটার আমাদিগের পক্ষে হিতবিধায়ক নহে, ল্যাক্টমিটারের হেকমত মারা গিয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের আবিষ্ক্রিয়া য়্যান্টিডোটেড হইয়াছে।

রন্ধনপাত্র।

রন্ধনপাত্র আমাদিগের নিত্য প্রয়োজন। ইহার দোষগুণের উপর সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, সুতরাং এ বিষয় বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। রন্ধনপাত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

১ম। স্বর্ণ, কাঁচ, প্রস্তর, চিনামাটী ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রাদি।

২য়। তাম্র, পিতলনির্ম্মিত ও রৌপ্য বা টিন কলাইকরা।

১ম শ্রেণীর পাত্রগুলি প্রায় কলঙ্কিত হয় না। কোন কারণে, হইলেও বিশেষ স্বাস্থ্য হানি করেনা।

২য় শ্রেণীস্থ তাম্র, পিতল, রৌপ্য নির্ম্মিত বাসনসমূহ সহজে কলঙ্কিত হয় ও বিশেষরূপে স্বাস্থ্য হানি করে।

১ম শ্রেণীস্থ স্বর্ণ, রন্ধন পাত্রাদিনির্ম্মাণে, প্রায় ব্যবহৃত হয় না। পুরাকালে হিন্দু রাজগণ স্বর্ণ পাত্রাদিতে রন্ধন, ভোজন ও ঔষধ সেবন করিতেন। এক্ষণে সে সমস্ত ব্যবহার, রাজাধিরাজগণের মধ্যেও প্রচলিত দেখা যায় না। ইউরোপীয়েরা সময়ে সময়ে সোণায় কলাই-করা পাত্রাদি সুরাবিশেষ ও সোডা-ওয়াটার ও জল পান জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। অকৃত্রিম স্বর্ণ কেবল মাত্র দ্রাবকবিশেষদ্বারা কলঙ্কিত হয়। সেরূপ তীব্র দ্রাবক সচরাচর কোন কার্য্যে লাগে না। আহার্য্য কোন বস্তুর মধ্যেও নিহিত থাকে না। এ জন্য ভোজ্য বা পানীয় দ্রব্যাদির দ্বারা স্বর্ণ কলঙ্কিত হইবার প্রায় কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। স্বর্ণ দুর্ম্মূল্য বশতঃ সাধারণ ব্যবহারের পাত্রাদি-নির্ম্মাণে, ব্যবহৃত হওয়া সুকঠিন।

কাঁচনির্ম্মিত পাত্রাদি এদেশে প্রায় প্রস্তুত হয় না। ইউরোপে ও অন্যান্য স্থানের কাঁচপাত্রাদি যাহা এদেশে পাওয়া যায়, তাহা অতি দুর্ম্মূল্য। দ্বিতীয়তঃ—কাঁচ অতিসহজ আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়; এই জন্য রন্ধনপাত্র বা ভোজনপাত্র, ইহাদ্বারা প্রস্তুত করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা শুনিয়াছি যে অল্প দিন হইল, ফ্রান্সে টফ্‌গ্লাস অর্থাৎ যে কাঁচ সহজে ভাঙ্গে না, (ঈষৎ চর্ম্মের শক্তিবিশিষ্ট) এক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে, ইহার দ্বারা রন্ধনপাত্র, ভোজন পাত্র, পান পাত্র প্রভৃতি তৈজসাদি ও নরদামার চোং এবং অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ইহার দ্বারা অতি উত্তম রন্ধন পাত্র প্রস্তুত হইবে। কোন দ্রব্যপ্রভাবে কাঁচ কলঙ্কিত হয় না। ইহাতে মলা পড়িলে সহজে পরিষ্কৃত হয়। যত প্রকার ভোজন পাত্র হইতে পারে ইহাপেক্ষা কিছুই ভাল নহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

প্রস্তরনির্ম্মিত রন্ধনপাত্র সচরাচর দেখা যায় না। রন্ধনপাত্রের সর্ব্বাংশ যদি সমান পুরু হয়, তাহাহইলে অগ্নির উত্তাপে ফাটে না, কিন্তু অসমান হইলেই সহজে ফাটে। প্রস্তরময় পাত্র যদি সর্ব্বাংশে সমান পুরু হয়, তাহা হইলে তাহাকে রন্ধনপাত্র করা যাইতে পারে। ইহা সামান্য অম্ল দ্রব্যদ্বারা অধিক কলঙ্কিত হয় না। অত্যল্প পরিমাণে কলঙ্কিত হইলেও কোন প্রকার শারীরিক অসুখোৎপাদন করে না। অতীব তেজবিশিষ্ট দ্রাবকদ্বারা ইহা কলঙ্কিত হয়। সে সমস্ত দ্রাবক আহার্য্য কোন দ্রব্য মধ্যে নিহিত নাই, সুতরাং প্রস্তরনির্ম্মিত রন্ধনপাত্র কোন প্রকারে কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রস্তর-পাত্র সমান পুরু করিয়া প্রস্তুত করা অতীব সুকঠিন। এমন কি দেখিতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের দুষ্প্রাপ্য বিধায় ব্যবহার করা সুকঠিন। বোধ হয় প্রস্তর কাটিয়া রন্ধনপাত্র প্রস্তুত করা অতি কঠিন। সকল কারিগরে পারে না। বহুযত্ন করিলে নির্ম্মিত হইতে পারে, কিন্তু এদেশের সকল স্থানে প্রস্তর পাওয়া যায় না। দূরদেশ হইতে আনাইয়া রন্ধনপাত্র নির্ম্মাণ করিলে দুর্ম্মূল্য হয়।

চিনামাটির দ্বারা অতীব শুভ্রবর্ণ সুন্দর ও নিষ্কলঙ্ক রন্ধনপাত্র প্রস্তুত হইতে পারে। প্রস্তর যে যে কারণে কলঙ্কিত হয়, উহা সে

সকল কারণে কোন প্রকার কলঙ্কিত হয় না। প্রস্তরের ন্যায় ইহাও সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইহা সকল স্থানে সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া অল্পব্যয়ে প্রস্তুত করা সুকঠিন, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না। যে দ্রব্য সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার মূল্য অল্প হইলে সকলে ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহা দুর্ম্মূল্য হয়; তাহাহইলে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার করা সুকঠিন হয়। যাহা সহজে ভাঙ্গে না এবং সুদীর্ঘ স্থায়ী হয়, তাহা কিঞ্চিৎ দুর্ম্মূল্য হইলেও সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারে।

মৃত্তিকাপাত্র সকল স্থানেই সহজে প্রস্তুত হইতে পারে ও তাহা সামান্য অম্ল দ্রব্যাদিতে প্রায় কলঙ্কিত হয় না। যে সকল তেজবিশিষ্ট দ্রাবকে ইহা দ্রবীভূত হয়, তাহা আহার্য্য বস্তুতে নিহিত থাকে না। ইহা প্রায় সকল দেশে সকল প্রকার লোকদ্বারা রন্ধন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। ইহার এক মাত্র দোষ যে, ইহা অধিক, ছিদ্র পোরস্ (Porous)। সুতরাং ঝোল, ঝাল, অম্ল, দুগ্ধ ইত্যাদি ইহার ছিদ্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে, সেই সমুদয় সঞ্চিত পুরাতন পদার্থ কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই নষ্টীভূত ও স্বাস্থ্যহানিকর হয়। পর দিন সেই পাত্রে পুনরায় রন্ধন করিলে উক্ত ছিদ্রস্থিত নষ্টীভূত স্বাস্থ্য হানিকর রস-সমূহ রন্ধনকরা বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বিস্বাদু ও কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্য হানিকর করে।

এই জন্য ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ প্রতিদিবস নূতন মৃত্তিকা পাত্রে রন্ধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাসি রন্ধনপাত্রে রন্ধন করা ধর্ম্ম হানিকর বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমাদিগের নিকটেও সে ব্যবস্থা অযৌক্তিক বোধ হয় না। কেননা যে পাত্রে পূর্ব্ব দিন রন্ধন, করা হইয়াছে, সে পাত্রের ছিদ্র মধ্যে নষ্টীভূত ও স্বাস্থ্য হানিকর ঝাল ঝোল বা অন্য যাহা কিছু রন্ধন হইয়াছিল, তাহার জলীয় ভাগ থাকে। তাহা সমস্ত সদ্য দ্রব্যাদির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে

নষ্টীভূত, বিস্বাদ ও স্বাস্থ্যহানীকর করে। প্রতিদিন নূতন মৃত্তিকাপাত্র ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত। সাধারণতঃ হিন্দুরা যে মৃন্ময়পাত্রে একবার মাত্র রন্ধন বা ভোজন করে, তাহাই অপবিত্র বলিয়া তাহারা একবারে পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রাদির শাসন অযৌক্তিক এবং কুসংস্কারাপন্ন মনে করা আমাদিগের অবিবেকতা, চিন্তাহীনতা ও দর্শন শক্তিবিহীনতার পরিচয় মাত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ রন্ধনপাত্র (তাম্র ও পিঁতল নির্ম্মিত) সমুহের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাম্রনির্ম্মিত পাত্রাদি অত্যন্ত ভয়ানকরূপে অহিতকর। তাম্রপাত্রাদি জল ও বায়ুস্থিত অম্লযান (অকসিজেন Oxygen) সংশ্রবে কলঙ্কিত হয়। সে কলঙ্ক জীবন নাশক। প্রায় সমস্ত পদার্থ সংযোগেই তাম্র ন্যূনাধিক কলঙ্কিত হয়। তাম্রের কলঙ্ক, যেকোন প্রকারেই প্রস্তুত হউক না কেন, অতীব স্বাস্থ্য হানিকর; এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণ হানিকর হইয়া উঠে। প্রাচীন ঋষিগণ তাম্রপাত্রে পয়ঃ পান করা গোমাংস আহার তুল্য মহাপাপ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে তাঁহাদিগের কুসংস্কার নহে।

আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁহারা সুদীর্ঘকাল পরিক্ষা ও সূক্ষ্ম দর্শনের দ্বারা তাম্র কলঙ্কের অস্বাস্থ্যকর ও প্রাণ নাশক শক্তি নিরূপণ করিয়া এ প্রকার আদেশ করিয়াছেন।

তাম্রময় পাত্রাদি রন্ধন ও ভোজন কার্য্যে নিয়োজিত করা অতীব ভয়াবহ বিবেচনায়, যবন, ম্লেচ্ছ ও তাহাদিগের অনুকরণকারী ভারতবর্ষীয়েরা টীন দ্বারা তাম্রপাত্রাদিকে আবরণ করিয়া অর্থাৎ কালাই করিয়া রন্ধনার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বিপদ আশঙ্কা কিছুতেই যায় না। কালাই চিরস্থায়ী নহে। কিছু দিন পরে কালাই উঠিয়া গেলে তাম্র প্রস্ফুটিত হয়, ও অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে বিষাক্ত হইয়া আপন শক্তি প্রকাশ করে। গৃহস্থ তখন উক্ত পাত্রকে পুনর্ব্বার কালাই করিয়া লয়। কালাই করা রন্ধন পাত্র পুনরায় কিছু দিন পরে

আপন অকপট বেশ ধারণ করে। রন্ধন পাত্রাদি প্রায় পাচক পাচিকা-দিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। সাবধান গৃহিণী রন্ধনশালায় গেলে রন্ধনপাত্রাদি যে প্রকার পরিষ্কার করেন ও তাহার দোষগুণ যে প্রকার যত্ন সহকারে দৃষ্টি করেন বৈতনিক পাচক পাচিকারা সে প্রকার কিছুতেই করে না। কালাই করা তাম্রপাত্রের অভ্যন্তরস্থ কালাই যদি স্থানে স্থানে উঠিয়া যায়, আর যদি উপরের ও বাহিরের কালাই জাজল্যমান থাকে তাহা হইলে পাচক পাচিকারা অভ্যন্তরস্থ কালাই যে যে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না। কিন্তু রন্ধনকৃত দ্রব্যাদি, সেই কালাই উঠিয়া, যাওয়াতে, তাম্রের কলঙ্কপ্রভাবে বিস্বাদ ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। যদি গৃহস্বামী বা গৃহিণী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে দুই বেলা অত্যন্তমনো-যোগের সহিত সমুজ্জ্বল আলোক সন্নিধানে রন্ধন পাত্রের অভ্যন্তর দৃষ্টি করেন, তাহাহইলে যে যে স্থানে কালাই উঠিয়া গিয়াছে, তাহা জানিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। কিন্তু অতি অল্প গৃহস্থ বা গৃহিণী এবিষয়ে যত্নশীল দেখিতে পাওয়া যায়। কালাই উঠিয়া গেলে যে সকল স্থান চক্ষুঃ দ্বারা দেখা যায়, তাহারই প্রতিবিধান সম্ভব। কিন্তু কালাইবিহীন যে সকল ক্ষুদ্র স্থান চক্ষু দ্বারা দৃষ্টব্য নহে, কেবল অণু-বীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টব্য তাহার প্রতিবিধান প্রায় অসম্ভব। তাম্রপাত্র কা-লাই করিয়া রন্ধনার্থ নিয়োজিত করিলে যে সকল সতর্কতা সর্ব্বদা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা সকলের পক্ষে সহজ নহে, বরং অধি-কাংশের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এজন্য তাম্রপাত্র কালাই করিয়া রন্ধন কার্য্যে নিয়োজিত না করিলেই ভাল হয়, বরং পিত্তলের পাত্রাদি কালাই করিয়া রন্ধনকার্য্যে নিয়োজিত করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও শ্রেয়ঃ হয়।

কালাই করা পিত্তলের রন্ধনপাত্র যদ্যপি স্থানে স্থানে কালাই বিহীন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কলঙ্ক আহার্য্য বস্তুর সহিত

মিলিত হইয়া তামার কলঙ্কের ন্যায় স্বাস্থ্য হানিকর ও রোগোৎপাদক হয় না। এদেশীয় অনেক লোক সাধারণ পিতল নির্ম্মিত পাত্রাদি রন্ধন কার্য্যে সদা সর্ব্বদা নিয়োজিত করে। অম্ল দ্রব্যাদি দ্বারা পিতল কলঙ্কিত হয়, কিন্তু সে কলঙ্ক ভয়ানক প্রাণ নাশক নহে। পিতলের পাত্রাদি টীনের কলাই করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এদেশীয় অধিকাংশ গৃহস্থ পিতল নির্ম্মিত পাত্রাদি রন্ধনপাত্র এবং ভোজনপাত্র রূপে ব্যবহার করেন। পিতল পাত্রে রন্ধিত দ্রব্যাদি বিস্বাদ ও স্বাস্থ্য হানিকর বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়াও পিতল পাত্রাদি কালাই করেন না, ইহা অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। তৈজসাদি কালাই করা যাহাদিগের উপজীবিকা এ প্রকার লোক প্রায় সকল নগরেই আছে। যবন ও ম্লেচ্ছেরা তাহাদিগের দ্বারা সর্ব্বদাই তৈজসাদি কালাই করিয়া লয়। হিন্দুরা পিতল তৈজসাদি কালাই করিতে কি জন্য উদাসীন থাকেন, আমরা বলিতে পারি না। তৈজসাদি কালাই করিতে কিঞ্চিৎ ব্যয় হয়, সে ব্যয়ও অধিক নহে। একটু দেখিয়া শুনিয়া ভালরূপ কালাই করিয়া লইলে কালাই দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাঠক বর্গকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি, যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ যত্ন ও শ্রম সহকারে পিতলের তৈজসাদি কালাই করা প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন; তাহা হইলে হিন্দুসন্তানদিগের অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইতে পারে। স্বাস্থ্যবিষয়ে আমরা অধিকতর হীন হইয়া পড়িয়াছি, অতএব স্বাস্থ্য লাভের সামান্য কার্য্যকেও আর অবহেলা করা উচিত নহে। রন্ধন ভোজন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় কার্য্যাদির সুশৃঙ্খলার প্রতি আমাদিগের স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, সে বিষয়ে উদাসীন থাকা আর আমাদিগের উচিত নহে। যাঁহারা তাম্র নির্ম্মিত তৈজসাদি কালাই করিয়া রন্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তামার পরিবর্ত্তে পিতলের তৈজসাদি কালাই করিয়া রন্ধন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে অনুরোধ করি; কেন না তামার কলঙ্ক উদরস্থ হইলে যত অনিষ্ট হয়, পিতলের

কখনে তত হয় না। অসাবধানতা রশতঃ সময়ে সময়ে কথঞ্চিৎ কালাই বিহীন পাত্রে যে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে না এ বিষয়ে কেহই নিঃশংসয়ে পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এই সময় আমাদিগের স্মৃতি পথে একটী শোচনীয় ঘটনা উদয় হইল। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল সুবিখ্যাত অনরেবল দ্বারিকা নাথ মিত্র যে উৎকট ক্যানসার (Cancer) রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা বোধ হয়, কাহারও নিকটে অবিদিত নাই। উক্ত রোগ উৎপত্তির কারণ বিষয়ে কলিকাতাস্থ কোন এক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রকাশ করেন যে, রোগির রন্ধন কার্য্য তামার কালাই করা পাত্রে সর্ব্বদা নির্ব্বাহিত হইত। উক্ত পাত্রের স্থানে স্থানে কালাই উঠিয়া যাওয়ায় তাম্রকলঙ্ক আহার্য্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হওয়াতে এ প্রকার উৎকট রোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছি। তাম্র নির্ম্মিত তৈজসাদি রন্ধন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সকলকেই মুক্তকণ্ঠে নিষেধ করিতেছি। তাম্র কলঙ্ক উদরস্থ হইলে ভয়ানক রোগ উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় এই জন্য তাম্র পাত্রে পয়ঃ পান পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। পিতল নির্ম্মিত পাত্রাদি টিন কালাই করিয়া ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। পিতল পাত্রাদি খাঁটী রূপার দ্বারা বা খাঁটী সোনার দ্বারা গিল্টি বা ইলেক্ট্রোপ্লেটেড (Electro-plated) করিয়া ব্যবহার করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া।

প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা শোণিতকেই জীবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক এই তরল পদার্থ শরীরমধ্যে দিবারাত্রি ভ্রাম্যমান হইতেছে বলিয়াই আমরা জীবিত আছি। যখনই ইহার গতি রুদ্ধ

হইবে, তখনই জীবনের চরমদশা উপস্থিত হইবে। শোণিত শরীরের শমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির জীবন ও কার্য্যকারীণেতাস্বরূপ। অস্থি, বন্ধনী, মাংসপেশী, রক্তস্থলী ও রক্তবহানাড়ী, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, প্লীহা, যকৃত, পাকস্থলী, অন্ত্র ও অন্যান্য যে ইন্দ্রিয়ই হউক না কেন, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে অল্পক্ষণ মধ্যেই শুষ্ক ও কার্য্য সাধনের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। এক নিমেষ নিশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিলে যে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই, শোণিতই তাহার মূল। অতএব শোণিতের স্বভাব ও অন্যান্য বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক, এ বিষয়টী অতীব গুরুতর সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা ইহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শরীরের মধ্যে বক্ষ ও উদর দুইটী গহ্বর আছে, এক খণ্ড মাংসপেশী ডাএফ্রাম (Diaphraym) এই দুয়ের মধ্যস্থানে থাকিয়া উভয়কে পৃথক করিতেছে, বক্ষগহ্বর, ফুসফুস (lungs) ও হৃৎপিণ্ড বা রক্তস্থলী (Heart) দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ফুস্‌ফুস্‌ সমস্ত বক্ষগহ্বর পূর্ণ করিয়া আছে, হৃৎপিণ্ড ইহার উপরি ও সম্মুখে বক্ষঃস্থলের বামদিকে হেলিয়া রহিয়াছে, হৃৎপিণ্ডের আকার একটী ক্ষুদ্র মোচার মত। লম্বালম্বী এক খণ্ড মাংস দ্বারা ইহা বাম ও দক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। ইহারা প্রত্যেকে আবার দুই অংশে বিভক্ত সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ হৃৎপিণ্ডে চারিটা কোটর আছে। বামদিকের কোটরদ্বয়ে পরিশুদ্ধ শোণিত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালনার্থ একত্রিত হয়, দক্ষিণদিকের কোটরদ্বয়ে সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়া অপরিশুদ্ধ রক্ত সংগৃহীত হয়।

শোণিত প্রথমতঃ বাম হৃদুদর (Left ventricle) হইতে অপসারিত হইয়া কতক গলদেশ ও মস্তিষ্কের বৃহৎ ধমনীমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ সমুদায় স্থানে সঞ্চালিত হয়, আর কতক অংশ বক্ষস্থলের বৃহৎ ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহার শাখা প্রশাখাদ্বারা বক্ষ, উদর, ও পদদ্বয়ে সঞ্চালিত হইয়া ঐ সমস্ত স্থানের পুষ্টি সাধন করে। পরে যখন

অপরিশুদ্ধ হয়, তখন কৈশিক নাড়ী সহযোগে শিরামধ্যে প্রবেশ করে। শরীরের সর্ব্বস্থানের সমুদায় শিরা পরিশেষে একত্রিত হইয়া দুইটী বৃহৎ শিরা (vena cava) নির্ম্মিত হয়, ঐ শিরাদ্বয়, দক্ষিণ হৃৎকর্ণে (Right auricle)প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং ইহাদের মধ্যস্থিত সমুদায় অপরিশুদ্ধ রক্ত শেষে দক্ষিণ হৃৎকর্ণে সঞ্চিত হয়। দক্ষিণ হৃৎকর্ণ হইতে শোণিত দক্ষিণ হৃদুদরে (Right Ventricle) পতিত হয়, তথা হইতে ফুস্ফুসীয় ধমনী (Pulmonary artries) দ্বারা উক্ত যন্ত্রের মধ্যে নীত হইয়া তত্রত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নিশ্বাস গৃহীত বায়ুর অম্লজান দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। এইরূপে পরিশুদ্ধ হইয়া শোণিত ফুস্ফুস মধ্যস্থ চারিটী শিরা দ্বারা বাম হৃৎ কর্ণে (Left auricle) উপস্থিত হয়। তথা হইতে বাম হৃদুদরে (Left ventricle) আসিয়া ধমনী দ্বারা সর্ব্ব শরীরে চালিত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে। শারীর বিজ্ঞানে এই প্রক্রিয়াই শোনিত সঞ্চালন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সামান্য বর্ণনা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ বিরক্ত হইবেন বোধ হয়। কিন্তু যাঁহারা একবার জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উপরিলিখিত যন্ত্রগুলি অবলোকন করিয়াছেন ; তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন এবং এই সামান্য যন্ত্র দ্বারা যে এত অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিবেন। কলিকাতা নগরীতে যাঁহারা জলের কল ও পয় প্রণালী* অবলোকন করিয়াছেন এবং মনুষ্য শরীরের সহিত তাহার সাদৃশ্য তুলনা করিয়াছেন, তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে যে স্থানে জলের গতি প্রদানার্থ কল আছে, সেই গুলিকে হৃৎপিণ্ড মনে করিতে হইবে, পরিষ্কৃত জল তথা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল দ্বারা নগরের সমুদায় স্থানে চালিত হইয়া সকলকে তৃষ্ণা হইতে রক্ষা ও গৃহ বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত ও শরীর ধৌত ও স্নিগ্ধ করিয়া অপরিষ্কৃত হইতেছে, সেই অপরিশুদ্ধ জল পয় প্রণালী মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

* নূতন নবদাম ইত্যাদি।

সাধারণতঃ শোণিত সঞ্চালনের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

এই শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইবার জন্য অপর কতকগুলি ভৌতিক প্রক্রিয়া আবশ্যক। সে সমুদায়ের সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে এই ক্রিয়ার মর্ম্মাবধারণ ও আশ্চর্য্যতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। কিরূপে শোণিত হৃৎপিণ্ডের এক কোটর হইতে অন্য কোটরে নীত হয়; কিরূপে হৃতপিণ্ডের গহ্বর হইতে অল্পে অল্পে ধমনী পথে প্রবেশ করে? কোন্ শক্তিতে কৈশিক নাড়ীতে রক্ত প্রবিষ্ট ও তথা হইতে কিরূপে শিরায় আনীত হইয়া পুনরায় বক্ষ-স্থলের যন্ত্রে উপস্থিত হয়, কিরূপে তথা হইতে ফুস্ফুসে প্রবিষ্ট হইয়া পরিশুদ্ধ হয়। সাধারণ শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া ব্যতীত শরীরের অন্যান্য ২।৩টী যন্ত্রে বিশেষ কৌশল সহকারে রক্ত গমনাগমন করিয়া থাকে,—যথা, ফুস্ফুসে, যকৃতে, মস্তিষ্কে ও উত্তেজনশীল যন্ত্রে (Erectile Organs) প্রভৃতি। এ সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া বিচার করিলে হৃদয়ে অতুল আনন্দ উপস্থিত হয়, দ্বিতীয় প্রস্তাবে এ বিষয়ের বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিব। এক্ষণে শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়ার সাধারণ বর্ণনা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম, একটী চিত্রময় প্রতিরূপ দিতে পারিলে পাঠক বর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন।

ক্রমশঃ

ইনসেন হস্পীটাল।

(উন্মাদ চিকিৎসালয়)

পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে যুবরাজ প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স অত্র মহানগরীতে আগমনোপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ একটি ইনসেন হস্পীটাল অর্থাৎ উন্মাদ চিকিৎসালয় সহরের উত্তর প্রান্তে সংস্থাপিত

হইয়াছে। অত্র দেশস্থ ধনশালী কতিপয় ব্যক্তি প্রায় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কতিপয় বন্ধু সহকারে সেই চিকিৎসালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। প্রথমতঃ প্রবেশিকা ফি ন্যূন কল্পে ২৫৲ টাকা প্রদান করিতে হইল, মনে করিলাম টাকা বুঝি অনর্থকই গেল। হস্পীটালে কতকগুলি উন্মাদ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য প্রবেশিকা ফি দেওয়া মিতব্যয়িতার বিরুদ্ধ। কিন্তু এই ভাবিতে ভাবিতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম যে, হস্পীটাল গৃহটী অতি মনোহর। যে কতকগুলি উন্মাদ সেখানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারাও সাধারণ উন্মাদের ন্যায় নহে। দর্শকশ্রেণী বিস্তর যুটিয়াছিল। উন্মাদ চিকিৎসক দুটী চারিটীকেও দেখিলাম। তাঁহার মধ্যে কাহাকে কাহাকে বিচক্ষণ বোধ হইল কিন্তু দুই এক জনকে প্রায় উন্মাদের ন্যায়ই বোধ হইল। এমন কি প্রথমতঃ দেখিলে উন্মাদই মনে হয়। পরে পরিচয় পাইয়া জানিলাম যে ইঁহারা রোগী নহেন চিকিৎসক। অনেক দর্শক বড় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্যাম বর্ণ শশ্রুল সুদৃঢ় কায় উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ বিশিষ্ট একটী ভদ্র লোক আমাকে দেখিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি আত্ম পরিচয় প্রদান করিলাম। তিনি অনেক ক্ষণ আমার সহিত আলাপ করিলেন। তিনি কহিলেন যে আমি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি এবং অনেক উন্মাদ হস্পীটাল দেখিয়াছি; কিন্তু এ প্রকার জাঁকাল হস্পীটাল কোথায়ও দেখি নাই। এত রোগী (উন্মাদ) কোন স্থানেই দেখি নাই এবং রোগিদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য কোন স্থানেই এতাদৃক আয়োজন দেখি নাই। রোগিগুলি যদিও ইতর বংশোদ্ভব তথাচ সম্পন্ন (অর্থশালী)। আমি আপন নগরীতে দরিদ্র রোগিদিগের জন্য এই প্রকার একটী উন্মাদ নিবাস সংস্থাপন করিব। তখন আমি তাঁহার নিবাস জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, যে আমি প্রসিদ্ধ আলাপ সিংহের পুত্র রঘুবীর সিংহ, আমার

নিবাস কশৌর। আমি তাঁহার নাম ও ধাম চিনিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি স্বদেশে কি করেন ! আর স্বদেশ কোন স্থানে ? তিনি কহিলেন আমার স্বদেশ হিমালয় শিখরের প্রায় উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, আমি আমার স্বদেশের সমস্ত লোকের ভৃত্য। আমি তাহাদিগের হিত চিন্তাতেই সর্ব্বদা কালযাপন করি। কিসে তাহারা সুখে থাকে, কিসে তাহারা সুপথে চলে ; কিসে তাহাদিগের বিদ্যা ও জ্ঞানের উন্নতি হয়, কিসে তাহারা বিজাতীয় সর্ব্বভুক রক্ত শোষক শক্রহস্ত হইতে রক্ষা পায় এবং কিসে তাহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষিত হয়, এই চিন্তাতেই আমি সর্ব্বদা কালাতিপাত করি।

তাঁহার উত্তরে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। আমি তাঁহার বুদ্ধি দেখিয়া প্রায় বিমোহিত হইলাম এবং তাঁহার হৃদ্গত সদ্ভাবাপন্ন সুললিত বক্তৃতায় প্রায় হতবুদ্ধি হইলাম। তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিব এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একটী সাহেব আসিয়া তাঁহার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক অন্তরে লইয়া গেল। আমি আর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম না। হস্পীটাল গৃহের উত্তর প্রান্তে লৌহ নির্ম্মিত এক খানি খাটের পার্শ্বে এক খানি রকিং ইজিচেয়ারে একটী উন্মাদ দুলিতেছে এবং এক খানি ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিতেছে। রোগীর বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর, খর্ব্বাকৃতি, পাতলা, দন্ত গুলী কতক উঁচু, গৌরবর্ণ, চখে সোনার চসমা, আমি যাইবামাত্রই সহাস্য বদনে আমার প্রতি দৃষ্টি করিল এবং খাটে বসিতে ইঙ্গিত করিল। পাগলের কথা না শুনিলে পাছে পাগল গোলমাল করে এই আশঙ্কায় পাগলের খাটে বসিলাম। খাটের পশ্চিম দিকের দেয়ালে একখানি সোনার গিল্টী করা ফ্রেম ওয়ালা তক্তা তাহার উপরে একখানি কাগজ আঁটা, সেখানি হস্তে লইয়া দেখিলাম পাগলের নাম, ধাম, বয়ঃক্রম ইত্যাদি সমুদয় লিখিত রহিয়াছে। পাগলের ঔষধ ও পথ্য তাহাতে নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে। ঔষধের স্থানে কেবল সল্‌ফর (গন্ধক) পথ্যের স্থানে নিয়মিতাহার, এই দুটী শব্দ মাত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কেমন আছ? পাগল কহিল বড় ভাল নয়, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি অসুখ? সে কহিল "একটু লম্বায় ও একটু চওড়ায় বাড়িতে পারিলে আর কোনই অসুখ নাই। বাড়িতে পারিতেছি না এই অসুখ আর কিছু অসুখ নাই বাবা"। এই বলিতে বলিতে প্রথম যে ভদ্র লোকটীর সহিত আলাপ করিতেছিলাম, তিনি আসিয়া আমাকে হস্পীটাল গৃহের বাহিরে লইয়া গেলেন এবং হস্পীটালের সম্মুখস্থিত প্রশস্ত পুষ্করিণীর উত্তর পার্শ্বস্থ আমলথি বৃক্ষ মূলে এক খানি লোহার বেঞ্চ ছিল; তাহার এক প্রান্তে তিনি স্বয়ং উপবেশন করিলেন এবং অপর প্রান্তে আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন,আমি বসিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে,আপনকার সৌজন্য শীলতায়, সদালাপে এবং বুদ্ধিমত্তায় আপনাকে বড় লোক মনে হই-তেছে। কিন্তু আপনি যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি কে এবং স্বদেশে কি করেন? আপনকার রাজশ্রী আপনি কি কশোরের রাজা? তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন যে, "মহাশয় আমি আত্মপরিচয় পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। আমি আপনার পরিচয়ে শংসয় করি নাই। আপনি আমার পরিচয়ে কেন সংশয় প্রকাশ করিতেছেন? এ কথায় আমি প্রায় নিরুত্তর হইলাম। তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া পুনরায় কহিলেন মহাশয়? আপনার যদি আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে জিজ্ঞাসা করুণ, আমি উত্তর দিতে পরাঙ্‌মুখ নহি। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার কিসে গুজারাণ চলে? তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন আমার জননী আমাকে ভরণ পোষণ করেন। তিনি আমার সহিত তামাসা করিতেছেন, বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম যে; মহাশয়? আপনিই যথার্থ সুখী, যাহার ভরণপোষণের চিন্তা নাই তাহাকেই আমি সুখী বলি। যাহার

গুজরাণ চালাইবার ভাবনা নাই পৃথিবীতে সেই প্রকৃত সুখী। আপনার জননী আপনাকে প্রতিপালন করেন আপনার কোন চিন্তাই নাই আপনিই যথার্থ সুখী। তখন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন যে মহাশয় আমার যদি কেবল গুজরাণ চালাইবার ভাবনা মাত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি যথার্থই সুখী হইতাম। ইহাপেক্ষায় শত সহস্র গুণে কঠোর চিন্তায়, আমার মন সর্ব্বদা প্রপীড়িত থাকে। আমি মনের বেদনা সকলের নিকটে প্রকাশ করিয়াও বলিতে পারি না। আপনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি বিদেশীয় এবং প্রবল যুগপীষা বিশিষ্ট সজ্জন এই জন্যই আপনার নিকটে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতেছি না; যে চিন্তা আমাকে সর্ব্বদা ব্যাকুল করে, তাহা শুনিলে আপনি ও নিতান্ত ব্যথিত হইবেন। যে জননী আমাকে এখন পর্য্যন্তও ভরণপোষণ করিতেছেন, তাঁহার বিস্তর শত্রু। কোন্‌সময়ে যে তাঁহার দেহ অধিকার করিবে ইহাই তাঁহারও আমার নিত্য আশঙ্কা। তিনি বৃদ্ধা,কিন্তু তাঁহার এখনও এত সৌন্দর্য্য যে বিজাতীয় অসভ্য ধর্ম্মহীন মনুষ্য-রাক্ষসেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। কবে তাঁহাকে ধরে এবং কবে তাঁহাকে শ্রীভ্রষ্টা করে, এই আশঙ্কায় আমি সর্ব্বদা ব্যাকুল। তাঁহার এই সমুদয় কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহাশয় আপনার কি আর কেহই নাই? আত্মীয় কুটম্ব বন্ধু বান্ধব কেহই কি আপনাকে সাহায্য করিতে পারে না? তিনি কহিলেন যে আত্মীয় কুটম্বের কথা কি কহিব? আমার জননীর প্রায় চৌষট্টি পুত্র জন্মে,প্রথম বয়সে সকলেই বাধ্য, অনুগত, সুস্থকায় ও শ্রীবিশিষ্ট ছিল। কিন্তু কর্ম্ম দোষে তন্মধ্যে কতকগুলি লম্পট ও নেশাখোর হইয়া দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং কতকগুলি বিকৃতমনা হইয়া সম্পূর্ণ পরাধীন হইয়াছে। কতকগুলি সবল ও সুস্থ কায় আছে, কিন্তু তাহারা এত দুর ক্ষুদ্রাশয় যে অভিমাণ করিয়া কেহ কাহার সহিত সাক্ষাৎ করে না, ও কেহ কাহাকে সাহায্য করে না এবং সকলে সমবেত হইয়া কোন

কার্য্য করিতে পারে না। জননী পূর্ব্বে তাহাদিগের নিকটেই থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার সমুদয় গুলি রত্নাভরণ অপহৃত হইয়াছে এবং স্বয়ং প্রায় শ্রীভ্রষ্টা হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় শিখরের কঠোর হীমে কাল যাপন করিতেছেন। কয়েক বৎসর তাঁহার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে কশৌর একটি প্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে প্রচুর শস্য হয়, এখানকার সকলেই সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে। বস্ত্র বয়ণ ও অন্যান্য শীল্প কার্য্য এখানে বিস্তারিতরূপে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে ; এই দেখিয়া শুনিয়া বিজাতিয় অসভ্য সুরাপায়ী শত্রুগণ——এই বলিতে বলিতে অনুমান ৩৫ বৎসর বয়স্ক একটী সাহেব ঈষৎ স্থূলকায়, চক্ষুর চতুর্দ্দিক অপেক্ষাকৃত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখাযুক্ত, গণ্ডদেশ ঈষৎ চুপ্সে যাওয়া ও উন্নত কপালের চর্ম্ম অত্যল্প কোঁচকান এবং মস্তক টাকবিশিষ্ট, নিকট আসিয়া রঘুবীর সিংহকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল "হ্যালো মহারাজা" ? এই বলিবা মাত্রই রঘুবীর সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমিও ঈষৎ চমকিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিতে করিতে সাহেব রঘুবীর সিংহের হস্তাকর্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে হস্পীটাল অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমি পূর্ব্ববৎ আসিন হইয়া একাকী চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম যে, রঘুবীর সিংহ তাঁহার দেশস্থ লোকের ভৃত্য বলিয়া আমারনিকট পরিচয় দিলেন, কিন্তু এ সাহেব আসিয়া মহারাজা বলিয়া সম্বোধন করিল, একি ! যখন ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তখন ইহাঁর জননী অবশ্যই বৃদ্ধা, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিজাতীয় অসভ্য সুরাপায়ী শত্রুগণ আক্রমণ করিতেছে এও এক প্রকার অসম্ভব। অসভ্য বিজাতীয় সুরাপায়ী শত্রুরাই বা কোথা হইতে আসিল, কশৌর নগরই বা কোথায়, ভারতবর্ষের ম্যাপে বা কোন জিওগ্রাপিতে কশৌর এমন স্থান দেখিয়াছি কিনা স্মরণ হয় না। আলাপ সিংহ, ইহাঁর পুত্র রঘুবীর সিংহ, যদিও এ দুটী সাধারণ নাম তথাচ বড় লোক সম্বন্ধে এ প্রকার নাম শুনি নাই। সাহেবের কথায় বোধ হইল,

ইনি মহারাজা রঘুবীর সিংহ। এই ভাবিতে ভাবিতে প্রায় অনন্যমনা হইলাম। বাহ্য জগতের প্রায় সমস্ত কার্য্যেই আমার চক্ষু কর্ণ অসাড় হইয়া উঠিল। এমত সময়ে একটী অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের বৃদ্ধ একটী নাইট ক্যাপ মাথায়, পা পর্য্যন্ত আলখেলা, পায় ষ্টকিং ও ইংরেজী চটি-জুতা পায়, চুরট খাইতে খাইতে লাঠি হস্তে করিয়া মহারাজা রঘুবীর সিংহ যে স্থানে বসিয়াছিলেন হঠাৎ সেই স্থানে বসিলেন। আমাকে মৌন ও চিন্তাশীল দেখিয়া গায়ে লাঠির খোঁচা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কেহে ? এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ ? তোমার কি আর যায়গা নাই ? আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাকে কহিলাম যে যদি বল, আমি স্থান ত্যাগ করি। সে আমার দিকে তীব্রদৃষ্টি করিয়া কহিল তুমি উঠিলে ভালই হয়, আমি দুইটা পা ছড়াইয়া বসিতে পারি। আমি তাহার ভাব ভঙ্গিতে মনে করিলাম যে এ একটী উন্মাদ। তখন আমি উঠিয়া কহিলাম বাবা তুমি ভাল করিয়া পা ছড়াও আমি যাই, সে আমার মৃদুবাক্যে আপ্যায়িত হইয়া কহিল, যাবে কেন নীচে বসো তোমার সঙ্গে আলাপ করি। পাগল কি বলে শুনা যাক ভাবিয়া বেঞ্চের সম্মুখে মাটীতে বসিলাম। তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কিজন্য এখানে আসিয়াছ, আমি কহিলাম এই উন্মাদ চিকিৎসালয় দেখিতে আসিয়াছি। সে কহিল আমাদিগকে দেখিতে না ঘর দেখিতে আসিয়াছ। আমি কহিলাম তোমাদিগকে দেখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য, সে কহিল যে তুমি পাগল দেখিতে আসিয়াছ আমরা কেহই পাগল নহি ; এক এক প্রকার মতলবে পাগলের সাজে সজ্জিত হইয়া থাকি। পাগলের ন্যায় কথা বলি এবং পাগলের ন্যায় কাজ করি। আমি তাহাকে কহিলাম বাপু পাগল সাজিয়া পাগলের ন্যায় কথা বলিয়া পাগলা হস্পীটালে থাকিয়া কি মতলব সাধন কর একবার খুলিয়া বলত। সে তখন হাসিয়া কহিল যে মনের কথা খুলিয়া বলিলেই পাগল। তুমি জাননা মনের কথা খুলিয়া বলিলে লোকে অগ্রাহ্য করে, লোকে পাগল

বলে, লোকে গঞ্জনা দেয়, লোকে লাঞ্ছনা দেয়। আমি কহিলাম সরলতা মনুষ্যের এক প্রধান্ ধর্ম্ম। মনে মুখে যার এক সেই যথার্থ ধার্ম্মিক। মনের ভাব যে ছাপায় সেই কপট, যে না ছাপায় সে সকলের নিকট সম্মান লাভ করে এবং পরকালে সুখী হয়। সে কহিল পরকাল তো দেখা যায় না ওকথা ছাড়িয়া দাও ইহকালের কথা যাহা তাহাই বল, মনের কথা খুলিয়া বলিলে এত দিন হয় কালাপানি নয় পুলিপোলাও যাইতাম। বলিনা জন্যই এত দিন দেশে আছি। বলিলে এতদিন মারা যাইতাম। পাগল, কথা বলিবার সময় যেন শিহরিয়া শিহরিয়া উঠে। পাগলের সুদীর্ঘ নাসিকা ঈষৎ কম্পমান হয়, এবং অক্ষি কোঠরস্থ ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় জলন্ত অঙ্গারবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট, স্থিরীভূত হয়। অদন্ত মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলি যেন পরিস্ফুট হয়। কণ্ঠরব যদিও কম্পিত, ঈষৎ উচ্চ ও দৃঢ় হয়। এই সময়ে নয়টা বাজিল। পাগলদিগের আহারের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইল। ঘণ্টা শুনিয়া অধিকাংশ পাগলই ভোজনগৃহে চলিয়া গেল অল্প সংখ্যক যাহারা বাহিরে রহিল তাহার কতকগুলিকে ভৃত্যেরা ডাকিয়া লইয়া গেল এবং কতকগুলিকে হস্তধারণ করিয়া লইয়া গেল। যে অশিতি বর্ষ বয়স্ক সুদীর্ঘকায় ঈষৎ কুব্জ অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পাগলের সহিত আমি কথোপকথন করিতেছিলাম একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক ভোজনালয়াভিমুখে লইয়া গেল। কতকদূর গিয়া ঈষৎ চিৎকার করিয়া কহিল "ভট্‌চাজ কালিকে একসময়ে আসিও অনেক কথা বলিব।" আমি উঠিয়া আস্তে আস্তে দ্বারদেশে আসিলাম দ্বারের সম্মুখে ঘুড়ি চৌকুড়িতে রাজপথ অবরুদ্ধ প্রায় হইয়াছে। আমি অতি সাবধানে রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে অপরপার্শ্বে উত্তীর্ণ হইয়া নিকটস্থ বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুর পরিচয় পরে দিব।

ক্রমশঃ

পুরুষের স্বাধীনতা।

ইউরোপীয়দিগের এদেশে আগমনের পরে ইউরোপীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, হুন্নর, হেকমত, ফন্দি, ফেরেব্বা, রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যপ্রণালী ইত্যাদি বহুল পরিমানে বিস্তারিত হওয়াতে এদেশের সকল প্রকারেই উন্নতি হইয়াছে। এদেশের লোক পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও বুদ্ধিমান হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নত হইয়াছে এবং সন্তান সন্ততি সদ্বিদ্যাশালী হইতেছে কিন্তু সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। অন্যের মতানুযায়ী কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে। যে যাহা বলুক তাহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। পরের কথা শুনিয়া আপন মত তদনুযায়ী পরিনত করা উচিত নহে। স্ত্রীলোকদিগের স্বাধিনতা লইয়া গত কয়েক বৎসর হইতে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। পুরুষদিগের স্বাধীনতার বিষয়ে কেহ কিছু বলেন না বা লেখেন না, ভাবেন কিনা তাহাও বলিতে পারি না। স্বাধিনতা শব্দের আধুনিক অর্থ কি তাহাও সকলে নিশ্চিত রূপে বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু পরাধিনতার বিপরীত স্বাধিনতা, বোধ হয় ইহাই অধিকাংশ লোকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শিক্ষিত এবং যাঁহারা শিক্ষিতদিগের সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা পিতা মাতার অধিনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। কেহবা সুরাপান যে মহা পাতক তাহা কুসংস্কার বলিয়া অগ্রাহ্য করতঃ স্বয়ং সুরাপান করিয়া আপনাকে আপনি স্বাধীন মনে করেন। একান্ত হিতজনক প্রাত্যহিক নিয়ম, প্রাতঃস্নান, আহারেরপূর্ব্বে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক (ঈশ্বরোপাসনা) যথা কালে উপযুক্ত আহার, তিথি বিশেষে ও কাল বিশেষে দ্রব্যবিশেষ আহারে বিরত থাকা ইত্যাদি স্বাস্থ্য সম্পাদক নিয়মের অধিনতা ত্যাগ করিয়া আপনাকে আপনি স্বাধীন মনে

করেন। কেহবা তিথিবিশেষ ও সময় বিশেষে স্ত্রীসংসর্গের পরম সুখ কর ও দেশের শ্রীবৃদ্ধিকর মঙ্গল ময় সুনিয়মকে ঘোর কুসংস্কার মনে করিয়া বিজাতীয় পশুবৎ সংসর্গ প্রথা অবলম্বন করতঃ মনে করেন বাপরে কুসংস্কাবিষ্ট কুপ্রথার অধিনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিলাম, দেহে প্রাণ —এল, স্বাধীনতা পাইলাম। শেষোক্ত বিষয় বিচার করা আমাদিগের অদ্যকার উদ্দেশ্য। এদেশীয় প্রথানুযায়ী কুলবধূ যৌবনাবস্থায় শশুর শাশুড়ীর সম্পূর্ণ অধীনা থাকিতেন। পুত্র, পিতা মাতার অভিপ্রায়ানুসারে দিবাভাগে আপন স্ত্রীর সহিত কথোপকথন বা হাস্য কৌতুক করিতে পারিতেন না। প্রায় নিশিথ সময়ে স্ত্রীর সহিত অতি সঙ্গোপনে সাক্ষাৎ করিতেন। এবং অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করতঃ বাহির বাটীতে যাইতেন। এই নিয়মের অবহেলা করিলে নিন্দা ভাজন হইতে হইত। ইউরোপীয়েরা সর্ব্বদাই স্ত্রীপুরুষে একত্র বাস করেন এবং এদেশীয় স্ত্রীদিগের অন্তঃপুরে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র থাকা প্রথাকে অসভ্য-জাতির প্রথা বলিয়া এদেশীয়দিগকে সর্ব্বদা মুক্ত কণ্ঠে তিরস্কার করেন। স্ত্রীদিগের অন্তঃপুর বাস এদেশীয়দিগের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া নিঃসংশয়ে ব্যাখ্যা করেন। স্ত্রীদিগের অন্তঃপুর বাস যুক্তি বিরুদ্ধ, পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকা যুক্তি সিদ্ধ। এই সমস্ত কথা ক্রমাগত শুনিয়া বালকের দুর্ব্বল অন্তঃকরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সহজ জ্ঞানের দ্বারা দুরদর্শিতা বিহীন অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা হীন তরল বুদ্ধি দ্বারা যুবা মনে করিলেন পিতা মাতার সাক্ষাতে যখন ভ্রাতা ভগিনীর সহিত কথোপকথন করিতে পারি, তখন স্ত্রীর সহিত কেন পারিবনা। ভ্রাতা ভগিনী পিতা মাতার নিকট যেপ্রকার স্নেহাস্পদ স্ত্রী ও সেই প্রকার। পিতামাতা সর্ব্বদা কৃতবিদ্য পুত্রের যুক্তি যুক্ত কথায় বিমোহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে আপন সংস্কার বিসর্জ্জন দিলেন। দিবা-ভাগে পুত্র, বধূর সহিত কথোপকথনে এবং হাস্য কৌতুকে নিজের মনের উল্লাস বৃদ্ধি ও জন্মভূমির দুঃখ দুর করিতেলাগিলেন।

কয়েক বৎসর এই প্রকারে অতিবাহিত হইল। পরে পরীক্ষা দ্বারা এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া বাবুদিগের শরীর ক্রমশই দুর্ব্বল, মন উদ্যম রহিতও নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপনার ও পরের বিশেষ কোন হিত যে সাধিত হইয়াছে এমত বোধ হয় না। কিন্তু শারীরিক মানসিক যে দৌর্ব্বল্য জন্মিয়াছে ইহা তাঁহাদিগের এবং দেশের সমূহ অকল্যাণদায়ক ও তাঁহাদিগের দুর্ভাগা সন্তান সন্ততিদিগের অসৌভাগ্য বিধায়ক সন্দেহ নাই। স্ত্রী-পুরুষে সর্ব্বদা একত্র বাস করিলে যে তাঁহাদিগের মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ইহার আর সংশয় নাই। হিম প্রধান দেশের লোকে এই চাঞ্চল্যতার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের দেশের ন্যায় গরম দেশে শতকরা নিরনব্বই জন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া চাঞ্চল্যতার পরিনাম অপরিমিত শুক্র ক্ষয়ে আপন শরীরকে ক্রমে দুর্ব্বল এবং মনকে ক্রমে নিস্তেজ করিতে বাধ্য হয়েন। স্ত্রীপুরুষে সর্ব্বদা একত্র থাকিলে পাছে মনের চাঞ্চল্যতা উপস্থিত হয় এবং অপরিমিত অহিতাচরণ দ্বারা যুবক যুবতীর শরীর ও মন দুর্ব্বল এবং স্ফূর্ত্তিবিহীন হয়। এই আশঙ্কায় অস্মদ্দেশীয় সুবিজ্ঞ দূরদর্শী বিচারক্ষম জনসমাজাধিপতি মহোদয়গণ দিবসের অধিকাংশ সময়ে স্ত্রীপুরুষে একত্র বাসকরা নিষেধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের ব্যবস্থার প্রতি দোষারোপ করিয়া সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত সুশিক্ষিত বিজাতির প্রথার উপাসক সভ্যতাভিমানি বাবুগণ নিস্তেজ,দুর্ব্বল, স্বার্থপর, অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছেন। শরীর ও মন দুর্ব্বল হইলে বীরত্ব, উদারতা, মহোদাশয়তা,ক্ষমা,দয়া,সংযমশক্তি,ধারণক্ষমতা ও ঈশ্বরপরায়ণতা সকল বিষয়েরই হ্রাসতা জন্মে। কোন সৎপ্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি-বান থাকে না। বর্ত্তমান পুরুষদিগকে আমরা অনেক বিষয়ে স্ফূর্ত্তি-বিহীন দেখিতে পাই, অন্তঃপুরে স্বাধীনতা যদিও তাহার এক মাত্র মূলীভূত কারণ না হউক কিন্তু একটী প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। উষ্ণপ্রধান দেশবাসীরা সংযম-

শক্তিতে হিমপ্রধান দেশ-বাসীদিগের ন্যায় নহে। হিম প্রধান দেশবাসীরা যখন উষ্ণ প্রধান দেশে কিছু কাল বাস করেন তখন তাঁহারা শিথিলেন্দ্রিয় হইয়া পড়েন। অন্তঃপুরে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াও হিম প্রধান বাসীরা অটল থাকেন কিন্তু উষ্ণ প্রধান দেশীয় যুবক যুবতী স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিতে পারেন না। জল, বায়ু ও মৃত্তিকার অবস্থার পরিবর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া এদেশের ক্রমশঃ হীনবীর্য্যতা লোককে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা যায়, কিন্তু অন্তঃপুর স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রকার বৈধ ও অবৈধ উপায়ে বীর্য্যক্ষয় যে আমাদিগের হীনবীর্য্যতার প্রধান কারণ তাহা মুখে আনিতে কেহই চাহেন না। কেহ কেহ * অশ্লীল বাক্য মুখে আনা রাক্ষসবৎ ব্যবহার এবং তাহা বাক্য লিপিবদ্ধ করা অসাধুতাই লক্ষণ মনে করিয়া স্থির, ধীর, ও বিজ্ঞ হইয়া কাল যাপন করেন। কিন্তু বিবেক বিহীন হইয়া যে কত প্রকার অপরিমিত অত্যাচার দ্বারা আপনার শরীরকে ক্লিষ্ট পাকাশয়কে দুর্ব্বল, মস্তিষ্ক রাশিকে নিস্তেজ এবং মনকে ক্ষুদ্রাশয়তা অসামাজিকতা, দয়াহীনতা, সংযমশক্তিবিহীনতা ইত্যাদির আধার করিয়া তুলিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন ও একান্ত ক্ষুব্ধ হইতে হয়। পুরুষের অন্তঃপুর স্বাধীনতার অন্যান্য দোষ বিস্তারিত রূপে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। এ সকল বিষয় যিনিই স্থির চিত্তে বিবেচনা করিবেন তিনিই ভাল রূপ বুঝিতে পারিবেন। চিন্তাশীলতা সুতীক্ষ্ণ অসির ন্যায় সকল বস্তু ভেদ করিয়া বস্তুর সর্ব্বাংশে প্রবেশ করিতে পারে। শ্রম স্বীকার করিয়া দর্শনশক্তির পরিচালনা করিলে অতি সূক্ষ্মতম বস্তুও দর্শন করা যায়। পরিশেষে আমাদিগের এই যে, প্রচলিত আচার ব্যবহার অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ পরিবর্ত্তন করা অবিবেকতা ও চিন্তাবিহীনতার লক্ষণ। বিশেষতঃ

* অপরিমিত শারীরিক অহিতাচরণ অশ্লীল বাক্য কথন অপেক্ষা সহস্রাংশে গুরুতর রূপে অনিষ্টকর।

যে আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলে শরীর ও মন নিস্তেজ হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা থাকে, তাহা অবলম্বন করা নিতান্ত হতবুদ্ধির কর্ম্ম। যে কারণে, অণুমাত্রও বীর্য্য হানীর আশঙ্কা আছে তাহাকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ ও কর্ত্তব্য। পুরুষের অন্তঃপুরে স্বাধীনতা বীর্য্যহানির একটী প্রধান কারণ কিনা সকলেরই বিবেচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সমালোচনা।

দর্শক। প্রথম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ়। এই সংখ্যার প্রবন্ধগুলি এই:—"নব রাশি চক্র" "সমাজ সংস্করণ" "আক্রমণের তারতম্য" "পাগলের প্রলাপ" "জীবন যামিনী" ও "সমালোচনা"।

আমরা এই সংখ্যা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। প্রায় সকল প্রস্তাবই উত্তম হইয়াছে। "নব রাশি চক্র" নামক প্রস্তাবটী সরস ও হাস্যোদ্দীপক। "সমাজ সংস্করণ নামক প্রবন্ধটী লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। "আক্রমণের তারতম্য" নামক প্রবন্ধটী পদ্যময়। ইহা বিবিধচ্ছন্দে রচিত হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বের সংখ্যা পঠিত না হওয়ায় আমরা ইহার বিষয়টী সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। "পাগলের প্রলাপ" নামক প্রস্তাবটী বঙ্গদর্শনের "কমলাকান্তের দপ্তরের" অনুকরণে লিখিত হইয়াছে।

"জীবন যামিনী" শীর্ষক করিয়া একটী উপন্যাস আরম্ভ হইয়াছে। উপন্যাসটী কি রকম দাঁড়ায় বলা যায় না, কারণ ইহার প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র পাঠে লেখকের উদ্ভাবিনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। লেখক ইহাতে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিতেছেন। শেষের প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র লাল বসুর প্রণীত "চিতোর রাজ সতী পদ্মিনী" নামক নাটকের সমালোচনা।

সকল প্রস্তাবই যে পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী হইতেছে ইহা বলা

বাহুল্য। লেখকগণ কৃতবিদ্য ও লিপিপটু। সম্পাদক দুঃখ করিতেছেন যে, "দেশীয় সম্পাদক ও গ্রন্থকার মহাশয়গণ জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয়ের (যে স্থান হইতে "দর্শক" বাহির হইতেছে) উন্নতি পক্ষে অমনোযোগী"। আমরা আশা করি যে তাঁহারা 'দর্শক' বিনিময়ে তাহাদিগের পত্রিকা ও পুস্তক প্রদানে উক্ত পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধন করেন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত	বাবু	দুর্গাচরণ চৌধুরী।	শ্রীখণ্ড।	১৷৶০
"	"	বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্রেয়।	গাজিপুর।	২৷৶০
"	"	ভুবনেশ্বর মিত্র।	মেদিনীপুর।	২৲
"	"	মুকুন্দলাল পাল চৌধুরী।	শ্রীহট্ট।	৩।৶০
"	"	নীলমাধব সামন্ত।	শ্রীহট্ট	৩।৶০
"	"	গিরিশচন্দ্র দাস।	শ্রীহট্ট।	৩।৶০
"	"	শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য।	জামালপুর।	৸০
"	"	রাজেন্দ্র চন্দ্র সেন।	জামালপুর।	১৸০
"	"	দেবেন্দ্র নাথ রায়।	জামালপুর।	১৷৵০
"	"	হরিমোহণ দত্ত।	কাননগুই জঙ্গিপুর।	১৷৵০
"	"	গোবিন্দ চন্দ্র বসু।	ত্রিপুরা।	৩।৶০
"	"	গুরু দয়াল কুণ্ড।	দিনাজপুর।	২৲
"	"	চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী।	পাবনা।	৩।৶০
"	"	প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী।	লালালবাজার	৩।৶০
"	"	গুরুচরণ সেন।	লক্ষ্মীপুর।	১।৵০
"	"	নিনন্দ চন্দ্র অধিকারী।	নওগা।	৩।৶০
"	"	চণ্ডীচরণ সিংহ।	কলিকাতা।	৩৲
"	"	দক্ষিণা চরণ বন্দোপাধ্যায়।	পঞ্জাব।	১৷৵০
"	"	হরিপ্রসন্ন রায়।	চন্দনপুর	৩।৶০

শ্রীযুক্ত	বাবু	কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।	হুগলী।	১॥৵৹
,,	,,	বদন চন্দ্র দাস।	বাঁকীপুর।	৩।৵৹
,,	,,	গয়ানাথ বসু।	রঙ্গপুর।	৩।৵৹
,,	,,	দুর্গানাথ গুহ।	রঙ্গপুর।	৩।৵
,,	,,	হরিবিলাস আগরাওয়ালা।	তেজপুর।	৩
,,	,,	উমানাথ সাধুখাঁ।	কেশবপুর।	১॥৵৹
,,	,,	নবকৃষ্ণ রায়।	রায়চি।	৩।৵৹
,,	,,	জগচ্চন্দ্র লস্কর।	ময়মনসিংহ।	১৸৵৹
,,	,,	ব্রজনাথ ঝা, জমিদার।	দিনাজপুর।	৩।৵৹
,,	,,	শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়।	রঙ্গপুর।	৩।৵৹
,,	,,	অমৃতলাল বন্দোপাধ্যায়।	কাছাড়।	১॥৵৹
,,	,,	রঘুনাথ দাস মহাপাত্র।	মেদিনীপুর।	৩।৵৹
,,	,,	গঙ্গাচরণ সোম।	চুঁচরা।	৩।৵৹

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা বহুবাজার ১০৬ নম্বর বাটীতে শর্ম্মা এণ্ড কোম্পানিকে ঔষধ বিক্রয়ার্থ একমাত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতায় আর অন্য এজেণ্ট নাই।

সাবধান—লাল কালিতে ডাক্তার এইচ, সি, শর্ম্মা আপন হস্তাক্ষরে নাম সাক্ষরের ছাপা ও ডাক্তার শর্ম্মার ট্রেড মার্খা এবং ডাক্তার শর্ম্মা এই কথা ট্রেড মার্খার মধ্যস্থিত সিংহ মুখের চতুর্দ্দিকে ইংরেজী, পারসী, বাঙ্গালা ও হিন্দী চারি ভাষাতে লেখা আছে কিনা তাহা বিশেষ রূপে দেখা আবশ্যক।

সতর্কহও—অনেক প্রবঞ্চক ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার ঔষধ অনুকরণ করিয়াছে। বিশেষরূপে হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মারঔষধি প্রর্থনা কর ও ব্যবহারের পূর্ব্বে উত্তম রূপে পরীক্ষা কর। ডাক্তার শর্ম্মা ৯২ নম্বর বাটী ত্যাগ করিয়া ১০৬ নং বাটীতে গিয়াছেন। সহরের বহিঃস্থিত এজেণ্টের কমিসন শতকরা ... ... ১২॥০

কিন্তু;

ভারতবর্ষীয় মঞ্জন ও পুস্তকে	২০
এবং হিমসাগর তৈল	৬।০
ধাতুদৌর্ব্বল্য ব্যাধিতে চিকিৎসার ভিজিট ...	২০
বিশেষ স্থলে অর্থাৎ ব্যাধি জড়িত হইলে ...	৫০
কলিকাতার বাহিরে	৫০০

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হেয়ার প্রিজারভার।

ইহা ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্ল কেশ কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া উঠিবে, মস্তকের রূসি অর্থাৎ খুকৃসি নিবারণ হইবে,

চুল পুষ্ট ও ঘন হইবে, মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, মস্তক ঠাণ্ডা হইবে, এবং রুক্ষি ঊর্দ্ধশ্লেষ্মা ও নাশারোগ নিবারিত হইবে। সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিলে শরীরের জ্বালা যাইবে, চর্ম্ম নরম ও চিক্কণ হইবে, এবং চর্ম্মের বর্ণ বিলক্ষণ পরিষ্কার হইবে।

মূল্য ২ ছটাক শিশি ১৲
ডাকমাস্থল ইত্যাদি ॥৵০

হিমসাগর তৈল

অতিশয় অধ্যয়ন, চিন্তা, বুদ্ধিসঞ্চালন, দৌর্ব্বল্য এবং উষ্ণপ্রধান স্থানে বাস ও বায়ু-প্রধান রুক্ষি ধাতু-জন্য শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

ইহা ব্যবহার দ্বারা মস্তকের বেদনা, উষ্ণতা সত্বর নিবৃত্ত হয়, ও অতিশয় আরাম বোধ হয়।

মূল্য ২ ছটাক শিশি ১৲
ডাক মাশুল ইত্যাদি ॥৵

কুষ্ঠ রোগের

মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বাঙ্গের স্ফীততা, অশাড়তা, উক্ত দোষ জন্য জ্বর ও দৌর্ব্বল্য এবং বহুদিনের গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্তও আরাম হয়। কুষ্ঠ রোগের তৈলমর্দ্দন ও প্রণালী পূর্ব্বক ঔষধ সেবনে সত্বর বিশেষ উপকার দর্শিবে।

মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাস্থল ইত্যাদির সহিত ৫৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

হোমিওপেথিক প্রথম চিকিৎসা ইহাতে সরল ভাষায় সচরাচর পীড়া সমুদায়ের বর্ণন আছে, গৃহস্থ ও শিক্ষার্থী দিগের পক্ষে উপযোগী মূল্য ।৵০ ছয় আনা। ডাকমাস্থল ৵০ এক আনা। ১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট বিহারি লাল বসু ও ক্যানিং লাই-ব্রেরীতে পাওয়া যায়।

[১ম খণ্ড]　　　　পৌষ ১২৮২ সাল।　　　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

অণুবীক্ষণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহোযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।

"দৃশ্যতে ত্ব গ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

শিক্ষা।

অধুনাতন শিক্ষার প্রচলিত প্রণালী ও দুশ্চিন্তা হেতু শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ও মনুষ্যত্ব নষ্ট।

উপরোক্ত শিরোনামটী লিখিতে লিখিতে একটী শোচনীয় আখ্যায়িকা মনে হইল। পাঠকবর্গ আমার নিকট আখ্যায়িকা শুনিতে ইচ্ছুক কি অনিচ্ছুক তাহা বলিতে পারি না। একান্ত প্রয়োজন বিবেচনায় আখ্যায়িকাটি বর্ণন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন

আমার বয়ঃক্রম ৭ কি ৮ বৎসর, তখন আমার কোন একটী আত্মীয় প্রতিদিবস সন্ধ্যার সময় আফিস্ হইতে প্রত্যাগমনের পর আমাকে অর্থ-সহিত ইংরাজী শব্দ দুই একটী শিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে বাটীর গৃহকর্ত্রীরা দূত দ্বারা তাঁহার নিকটে আমার নামেঅভিযোগ করিতেন। তিনি আমার হিতে একান্ত রত হইয়া ভবিষ্যতে আমার দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ শাস্তি স্বরূপ দুই একটী চপেটাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত প্রয়োগ করিতেন। কিছু দিন এই প্রকার হইতে হইতে বেলা দুই প্রহরের পরই আমার মনে ঘোর দুর্ভাবনা উপস্থিত হইত। কখন্ সন্ধ্যা হইবে, কখন্ আত্মীয় আসিবেন এবং অর্থ সহিত ইংরেজী কথা গুলি মুখস্থ বলিতে না পারিলে আমাকে চপেটাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিবেন। এই ভাবনায় তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে শত্রুর ন্যায় বিবেচনা হইতে লাগিল। পারতপক্ষে তাঁহার নিকটে যাওয়া ও সম্মুখ দিয়া চলা পরিত্যাগ করিলাম এবং তাঁহাকে বাঘের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি আমার সহিত কথা বলিলেই আমার মুখ পিঙ্গলবর্ণ ও বুদ্ধি হত হইত। দিবসে যদি কখন দৌরাত্ম্য করিতাম তাহা হইলে সকলে তাঁহার নাম করিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিত। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাম মনে হইলে পেটের ভাত চাউল হইয়া যাইত। দুই প্রহর হইতে যেমন দিবাকর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিন্তা ক্রমশই বৃদ্ধি হইত। সূর্য্য দেবও অস্তে যাইতেন, আমারও দুশ্চিন্তা পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হইত। সন্ধ্যার সময় হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের শাসন ক্রিয়া সমাপন হইলে নিস্তেজ হইয়া অধোবদনে জননীর নিকটে যাইতাম। জননী কিঞ্চিৎ আহার দিলে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক আহার করিয়া, অসাড় প্রায় হইয়া শয়ন করিতাম ও বিষাদিত চিত্তে স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইয়া নিদ্রিত হইতাম। কিছু দিন এই ভাবে অতীত হইলে এক দিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ বমি হইল। দুশ্চিন্তা পূর্ণ মাত্রায়ই উপস্থিত ছিল। বমি জনিত শ্রমের সহিত মিলিত হইয়া শরীরকে

কথঞ্চিৎ অবসন্ন করিল; সেদিন আর বাহিরে আত্মীয় মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইতে হইল না। আমিও সেই দিন অবধি সন্ধ্যা উপস্থিত হইলেই বমি করিয়া নিস্তেজ হইতাম। প্রথম প্রথম বমি করিতে একটু চেষ্টা করিতে হইত; কিন্তু দিন কত পরে সন্ধ্যা হইলেই আমার বমি হইত, আর বাহির বাটী যাইয়া আত্মীয়ের নিকটে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার সময় বমি করা আমার স্বভাব-সিদ্ধ ও অনিবার্য্য রোগ হইয়া উঠিল; শরীর ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। স্নেহময়ী জননীও নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; আমার রোগের বাস্তবিক কারণ আমি কাহারও নিকট বলিতাম না, কেহই আমার রোগ প্রতীকার করিতে পারিতেন না। এই প্রকারে ২।৩ বৎসর অতিবাহিত হইল। পরে এক ব্রাহ্মণ কন্যার ঝাড়া ফেঁকাতে এবং চিন্তার হ্রাসতা হওয়াতে রোগ আরোগ্য হইল।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, এ আখ্যায়িকার সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ কি, ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, যখন এই সামান্য শিক্ষার জন্য প্রপীড়ন আশঙ্কায় মনস্তাপ ও দুশ্চিন্তায় আমার দেহে একটী কঠিন রোগের সঞ্চার হইল এবং সে রোগ ক্রমে শরীরকে ক্লিষ্ট করিল এবং চিকিৎসকের ঔষধ ও যত্ন বিফল করিল তখন আজ কাল যে রূপ প্রপীড়নের সহিত শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহার যে কতদূর অনিষ্ট কারী ফল তাহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু যখন হিতা-কাঙ্ক্ষী গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত সুপ্রণালী বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থে গমন করে, তখন "ফাষ্ট, লাষ্ট" যাওয়ার উৎসাহ নিরুৎসাহ পর্য্যায় ক্রমে তাহার মনকে উত্ত্যক্ত করে। "ফাষ্ট" যাওয়ার জন্য সম্মানবৃদ্ধি ও উল্লাস তাহার মনকে স্ফূর্ত্তিযুক্ত করে, এবং মস্তিষ্ক রাশিও উল্লাসের সহিত উত্তেজিত হয়; হর্ষের সহিত বালকের বুক ফুলিয়া উঠে কিন্তু পরক্ষণেই লাষ্ট গেলে মন অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। স্ফূর্ত্তি যাইয়া বিষাদ উপস্থিত হয় এবং আপনাকে আপনি অপমানিত মনে

করিয়া বালক কথঞ্চিৎ হতবুদ্ধি প্রায় হয়। যদি পর্য্যায় ক্রমে হর্ষ ও বিষাদ মনে ঘন ঘন উপস্থিত হয় তাহা হইলে মন অত্যন্ত প্রপীড়িত ও দুর্ব্বল হয়। মহারাজা দুর্য্যোধন উরু ভগ্ন হইলে পর যখন শ্মশান-শায়ী ছিলেন, তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড, ভ্রমে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মুণ্ড তাঁহার নিকটে উপস্থিত করেন, তদ্দর্শনে শত্রু নিপাত হইল পুনরায় সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইতে পারিব বিশ্বাস করিয়া দুর্য্যোধনের মনে যৎপরোনাস্তি উল্লাস উপস্থিত হইল। পরক্ষণে করাঘাতে ভীমের মুণ্ড চূর্ণ হওয়াতে বুঝিতে পারিলেন যে, গুরু পুত্র অশ্বত্থামা পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়াছেন; শত্রু নিপাত হইল না রাজ্য প্রাপ্তিও হইবে না, জলাশা ও পিণ্ডাশা পর্য্যন্ত লোপ হইল, গুরুপুত্র সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; এই ভাবিয়া তাঁহার মন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। যৎপরোনাস্তি হর্ষের পর ঘোরতর বিষাদ উপস্থিত হওয়াতে মহারাজার শরীর এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইল যে, অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

যদি অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক এই সাংঘাতিক ঘটনা না হইত, এক সময়ে অল্প-কাল মধ্যেই হরিষে বিষাদ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় মহারাজা দুর্যোধন শ্মশান-শায়ী হইয়াও অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর গত হইল অত্র নগরস্থ সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক, "গোলাম আব্বাস" পাঞ্জাব দেশীয়া হীরা নাম্নী সুবিখ্যাত গায়িকার সঙ্গে সংগত করিতেছিলেন (হীরা গীত গাহিতেছিল গোলাম আব্বাস মৃদঙ্গ বাজাইতেছিলেন) হঠাৎ তাল কাটিয়া যাওয়াতে হীরা জীব কাটিয়াছিল *। তাহা দেখিয়া গোলাম আব্বাস অত্যন্ত অপমান বোধ করেন। পরক্ষণেই তাঁহার সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল; সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎ প্রতীকারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকল

* ভ্রম হইলে বা ভ্রম দেখিলে এদেশীয় লোকে আপন জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতে কামড়াইয়া থাকে তাহাকে সাধারণতঃ জিবকাটা কহে।

চেষ্টাই বিফল হইল অত্যল্পকাল মধ্যেই গোলাম আব্বাস প্রাণত্যাগ করিলেন। বড়মানুষের মজলিসে ভাল গাইয়ার সহিত সংগত করা যৎপরোনাস্তি উৎসাহ ও উল্লাসজনক। হঠাৎ তাল কাটার জন্য অপমান জনিত ঘোর বিষাদ প্রসিদ্ধ গোলাম আব্বাসের প্রাণ নাশের মূলীভূত কারণ হইল।

সকলেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন কোথাকার কোন এক দরিদ্র ব্যক্তি সুরথি লৈলায় এক টাকা দিয়া লক্ষ টাকা লাভের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উল্লাসে হাসিতে হাসিতেই মরিয়া গেল।

এদেশীয় বিজ্ঞ মণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত প্রথা আছে যে, হঠাৎ কাহাকে কোন সাংঘাতিক সংবাদ না দিয়া অগ্রে আহারাদি করাইয়া এবং নানা প্রকার হিতোপদেশ দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিয়া পরে দুর্ঘটনার সংবাদ ব্যক্ত করা হয়। যদি সে ব্যক্তি শোকে অত্যন্ত নিস্তেজ প্রায় হয় তাহা হইলে "শরীর সুখ দুঃখের আধার" "সুখ ও দুঃখ সমস্তই ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে হইবেই হইবে, কিছুতেই নিবারিত হইবে না" "সুখে ও অত্যন্ত উল্লাসিত হওয়া উচিত নহে, এবং দুঃখেও মুহ্যমান হওয়া অবৈধ," "অবাত কম্পিত-দীপ-শিখার ন্যায় বিপদে অটল থাকা অত্যন্ত আবশ্যক" ইত্যাদি উত্তেজক উৎসাহ জনক এবং মানসিকও শারীরিক শক্তি বিধায়ক বাক্য দ্বারা তাঁহার নিস্তেজতা ও অবসন্নতা দূর করিয়া স্ফূর্ত্তি বিধান করে।

মন নিস্তেজ হইলে শরীর নিস্তেজ হয় এবং সেই নিস্তেজতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত ও বিয়োগ হইতেপারে।

প্রখর রৌদ্রে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছে দ্রুত বেগে রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, শরীর ও মন উত্ত্যক্ত হইয়াছে এমত সময়ে হঠাৎ জলপান বা আহার করিলে সর্দ্দি গরমি উপস্থিত হইয়া শরীর যে প্রকার অবসন্ন হয় এবং তাহার প্রতিবিধান না হইলে যে প্রকার প্রাণ পর্য্যন্ত ও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়, সেই প্রকার

উল্লাস জন্য শরীর ও মন অত্যন্ত উৎসাহিত হইলে পর হঠাৎ কোন কারণে যদি ঘোরতর বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাবে মন ও শরীর নিস্তেজ ও অবসন্ন প্রায় হয়। এবং সেই অবসন্নতা ও নিস্তেজতা যদি নিবারিত না হয়, তবে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্থ হইতে পারে।

অতি উল্লাসের অব্যবহিত পরেই উল্লাস জনিত অত্যুচ্চ উৎসাহ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই যদি হঠাৎ ঘোরতর বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক রাশি প্রপীড়িত ও অবসন্ন হয় যে তৎপ্রভাবে অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রাণ বিয়োগ হয়। শারীরবিদ্যাবিশারদগণ রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যুর কারণ এই প্রকারে নির্দ্দেশ করেন।

উল্লাস ও বিষাদের মধ্যবর্ত্তী সময় যত অধিক হয় শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট তত অল্প হয়। সময় ব্যবধান যত কম হয় বিপদাশঙ্কা তত অধিক। বিদ্যালয়ে ফাষ্ট লাষ্ট যাওয়া জন্য হর্ষ ও বিষাদ হেতু অনেক বালকের শিরঃবেদনা, বমি, ঘর্ম্ম, জ্বর, দৌর্ব্বল্য, অক্ষুধা, ম্লানতা এবং সময়ে সময়ে বিসূচিকা পর্য্যন্ত ও উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এ সমস্ত পীড়া অন্যান্য কারণ প্রযুক্ত উপস্থিত হয় না আমরা এ প্রকার বলিনা কিন্তু ফাষ্ট লাষ্ট জন্যও যে নানা প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়, ইহা বোধ হয় অল্প লোকেই বুঝিতে পারেন ও বিশ্বাস করেন। শিক্ষক, বয়স্য বালকদিগের সাক্ষাতে অপমান করিবেন এ আশঙ্কায় অনেক বালক বেঞ্চেতে বসিয়া ইচ্ছার বৈপরীত্যে কাপড়ে চোপড়ে মল মূত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যে বালকের স্পষ্ট কোন রোগ না জন্মে, ফাষ্ট, লাষ্ট যাওয়া জনিত হর্ষ বিষাদ জন্য মানসিক উৎপীড়নে তাহাদিগের মস্তিষ্ক রাশি ক্রমে নিস্তেজ, দুর্ব্বল হয় ও তন্নিবন্ধন শরীর প্রকৃত পরিমাণে স্বাস্থ্যবান, হইতে পারে না। ফাষ্ট লাষ্টের ফল কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল, বিস্তারিত করিয়া লিখিলে পুস্তক আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু ফাষ্ট, লাষ্টের সমর্থনকারী

ও অনেক মহাত্মা আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বলেন যে ফাষ্টে যাওয়ার স্বরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে এবং লাষ্ট যাওয়ার দরুণ অপমানিত হইলে বালক উৎসাহের সহিত মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিবে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ফাষ্ট গেলে উৎসাহ হয় বটে এবং সে উৎসাহের জন্য মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারে বটে, কিন্তু যে লাষ্ট যায় সে কি উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মনোযোগ করিতে পারে? অপমানিত হইলে কি কখন মনোযোগ বৃদ্ধি হয়? ফাষ্টে যাওয়া জন্য উৎসাহ এবং লাষ্টে যাওয়ার জন্য নিরুৎসাহ ও অপমান, ইহার ফল কি সমান হইতে পারে? লাষ্টে যাওয়ার জন্য অপমান ও ত্রাস মনকে নিস্তেজ করে। মন নিস্তেজিত হইলে অধ্যয়ন কার্য্যে কি প্রকারে নিয়োজিত হইতে পারে। এক বালক প্রায় প্রতিদিন ফাষ্ট থাকিতে পারে না। সে যখন লাষ্টে যায় তখনই তাহার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়। হরিষে বিষাদ মাত্রা কম জন্য প্রাণ নাশক হয় না বটে কিন্তু মন ও শরীরের যে পীড়াদায়ক হয়; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এক ফাষ্ট লাষ্টের গুণ এত। মাসিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, বাৎসরিক পরীক্ষা, তৎপর এন্‌ট্রেন্স (প্রবেশিকা) এল এ, বিএ এম এ, বিএল পরীক্ষা ইত্যাদির ত্রাস, উৎসাহ, নিরুৎসাহ দুশ্চিন্তা, অপমান, বিষাদ, রাত্রি জাগরণ, কান্না কাটনা ইত্যাদি যে অল্প বয়স্কব্যক্তির শরীরে ও মনে বিশাল বিপ্লব জন্মাইয়া মন ও শরীরকে চিরকালের জন্য নিস্তেজ ও অকর্ম্মন্য করিয়া দেয়; তাহা স্থির চিত্তে ভাবিলে এবং চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলে ধীমান এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষা বিধানের মতে ফাষ্টে, লাষ্টে যাওয়া নিয়ম নাই। মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক ইত্যাদি ত্রাসোৎপাদক পরীক্ষার নিয়ম নাই। ছাত্র সদ্বিদ্যাশালী হইলে গুরু উপযুক্ত উপাধি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া ছাত্রকে বিদায় করেন। ষোল বৎসর যে ব্যক্তি টোলে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে,

সে প্রায় বিদ্বান্ বিজ্ঞ হইয়া সংসারে বিচরণ করে কিন্তু যিনি যোল-বৎসর ইউনিভারসিটির প্রথানুযায়ী বিদ্যাধ্যয়ণ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হয়েন তিনি প্রায় কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অপদার্থ বিদ্বানরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়েন।

বোধ হয় ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা দূর দর্শন করিয়াই শিক্ষার সুপ্রথা বিধান করিয়াছেন। কম্পিটিটিভ্ সিস্টম্ (Competetivo System) অর্থাৎ আড়া আড়ির প্রথা (ঘোড় দৌড়ের প্রথার ন্যায়) এদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য হানি এবং তন্নিবন্ধন কার্য্যক্ষমতার অভাব বিহীনতা উপস্থিত হইতেছে। হিম প্রধান দেশের সভ্য ব্যবহার এদেশে যতই প্রচলিত হইতেছে ততই আমরা যেন নাস্তা-নাবুত হইতেছি। ম্যালেরিয়া রোগ, অতি চিকিৎসা, সুরাপান, ইত্যাদিতে আমাদিগের যে প্রকার স্বাস্থ্য হানি করিতেছে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীতেও (Competetive System) ক্রমশঃ আমাদিগের সেই প্রকার (কাহার কাহার মতে তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে স্বাস্থ্য বিহীন করিতেছে) কত দিনে নিরাশ্রয় ভারতসন্তানগণ এ স্বাস্থ্য হানিকর প্রথার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে, আমরা তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিনা। ভয়ের স্বাস্থ্য হানিকর ও মন সঙ্কোচকারিণী শক্তির কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ভয় হইলে মনুষ্য ক্রমে হতবুদ্ধি এবং কর্ত্তব্য সাধনে ক্ষমতা হীন হয়। এমন কি আহার নিদ্রা গাত্র মার্জ্জন ইত্যাদি নিত্য কর্ম্মেও শিথিল যত্ন হয়। পরীক্ষা দিতে হইবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব কিনা যদি এবার উত্তীর্ণ না হই, তাহা হইলে সমূহ অপমান মাতা পিতা দুঃখিত হইবেন স্ত্রীর নিকটে লজ্জা পাইব, শ্বশুর বাড়ী কোন্ মুখ লইয়া যাইব ইত্যাদি ত্রাস সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকাতে ক্ষুধা মান্দ্য পরিপাক শক্তির হ্রাসতা জন্মে নিদ্রা ভাল হয় না। যাহা পড়া যায় তাহাও ভাল মনে থাকেনা। পুষ্টাঙ্গ সকল ক্ষীণ হয় লাবণ্য কমিয়া যায় স্বাভাবিক চাঞ্চল্যতা কমিয়া যায় বর্দ্ধন শীল শরীরের

নিয়মিত বৃদ্ধির হ্রাসতা জন্মে। শরীরের এ প্রকার অবস্থাতে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার শরীর ও মন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার অত্যল্প সম্ভাবনা। যে পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাহার পরপুরুষ তদপেক্ষা দুর্ব্বল হইবে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

ভাঁটী।

ভাঁটী গাছ (ঘেঁটু-গাছ) বশন্ত কালে গ্রাম্য বালক বালিকারা ঘেঁটু-পূজা, ইটা কুমার পূজা করিবার জন্য কাঁদি কাঁদি ভাঁটি পুষ্প (ঘেঁটুপুষ্প) ব্যবহার করিয়া থাকে। ঘেঁটু দেবতা (ইটা কুমার দেবতা) অতিপ্রভাব শালী। ইনি খোস, পাচড়া স্ফোটক, গাত্র কাণ্ড ইত্যাদি রোগের অধিপতি। নানা প্রকার বুণো-পুষ্প (যে সমস্ত পুষ্প ঝোড়ে জঙ্গলে হয়, অন্য পূজায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না) দ্বারা পূজা করিলে খোস পাচড়া ইত্যাতি চর্ম্মরোগাদি নিবারিত হয়। ভাণ্ডি এবং ভাঁটা এক নহে। দুই প্রকার গাছ। ভাঁটীর পাতার রং প্রায় ঘাসের ন্যায় সবুজ। ভাণ্ডির পাতার রং ফিঁকা, ফ্যাকাসে ও ঈষৎ হলদে। ভাঁটীর ফুল কাঁদি কাঁদি সাদাটে পাতলা পত্রের ও লম্বা শিস্ যুক্ত। ভাণ্ডির ফুল থোপা থোপা সাদাটে রঙ্গ কতকটা মতিয়া বেলের ন্যায়, কিন্তু মতিয়া বেলি অপেক্ষায় বড় পুষ্টও দৃঢ় পত্রের যুক্ত শিস্ বিহীন। ক্রিমি, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট কামড়ানির জন্য গৃহ কর্ত্রীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুণ ভাঁটার কুশী (মকমলের নরম লোমের ন্যায় ইহার উপরে এক প্রকার পাতলা লোম থাকে) একটুকু জল দিয়া বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ লবণ মিসাইয়া, বালক বালিকা দিগকে প্রত্যুষে খাওয়াইয়া থাকেন। ভাঁটা কৃমি রোগের এক প্রসিদ্ধ মহৌষধ বলিয়া এদেশে প্রসিদ্ধ। তিক্ত মাত্রই কৃমি নাশক অগ্নি ও দুর্ব্বলাবস্থায় বল প্রদায়ক।

কয়েক বৎসর অতিত হইল জেলা ফরিদপুরের সবিদ্যাশালী সুবিখ্যাত সুচিকিৎসক ডাক্তার ভোলানাথ বসু ভাঁটী পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ ডিককসন ভাঁটী নাম দিয়া জ্বর রোগে ব্যবহার করেন এবং তিনি বলেন এদেশীয় জ্বর রোগের পক্ষে ইহা একটী প্রধান ঔষধ। অন্যান্য ঔষধ যথা—ইপিকাকোয়ানা, সেঁকো ইত্যাদি সহযোগে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কখন বা কেবল ডিককসন ভাঁটী মাত্র ব্যবহার করেন। ভাঁটীর কাথ (ডিককসন ভাঁটী) যখন যে অবস্থায় জ্বর রোগে ব্যবহার করিয়াছেন, তখনই প্রত্যাশাতীতফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর নিবারণ করিলে জ্বর কিছুদিন পরে পুনরায় ফেরে ইত্যাদি। পূর্ব্বে বিষ প্রয়োগ করিয়া, রসান করিয়া জ্বর দমন করিলে যে প্রকার শরীর ভগ্ন অর্থাৎ শরীরের প্রকৃতাবস্থার ব্যতিক্রম হইত,জ্বর নিবারণার্থ অতি মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিলে শরীরে যে,সে প্রকার অসুখ কর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, না ইহা আমরা নিঃশংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কুইনাইন এদেশে জ্বর নিবারনার্থে আসিয়া ছিলে, কিছু দিন ইহাঁকে সেবন করা মাত্রেই জ্বর পলায়ন করিত বলিয়া ডাক্তর,কবিরাজ,মুদি,বাকালি,ভদ্রলোক,ইতর লোক প্রায় সকলেই কুইনাইন সেবন করিতে শিক্ষা করিল। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এদেশীয় লোকের শরীরে এত অশুভ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে যে, কুইনাইন সেবনে আর তত উপকার হয় না এবং কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর দমন করিলে আবার দিন কয়েক পরে পুণর্ব্বার সে জ্বর ফিরিয়া উপস্থিত হয়।

পুনরায় কুইনাইন সেবন করিয়া তাহাকে দমন করিলে দিনকতক পরেই জ্বর আবার ফেরে। কুইনাইন আমাদিগের শরীর নষ্টের এক প্রধান ঔষধ। পূর্ব্বে বিষপ্রয়োগে বা রসানে যে প্রকার স্বাস্থ্যহানি হইত আজ্‌কাল কুইনাইনে তদপেক্ষা অধিক পরিমান স্বাস্থ্য হানি হইতেছে। এ কথা উচ্চৈঃস্বরে বলে এপ্রকার কাহার সাধ্য। এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়েরা

কুইনাইনের নিন্দা গুরু নিন্দাপেক্ষা অধিক মনে করেন। জ্বর হইয়াছে, এ জ্বর ত্যাগ হইয়া পুনরায় জ্বর আসিবার সম্ভাবনা এ সময়ে কুইনাইন মিক্শ্চার কুইনাইন পিল বা কুইনাইন পুরিয়া জ্বর নিবারণার্থ ব্যবস্থা করা অতিসহজ। কুইনাইন ব্যতীত অন্য ঔষধের দ্বারায় জ্বর নিবারণের চেষ্টা করিতে হইলে চিকিৎসককে অনেক ভাবিতে হয়। অনেক পুস্তক পাঠ করিতে হয়। পাঁচটা ঔষধের মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে হয়। সময়ে সময়ে আবিষ্ক্রিয়া করিবার ও চেষ্টা হয়। এসমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণার হাত কুইনাইন ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসকেরা বাঁচিতে চাহেন, কিন্তু আর চলে না। কুইনাইনের কেরামত অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছেন। কুইনাইন জ্বর বিশেষ প্রকৃত মাত্রায় যে প্রকার মহোপকারী অতি মাত্রায় অব্যবস্থা পূর্ব্বক সেবিত হইলে, যে সে জ্বরে সেবিত হইলে ভয়ানক অপকারী। ইহার অপকার ম্যালেরিয়া ডিষ্ট্রীক্টের লোকে বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন। ম্যালেরিয়া ডিষ্ট্রীক-টের কোন চিকিৎসকের নিকটে আমরা শুনিয়াছি, অনেক দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন ব্যবহারের দ্বারা জ্বর নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে ভাঁটীর কাথ (ডিককসন ভাঁটী) ব্যবহারের দ্বারা জ্বর নিবারণে কৃত কার্য্য হইয়াছেন। এদেশীয় চিকিৎসকদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে, ভাঁটী পত্র চূর্ণ বা ভাঁটীর কাথ বা সংশোধিত সুরা দ্বারা টিংচার ভাঁটী প্রস্তুত করিয়া জ্বর রোগে ব্যবহার করিলে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইতে পারিবে যে, ভাঁটী কত মহোপকারী। গোটাকত ভাঁটী পাতা খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া একতোলা দেড় তোলা পরিমান, দিবা মধ্যে তিন চারি বার সেবন করাইলে হইতে পারে। শুষ্ক ভাঁটী পত্র চূর্ণ করিয়া এক রতি পরিমাণ, দিবসে তিন চারি বার ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। জ্বর বিশেষে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এক আদ ফোঁটা ভাইনম ইপিকাক কিম্বা টিংচার একোনাইট বা টিংচার বেলাডোনা বা টিংচার রুক্স ভমিকা বা লাইকর আরসেনিক

ভাঁটীর কাথের সহিত মিলাইয়া দিলেও উপকার দর্শিতে পারে। এই ঔষধের দ্বারা জ্বর আরোগ্য হইলে, রোগীর ঔষধ কিনিয়া ইন্‌সল বেণ্ট হইবার আশঙ্কা দূর হইবে।

সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শরীরের কোন স্থান হইতে কোন প্রকারে রক্তপাত হইলে ভাঁটী পাতার রস বা ঐ পাতা বাটিয়া উহার উপর সংলগ্ন করিলে অতি শীঘ্র রক্ত রোধ হয়। এবং শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ঐ আহত স্থানে ভাঁটীপাতা বাটিয়া সংলগ্ন করিলে আঘাত জন্ত বেদনা নিবারণ হয়। দন্তমূল ফুলিলে বা তাহাতে বেদনা হইলে ভাঁটীগাছ সিদ্ধ করিয়া ঐ কাথে কুলি করিলে ঐ বেদনা এবং ফুলা আশু নিবারণ হয়। ভাঁটী পাতার রস সেবন করিলে ক্রিমিরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

দেশীয় ঔষধ ও তাহার শিক্ষক।

ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র এবং ঔষধাদি এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশীয় ঔষধাদি এদেশীয়-দিগের সমস্ত পীড়া আরোগ্য করিত। সময়ে সময়ে মধ্য আশিয়াবাসী রাজাগণ ভারতবর্ষীয় চিকিৎসাবিদ্‌পণ্ডিত-দিগকে বিশেষ আদর করিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্র, যবন জাতি, হিন্দু দিগের নিকট শিক্ষা করে এবং যবন দিগের নিকটে গ্রীসিয়ানরা শিক্ষা করে। তাহাদিগের নিকট ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র এদেশে আইসাতে এদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের হতাদর হইয়াছে। রাজা উৎসাহ না দিলে কোন শাস্ত্র ব্যবহৃত হইতে বা কোন শ্রেণীস্থ পণ্ডিত উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। সত্যের গুরুতর বল সন্দেহ নাই কিন্তু আদৃত ব্যক্তি সাধা-রণের মনে সহজে স্থান পায় না।

অতি অল্প দিন হইল প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ মূলক পুস্তকাদি অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইতেছে। দেশস্থ অনেক ব্যক্তি অনেক সময়ে ইউরোপীয় মতানুযায়ী চিকিৎসকের দ্বারা অনেক রোগ প্রতিকারে অসমর্থ হইয়া দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসকের নিকটে উক্ত রোগ সমূহের আরোগ্য লাভে কৃতকার্য্য হইতেছেন। ইউরোপীয়রা অনেকবিষয়ে কুতর্ক পর। অনেক বিষয়ে স্থূল বুদ্ধিবিশিষ্ট, সে বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহাদিগের কুতর্ক দ্বারা অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি এদেশী সুশিক্ষিত লোকের নিতান্ত অনাস্থা জন্মিয়াছিল কিন্তু আজ কাল ফলাফল দেখিয়া হতাদৃত শাস্ত্রাদি পুনরায় আদৃত হইতেছে।

কতকগুলি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ইউরোপীয় চিকিৎসক এদেশীয় কতকগুলি ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ইংরেজী ভৈষজ্যবলী পুস্তকে (Materia medica) সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কতকগুলি দেশীয় ঔষধ এদেশীয় প্রায় হস্পীটালে (চিকিৎসা-লয়ে) ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা অল্পব্যয়ে বিস্তর উপকার হইতেছে। ইউরোপীয় ঔষধ এদেশে অতি দুর্ম্মূল্য। আমরা শুনিতে পাই যে, ইউরোপীয় ঔষধ শতকরা এক শত টাকা হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত লাভেতে বিক্রয় হইয়া থাকে। যদি এদেশীয় ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা এদেশীয় লোকের রোগ শান্তি হয়, তাহা হইলে এদেশীয় লোকের এবং এদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যে কত সুবিধা ও ব্যয় লাঘব হয় তাহা লেখা বাহুল্য।

এদেশীয় ঔষধাদি এদেশীয় লোকের পক্ষে রোগ নিবারক এবং স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ইউরোপীয় ঔষধ যদিও আশুরোগ নিবারক কিন্তু পরিনামে যে অস্বাস্থ্যকর তাহা ধীমান মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইউরোপীয় ব্রাণ্ডি, পোর্ট, কুইনাইন ও পারা ঘটিত ঔষধাদি এদেশের স্বাস্থ্য, গত পঞ্চাশ বৎসরে যত নষ্ট করিয়াছে বোধ হয় শত সহস্র রোগেও তত

নষ্ট করিতে পারিতনা। স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যে অতি মাত্রায় মুক্ত হস্তে কুইনাইন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ঔষধ আমাদিগের রোগ প্রতিকারর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার দ্বারা আমাদিগের সাময়িক উপকার হইয়াছে কিন্তু অতিমাত্রা ঔষধ জনিত গরম আমাদিগের স্বাস্থ্যকে চিরকালের জন্য শিথিল করে।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের রোগ নিবারক ঔষধ আমাদিগের চতুর্দ্দিকেই স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা চিনিয়া লইতে পারি না বলিয়াই আমেরিকা হইতে কুইনাইন ও তুরুষ্ক হইতে রেউচিনি সংগ্রহ করিতে যাই। আবিষ্ক্রিয়া শক্তি আমাদিগের নিতান্ত কম হইয়া পড়িয়াছে। এদেশীয় গোক্ষরা সর্পের বিষ নাশক ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না কিন্তু সে ঔষধ বোধ হয় প্রায় প্রত্যেক জঙ্গলেই আছে। আমি অনেকের নিকট শুনিয়াছি যে নকুল (বেজী) গোক্ষরা সর্পের দ্বারা দংশিত হইলে কষ্টে (খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া) জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া বৃক্ষবিশেষের পত্র চর্ব্বন করিবা মাত্র সবল হইয়া তৎক্ষণাৎ বেগে গমন করে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় বিড়ালের উদরস্ফীত হইলে দুর্ব্বা খাইয়া বমি করে।

যে ম্যালেরিয়া জ্বরে বঙ্গদেশের অনেক স্থান উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছে, তাহার ঔষধ ও আমাদিগের আশে পাশে রহিয়াছে। যদিও আপাততঃ আমরা তাহা জানিনা, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে, কোন ক্রমেই জানিতে পারিব না ইহাও নিঃশংসয়ে বলিতে পারিনা। এবিষয়ে অস্মদ্দেশীয় গবর্ণ-মেণ্টেরও ধীমান্‌দিগের যত্ন সহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কতকগুলি এদেশীয় ঔষধ ব্যবহার দ্বারা জনসাধারণের রোগ প্রতিকার এবং স্বাস্থ্যরক্ষা, সুবিধাবর্দ্ধন ও গবর্ণমেণ্টের কষ্ট নিবারণ, ব্যয় লাঘব হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। উপযুক্ত ঔষধ নির্ণয়, সংগ্রহ, পরীক্ষা ও রোগ প্রতিকারার্থে ব্যবহার করিবার ভয়ে এইক্ষণে দাতব্য চিকিৎসা-

লয়ের ভার প্রাপ্ত ডাক্তারদিগের হস্তে অর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁরা প্রায়ই সংস্কৃতানভিজ্ঞ। পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রাদি ও প্রবেশ শক্তি ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদ কি তন্ত্র শাস্ত্রাদিতেও অনেক রোগ নাশক ঔষধাদি পাওয়া যায়। স্মৃতি শাস্ত্রাদিও বহুল পরিমাণে স্বাস্থ্য-রক্ষার (হাইজিন Hygine) উপদেশ দিয়া এবং যোগ শাস্ত্রাদি শারীরিক; মানসিক, ক্রম অভ্যাস ও বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা দীর্ঘ জীবন ও সাধারণ স্থূলাহার ব্যতীত ও জীবন ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মিবার বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন ইহাও বোধ হয়, অনেকে জানেননা। এমত স্থলে তাঁহারা কতকালে কয়টা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিবেন, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না; যে সকল ঔষধের গুণাগুণ নিঃশংসয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যাহা এদেশীয় চিকিৎসকগণের দ্বারা প্রতি দিন নানা প্রকার উৎকট রোগ প্রতি কারার্থে নিয়োজিত হইতেছে। তাহার গুণাগুণ প্রথম হইতে পরীক্ষা করিয়া রোগ প্রতি-কারার্থ ব্যবহার করা নিতান্ত অল্প দিনের কার্য্য নহে।

যদি অত্রত্য মেডিক্যাল কালেজে প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবিদ্ অথচ ইংরেজী ভাষা পারদর্শী কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি এদেশীয় ঔষধ ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য নিয়োজিত হন, তাহা হইলে যে দেশের কত উপকার হয়, প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের ও কত উপকার হয় এবং মেডিক্যাল কালেজের ছাত্রদিগের, ইউরোপীয় ও এদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ পরিজ্ঞান জন্য মন কত প্রশস্ত ও বুদ্ধি কত পরিমার্জ্জিত হয়; তাহা বলিয়া শেষ করা সুকঠিন। এবিষয়ে অস্মদ্দেশীয় সকল লোককে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা অত্রত্য মেডিক্যাল কলেজে দেশীয় ঔষধ শিক্ষা দিবার জন্য সংস্কৃতজ্ঞ, আয়ুর্ব্বেদবিশারদ ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন এবিষয়ে মহা-মতি সররিচার্ড টেম্পল্ লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করুন। লেপ্টেন্যাণ্ট গবরনর বাহাদুর যে প্রকার বিচক্ষণ

ব্যক্তি ভরসা করি তিনি এবিষয়ে অবশ্যই মনযোগ করিবেন। মহামতি সররিচার্ড টেম্পল্ এবিষয়ে অনুমোদন করিলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবরনর বাহাদুরেরাও যে তাঁহার অনুকরণ করিবেন সেবিষয়ে আর সংশয় নাই।

ভারতের অবনতি।

যে যে কারণে ভারত সন্তানদিগের অবনতি হইতেছে তাহা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করাই সুকঠিন। নির্দ্দেশ করিতে পারিলেও তদনুযায়ী কার্য্য করা আমাদিগের শিথিল মন নিশ্চেষ্ট স্বভাবের পক্ষে বড় সহজ নহে। প্রখর রবির কীরণে এদেশীয় লোকের অল্প বয়সে ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল হয়। সেই সময়ে যদি তাহারা প্রকৃত পথে পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে নানা অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। অল্প বয়সে যাহাতে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত না হইতে পারে এপ্রকার চেষ্টা করা এবং যদি কোন কারণে উপস্থিত হয় তাহা হইলে সংযম করা নিতান্ত আবশ্যক। সংযম শক্তির অভাবেই এদেশীয় লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট তন্নিবন্ধন ধীশক্তির হ্রাস, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির শিথিলতা উপস্থিত হইতেছে। প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত না হইতে পারে যদি এপ্রকার ব্যবস্থা করা হয় এবং যদি প্রথম বয়স হইতেই সদ্ব্যবস্থা দ্বারা সংযম শক্তি প্রবল করিয়া দেওয়া হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই সংযমশক্তি যাহাতে ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এপ্রকার বিধান করা হয় তাহা হইলেই মঙ্গল। তাহা হইলেই নিরাশ্রয় ভারত সন্তানদিগের শরীর সুস্থ হইতে পারে। বুদ্ধি তেজস্বী হইতে পারে এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল সমুন্নত হইতে পারে।

সঙ্গ দোষে আজ কাল প্রায় আট নয় বৎসর বয়সেই বালকদিগের ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। প্রায় এই সময় হইতেই অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতনের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। ক্রমে এই দুর্নিবার্য্য

মহাপাপ অভ্যস্ত হইয়া নির্দ্দোষ বালকের সর্ব্বনাশের সোপান হইয়া উঠে। ইহাতেই তাহার রূপ যায়, শরীর যায়, বুদ্ধি হ্রাস হয়, ধারণাশক্তি কম হয়, সন্তান উৎপাদিকা শক্তির বৈলক্ষণ্য জন্মে, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিস্তেজিত হয়। পিতা মাতা, শিক্ষক অভিভাবক এবং দেশ হিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তি সকলেই আলস্য ত্যাগ করিয়া মোহ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করুন। আর সময় নাই চীৎকার ধ্বনিতে মুক্তকণ্ঠে অল্প বয়স্ক সন্তানদিগকে অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতন হইতে সাবধান করুন। বৃথা লজ্জার পরবশ হইয়া পুণ্য ভূমি ভারতকে আর অবনত করিবেন না। অশ্লীল কথা কিপ্রকারে মুখে আনিয়া অশ্লীল ব্যবহার হইতে বালকদিগকে নিরস্ত হইতে উপদেশ করিব এই বৃথা লজ্জায় আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ভারত যৎপরোনাস্তি অবনত হইয়াছে; এখন তাহার জল মগ্ন হওয়াই বাকী রহিয়াছে। এই ভাবে আর কিছু দিন অতিবাহিত হইলেই ভারত সন্তানেরা অসাড় ও উন্মাদ প্রায় হইবেন। তখনই ইহার দুর্ভাগ্য পরিপূর্ণ হইবে। যদি অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতন জন্য বল গেল, বীর্য্য গেল, বুদ্ধি গেল ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির হ্রাস হইল, তাহা হইলে পুথিগত বিদ্যাতে আমাদিগের কি উপকার হইবে। হে ধীমান্! নতশিরে ও স্থিরচিত্তে একবার বিবেচনা কর। হে চিন্তাশীল! একবার ভাব।

কি উপায়ের দ্বারা এই মহৎ বিপদ হইতে নিরাশ্রয় ভারত সন্তানেরা মুক্ত হইতে পারে, তাহার বিধান কর। আমাদিগের সমস্ত আশা ভরসাই বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। কেবল অল্প বয়স্ক সন্তানেরা বলবান ও ধীমান্ হইয়া চিরদুঃখিনী ভারত জননীর দুঃখ দূর করিবে, এই আশাতে আমরা প্রাণ ধারণ করিতেছি। কিন্তু ইহাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির মূলে, যদি অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতন স্বরূপ বিশাল বিষময় কণ্টক আমাদিগের সকল সৎচেষ্টা বিফল করে, তাহা হইলে সে আশার কি ফল হইতে পারে। এ বিষময় বিশাল কণ্টক

সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সকলে করুণ।

বোধ হয় কি কি উপায়ে এ বিষ কণ্টক সমূলে নষ্ট হইতে পারে, তাহা জানিতে পারিলে, অনেকে যত্ন শীল হইয়া অল্প বয়স্ক ভারত সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে পারেন।

প্রথম বয়সে কুসঙ্গ হইতে রক্ষা করিলে, নির্দ্দোষ বালকের অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতন শিক্ষাই হইতে পারে না। কতকগুলি ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উৎপাদক বস্তু, যথা—পঁ্যাজ (পলাণ্ডু) রসুন, মাষকলাইয়ের ডাইল, লঙ্কামরিচ, চর্ব্বিযুক্ত উগ্র মাংসাদি, অধিক পরিমাণে গরম মসলা ইত্যাদি, বালকদিগকে সর্ব্বদা আহার করিতে না দিলে অল্প বয়সে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবার অত্যল্প সম্ভাবনা। পুষ্টিকর অথচ উগ্র না হয় এ প্রকার দ্রব্যাদি বালকদিগের নিত্য আহার করা অতীব উচিত। এ প্রকার দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, অথচ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইবে না। যে সকল মাংসাদি রক্ত মাংস বৃদ্ধিকর এবং ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যকর, তাহা বালকদিগের আহার করা অবৈধ। শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ থাকিলে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য কম হয়। শরীরের পুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সংযম শক্তির বৃদ্ধি হয়। পুষ্টিকর আহার্য্যের কতকগুলি রক্ত মাংস বৃদ্ধিকর এবং ইন্দ্রিয় উত্তেজক। আর কতকগুলি দ্রব্য রক্ত মাংস বৃদ্ধিকর কিন্তু ইন্দ্রিয় উত্তেজক নহে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলি বালকদিগকে সেবন করান উচিত। কোন্ খাদ্যগুলি ইন্দ্রিয় উত্তেজক এবং কোন্ গুলি নহে, ইহা বিচার করিবার ক্ষমতা সকলের না থাকিলেও থাকিতে পারে। সাধারণতঃ মৎস্য, মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু (পঁ্যাজ) রসুন লঙ্কামরিচ, শ্বেত সর্ষপ, গরম মসলা (দারচিনি, এলাচি, লবঙ্গ,) মৃগনাভি-কস্তুরি, মশুরও মাষ কলাইয়ের ডাইল, জাফ্রান ইত্যাদি ইন্দ্রিয় উত্তেজক, এসকল দ্রব্য বালকদিগের আহার্য্য হইতে বর্জ্জন করা বড় সহজ নহে। অল্প পরিমাণে ভাল মৎস্য এবং সময়ে সময়ে ছাগ মাংস, অত্যল্প পরিমাণে লবঙ্গ, এলাচি,

দারচিনি, বালকদিগকে খাইতে দিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। পরিবর্জ্জন করিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। দুগ্ধ, ঘৃত, গোধূম, তণ্ডুল, মুগ, ছোলা, অরহর, মটর ইত্যাদি ডাইল, শাক শবজি, গোলআলু, তরি তরকারী প্রভৃতি ব্যবহার করা সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর। আহার্য্যের বিষয়ে প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শাস্ত্রাদি সূক্ষ্মতম দৃষ্টির সহিত দেখিলে নিশ্চিত বোধ হয় যে, সূক্ষ্মদর্শিচিকিৎসাবিৎ মহা পণ্ডিত জন সমাজের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও পরমায়ু পরিবর্দ্ধন অভিপ্রায়ে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যাহাতে স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, তাহাতেই মানসিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক উন্নতি হয়। স্বাস্থ্যবান্, ধীমান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হইলে জনসমাজের হিত ও তাহার নিজের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। যে শাস্ত্র উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ের উপযোগী তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলাই উচিত। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়ে, মানসিক উন্নতি বিষয়ে এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল হইবার বিষয়ে; অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি ইত্যাদি যত উপযোগী, বোধ হয় পৃথিবীস্থ আর কোন দেশীয় শাস্ত্রই এত উপযোগী নহে। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করা, তৎপরেই কুসুম চয়ণ; স্রোতঃ জলে স্নান অবগাহন, তৎপরেই কিছু কাল ঈশ্বর চিন্তায় শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়া ও তাহাদিগের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি বিধান করা ইত্যাদি হিতকর নিয়ম; বোধ হয় আর কোন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিধি বদ্ধ নাই। বোধ হয়, শত সহস্র বৎসর দর্শন করিয়া দেশীয় লোকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপযোগী করিয়া, এ দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণীত হইয়া ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে অনেকের নিকটে শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা সদভিপ্রায়বিহীন কুসংস্কার বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু এক্ষণে বয়োবৃদ্ধি ও চিন্তাশীলতার প্রসাদাৎ তাঁহারাই বলেন, ইউরোপীয় হাইজিন্ শাস্ত্র (চিকিৎসা শাস্ত্রান্তর্গত স্বাস্থ্য সংরক্ষক শাস্ত্র) অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ও হিতকারী। ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা, আলস্য পরবশ ও সংস্কার পরিবর্ত্তন

জন্য, না মানিয়া হিন্দু জাতির ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। অবনতির অন্যান্য কারণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষা করা একটী প্রধান কারণ। কলিতে অন্নগত প্রাণ। অন্নের জন্যই এদেশীয় লোক বিদ্যাভ্যাস করে। ধর্ম্ম শাস্ত্র শাসন অবগত হইলে অন্ন লাভ হইবে না বলিয়া প্রায় কেহ সে দিকে যায় না, কিন্তু কি কি উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা ধীশক্তি সংমার্জ্জিত ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি হইতে পারে, শাস্ত্র ব্যতীত কে ইহা দর্শাইয়া দিবে। সাধারণ অর্থকরী বিদ্যা ইহা দর্শাইয়া দিতে পারে না।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এ দেশীয় লোকের শারীরিক অবস্থা বিষয়ে এত অনভিজ্ঞ যে, তাঁহাদিগের ব্যবস্থা অনেক সময়ে আমাদিগের অহিতকর হইয়া উঠে, কিন্তু শাস্ত্রের হিতকর ব্যবস্থা আমরা অবগত নহি, এজন্য, প্রায় সকল সময়েই ইউরোপীয় ডাক্তারদিগের ব্যবস্থার প্রতি আমাদিগের নির্ভর করিতে হইতেছে। কিন্তু ইউরোপীয় ব্যবস্থা এদেশে যতই প্রচলিত হইতেছে, ততই এদেশের স্বাস্থ্য-হীনতা ও শ্রীভ্রষ্টতা উপস্থিত হইতেছে। আমার এ সকল কথা যদি কেহ প্রলাপ বাক্য মনে করেন, তাঁহাকে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করি যে; তিনি নত শিরঃ ও চিন্তা শীল হইয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় হাইজিন্ শাস্ত্র অস্মদ্দেশীয় স্মৃতি ইত্যাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র মিলাইয়া দেখুন! কাহার ব্যবস্থা এদেশীয় লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপযোগী।

অদৃষ্ট।

কপালের লেখা।

অদৃষ্ট বাদ লইয়া বোধ হয়, আদীম মানব জাতির সভ্যাবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বাদানুবাদ হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্য ইচ্ছা

পূর্ব্বক দুষ্কর্ম্ম করে ও ইচ্ছা পূর্ব্বক সৎ কর্ম্ম করে। ইচ্ছার গতি অবরোধ করা তাহার ক্ষমতাধীন। কেহ কেহ বলেন যে, যাহা মনুষ্যের অদৃষ্টে লেখা আছে অর্থাৎ তাহার দ্বারায় যে কার্য্যকৃত হইবে; পূর্ব্বে স্থির হইয়াছে, তাহার অন্যথা কোন ক্রমেই হইবে না। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারে না, বা ইচ্ছা করিলে সৎ কর্ম্মান্বিত হইতে পারে না। এই দুই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে প্রথম শ্রেণীস্থ লোকে বলে যে, মনুষ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন জীব। সংযম শক্তি পরিচালন করিলেই আপন ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ বাধা দিতে পারেন। কুকর্ম্ম করা এবং সৎ কর্ম্ম করা মনুষ্যের ইচ্ছাধীন। যে আপন ইচ্ছাকে বাধা না দিয়া দুষ্কর্ম্ম করে, সে—পাষণ্ড, পাপী,দুরাত্মা, তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিলেই সে দুষ্কর্ম্ম হইতে ভয়ে বিরত হইবে বা উপদেশ দিলে সদসৎ বুঝিয়া দুষ্কর্ম্ম করিবে না। মনুষ্য মন মনুষ্যের অধীন। ইচ্ছা করিয়া কার্য্য বিশেষে বিরত হইতেও পারে এবং প্রবৃত্ত হইতেও পারে। এই মতের উপরে নির্ভর করিয়া অনেক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক আইন লিপি বদ্ধ হইয়াছে; অনেক রাজ্য প্রশাসিত হইতেছে। এমতকে চেষ্টা বাদ এবং এ মতাবলম্বীদিগকে চেষ্টা বাদী বলে।

শেষোক্ত মতকে অদৃষ্ট বাদ ও তন্মতাবলম্বীদিগকে অদৃষ্ট বাদী বলে।

অদৃষ্ট বাদীরা বলেন যে, মনুষ্যের জন্ম দিন হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে ঘটনা পূর্ব্বে বিধাতা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই ঘটিবে। মনুষ্যের চেষ্টায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। বিধির কলম কে খণ্ডন করিবে? এদেশের সাধারণ সংস্কার যে, ষষ্ঠীর রাত্রে অর্থাৎ মনুষ্য জন্মিবার ষষ্ঠদিনের রজনীতে বিধাতা আসিয়া কপালে দেবাক্ষরে যাহা লিখিয়া যান, তাহাই মনুষ্য জীবনে ঘটে; তাহার অন্যথা কোন কারণেই হয় না। কপালের চর্ম্মের নীচে দেবাক্ষর লিখিত আছে। লেখা গুলি দেবনাগর অক্ষরের ন্যায়, কিন্তু মনুষ্যে পড়িতে পারে না। আমি বাল্যাবস্থায় কৌতু-

হলাক্রান্ত হইয়া নদী তট হইতে এক নরকপাল সংগ্রহ করিয়া হাড়ের যোড়া গুলিকে দেবাক্ষর মনে করিয়াছিলাম, বয়োবৃদ্ধি সহকারে জানিতে পারিলাম যে ; সে গুলি দেবাক্ষর নহে হাড়ের ঘুঘু নেজা (Dove Taild ডবটেল্ড) যোড়া। এ যোড়া গুলি অতি দৃঢ় দেখিতে বাঁকা কোঁকা। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, কোন প্রকার অক্ষর অস্থির উপরে অঙ্কিত হইয়াছে। কপালের লেখা পিতামহীর সংস্কার—দেশের সাধারণ সংস্কার, কুসংস্কার—অগ্রাহ্য—অবিশ্বাস্য—ইহা শুনিয়া ও আমি বাল্যাবস্থায় চমৎকৃত হইয়াছিলাম। বিধির লেখা, বিধির কলমের চিহ্ন মনুষ্য মস্তকের কোন্ স্থানে আছে, জানিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলাম। বিধির কলম খণ্ডন হয় না, ইহাই অদৃষ্টবাদিদিগের দৃঢ় সংস্কার ও বিশ্বাস। বোধ হয়, ভগবান শঙ্করাচার্য্য—এমতের প্রতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া বৈদান্তিক মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরই সমুদয় আর কিছুই কিছু নহে। মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে। মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তা।

চেষ্টা বাদীও অদৃষ্টবাদী উভয়ে সময়ে সময়ে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। চেষ্টা বাদীরা বলেন যে, যদি সমুদয় কার্য্য ঈশ্বরের নিয়োজিত হইল ; তাহা হইলে পাপপূণ্য কিছু থাকে না, ঈশ্বরোপাসনা ও সৎ কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা কিছু থাকে না। ধার্ম্মিক হইলেও পরকালে পুরস্কারের আশা থাকে না এবং অধার্ম্মিক হইলেও শাস্তির আশঙ্কা কিছু থাকে না। যে, যে কুকর্ম্ম করুক ঈশ্বরের নিয়োজিত কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া অকুতোভয়ে চলে।

অদৃষ্ট বাদীরা বলেন, আমি সৎ কর্ম্ম করিতেছি, এ কথা মুখে আনা নিতান্ত স্পর্দ্ধার কার্য্য, আমার কি সাধ্য যে আমি কোন সৎ কর্ম্ম করি। ঈশ্বর আমার দ্বারায় যাহা করান, আমি তাহাই করি। আমি যন্ত্র ঈশ্বর যন্ত্রী তাঁহার অভিপ্রায় না হইলে আমি এক পদও চলিতে পারি না। যে কোন কুক্রিয়া আমার দ্বারা কৃত হয়, আমি তাহার কর্ত্তা নহি।

চেষ্টা বাদীর স্বপক্ষে যত প্রমাণ আছে, অদৃষ্ট বাদীর পক্ষে ও তত আছে। কেহ কাহাকে তর্কে নিরস্ত করিতে পারেন না। চিরকাল এই প্রকার বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, ইহার মিমাংসা করে এ প্রকার কেহই এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। ইহার মিমাংসা যত দিন না হইবে তত দিন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইবেন না।

অদৃষ্ট বাদ লইয়া আলোচনা করা অনুবীক্ষণ সম্পাদকের অধিকার আছে কিনা দর্শনবিৎ সম্পাদক মহাশয়েরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন, এসব বিষয় লইয়া অনুবীক্ষণ সম্পাদক আলোচনা করিলে; তিনি দর্শনবিৎ মহাশয়দিগের মতে অনধিকার চর্চ্চার অপরাধে অপরাধী হইলেও হইতে পারেন। বিজ্ঞান শাস্ত্র এ বিষয়ে কি বলেন? এ বিষয়ে মিমাংসা করা তাঁহার সাধ্য কি না অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। বিজ্ঞান শাস্ত্র, অদৃষ্ট বাদী ও চেষ্টা বাদীর বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, ইহা শুনিলে অনেকেই বোধ হয় বিস্ময়ান্বিত হইবেন, কিন্তু, সকলের গোচরার্থ তাহাদিগের বহু কালের দর্শনের ফল ও পরীক্ষা-মূলক ব্যাপার গুলি আলোচনা করা আবশ্যক। হৃৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, স্পন্দন, বাহ্য জগৎ পরি-জ্ঞান হইবার বোধশক্তি, বুদ্ধি বৃত্তি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, প্রাণী নিষ্ঠ প্রবৃত্তি ইত্যাদির আকর স্থান মস্তিষ্ক রাশি। মস্তিষ্ক রাশি বহু অংশে বিভক্ত। এক এক অংশ এক এক প্রকার মনোবৃত্তির বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আকর স্থান। মস্তিষ্ক রাশির যে অংশ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, সে স্থানোদ্ভূত মনোবৃত্তি বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তেজস্বিনী ও বলবতী হয়। যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক রাশিতে অর্জ্জন স্পৃহার নিয়োজিত স্থান আয়তনে বড়, সে ব্যক্তির অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তিও তদনুযায়ী প্রবল। ক্রিয়ানুযায়ী হস্ত পদ স্কন্ধ ইত্যাদি যে প্রকার পুষ্ট বলিষ্ঠ বা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, সেই প্রকার মস্তিষ্ক রাশির নানা অংশ নানা কারণে পুষ্ট, বলিষ্ঠ বা ক্ষীণ, এবং দুর্ব্বল হয়। এবং তদনুযায়ী তত্তৎ অংশ সমুদ্ভূত মনোবৃত্তি বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবতী ও তেজস্বিনী বা দুর্ব্বল,

ও নিস্তেজ হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, শিক্ষা ও সঙ্গ গুণে বা দোষে সৎ প্রবৃত্তি তেঁজস্বিনী বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্বভাবতঃ যাহার যে প্রবৃত্তি প্রবল, সে সচরাচর সেই প্রবৃত্তি অনুসারেই কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। কখন কখন এক প্রবৃত্তির ক্রিয়া অন্য প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রকাশ পাইতে পারে না, যথা—যদি কাহারও জিঘাংসা (হননেচ্ছা) প্রবল হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বদা হত্যা কার্য্যে রত হইবে ইহাই সম্ভব, কিন্তু যদি তাহার দয়া বৃত্তি ও সমধিক প্রবল হয়, তাহা হইলে তাহার জিঘাংসা দয়া দ্বারা আবৃত ও অবরুদ্ধ হওয়া জন্য সে হত্যা কার্য্যে সর্ব্বদা রত হইতে পারে না। এক প্রবৃত্তি অন্য প্রবৃত্তি দ্বারা সময়ে ২ রূপান্তরিত হয়, যথা—যদি কাহারও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অতীব প্রবল হয় এবং লোকানুরাগ প্রিয়তাও বলবান্ হয়, তাহা হইলে সে ধুম ধাম করিয়া জন সমাজকে দেখাইয়া ভক্তি বৃত্তির কার্য্য (উপাসনা বন্দনাদি) করিতে বাধ্য হয়। যে সৎ কর্ম্ম করে ও যে কুকর্ম্ম করে উভয়েই আপন আপন মস্তিষ্ক রাশি সমুদ্ভূত সৎ প্রবৃত্তি বা দুষ্প্রবৃত্তির সমান অনুগত। এ আনুগত্য ইচ্ছা করিলে ছাড়াইতে পারা যায় না, তাহারা যখন জন্মিয়াছিল তখনই প্রবৃত্তি বিশেষ সবল বা প্রবৃত্তি বিশেষ দুর্ব্বল লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পিতৃ মাতৃ দোষ গুণ ও অন্যান্য কারণে মন বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিশেষের সরলতা ও দৌর্ব্বল্য জন্মে। যে প্রবৃত্তি মনুষ্যের জন্ম কালীন সবল হয়, যদি শিক্ষা, সঙ্গ বা অন্য কারণে তাহার তেজ হানি না হয়, তাহা হইলে সেই প্রবৃত্তির উত্তেজনা অনু-সারে মনুষ্য কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলে কোন ক্রমেই অন্তথাচরণ করিতে পারে না। ইহাই বিধির কলম। ইহার খণ্ডন কেহই করিতে পারে না। বিধির অভিপ্রায় নরকপালের উপরে দেবাক্ষরে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু কপালের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক রাশিরূপে গঠিত হইয়াছে। চেষ্টাবাদী ও অদৃষ্টবাদী বিধির অভিপ্রায় লইয়া চিরজীবন বিবাদ বিষম্বাদ করিতেছেন, কিন্তু বিধির রচনা যে

মস্তিষ্ক রাশি তাহার ক্রিয়া বিষয়ে কেহই পর্য্যালোচনা করেন নাই। সূক্ষ্মদর্শী হৃৎতত্ত্ববিবেকবিৎ মহা পণ্ডিতগণ শ্রম স্বীকার করিয়া নানা পরীক্ষা দ্বারা হৃদ্‌তত্ত্ববিবেক শাস্ত্রের রচনা করিয়াছেন। এ শাস্ত্র অবগত হওয়া সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এ শাস্ত্র মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরস্থান মস্তিষ্ক-রাশি মধ্যে দেখাইয়া দিতেছেন। প্রত্যেক স্থানের ক্রিয়া বিস্তারিত রূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিক্ষার সঙ্গে অতিক্রিয়া ও অল্পক্রিয়া জন্য মস্তিষ্ক রাশিতে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বিস্তারিত রূপে উপদেশ দিয়াছেন; এক প্রবৃত্তি সাধন হইয়া উঠিলে অন্য প্রবৃত্তির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম জন্মে। বোধ হয়, বাল্মীকমুনির জীঘাংসা, অর্জ্জন স্পৃহা ও ভক্তি প্রবল ছিল। অর্জ্জন স্পৃহার উত্তেজনায়, জীঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া নরহত্যা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন অনুত্তেজিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাঁহাকে বাধা দিতে পারিতনা। পরে মহর্ষি নারদ ও ভগবান ব্রহ্মার উপদেশে তাঁহার ভক্তি বৃত্তি তেজস্বিনী হওয়াতে নরহত্যা হইতে বিরত হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন এবং ক্রমে মহর্ষি পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিলেন। হৃৎতত্ত্ববিবেক বিৎ পণ্ডিতেরা পাপীকে ঘৃণা করা অন্যায় এবং দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করা এবং সাধুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা অতীব উচিত, এই দুটী মহৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে দুষ্প্রবৃত্তির অনুগত দীন দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে, ইহাও বিস্তারিত রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন। হৃৎতত্ত্ববিবেক শাস্ত্র অবগত হওয়া এবং আলোচনা করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে শত বৎসর পর্য্যন্ত উপদেশ বা শাস্তি প্রদান করিলে সে কখনই দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারিবেনা। সে কখনই আন্তরিক দুষ্প্রবৃত্তির আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে পারিবেনা, সে তাহার মস্তিষ্ক রাশির প্রবল বৃত্তির অধীন হইয়া চলিতে নিশ্চিত বাধ্য হইবে। কিন্তু যদি সঙ্গ, শিক্ষা ও আচার নিয়ম

দ্বারা তাহার সৎপ্রবৃত্তি বিশেষকে সবল ও উত্তেজিত করা যায় ও উপস্থিত প্রবল দুষ্প্রবৃত্তিকে ক্রিয়াহীন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করা যায়, তাহা হইলে সে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

কলের জল ও গঙ্গার জল।

ইতি পূর্ব্বে সর্ব্ব সাধারণে গঙ্গাকে পূজা করিতেন, এক্ষণে কলের জলকে প্রায় সকলে পূজা করিয়া থাকেন। গঙ্গার জল ঘোলা লোণা অস্বাস্থ্য কর বলিয়া অনেকে ইহা ব্যবহার করা ত্যাগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কলের জল ও অবরুদ্ধ নর্দ্দামা সহরে প্রচলিত হইবার পর অবধি সহরবাসী সকল লোক পূর্ব্বাপেক্ষা নীরোগী হইয়াছে। নিমতলা ঘাট মধ্যে মধ্যে অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। কলের জল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ও সর্ব্ব বিষয়ে মহোপকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। সম্প্রতি নিম্ন প্রকটীত ঘটনার জন্য সে বিশ্বাসের অনেক খর্ব্বতা জন্মিয়াছে। এবং গঙ্গার প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস পুনরুদ্দীপন হইতেছে। গঙ্গা ত্রিভুবন তারিনী; গঙ্গা স্নানে পাপ নষ্ট হয়, মনুষ্য পুন্যবান্ হয়, এ বিষয় বিস্তারিত রূপে প্রাচীন শাস্ত্রাদির বহুল স্থানে বর্ণিত আছে, সে সমস্ত চাউল কলা খেকো ঋষি দিগের কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত হইয়া ছিল। কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, অভিনব বিজ্ঞান শাস্ত্র বুঝি পুনরায় গঙ্গার স্মরণাপন্ন হইতে সর্ব্ব সাধারণকে উপদেশ করেন। প্রাচীন ঋষিগণ যে প্রকার গঙ্গাকে ত্রিভুবন তারিণী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন, বোধ হয় অধুনাতন সূক্ষ্ম দর্শী বিজ্ঞান বিৎ পণ্ডিতেরাও সেইরূপ করিয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য ব্যাখা করিবেন। প্রাচীন ঋষিরা কহেন যে, গঙ্গা যে যে দেশ দিয়া গমন করিয়াছেন, সেই সেই দেশকে পবিত্র করিয়াছেন। অনেক বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট

আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যমুনা ও অন্যান্য নদী-তটস্থ নগর অপেক্ষা গঙ্গাতটস্থ নগর সমূহ অধিক স্বাস্থ্যবান্। অত্র সহর বাসী কোন একটি ভদ্র লোকের স্ত্রী সর্ব্বদাই সামান্য কাশিতে আক্রান্তা থাকিতেন। তাঁহার বাটীর প্রায় সকলেই কলের জলে স্নান করিত। তাঁহার স্ত্রী—যে দিন সকালে কলের জলে স্নান করিতেন, সেই দিনই তাঁহার গা, হাত, পা বেদনা করিত সর্ব্বাঙ্গ ভারী বোধ হইত; বক্ষঃস্থলে চাপা বোধ হইত,কাশি বৃদ্ধি হইত; এবং কখন কখন জ্বর হইত। কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে গঙ্গা স্নান করিতে পরামর্শ দেওয়ায় তিনি উপর্য্যুপরি তিন দিন গঙ্গা স্নান করিলেন। তাহাতে গাত্র বেদনা, কাশি ইত্যাদি কোন অসুখ উপস্থিত হইল না বরং শরীর ক্রমেই স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইতে লাগিল ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল। স্রোতস্বতী গঙ্গা জলে স্নান করা কলের জলে স্নানাপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যদায়ক ইহা হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি সেই অবধি প্রতি দিন গঙ্গা জলেই স্নান করিতেছেন। তাঁহার ছোট সন্তান দিগকে ও স্নান করাইতেছেন। তাহারা ও ক্রমে গঙ্গা স্নান করিয়া স্বাস্থ্যবান্ হইতেছেন।

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে গঙ্গা জলে স্নান করা পুণ্যপ্রদ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গঙ্গা তীরস্থ গ্রামবাসীদিগের অধিকাংশ হিন্দু প্রতিদিন প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গঙ্গা স্নান করিয়া থাকেন। তাঁহা দিগের কদাহার ও কদর্য্য স্থানে বাসসত্বেও যে তাঁহারা কথঞ্চিৎ প্রয়োজনোপযোগী স্বাস্থ্য ভোগ করেন; স্রোতস্বতী হিত বিধায়িনী গঙ্গার জলে প্রতিদিন স্নান করাই তাহার এক প্রধান কারণ। সহরের ও অনেক ব্যক্তি গঙ্গা স্নান করিয়া থাকেন। গঙ্গাজলে ঈশ্বরত্ব আছে বলিয়া যাঁহাদিগের বিশ্বাস নাই, তাঁহারাই কলের জলকে সর্ব্ব প্রকার স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করিয়া কলের জলে স্নান করিয়া থাকেন। আমরা উল্লিখিত আখ্যায়িকাটীর ন্যায় আর ও অনেকগুলি শুনিয়াছি। এখন বোধ হয়, যে, গঙ্গা জলে জাজ্জ্বল্যমান ঈশ্বরত্ব বিরাজ করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস

থাকিলে আমি প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করিতাম এবং অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান্ হইতাম। আমি কিছু দিন পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে স্নান করিতাম। প্রায় ৮ বৎসর গত হইল, আমার আদ কপালি মাথার বেদনা হইয়াছিল। কিছু দিন ব্রহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গা স্নান করিয়া সে ক্লেশকর পীড়ার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। কলিকাতায় আসিয়াবধি প্রতিদিন প্রাতে কলের জলে স্নান করিয়া ভাল রূপ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিতেছিনা। যেদিন প্রত্যূষে স্নান করি, সেই দিন গা হাতে পায়ে বেদনা বোধ হয়। কলের জলের প্রতি পূর্ব্বে যে প্রকার বিশ্বাস হইয়াছিল, এখন সে প্রকার নাই। বোধ হয়, কলের জল শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর, ভারি অর্থাৎ বাত, রসা প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধি কর। যাহাদিগের দুর্ব্বল শরীর, তাহা দিগের পক্ষে বোধ হয় কলের জল বিশেষ হিতকারী নহে। চিকিৎসক ও ধীমান্দিগকে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি যে, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন গঙ্গাজলে স্নান করাই স্বাস্থ্য কর না কি কলের জলে স্নান করাই স্বাস্থ্য কর।

কলের জল আবদ্ধ হইয়া অনেক সময় থাকে। সূর্য্যকীরণ ও ভূ বায়ুস্থিত অম্লজান (অক্সিজেন গ্যাস) ইহার সহিত ভাল রূপ মিলিত হইতে পারে না। মনুষ্য হৃৎপিণ্ডস্থিত শোণিত যে প্রকার বক্ষঃ কোটর স্থিত ফুস্ ফুস্ মধ্যে উপস্থিত হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস কর্ত্তৃক আনিত ভূ বায়ুস্থ অম্লজান সহিত মিলিত হইয়া পরিষ্কৃত, সংশোধিত ও স্বাস্থ্যপ্রদ গুণ বিশিষ্ট হয়, সেই প্রকার পৃথিবীস্থ জল ও রস মাত্রই ভূ বায়ুস্থ অম্লজান সূর্য্যতেজ ইত্যাদির ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত ও স্বাস্থ্যগুণ বিশিষ্ট হয়। কলের জল ভূ-গর্ভেই অধিক কাল থাকে এবং নির্গত হইলেই ব্যবহৃত হয়, সূর্য্যোত্তাপ ও ভূ-বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত ভাল রূপ মিশ্রিত হয় না বলিয়াই বোধ হয়, শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর ও ভারি।

কলের জল সহরে প্রচলিত হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের যে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যকর বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। শীত ও বসন্ত কালে গঙ্গার জলে

ভাটার সময় স্নান করা বোধ হয় অনেকের পক্ষে কলের জলে স্নান করা অপেক্ষায় স্বাস্থ্য কর। কাহার পক্ষে স্বাস্থ্য কর এবং কাহার পক্ষে নহে সেটী পরীক্ষা দ্বারা নিরুপণ করা কর্ত্তব্য। গঙ্গা স্নান করিবার উপলক্ষে যতটুকু চলিবার ও অঙ্গ চালনা করিবার আবশ্যক হয় তাহা ও স্বাস্থ্য কর ও ক্ষুধা বৃদ্ধি কর। প্রাতঃকালে যিনি গঙ্গা স্নান করেন তিনি যে কেবল গঙ্গা স্নানেরই ফল ভোগ করেন এমত নহে। প্রাতঃকালে ভ্রমণ জন্য অঙ্গ চালনায়ও তাঁহার শরীর স্ফর্ত্তিমান হয়।

প্রেরিত।

নবগোপাল বাবু ও নূতন জিম্‌ন্যাষ্টগণ
(ব্যয়াম-কারীগণ)

কলিকাতায় হিন্দুমেলা ধুম ধামের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছে, তাহাতে যে সমস্ত হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সে সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা আমাদিগের অদ্য কার উদ্দেশ্য নহে। ব্যায়াম বিভাগের বিষয় দুই চারিটী কথা বলা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বাবু নবগোপাল মিত্র এক জন হিতানুষ্ঠায়ী ভারত ভূমীর দুঃখ দুরকারী মহদাশয় যাহাতে ভারত ভূমীর দুঃখ দূর হয়, তাহাতেই ইনি প্রস্তুত হইয়া থাকেন। সংপ্রতি কয়েক বৎসর গত হইল সহরস্থ কতকগুলি দুর্ব্বল ভারতসন্তান সংগ্রহ করিয়া দুঃখিনী ভারত মাতার দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে ইংরেজীমতে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। নির্দ্দোষ বালকগুলি বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে রীতি মত বাজার চলন বিদ্যা ও সুনীতিশিক্ষা করিত এবং নবগোপাল বাবুর আড্‌ডায় আসিয়া নানা প্রকার ইংরেজী ব্যায়াম যথা—ঘুরণ বাজী, উল্টাবাজী, লম্ফপ্রদান, আস্ফালন, উল্লম্ফন, ঘুরণচক্র, উল্টা চক্র, সোজা চক্র, উচ্চ চক্র, নিচ চক্র, হাতে চক্র, পায়ে চক্র, এক পায়ে

চক্র, দুই পায়ে চক্র, ইত্যাদি বাজী প্রতিদিন অভ্যাস করাতে তাহাদিগের শরীর বিলক্ষণ পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও ভীমাকৃতি হইয়া উঠিল। শরীর যে প্রকার বাড়িতে লাগিল, মস্তিষ্ক রাশি ও সেই প্রকার কঠিন অস্থি চর্ম্মে ক্রমশঃ আবৃত হইতে লাগিল।

তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সহরের নানা অংশে অনেক গুলি ব্যায়াম শালা স্থাপন করিয়াছেন। নবগোপাল বাবু ইহাঁদিগের দেবতাস্বরূপ। যে প্রকার আমাদিগের প্রাচীন প্রথানুযায়ী ব্যায়াম শালাতে মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠত থাকে ও ব্যায়াম কারীরা ব্যায়াম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এবং ব্যায়াম কার্য্য সমাধা হইলে মহা বীরকে অভিবাদন করে; আমরা মনে করিয়াছিলাম যে ইংরজী ব্যায়াম প্রবর্ত্তক নবগোপাল বাবুর প্রতিমূর্ত্তি ও সেই প্রকার প্রত্যেক ব্যায়াম শালায় প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত হইবে। কিন্তু পুরাকালে কোন এক দৈত্য যেমন মহাদেবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবের মাথায় হাত দিয়া বর পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; জাতিয় মেলার ব্যায়ামকারী যুবকেরা নবগোপাল বাবুর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইয়া তাঁহার কপালে মসীনা ভাজিয়া তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা দিয়া আমোদ করিয়াছে। মহাদেবের মাথায় হাত দিয়া বর পরীক্ষা করা এবং নবগোপাল বাবুর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া এ দুইটা আখ্যায়িকা বর্ণন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।

কোন একজন দৈত্য কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া "যাহার মাথায় হাত দিব সেই ভস্ম হইবে" এইবর মহাদেবের নিকট বাঞ্ছা করিয়া লয়। বর প্রাপ্ত হইলে পর বরের যাথার্থ্য মহাদেবের মাথায়ই হাত দিয়া তখনই পরীক্ষা করিয়া লইবে এই ইচ্ছা মহাদেবের নিকট প্রকাশ করে। মহাদেব আপন বর অব্যর্থ জানিয়া সর্ব্বনাশের উপক্রম দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে দ্রুত বেগে পলায়ণ করিলেন। দৈত্যও তাঁহার মাথায় হাত দিয়াই বর পরীক্ষা করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া পশ্চাৎ

পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তিনি যেখানে যান দৈত্যও সেইখানেই যায়। মহাদেব স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন কিন্তু দৈত্য কোন ক্রমেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। পরে হঠাৎ নারদ ঋষিকে সম্মুখে দেখিয়া মহাদেব আপন বিপদ সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন। নারদ উৎপন্নমতিত্ব বলে দৈত্যকে, আপন মাথায় হাত দিয়া বর পরীক্ষা করিলেই হইতে পারে, এই পরামর্শ দেওয়াতে দৈত্য স্বীয় মস্তকে হস্তার্পণ করিবামাত্র স্বয়ং ভস্মীভূত হইয়া গেল। মহাদেব নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন বাপরে এ যাত্রার নারদের বুদ্ধি বলেই বাঁচিয়া গেলাম। আর কখন ভালুকের হাতে খন্তা দিব না। যাহাদের কাণ্ড জ্ঞান নাই, তাহাদিগকে ক্ষমতা শীল করিব না। করিলে নিজেরই ঘোর বিপদ।

নবগোপাল বাবু এ আখ্যায়িকাটী অবগত ছিলেন না। সহরের যত দুর্ব্বল ছেলে সকলকে ধরিয়া ধরিয়া জিম্‌নাষ্টিক করাইয়া (ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া) ভীমাকৃতি করিয়া তুলিয়াছেন। যদি জিম্‌নাষ্টিকের সঙ্গে সঙ্গেই নীতি শিক্ষা প্রদান করিতেন,তাহা হইলে তাহারা বিনীত ও বাধ্য হইত, কিন্তু নবোগোপাল বাবু স্বয়ং প্রায় মহাদেবের ন্যায় স্থূলে ভুল করিয়াছেন। উল্লম্ফন প্রলম্ফন ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া দেশের দুর্গতি দূর করিবেন, স্বদেশকে স্বাধীন করিবেন এবং অভিপ্রেত ফল লাভ করিবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু নীতিবিহীন ব্যায়াম শিক্ষায় তাঁহার সদাশা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক বরং বিষম বিপদেই পড়িয়াছিলেন। এবার তিনি হিন্দুমেলায় বেস টের পাইয়াছেন। তাঁহার প্রায় একশত পঞ্চাশ টাকার ছবি, যাহা হিন্দুমেলার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল, জিম্‌ন্যাষ্টি মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইয়া বোধ হয় তাহা প্রায়ই নিকেস করিয়াছে এবং ভাড়াটিয়া কয়েক খানি চৌকি জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়াছে এবং নানা প্রকার অপ্রিয় বাক্য ব্যবহার দ্বারা নবগোপাল বাবুকে বিশেষ রূপে অসন্তুষ্ট করিয়াছে। অন্যকে কিছু না বলিয়া নবগোপাল বাবুর প্রতি অত্যাচার করিয়া

জিম্‌ন্যাষ্ট (ব্যায়ামকারী) মহাশয়েরা যে আপন শক্তি পরীক্ষা করিয়াছেন, এও বরং ভাল। এ স্থলে পাঠক বর্গের দৃষ্টি গোচররার্থে ব্যায়াম শিক্ষার প্রথম ভাগের উপক্রমণিকা উদ্ধৃত হইল।

মনের উৎকর্ষ ও জ্ঞানোন্নতি সাধন বিষয়ে পিতা মাতা ও গুরুতর ব্যক্তিদিগের নিকটে সর্ব্বদা বিনীত ভাবে থাকা এবং সর্ব্ব সাধারণের প্রিয় হওয়া অতীব কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা না দিয়া, কেবল মাত্র জিম্‌ন্যাষ্টিক শিক্ষা দিলে বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙ্গালি যখন যেদিকে মনোযোগ করে সেই দিগেই এত ঝোঁকে যে ভারকেন্দ্র ঠিক থাকে না। ছেলে পিলে কেবল পড়াশুনা করিতেছিল নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু নবগোপাল বাবুর প্রসাদাৎ ভীমাকৃতি গোঁয়ার হইয়া পড়িল এ এক বিপদ। প্রাতে ও সায়ংকালে কিছু কিছু ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া ছেলেপিলে শরীর পুষ্ট বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান্ রাখে ক্ষতি নাই, কিন্তু নবগোপাল বাবুর পরামর্শে কেবল দিগ্‌বাজী খেয়ে খেয়ে বদ্ধ গোঁয়ার হয়, ইহা আমাদিগের কোন ক্রমে ইচ্ছা নয়। সাবধান যেন ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সুনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। বলবান নীতিবিহীন হইলে জন সমাজের বিষম বিপদ স্বরূপ হইয়া উঠে।

বালকদিগকে যখন বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা যায়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরিমিতরূপে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেমন, কেবল মাত্র ব্যায়াম শিক্ষা দিলে শরীর প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত, বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনের উৎকর্ষ ও জ্ঞানোন্নতি সাধন প্রকৃত পরিমাণে হয় না, তদ্রূপ ব্যায়ামাদি শারীরিক-স্বাস্থ্য-বিধায়ক কার্য্য অবহেলা করিয়া, কেবল মাত্র পুস্তক অধ্যয়ন প্রভৃতি মানসিক কার্য্যে সর্ব্বদা নিবিষ্ট থাকিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, এবং তন্নিবন্ধন মনও দুর্ব্বল হইয়া প্রকৃত পরিমাণে জ্ঞানোন্নতি সাধনের অনুপযুক্ত হয়।"

বাভট।

কায়বালগ্রহোর্দ্ধাঙ্গশল্যদংষ্ট্রাজরাবৃষান্।
অষ্টাবঙ্গানি তস্যাহু শ্চিকিৎসা যেষু সংস্থিতা॥

ব্রহ্মাদি কায়, বালগ্রহ, উদ্ধাগ, শল্য, দংষ্ট্রা জরা বৃষ এই আটটী সেই আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ বলিয়াছেন। এই গ্রন্থেই অষ্টাঙ্গের চিকিৎসা যে বর্ণি আছে॥

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়োদোষাঃ সমাগতাঃ।
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তিতে বর্দ্ধয়ন্তিচ॥

বায়ু পিত্ত কফ এই দোষ ত্রয় মাত্র বিকৃত এবং অবিকৃত হইয়া দেহকে নষ্ট করে, এবং পরিবর্দ্ধিত করে॥

তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ।
বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানাং তেঽন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমমাত্।

সেই বাতাদি সর্ব্ব শরীর ব্যাপী হইলেও, নাভির অধোভাগ বায়ুর, হৃন্নাভির মধ্যভাগ পিত্তের, হৃদয়ের উর্দ্ধভাগ কফের বিশেষ স্থান। সেই বাতাদি যথাক্রমে বয়স দিবা রাত্রি এবং আহারের অন্ত মধ্য এবং আদিতে গমন করে। অর্থাৎ বয়সের শেষভাগ বায়ু প্রকোপের কাল, মধ্যভাগ পিত্ত প্রকোপের, এবং আদিভাগ শ্লেষ্ম প্রকোপের কাল। এইরূপ দিবসের শেষ ভাগ বায়ুর, মধ্যভাগ পিত্তের এবং আদিভাগ শ্লেষ্মর কাল। এইরূপ রাত্রি এবং ভোজনেরও জানিতে হইবে।

তৈর্ভবেৎ বিষমস্তীক্ষ্ণোমন্দশ্চাগ্নিঃসমৈঃসমঃ।
কোষ্ঠঃ ক্রুরো মৃদুর্মন্দো মধ্যঃস্যাত্তৈঃ সমৈরপি॥

সেই বতাদি দ্বারা অগ্নি যথাক্রমে বিষম তীক্ষ্ণ এবং মন্দ হয়। অর্থাৎ বায়ুপ্রকোপে অগ্নি বিষম হয়, পিত্তপ্রকোপে তীক্ষ্ণ, শ্লেষ্মপ্রকোপে মন্দ এবং সমানে সমান হয়। সেই বাতাদি, দ্বারা যথাক্রমে কোষ্ঠ ক্রুর মৃদু এবং মধ্য হয়। অর্থাৎ বায়ুপ্রকোপে ক্রুর, পিত্তপ্রকোপে মৃদু

এবং শ্লেষ্মপ্রকোপে মধ্য হয়। ইহাদের হানি বা উৎকর্ষ না থাকিয়া সমভাব হইলে কোষ্ঠকে মধ্য বলা যায়।

শুক্রার্ত্তবস্থৈর্জন্মাদৌ বিষেণৈববিষক্রিমেঃ।

তৈশ্চ প্রকৃতয়স্তিস্রো হীনমধ্যোত্তমাঃ ক্রমাৎ॥

সমধাতুঃ সমস্তাসু শ্রেষ্ঠোনিন্দ্যোদ্বিদোষজঃ॥

যেমন বিষদ্বারা বিষক্রিমির জন্ম এবং প্রকৃতি বিষময় হয়, তেমনি গর্ভাধানকালে বাতাদি শুক্রার্ত্তবস্থ হইয়া শরীর নিষ্পত্তি হওয়াতে, যথাক্রমে শরীর হীন মধ্য এবং উত্তম প্রকৃতি হয়। ঐ প্রকৃতি ত্রয়ের মধ্যে সমধাতু অত্যুৎকৃষ্ট দ্বিদোষজ নিকৃষ্ট।

তত্ররুক্ষো লঘুঃশীতঃ খরঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽনিলঃ।

পিত্তং সস্নেহতীক্ষ্ণোষ্ণং লঘু বিস্রং সরং দ্রবং॥

ইহাদের মধ্যে বায়ুরুক্ষ লঘু শীতল, খর, চল এবং সূক্ষ্ম। পিত্ত ঈষৎস্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ উষ্ণ লঘু আগন্ধি, ব্যাপ্তিশীল, এবং দ্রব।

স্নিগ্ধঃশীতো গুরুমন্দঃ শ্লক্ষ্ণো মৃৎস্নঃ স্থিরঃকফঃ।

সংসর্গঃ সন্নিপাতশ্চ তদ্দিত্রিঃক্ষয়কোপতঃ॥

সমালোচনা।

রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাধি সমূহের বিবরণ। প্রথম খণ্ড। এই পুস্তক খানি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের শ্রীযুক্ত বাবু গুরু গোবিন্দ সেন কর্ত্তৃক প্রণীত। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলস্থ ছাত্র দ্বারা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক রচিত হইয়াছে, ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয়। পুস্তক খানি ১৫৬ পৃষ্ঠা। রচনা উত্তম হইয়াছে, সকল ছাত্রেরই এই পুস্তক খানি পাঠকরা উচিত। গ্রন্থকারের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই যে, তিনি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশ করেন।

অনাথিনী। মাসিক পত্রিকা। প্রথম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা। আশ্বিন

মাস। শ্রীমতি থাকমণি দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পত্রিকা খানিতে পাগল, প্রভাত, কারা মোচন ও পাখী, এই কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। পত্রিকা খানি আমরা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি; বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের উচিত যে ইঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে এ দেশের সন্তান সন্ততিগণের সুশিক্ষার দ্বার মুক্ত হইবে। যত দিন মাতা বিদ্যাবতী না হইবেন, ততদিন সন্তান কখনই শিক্ষিত হইবেনা। শ্রীমতি থাকমণি দেবী যে মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়া বিদ্যোন্নতি বিষয়ে যত্নশীলা হইয়াছেন, এ জন্য তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। ঈশ্বর তাঁহার শুভ যত্ন সফল করুণ।

যৌবনে যোগিনী। ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

অণুবীক্ষণ সম্পাদক স্বয়ং নাটক ভাল বুঝিতে পারেন না; লেখা পড়াও ভাল জানেননা; সমালোচনা করা ইঁহার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইঁহার নিকটে যাঁহারা সমালোচনা জন্য পুস্তক প্রেরণ করেন তাঁহাদিগের নিতান্ত ভুল। নাটক খানির রচনা তাঁহার বিবেচনায় অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি সকলকেই এ নাটকখানি পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। যে নাটকে যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, যে নাটক পড়িয়া দুর্ব্বল, নিরাশ্রয়, ভীতস্বভাব, কাঙ্গালি বাঙ্গালিগণ অঙ্গচালন করিবার জন্যে নাচিয়া উঠে, যে নাটক পাঠ করিয়া স্বাধীনতা ও পরাধীনতা স্বজাতীয় ও বিজাতীয় সাধু ও অসাধু, শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ ও পরদ্রব্যাপহারী দস্যু ইত্যাদি শব্দের অর্থ ও ভাব বোধ হয়, অবনতা অবমানিতা দুঃখিনী জননী জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ জন্মে, যে নাটক পড়িয়া প্রাণ পর্য্যন্ত ও বিসর্জ্জন দিয়া জন্মভূমিকে শোভা বিশেষ করিবার জন্য উদ্যমবিহীন বাঙ্গালি জাতি উৎসাহানলে একবারে ধপ ধপ করিয়া জ্বলিয়া

উঠে, সেই প্রকার নাটক আমরা চাই, সেই প্রকার নাটকই আমাদিগের নাই। যিনি এই অভাব মোচন করিতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের উপাস্য দেবতা হইবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু	সূর্য্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।	কাটোয়া।	৩।৶০
,, ,,	বীরেশ্বর বসু।	কাটোয়া।	৩।৶০
,, ,,	দুর্গাদাস দাস।	সাতকানিয়া।	৩।৶০
,, ,,	গোপাল লাল ঠাকুর।	সয়দাবাদ বহরমপুর।	৸০
,, ,,	দুর্গাচরণ সেন।	কাছাড়।	৩।৶০
,, ,,	শারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	রায়বেরেলী।	৩।৶০
,, ,,	যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী।	[illegible]লোর।	৩।৶০
,, ,,	রজনীকান্ত ঘোষ।	নড়াইল।	৩।৶০
,, ,,	তারক চন্দ্র সেন।	জোবারগঞ্জ।	১॥৵০
,, ,,	গিরিশচন্দ্র চৌধুরী।	বীরভূম।	১॥৵০
,, ,,	বিহারী লাল মিত্র।	জলেশ্বর।	৩।৶০
,, ,,	কৈলাশ চন্দ্র চৌধুরী।	দেনান।	১॥৵০
,, ,,	নবীনকৃষ্ণ সরকার।	কটক।	৩।৶০
,, ,,	মধুসুদন দাস।	কলিকাতা।	১৸৶০
,, ,,	মাধব চন্দ্র ঘটক।	কলিকাতা।	১॥০
,, ,,	হরনাথ ঘোষ।	টাঙ্গাইল।	৩।৶০
,, ,,	নন্দলাল মল্লিক।	কলিকাতা।	৩
,, ,,	জানকীনাথ মজুমদার।	রাজনগর।	৩।৶০
,, ,,	মতিলাল বন্দোপাধ্যায়।	বারাসত।	১॥৵০
,, ,,	জগদ্বল্লভ ঘোষ।	কটক।	২॥০
,, ,,	যাদব চন্দ্র মিত্র।	দিনাজপুর।	৩।৶০
মুন্সী	মহম্মদতকী।	বর্দ্ধমান।	৩।৶০

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হেয়ার প্রিজারভার।

ইহা ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্ল কেশ কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া উঠিবে, মস্তকের রুসি অর্থাৎ খুক্‌সি নিবারণ হইবে, চুল পুষ্ট ও ঘন হইবে, মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, মস্তক ঠাণ্ডা হইবে, এবং রুক্ষি ঊর্দ্ধশ্লেষ্মা ও নানারোগ নিবারিত হইবে। সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিলে শরীরের জ্বালা যাইবে, চর্ম্ম নরম ও চিক্কণ হইবে, এবং চর্ম্মের বর্ণ বিলক্ষণ পরিষ্কার হইবে।

মূল্য ২ ছটাক শিশি — ১৲
ডাকমাশুল ইত্যাদি — ॥৶৹

কুষ্ঠ রোগের

মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বাঙ্গের স্ফীততা, অশাড়তা, উক্ত দোষ জন্য জ্বর ও দৌর্ব্বল্য এবং বহুদিনের গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্তও আরাম হয়। কুষ্ঠ রোগের তৈলমর্দ্দন ও প্রণালী পূর্ব্বক ঔষধ সেবনে সত্বর বিশেষ উপকার দর্শিবে।

মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাশুল ইত্যাদির সহিত ৫৲ টাকা।

হিমসাগর তৈল।

অতিশয় অধ্যয়ন, চিন্তা, বুদ্ধিসঞ্চালন, দৌর্ব্বল্য এবং উষ্ণপ্রধান স্থানে বাস ও বায়ু-প্রধান রুক্ষি ধাতু-জন্য শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

ইহা ব্যবহার দ্বারা মস্তকের বেদনা, উষ্ণতা সত্বর নিবৃত্ত হয়, ও অতিশয় আরাম বোধ হয়।

মূল্য ২ ছটাক শিশি — ১৲
ডাক মাশুল ইত্যাদি — ॥৶৹

কুষ্ঠ রোগের ও

উৎকট চর্ম্মরোগের তৈল।

ইহাতে নানা প্রকার উৎকট চর্ম্মরোগ গলিত কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত ও আরোগ্য হয়। তৈল মালিসের সহিত উপযুক্ত কুষ্ঠ রোগের ঔষধ সেবন করিলে সত্বর উপকার দর্শিবে।

মূল্য প্রতি ৮৹ আউন্স। (এক পোয়া) শিশি ২

ডাকমাসুল ইত্যাদি ⅟৹

ধাতুপোষক তৈল।

ইহা ব্যবহারের দ্বারা দুর্ব্বল অঙ্গ সবল হয়, ক্ষীণঅঙ্গ কার্য্যক্ষম হয় ও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক মালিস করিলে ইহার উপকারিতা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি চারি আউন্স শিশি ১৲

ডাক মাসুল ইত্যাদি ।৵৹

এই সকল পুস্তক ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটারি ও পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার প্রণীত পুস্তক।

ব্যায়াম শিক্ষা	১ম ভাগ	মূল্য	।৹
ঐ ঐ	২য় ভাগ	,,	।৹
জীবন রক্ষক	১ম ভাগ	,,	॥৹
ঔষধাবলী			⁄৪

কলিকাতা ১০৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

[১ম খণ্ড]　　মাঘ ১২৮২ সাল।　　[৭ম সংখ্যা।]

অণুবীক্ষণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহোযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

দৃষ্টিবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ৮২ পৃষ্ঠা হইতে)

আলোক-মিতি।

আলোক মাপিবার এক সামান্য কৌশল আছে। দুইটি দীপ জাল। দীপ দ্বয় একটী পরিস্কৃত দেয়ালের নিকট রাখ। যদি দেয়াল অপরিস্কৃত হয়, তাহা হইলে উহা এক খণ্ড শুভ্র কাগজ দ্বারা আবৃত কর। দেয়াল এবং দীপ দ্বয়ের মধ্যে একটা স্থূল কাষ্ঠ দণ্ড স্থাপন কর। দুইটী

দীপ বলিয়া দেয়ালেও কাষ্ঠ দণ্ডের দুইটী ছায়া পড়িবে। দীপদ্বয় এরূপে ধারণ কর যে উক্ত ছায়াদ্বয় পরস্পরের নিতান্ত সন্নিহিত হয়। এখন ছায়াদ্বয়ের গাঢ়তা অনায়াসে তুলনা করা যাইতে পারে। যদি দীপদ্বয় কাষ্ঠদণ্ড হইতে সমান অন্তরে অবস্থিত থাকে এবং ছায়াদ্বয় সমান গাঢ় হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে উভয় দীপের উজ্জলতা সমান। যদি ছায়াদ্বয় সমান গাঢ় না হয়, যে দীপ অপেক্ষাকৃত অধিক উজ্জল তাহাকে কাষ্ঠদণ্ড হইতে ক্রমশঃ অধিক দূরে লইয়া যাইতে থাক যতক্ষণ না উভয় ছায়া সমান গাঢ় হয়। যেস্থলে উভয় ছায়া সমান গাঢ় হইল সেই স্থলে উজ্জল দীপকে রাখ। এখন কাষ্ঠদণ্ড হইতে উভয় দীপের দূরত্ব মাপ। পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যস্ত বর্গবিধি অনুসারে উভয় দীপের দূরত্বের বর্গ করিলে উহাদের উজ্জলতা জানিতে পারা যাইবে। মনে কর প্রথম দীপ দুইহাত ও দ্বিতীয় দীপ চার হাত অন্তরে আছে। ২ র বর্গফল ৪ এবং ৪র বর্গফল ১৬। বিপর্য্যস্ত বর্গবিধি অনুসারে ৪র সহিত ১৬র যে সম্বন্ধ প্রথম দীপের উজ্জলতার সহিত দ্বিতীয় দীপের উজলতার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ দ্বিতীয় দীপ প্রপম দীপ অপেক্ষা চারগুণ অধিক উজ্জল।

এখন প্রথম দীপকে ১ ফুট অন্তরে রাখিলে এবং উহার উজ্জলতাকে উজ্জলতার এক (Unit) ধরিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকল দীপের উজ্জলতাঅঙ্কপাত দ্বারা জানা যাইতে পারে।

গণনা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে ৫৫০০ মোম বাতি যুগপৎ এক ফুট অন্তরে জ্বালিলে যে আলো হয়, সুর্য্যালোক তাহার সমান; এবং সেই রূপ একটী বাতি ৮ ফিট অন্তরে জ্বালিলে যে আলোক হইবে, চন্দ্রালোক তাহার সমান। এই রূপে দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যালোক পূর্ণিমার চন্দ্রের আলোক অপেক্ষা তিন লক্ষ গুণ অধিক।

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে আলোক যতদূরে যাইবে তত তাহার উজ্জলতার হ্রাস হইবে অর্থাৎ যে আলোক দশ হাত অন্তরে আছে তাহা

১০০ হাত অন্তরে অবস্থিত আলোক অপেক্ষা ১০০ গুণ অধিক উজ্জ্বল। কিন্তু যদি রাজপথ সকল পরিষ্কার থাকে এবং ধূলি বা ধূম রাশিতে আবৃত না থাকে তাহা হইলে সন্ধ্যার পর এই মহানগরের কোন রাজ-পথে দাঁড়াইলে দেখিতে পাইবে যে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী গ্যাসের আলোক ও নিকটবর্ত্তী গ্যাসের আলোকের সহিত প্রায় সমান উজ্জ্বল। বিপর্য্যস্ত বর্গবিধির নিয়ম অনুসারে ইহা কখনই ঘটিতে পারে না, অথচ ইহা যে বাস্তবিক ঘটিয়া থাকে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ইহার কারণ কি? উভয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা যখন চক্ষুর বিষয় উল্লেখ করিব তখন ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইবে।

এস্থলে সংক্ষেপতঃ বক্তব্য এই যে, যখন কোন বস্তু আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তখন তাহার প্রতিবিম্ব চক্ষুর পশ্চাৎ স্থিত রিটিনা (Retina) বা দৃষ্টিপুত্তলিকা নামক পর্দার ন্যায় পদার্থ বিশেষের উপর পতিত হয়। দৃষ্ট বস্তুর উজ্জ্বলতা উক্ত প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এখন ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, দৃষ্ট বস্তু যতদূরে যাইতে থাকিবে উহার প্রতিবিম্ব তত ছোট হইতে থাকিবে। অর্থাৎ বস্তু ২ হাত অন্তরে যাইলে উহার প্রতিবিম্ব ৪ গুণ ছোট হইবে। ৪ হাত অন্তরে যাইলে ১৬ গুণ ছোট হইবে। কিন্তু প্রতিবিম্ব যে পরিমাণে ছোট হইতে থাকিবে উহার উজ্জ্বলতার তেজ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কারণ দৃষ্ট বস্তু হইতে যে রশ্মিপুঞ্জ চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, উক্ত প্রতিবিম্ব তাহার সমষ্টি মাত্র। বস্তু যতই দূরে যাউক না কেন, ঐ সমষ্টি সমান থাকে। সুতরাং প্রতিবিম্বের আকার যত ছোট হইতে থাকে ঐ রশ্মিগুলি তত সংহত হইতে থাকিবে। অর্থাৎ প্রতিবিম্বের আকার যত ছোট হইবে উহার উজ্জ্বলতার তেজ তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বস্তুর উজ্জ্বলতা প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং বস্তুর দূরত্বের সহিত উহার উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। অর্থাৎ নিকটস্থিত গ্যাসের আলোক দূরস্থিত গ্যাসের

আলোকের সহিত সমান উজ্জ্বল দৃষ্ট হইবে।

বস্তুর দূরত্বের সহিত উহার প্রতিবিম্বের আকারের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহা পণ্ডিতবর টীণ্ডাল (Tyndall) সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

৩। ৪ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ৩। ৪ ইঞ্চি লম্বা মোটা কাগজের বা টিনের একটী চোঙা লইয়া আইস। এক দিগ রাংতা ও অপর দিক্ তৈলাক্ত পাত্‌লা চিটীর কাগজে আবৃত কর। আল্‌পিনের অগ্রভাগ দ্বারা রাংতার মধ্যে সূক্ষ্ম ছিদ্র কর। ঐ ছিদ্র একটী আলোকের দিগে ধারণ কর, এবং তৈলাক্ত কাগজের পশ্চাতে চক্ষু স্থাপন কর। এখন দেখিতে পাইবে যে উক্ত কাগজের উপর আলোকের এক বিপর্য্যস্ত প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। চোঙা যত আলোকের নিকট লইয়া যাইবে প্রতিবিম্ব তত বড় হইবে। চোঙা যত দূরে লইয়া যাইবে প্রতিবিম্ব তত ছোট হইবে। কিন্তু উজ্জ্বলতা সমানই থাকিবে। উহার হ্রাস বৃদ্ধি আদৌ হইবে না। দৃষ্টি পুত্তলিকার উপরি পতিত প্রতিবিম্বের ও সম্বন্ধে ঠিক ঐরূপ।

এস্থলে কথাপ্রসঙ্গে বাল্যকালের একটী গল্প না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রভাত হইল। সূর্য্যোদয় হইল। তথাপি শয্যাত্যাগ করিতেছি না। মনেমনে ভয় আছে। শয়ন করিয়াও থাকিতে পারিতেছি না, এক একবার গবাক্ষের দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যালোক গবাক্ষের একটী ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সূর্য্যালোকের সহিত দৃষ্টি ও গবাক্ষের বিপরীত দিগের ভিত্তিতে পতিত হইল। দেখিলাম ভিত্তিতে সূর্য্যালোকের একটী গোলাকার চিহ্ন হইয়াছে। স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে ছিদ্র গোলাকার নহে। তবে আলোকের চিহ্ন কিরূপে গোলাকার হইল? অহরহঃ এই কথা মনে হইত। ইহার

কারণ বুঝিতে পারিতাম না। আমার ন্যায় অনেকে বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ছিদ্র যে আকারের হউক না কেন আলোক গোলাকার হইবে। অবশেষে স্থির করিয়া ছিলাম যে সূর্য্যের গোলাকারত্বের সহিত আলোকের গোলাকারত্বের অবশ্যই কোন সম্বন্ধ আছে। বাস্তবিক এখন দেখা যাইতেছে যে উহাদের পরস্পরের এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মনে কর ছিদ্র সমচতুষ্কোন। যদি সূর্য্য একটি বিন্দু হইত তাহাহইলে সূর্য্যালোক ছিদ্র দিয়া ভিত্তির উপর পতিত হইলে একটী সমচতুষ্কোন চিহ্ন হইত। কিন্তু সূর্য্য একটী বিন্দু নহে। সূর্য্য একটী বৃহৎ পিণ্ড। যদি ও কার্য্যতঃ আমরা সূর্য্যকে একখানি প্রকাণ্ড থাল মনে করিতে পারি। উক্ত থালের পরিধির এক একটী বিন্দু হইতে রশ্মিপুঞ্জ নির্গত হইয়া ছিদ্র দিয়া ভিত্তির উপর পতিত হইবে। এবং ভিত্তির উপর এক একটী সমচতুষ্কোণ চিহ্ন হইবে। কিন্তু যেহেতু বিন্দু গুলি এক পরিধির উপর অবস্থিত, সমচতুষ্কোণ চিহ্ন গুলি ও এক পরিধির উপর অবস্থিত হইবে। চিহ্নগুলির সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তত চিহ্নগুলি অঙ্গুরীয়কের আকার ধারণ করিবে। কিন্তু সূর্য্যের পরিধির বিন্দু সমূহ অসংখ্য, সুতরাং ভিত্তির উপরি চিহ্ন সমূহের আকার ও ঠিক অঙ্গুরীয়কের আকার হইবে। অর্থাৎ সূর্য্যালোক সমচতুষ্কোণ ছিদ্র দিয়া ভিত্তির উপর পতিত হইলে ভিত্তির উপর এক সম্পূর্ণ গোলাকার চিহ্ন হইবে।

এখন অনায়াসে বুঝা যাইতেছে যে ছিদ্র যে আকারের হউক না কেন উক্ত চিহ্ন অবশ্যই গোলাকার হইবে।

এখন আমরা আলোক সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বলিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আলোক সম রেখায় গমন করে, এবং অস্বচ্ছ পদার্থ ব্যবহিত থাকিলে, প্রতিহত হয়।

মনে কর একটী রশ্মিপুঞ্জ কোন বস্তুর উপর পতিত হইল। তাহা হইলে প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ রশ্মিপুঞ্জের এক অংশ বস্তু মধ্যে প্রবেশ লাভ করে না। পরন্তু বস্তুর উপরি পতিত হইলে প্রতিহত হইয়া একটী বিশেষ নিয়ম অনুসারে ফিরিয়া আইসে। ইহাকেই প্রতিফলিত হওয়া কহে। রৌদ্রে একখণ্ড কাচ ধরিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দিকে কাচ ফিরাইতে থাকিবে, সেই দিকেই সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া ধাবিত হইতে থাকিবে। সকলেই জানেন যে চন্দ্র নিজে জ্যোতির্ম্ময় নহে। সূর্য্যের আলোক উহাতে পতিত হইয়া উহাকে আলোকময় করে। এবং সেই প্রতিফলিত আলোকই চন্দ্রালোক বলিয়া অভিহিত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে যে বস্তু যত মসৃণ আলোক সেই বস্তু হইতে তত প্রতিফলিত হয়। যদি বস্তু সম্পূর্ণ মসৃণ হয় তাহা হইলে সমস্ত আলোকই প্রতিফলিত হইবে। যদি একখানি সম্পূর্ণ মসৃণ দর্পণ পাওয়া যায় তাহা হইলে যত বার দর্পণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, ততবার দর্পণ মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব মাত্র দর্শন করিবে। দর্পণ কদাচ দেখিতে পাইবে না।

যেমন এক অংশ প্রতিফলিত হয় তেমন এক অংশ আবার বস্তু মধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং অপর দিগ দিয়া বহির্গত হয়। এক খণ্ড কাচ সূর্য্যালোকে ধারণ করিলে দেখিতে পাইবে যে কতকগুলি রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া একদিগে ধাবিত হইতেছে এবং কতকগুলি কাচের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া ভূমির উপরি পতিত হইয়াছে।

এখন মনে কর নিশা শেষ হইয়াছে। এক একটী করিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদি গণ সকলেই স্ব স্ব ধামে গমন করিয়াছে। গগন মণ্ডলে একটীও জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অথচ এখনও সূর্য্যদেব উদয় গিরিশিখরে আরোহণ করেন নাই। কোন দিগেই জ্যোতিষ্কের চিহ্ন ও নাই। তথাপি তুমি সকলই দেখিতে পাইতেছ। ইহার কারণ কি? বিনা আলোকে দৃষ্টি চলে না, ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

সুতরাং তুমি যখন দেখিতে পাইতেছ, অবশ্যই আলোক আছে। সেই আলোক কোথায় ?

ক্রমে ক্রমে দিনমণি মধ্য গগনে আরোহণ করিলেন। তুমি গৃহ মধ্যে উপবিষ্ট আছ। সূর্য্য ও তোমার মধ্যে অস্বচ্ছ ছাদ ব্যবহিত আছে। যদি ও কপাট খোলা আছে বটে কিন্তু সূর্য্যালোক গৃহ মধ্যে অনুমাত্রি ও প্রবেশ করে নাই। অথচ তুমি গৃহস্থিত সমস্ত বস্তু দেখিতে পাইতেছ। ইহার কারণ কি ?

ক্রমে ক্রমে দিনমণি অস্তাচল শিখরে গমন করিলেন। সূর্য্যালোক ভূমি ত্যাগ করিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিল। ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিম সাগরে অন্তর্হিত হইলেন। কোথায় ও সূর্য্যালোকের চিহ্ন রহিল না। এখনও চন্দ্রমা গগনমণ্ডলে উদিত হন নাই। কোন গ্রহ নক্ষত্রাদি ও লক্ষ্য হইতেছে না। অথচ প্রায় দিনেরন্যায় তুমি সকল বস্তুই দেখিতে পাইতেছে—কতক স্পষ্ট কতক বা অস্পষ্ট। এরূপ দেখিতে পাইবার কারণ কি ? এ আলোক কোথা হইতে আসিতেছে ?

ইহার কারণ বলিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা বলা আবশ্যক যে পৃথিবীর উপরিভাগ সমস্তই বায়ু রাশিতে আবৃত। বায়ু দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা এত স্বচ্ছ যে উহার মধ্য দিয়া সকল বস্তু অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যালোক বায়ুর উপরে পতিত হইলে ইহা প্রতিফলিত হইয়া বায়ুর মধ্য দিয়া ধাবিত হইতে থাকে।

যদি বায়ু এবং অপর বস্তু সকলের এই প্রকারে আলোক প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে গৃহমধ্যে দীপ নিবাইয়া দিলে যে রূপ হঠাৎ অন্ধকার হয় সূর্য্য অস্ত হইবা মাত্র ও ঠিক্ সেইরূপ ঘোর অন্ধকার হইত। গৃহমধ্যে দীপ জ্বালিলে হঠাৎ যেরূপ সকল আলোকময় হয়, সূর্য্য উদিত হইবা মাত্রও পৃথিবী ঠিক্ সেইরূপ হঠাৎ আলোক ময় হইত। যে সময় আকাশে মেঘ বা কুজ্ঝটিকা না নাকে তখন আকাশ নীলবর্ণ বোধ হয়। ইহাও আলোকের কার্য্য। আমাদের ঊর্দ্ধ-

দেশে যে তরল পদার্থ আছে, সূর্য্যালোক তাহার উপর পতিত ও প্রতিফলিত হইয়া আকাশকে নীলিমাপূর্ণ করে। যদি এতদুর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা যায় যে সে স্থলে বায়ু কিম্বা অপর কোন বস্তু নাই, তাহা হইলে আকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইবে। কারণ সে স্থলে কোন বস্তু নাই বলিয়া, আলোকও প্রতিফলিত হইবে না।

এই প্রকারে জলের উপর নিজের প্রতিবিম্ব যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, জলের মধ্যস্থিত বস্তু ও তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে আলোক কতক অংশ জলের উপরিভাগে প্রতিফলিত হইতেছে এবং কতক জলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করত জলমধ্যস্থিত বস্তুর উপর প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

এই প্রকারে আরও দেখা যায় যে সূর্য্য উদিত হইবার পুর্ব্বেও এবং অস্ত হইবার পরেও কিছুক্ষণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে আলোক কোন বস্তুর উপর পতিত হইলে উহার কিয়দংশ বস্তু মধ্যে শোষিত বা নষ্ট হইয়া যায়। কোন বস্তু শ্বেত, কোন বস্তু পীত, কোন বস্তু বা লোহিত দৃষ্ট হইয়া থাকে ইহার কারণ কি? আমরা পরে সপ্রমাণ করিব যে ইন্দ্রধনুতে যে সাতটী বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে উহারা আলোকের সাতটী অংশ মাত্র। এবং আলোক কোন বস্তুর উপর পতিত হইলে উহার ছয় অংশ বস্তু মধ্যে শোষিত হয় এবং এক অংশ মাত্র প্রতিফলিত হয়। শুভ্র বর্ণ বস্তু হইতে সমস্ত আলোকই প্রতিফলিত হয়। কৃষ্ণবর্ণ বস্তু হইতে কিছুমাত্র আলোক ও প্রতিফলিত হয় না। সমস্তই ঐ বস্তু মধ্যে শোষিত হয়। এই প্রতিফলিত অংশ দ্বারা আমরা বস্তু সকল দেখিতে পাই।

অবশেষে আমরা দেখিতেছি যে কোন বস্তু যত মসৃণ হইবে, তত উহার আলোক প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। যদি বস্তু সম্পূর্ণ মসৃণ হয়, তাহা হইলে সমস্ত আলোকই প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ বস্তু সকল অল্পমাত্র মসৃণ। সুতরাং উহাদের আলোক

প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতা অল্প মাত্র, অর্থাৎ উহাদের উপর আলোক পতিত হইলে সেই আলোকের অল্প অংশ মাত্র বিশেষ নিয়ম অনুসারে প্রতিফলিত হয়। অবশিষ্ট সমুদয় অংশ অনিয়মে প্রতিফলিত অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষিপ্ত আলোক দ্বারা আমরা চতুর্দ্দিগস্থ বস্তু সকল প্রায় দেখিতে পাইয়া থাকি।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে আলোক কোন বস্তুর উপর পতিত হইলে উহা চার অংশে বিভক্ত হয়।

১। প্রথম অংশ বস্তু মধ্যে প্রবেশ লাভ করে না, প্রত্যুত কোন বিশেষ নিয়ম অনুসারে প্রতিফলিত হয়।

২। দ্বিতীয় অংশ বস্তু মধ্যে প্রবেশ করে এবং এক বিশেষ নিয়ম অনুসারে অপর দিক্ দিয়া বহির্গত হয়।

৩। তৃতীয় অংশ বস্তু মধ্যে প্রবেশ লাভ করে কিন্তু আর বহির্গত হয় না, বস্তু মধ্যেই শোষিত বা নষ্ট হইয়া যায়।

৪। চতুর্থ অংশ বস্তু মধ্যে প্রবেশ লাভ করে না এবং ইতস্ততঃ অনিয়মে প্রতিফলিত বা বিক্ষিপ্ত হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের সহিত দৃষ্টি বিজ্ঞানের কোন সংস্রব নাই। প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশের কথাই আমরা বলিব। এই দুই অংশ যে দুইটী নিয়ম অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে সেই দুইটি নিয়ম দৃষ্টি বিজ্ঞানের মূল সূত্র। এ স্থলে ইহা বলা উচিত যে তর্কের জন্য আমরা কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ বা কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ মসৃণ মনে করিব। যদিও সকলে জানেন যে সম্পূর্ণ এই শব্দ কোন পার্থিব বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।

এস্থলে ইহা বলা ও আবশ্যক যে এ প্রস্তাবে আমরা মসৃণ সমতল এবং মসৃণ বর্ত্তুল বস্তুর কথাই উল্লেখ করিব, অপর কোন বস্তুর কথা উল্লেখ করিব না।

কোন বস্তুর উপর আলোকরশ্মি পতিত হইলে উহা যে নিয়মাবলী

অনুসারে প্রতিফলিত হইয়া থাকে আমরা এক্ষণে তাহার বর্ণনা করিব।

এখন মনে কর একটি রশ্মি কোন মসৃণ সমতল প্রশস্ত পদার্থের উপর পতিত হইয়াছে। রশ্মি যে স্থানে পতিত হইয়াছে ঠিক সেই স্থানে ঊর্দ্ধদিগে এক লম্ব সরল রেখা টান। নিম্নস্থ চিত্রে পতিত রশ্মি (কখ) রেখা এবং প্রতিফলিত রশ্মি (খগ) রেখা দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। (খ ঘ) উপরি উক্ত লম্ব সরল রেখা। এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রতিফলিত রশ্মি পতিত রশ্মির ঠিক্ বিপরীত দিগে ধাবিত হইয়াছে। (ক খ ঘ) কোণ (গ খ ঘ) কোণের সমান। এবং (কখ) (খগ) এই তিন রেখাই এক সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত।
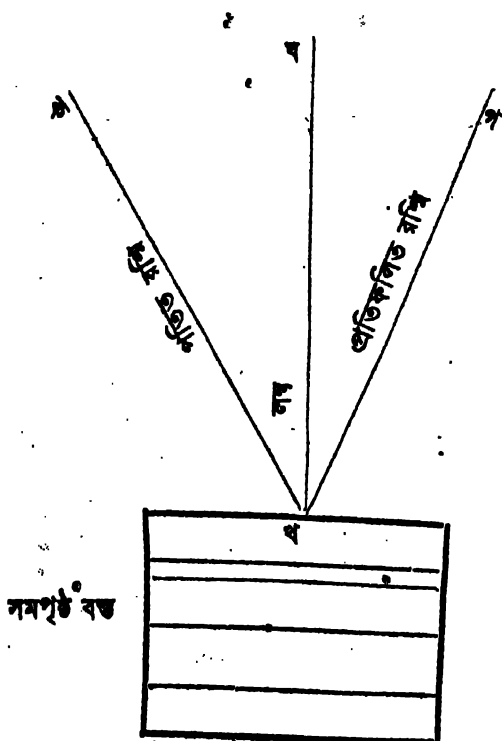
(ক খ ঘ) কোণ অর্থাৎ পতিত রশ্মি ও লম্ব রেখার মধ্যস্থিত কোণকে পতনের কোণ কহে। এবং (গ খ ঘ) কোণকে অর্থাৎ প্রতি-ফলিত রশ্মি ও লম্ব রেখার মধ্যস্থিত কোণকে প্রতিঘাতের কোণ কহে।

দৃষ্টিবিজ্ঞানের এই একটি মূল সূত্র যে পতনের কোণ প্রতিঘাতের কোণের সঙ্গে সমান।

এই নিয়ম নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সংপ্রমাণ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞবর টিণ্ড্যাল নিম্নলিখিত প্রকারের কথা তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া-ছেন। এবং উহা এত সহজ যে সকলেই উহা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

একখান থাল জলে পূর্ণ কর। কাংস পাত্র হইলে উত্তম হয়। একটি নিক্তি (Scale) লইয়া আইস। নিক্তির কাঁটার (Tongue) দুই পার্শ্বে এবং কাঁটা হইতে সমান অন্তরে দাঁড়ির উপর ১।২।৩ করিয়া কতকগুলি চিহ্ন দাও। নিক্তি থালার জলের ঠিক উপর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ধারণ কর। এখন ঠিক কাঁটার নীচে একটি সূক্ষ্ম সূতা বাঁধিয়া দাও এবং ঐ সূতার লম্বমান অগ্রে একটি লোষ্ট্র অর্থাৎ ঢিল বাঁধিয়া ঐ লোষ্ট্রকে জলের মধ্যে এমন ভাবে ডুবাইয়া দিবে যে উহা জলের ভিতর ভাসিতে থাকিবে। এখন থালের জল আমাদের সমতল ক্ষেত্র এবং সূতা ঐ ক্ষেত্রের উপর লম্ব উর্দ্ধরেখা হইল। নিক্তির দাঁড়ি সূতার উপর লম্ব ভাবে এবং উহার বাহুদ্বয় স্থিত ১।২।৩ চিহ্ন গুলি সূতা হইতে সমান্তরে অবস্থিত হইতেছে। নিক্তির একধারে জ্বলন্ত বাতি এবং অপর ধারে চক্ষু সন্নিবেশিত কর। বাতি হইতে রশ্মিপুঞ্জ চারিদিগে ধাবিত হইবে। তাহার কতকগুলি রশ্মি থালার জলের উপর পড়িবে। এবং একটি রশ্মি সূত্রের পদদেশে অর্থাৎ যে স্থানে সূত্র থালার জল স্পর্শ করিতেছে সেই স্থলে পড়িবে। জলে পড়িয়া রশ্মি প্রতিফলিত হইবে এবং ঐ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া কোন দিকে ধাবিত তাহাই দেখিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বাতি এবং চক্ষু সূতা

হইতে সমান অন্তরে অবস্থিত এবং দেখিতে পাইবে যে ঐ প্রতিফলিত রশ্মি চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিবে।
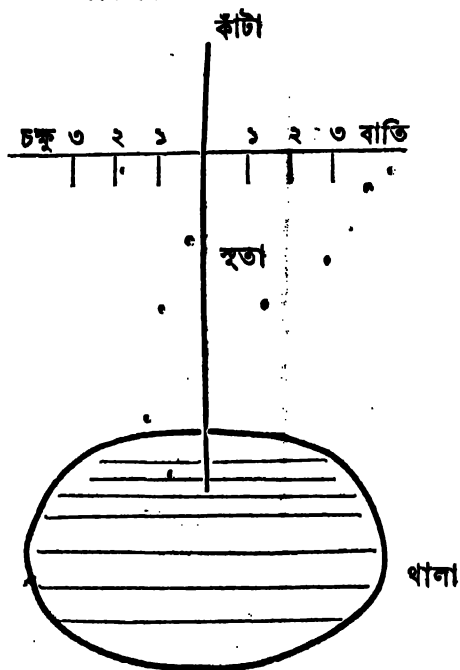
এখন বাতিকে সূতার এক পার্শ্বস্থিত (৩) চিহ্নিত স্থানে এবং চক্ষুকে অপর পার্শ্বস্থিত (৩) চিহ্নিত স্থানে লইয়া আইসে। রশ্মি পূর্ব্ববৎ সূত্রের পদদেশে পতিত এবং প্রতিফলিত হইয়া চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিবে।

এই প্রকারে বাতি ও চক্ষু (২) (১) চিহ্নিত স্থলে লইয়া যাইলেও ঠিক্ সেই রূপ হইবে।

অর্থাৎ পতনের কোণ প্রতিঘাতের কোণের সঙ্গে সমান। আমরা এস্থলে থালের জল অর্থাৎ একটি সমপৃষ্ঠ ক্ষেত্র লইয়াছিলাম। কিন্তু

যদি একটি পিণ্ডাকার দ্রব্যও লওয়া যায় তাহা হইলেও উপরি উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। ইহা আমরা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করিব।

এখন থালার জল অল্প অল্প করিয়া নড়াইতে থাক। যত জল নড়িতে থাকিবে তত বাতির প্রতিবিম্ব আর দেখিতে পাইবে না। অবশেষে এক জ্বলন্ত স্তম্ভ মাত্র তোমার নয়ন গোচর হইতে থাকিবে। যাহারা সান্ধ্য সমীরণ উপভোগ করিবার মানসে সন্ধ্যার সময় গঙ্গা তীরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন তাঁহারা দেখিবেন যে মৃদু মৃদু বায়ুর হিল্লোলে গঙ্গার বক্ষে যখন অল্প অল্প তরঙ্গ মালা উত্থিত হইতে থাকে, তখন তীরস্থিত দীপমালা গঙ্গার বক্ষে অসংখ্য জ্বলন্ত স্তম্ভ রাশির ন্যায় শোভমান হয়।

হৃৎতত্ত্ববিবেক।

মনোবৃত্তিনির্ণায়ক স্থানের সংখ্যা ও ব্যাখ্যা।

১	স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা।	সামান্যতঃ স্ত্রী ও পুরুষ জাতির অনুরাগ।
২	দাম্পত্য প্রণয়।	কেবল মাত্র স্বামী এবং বিবাহিতাস্ত্রীর পরস্পর প্রণয়।
৩	অপত্যস্নেহ।	সন্তানের প্রতি স্নেহ।
৪	আসঙ্গলিপ্সা।	বন্ধুতা।
৫	বিবৎসা।	স্বদেশ ভাল বাসিবার ইচ্ছা।
৬	জিজীবিষা।	বাঁচিবার ইচ্ছা।
৭	একাগ্রতা।	এক নিষ্ঠা।
৮	প্রতিবিধিৎসা।	প্রতিবিধানেচ্ছা।
৯	জিঘাংসা।	হননেচ্ছা।

১০ বুভুক্ষা।	ভোজনেচ্ছা।
১১ সংজিঘৃক্ষা।	উপার্জ্জনের ইচ্ছা।
১২ জুগোপিষা।	গোপন করিবার ইচ্ছা।
১৩ সাবধানতা।	সতর্কতা।
১৪ লোকানুরাগ প্রিয়তা।	জন সমাজে অনুরাগভাজন হইবার ইচ্ছা।
১৫ আত্মাদর।	আপনার প্রতি আদর।
১৬ অধ্যবসায়।	দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা।
১৭ ন্যায়পরতা।	ঔচিত্যপালনেচ্ছা।
১৮ আশা।	আশ্বাস।
১৯ তত্ত্বজ্ঞান।	পারমার্থিকতা।
২০ পুপূজিষা।	পূজা করিবার ইচ্ছা।
২১ উপচিকীর্ষা।	উপকার করিবার ইচ্ছা।
২২ নির্ম্মিৎসা।	নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা।
২৩ শোভানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা শোভা অনুভব করিতে পারা যায়।
২৪ অদ্ভুতরসোদ্ভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা অদ্ভুত রস উদ্ভাবিত হয়।
২৫ অনুচিকীর্ষা।	অনুকরণেচ্ছা।
২৬ জিহসিষা।	যে শক্তি দ্বারা আমাদিগকে প্রফুল্ল থাকিতে প্রবৃত্তি লওয়ায়।
২৭ ব্যক্তি গ্রাহিতা।	যে শক্তি দ্বারা বস্তুর পৃথক জ্ঞান হয়।
২৮ আকারানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা বস্তুর আকারজ্ঞানলাভ হয়।
২৯ পরিমিতি।	দৈর্ঘ্যাদি পরিমাণ শক্তি।
৩০ গুরুত্বানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা গুরুত্ব জ্ঞান হয়।
৩১ বর্ণানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা বর্ণজ্ঞানলাভ হয়।
৩২ ক্রমানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা পর্য্যায় জ্ঞান হয়।
৩৩ সংখ্যানুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা সংখ্যাজ্ঞান লাভ হয়।

হৃৎতত্ত্ববিজ্ঞাপক নর-কপাল।
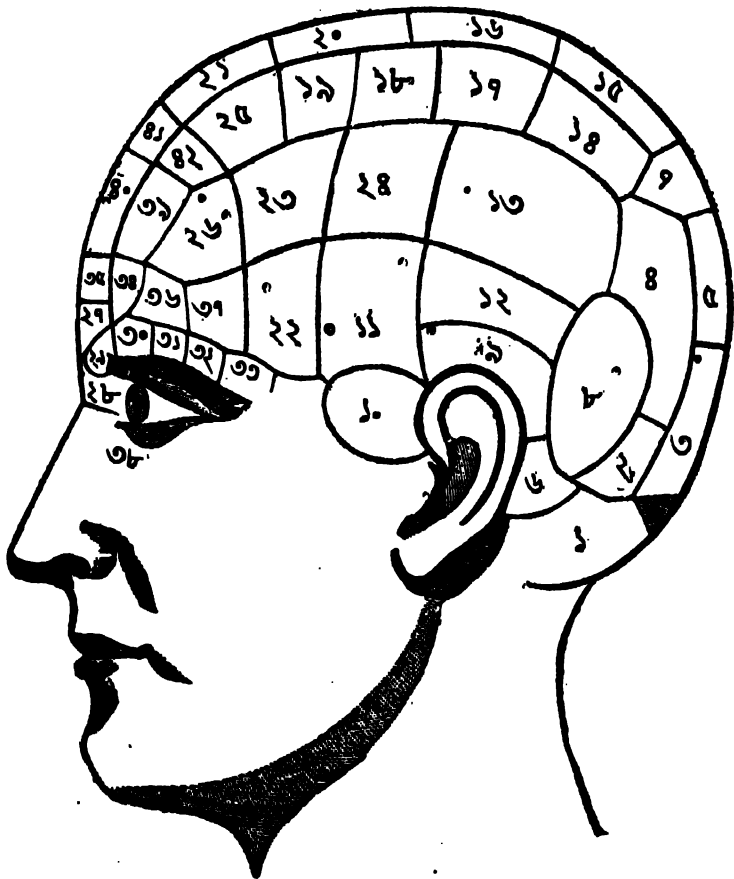
৩৪ সংস্থানানুভাবকতা। যে শক্তি দ্বারা স্থানসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হয়।

৩৫ ঘটনানুভাবকতা। ঘটনানুভাবনী শক্তি।

৩৬ কালানুভাবকতা। যে শক্তি দ্বারা সময় জ্ঞান লাভ হয়।

৩৭ স্বরানুভাবকতা। যে শক্তি দ্বারা স্বর শক্তির উপলব্ধি হয়।

৩৮	ভাষাশক্তি।	বাক্য কথন শক্তি।
৩৯	অনুমিতি।	অনুমান শক্তি।
৪০	উপমিতি।	উপমান শক্তি।
৪১	প্রকৃত্যনুভাবকতা।	যে শক্তি দ্বারা হৃদয়ের ভাব বুঝা যায়।
৪২	প্রহ্লাদনীশক্তি।	আহ্লাদোৎপাদিকা শক্তি।

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা।

(সামান্যতঃ স্ত্রী ও পুরুষ জাতির অনুরাগ।)

প্রকৃতির সকল বস্তুই দুই জাতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—স্ত্রী ও পুরুষ। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে উদ্ভিদের ও স্ত্রী—পুরুষ ভেদ আছে। বিশ্ব স্রষ্টা এই স্ত্রী—পুরুষ নিয়মে সকল প্রকার জীবের উৎপত্তি স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধি প্রভৃতির উপায় সকল নিহিত করিয়াছেন। এই নিয়ম যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রথম মনুষ্য-টীর সহিতই মনুষ্য জাতির সৃষ্টির শেষ হইত। তাহা হইলে পৃথিবীতে হয় একটী মাত্র মনুষ্য থাকিত নতুবা তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জাতির লোপ হইত। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে সেই মনুষ্য জাতি, এই নিয়মের প্রভাবেই আজি ও ধরাধামে কেবল বিদ্যমান আছে এমত নহে, কিন্তু সহস্র সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছে। এই নিয়মের প্রভাবেই যে রক্ত প্রথম সৃষ্ট মনুষ্যের ধমণী মণ্ডলীতে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই রক্ত আজি ও আমার শিরামণ্ডলীতে প্রবাহিত হইতেছে। এই নিয়মের প্রভাবেই যে শোণিত মধ্যম পাণ্ডবকে ভগবান্ শচীপতির বিরুদ্ধে গাণ্ডীবে শর যোজনা করিতে উত্তেজিত

করিয়াছিল, যে শোণিত ভগবান্ পশুপতির সহিত মল্ল যুদ্ধে তাঁহাকে হিমাচলের ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম করিয়াছিল, যে শোণিত আশা ভঙ্গ জনিত রোষ পরবশা উর্ব্বশীর সমক্ষে তাঁহার ধমনী-মণ্ডলী মধ্যে অগাধ তোয়নিধির জলের ন্যায় শান্ত ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই শোণিত আজি ও আমার শুষ্ক ক্ষীণ ধমণী মণ্ডলী মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আমার নিস্তেজ ভগ্নাশ উদ্যমহীন মনকে সময়ে সময়ে উৎসাহ ও আশায় পরিপূর্ণ করে।

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও ভক্তি উৎপাদন করে। ইহাই স্ত্রীলোককে কোমল ও স্নেহময় করে, এবং তাহাদের রূপলাবণ্যকে মোহিনী শক্তি প্রদান করে। ইহাই রমণীকে মাধুর্য্যাদি রমণীয় গুণে বিভূষিত করে। ইহা পুরুষের মনকে উন্নত ও দেহকে ওজস্বী করে। ইহা পুরুষের মনকে উন্নত আশায় এবং বিশুদ্ধ ভাব সমূহে পরিপূর্ণ করে। ইহা পুরুষকে রমণীর অসীম রূপ লাবণ্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। ইহা পুরুষের মনে স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহের উদয় করে। এবং পুরুষকে সহজে কোমলতা ও ঔদার্য্য গুণে বিভূষিত করে।

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতার ব্যভিচার হইতে অনেক অপকারের উৎপত্তি হয়। ভাব ভঙ্গীতে ইতরতা, সর্ব্ব প্রকারের লাম্পট্য, সতত মনের চাঞ্চল্য, অপর প্রবৃত্তি সকলের বিকার, স্ত্রী-জাতি পুরুষের ভোগ্য বস্তু মাত্র এই জ্ঞান, ইত্যাদি এই ব্যভিচারের কতকগুলি মাত্র বিষময় ফল।

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতার যন্ত্র উপমস্তিকে Cerebellum, শেরিবেলমে, অবস্থিত। শঙ্খাস্থির এক স্থূল প্রবর্দ্ধন (অর্থাৎ কর্ণের পশ্চাৎ ও নিম্ন ভাগে যে কঠিন অস্থি হাত দিলে জানা যায় তাহাকে ইংরাজিতে Mastoid process' ম্যাষ্টইড্ প্রশেষ্ এবং বাঙ্গালায় শঙ্খাস্থির স্থূল প্রবর্দ্ধন কহে) অস্থ স্থূল প্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য, পশ্চাৎ কপালাস্থির উর্দ্ধ আড়য়াড়ি আলির নীচের স্থান পর্য্যন্ত ইহার গভীরতা এবং গ্রীবার স্থূলতা দ্বারা ইহার প্রসর পরিমিত হইয়া থাকে।

ইহা অত্যন্ত বৃহৎ হইলে প্রণয় প্রবৃত্তির একান্ত আতিশয্য হয় এবং প্রণয়ীরা পরিণয়কে পার্থিব সুখের নিদান স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সেই সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হয়। প্রণয়ীরা পরস্পরের চক্ষে অনুপম রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যে শোভিত হয়, এবং বলিবার পূর্ব্বে পরস্পরের অভাব বুঝিতে পারেই ও সেই অভাব মোচন করিয়া আনন্দাতিশয় অনুভব করিতে সক্ষম হয়। কঠিন্ এবং তেজীয়ান্ স্বভাবও প্রিয়াসন্নিধানে এত শান্ত এবং কোমল হয় যে তাহার আকার ইঙ্গিতে মধুরিমা এবং স্বরে কোমলতা লক্ষিত হইতে থাকে। যে দুরন্ত পশুরাজের ভীষণ বিরাবে পর্ব্বতাকার দিগ্‌গজও মূর্চ্ছান্বিত হয়, যাহার সমক্ষে দিল্লীশ্বরও কম্পান্বিতকলেবর হন, সেই পশুরাজ ইঁহারই গুণে সিংহীর নিকট মেষ শাবকের ন্যায় শান্ত ভাব ধারণ করেন। ইহারই গুণে বীরবর অ্যাণ্টনি (Antony) সমস্ত জীবন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াও যে সুখ অনুভব করেন নাই, সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়াও যে সুখ অনুভব করেন নাই, এক নিমিষের জন্য ক্লিওপেট্রাকে (Cleopetra) নিরীক্ষণ করিয়া সেই সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহারই গুণে ভগবান্ রামচন্দ্র এবং জনক নন্দিনী পরস্পরের মুখচন্দ্র অবলোকন করত মহান্ দণ্ডকারণ্যে সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন। প্রণয়ী ইহার জন্য প্রিয়জনের প্রতি অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং প্রিয় জনকে দেব ভাবে পূজা করিয়া থাকে। ইহা প্রণয়ী ও প্রিয়জনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের উদ্রেক করে। এবং পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও ভাব ভঙ্গীকে একান্ত মনোহারী করে।

ইহা বৃহৎ হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণ গুলি কিঞ্চিৎ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। প্রণয়ী প্রিয়জনের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে থাকে। সহজে প্রিয় জনের স্নেহাস্পদ হয় ও তাহার মনে প্রণয়ের উদ্রেক করে। প্রিয়জনের যৌবন থাকিলে, তাহাকে একান্ত ভাল বাসে। অপর সৌন্দর্য্যের

সহিত মানসিক ও বাহ্যিক মধুরতা থাকিলে, বিবাহ ও করিতে পারে। কেহ প্রিয়জনের নিন্দাবাদ বা অপর কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা কোন মতে সহ্য করিতে পারে না। প্রত্যুত সেরূপ ব্যক্তিকে আপনার শত্রু বলিয়া মনে করে এবং সর্ব্বতঃ প্রিয়জনের রক্ষা সাধনে ও বৈরনির্য্যাতনে তৎপর হয়। কদাচ একা থাকিতে ভাল বাসে না; সঙ্গীর জন্য নিতান্ত আগ্রহযুক্ত হয়; এবং বিবাহ করিয়া প্রিয়জনে একেবারে বিলীন হইয়া যায় ও তাহাকে অমানুষিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া রাখে।

ইহা পূর্ণ হইলে মনোমত লোককে খুব ভাল বাসে। প্রণয় বিশুদ্ধ এবং গাঢ় হয়। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের আবির্ভাব হয়। এবং সময় ও স্থল বিশেষে প্রণয় গোপন করিবার ক্ষমতা হয়।

সাধারণতঃ যে পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে ইহা পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও প্রণয় উৎপাদন করে। এবং ইহার দক্ষতা অনুসারে প্রণয়ের ও হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। পুরুষ ভগিনী মাতা প্রভৃতির প্রতি অনুরক্ত হয় এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গ ভাল বাসে। স্ত্রী খুব মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়। কন্যা পিতা ভ্রাতাদিগকে ভাল বাসে এবং পুরুষের সহবাসে থাকিতে ইচ্ছুক হয়।

ইহা পরিমিত অর্থাৎ মাঝামাঝি হইলে, প্রণয় প্রবৃত্তির কতক অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আসঙ্গলিপ্সা থাকে না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সম্প্রীতি না থাকিলে, পরস্পরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইতে পারে না। বিবাহের জন্য উৎসুক হয় না। এমন কি বিবাহ না করিলে ও চলে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য প্রণয় অধিক হইলে, একজনকে মাত্র ভাল বাসে, এবং তাহাকেই বিবাহ করে। আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না।

ইহা স্বল্প হইলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সদ্ভাবের কথা দূরে থাকুক প্রত্যুত ঘৃণার উদয় হয়। আসঙ্গলিপ্সা আদৌ থাকে না। প্রণয়

অনুভব করে না। সুতরাং প্রণয় মনে যে সকল বিশুদ্ধ উন্নত ভাবের উদয় করে, তাহা অনুভব করিতে পারে না। পরস্পরের প্রতি স্নেহ বা আগ্রহ দেখাইতে এবং পরস্পরের সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারে না। লাজুক হয়। বিবাহ করিতে ইচ্ছা থাকে না এবং বিবাহ করে না, কারণ তাহার দাম্পত্য সুখ অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। অত্যন্ত স্বল্প হইলে, যোগীঋষি হইয়া পড়ে। প্রায় একেবারে প্রণয় প্রবৃত্তি শূন্য হয়। প্রণয়ের পবিত্র সুখ অনুভব করা দূরে থাকুক, প্রণয়কে পাপ বলিয়াই জ্ঞান করে। এ প্রকার লোক সমাজের কণ্টক ও প্রণয় পয়োধির প্রলয় বাত্যাস্বরূপ।

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা একটী অন্ধ প্রবৃত্তি। ইহা লোককে কেবল স্বার্থানুসন্ধানে তৎপর করে। এমত স্থলে ধর্ম্মভয় না থাকিলে, লোকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া যে কোন প্রকারেই হউক ইন্দ্রিয় সুখ সাধনে যত্নবান্ হয়। এ প্রকার লোকের প্রিয় অপ্রিয় কিছু থাকে না। স্বার্থ—ভিন্ন তাহার আর কোন কথা নাই। এই মনোবৃত্তির আতিশয্যকে আমরা রিপুমধ্যে প্রধান বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। এই রিপু পরবশ হইয়া লোকে কত গর্হিত ও কুৎসিত কার্য্য করে তাহার সংখ্যা নাই। আমাদের পুরাণাদিতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই রিপু পরবশ হইয়া লঙ্কাধিপতি আপনাকে সবংশে ভগবান্ দাশরথির ক্রোধানলে আহূতি প্রদান করিয়াছিল। এই রিপু পরবশ হইয়া পিশাচ কীচক মধ্যম পাণ্ডবের হস্তে এরূপ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল যে কীচকবধ স্মরণ করিলে আজিও শরীর রোমাঞ্চ হয়। এই রিপু পরবশ হইয়া কি দেবরাজ কি দ্বিজরাজ কেহই শিরে ব্রহ্মশাপ ধারণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

গ্রীসের দিগে দৃষ্টিপাত কর। গ্রীসেও তাহাই দেখিবে। পাপাচার প্যারিস (Paris) মহাত্মা গ্রীকদিগের সৌজন্য ও মহানুভাবতা ভুলিয়া গেল। তাহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্য তাহার মনে রহিল না। অতিথির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। গ্রীসে সমরানল

প্রজ্বলিত হইল। ক্রমে ক্রমে সমরানল আসিয়া ট্রয় বেষ্টন করিল। সবংশে প্যারিস এবং ট্রয় সেই দারুণ সমরানলে ভস্মীভূত হইল।

একবার রোমের দিগে দৃষ্টিপাত কর, সেখানেও সেই দৃশ্য। দুর্ব্বৃত্ত টার্কুইন্ (Tarquin) সাধ্বী নিদ্রিতা লুক্রিশিয়ার (Lucretia) শয্যার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়াছে এবং অপর হস্ত সতীর পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে প্রসারিত করিতেছে। ওদিগে নিরুপায় ভার্জিনিয়াস্ (Virginius) নিজ বালিকার রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া "দুরাত্মা আপিয়স্ (Appius) এই রক্ত তোমার শিরে রহিল" বলিয়া দর্প এবং শোকভরে মেদিনী কম্পিত করতঃ সৈনিক দলাভিমুখে যাত্রা করিতেছে। ওই বীরবংশাবতংস মার্ক অ্যাণ্টনি (Mark Antony) সমর পরাঙমুখা মিসোর রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরিচারকের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। সাগরাম্বা পৃথিবীর আধিপত্য তাহার মনে ধরিতেছে না।

এই রিপুর পরবশ হইয়া কত শত কুল কামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়া কুলকলঙ্কিনী হইতেছে। কত শত বালিকা, ব্যাধ হস্তে হরিনীর ন্যায়, নির্দ্দয় নির্ম্মম পুরুষের অঙ্কে দেহ বিসর্জন করিতেছে।

ঈদৃশ রিপুর দমন যে সর্ব্বথা অতীব প্রয়োজনীয় একথা বলা অনাবশ্যক। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমাদের শাস্ত্রকারেরা সংযম সংযম করিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বলিতে কি এক সময় হিন্দুদিগের মধ্যে কাহাকেও স্ত্রৈণ কি কাপুরুষ বলিলে গালি দেওয়া হইত। তাঁহাদের মতে "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনঃ" অর্থাৎ পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিবে কারণ পুত্র পিণ্ডের জন্য আবশ্যক। যেন পুত্রোৎপাদন ব্যতীত দারপরিগ্রহের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। কথিত আছে দেবর্ষিগণ দেবদেবের পরিণয়েচ্ছা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন কারণ তখন তাঁহাদিগের দারপরিগ্রহ জন্য লজ্জা দূর হইয়াছিল। স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগের

কথা দূরে থাকুক, অনেকে স্ত্রীলোককে দ্বিপদব্যাঘ্রী, সংসারাশীবিষ, ভবকাননের দারুণ দাবানল ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে এ মনোবৃত্তিকে সংসার হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করা বিধেয়। কিন্তু আমরা এ মতের অনুমোদন করিতে পারি না। মনোবৃত্তিগণের সংযম যেমনই আবশুক তাহাদের পরিচালনাও তেমনই আবশ্যক। মনোবৃত্তিগণ ঈশ্বরদত্ত এবং যাহা ঈশ্বরদত্ত তাহাই পবিত্র। যদি বিষ হইতে মনুষ্যের উপকার হয়, তাহা হইলে একটা মনোবৃত্তি হইতে যে মনুষ্যের উপকার হইবে না একথা মনে করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। একটা মনোবৃত্তির কার্য্য স্থগিত কর, তুমিও অমনই সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ববিহীন হইবে। এক একটা মনোবৃত্তি মনুষ্যের এক একটী অঙ্গ। যাহাতে পরের ক্ষতি না হয় এবং নিজের ও ক্ষতি না হয়, এরূপে ইহাদের পরিচালনা করিতে পার। এরূপ চালনা শুদ্ধ ন্যায্য নহে কিন্তু মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি এরূপ চালনা না করেন, তিনি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করেন এবং তিনি পাপাচার। তিনি অসম্পূর্ণ। তিনি বিকলাঙ্গ। তিনি অঙ্গহীন। মহামতি বকল (Buckle) কহেন যে এরূপ লোককে যোগী বলা যাইতে পারে; ঋষি বলা যাইতে পারে; কিন্তু এরূপ লোক কখনই মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। (He may be a monk; he may be a saint; but man he is not.) তিনি বলেন যে সকল সময় অপেক্ষা এখনই যথার্থ মনুষ্যের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। পূর্ব্বে কখন ও মনুষ্যকে এত কার্য্য করিতে হয় নাই, এবং সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য এরূপ দৃঢ় এবং তেজস্বী লোকের আবশ্যক, যাহাদের প্রত্যেক বৃত্তি অবাধে পরিচালিত হইয়া থাকে।

অনেকে জন সমাজে এ মনোবৃত্তির কথাই উত্থাপন করিতে লজ্জিত হয়েন। বিশেষ যুবক দিগের নিকট এ বিষয় উত্থাপন করিতে তাঁহারা কেবল লজ্জা বোধ করেন এমত নহে, পরন্তু এরূপ উত্থাপন করাকে

তাঁহারা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বিবেচনা করেন। আমরা ইহাকে একটী প্রকাণ্ড ভ্রম মনে করি, এবং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এই ভ্রম হইতে সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়াছে। অপর সময় অপেক্ষা যৌবনের প্রারম্ভেই এই প্রবল প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। একে তরুণ বয়স। বুদ্ধি বিবেচনার পক্কতা হয় নাই। মেজাজ্ সহজেই উদ্ধত। মন সাহস ও অধ্যবসায়ে পূর্ণ থাকে। ভয় কাহাকে বলে তাহা এখনও ভাল করিয়া শিক্ষা করে নাই। অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করিবার অবসর পাইলেই মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। যে সকল কার্য্যে চিত্ত বিনোদন হয়, তাহাতে একান্ত আগ্রহাতিশয় দর্শাইয়া থাকে। তাহাতে আবার নূতন ব্রতী। নূতন অনুরাগ।—এমত স্থলে যুবকদিগের উপর পিতা মাতার যে বিশেষ দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। এসময় পিতামাতার তত্ত্বাবধান না থাকায় হতভাগ্য বালক হয়ত এমত কুরীতি সকল শিক্ষা করিবে যাহা সমস্ত জীবন তাহার দেহ ও মনকে জর্জ্জরীভূত করিবে এবং জীবন থাকিতে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। এসময় পিতামাতার অনবধানদোষে হয়ত হতভাগ্য যুবক এমনই একটী কার্য্য করিয়া ফেলিবে যাহার জন্য তাহাকে সমস্ত জীবন মনস্তাপ পাইতে হইবে। সমস্ত জীবনের অশ্রু-জল ও যে কার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি তাহার স্মৃতিপট হইতে অপনীত করিতে সমর্থ হইবে না। মরণ কালে ও যে কার্য্য মনে করিয়া তৃণশয্যা তাহার পক্ষে শরশয্যা বলিয়া প্রতীত হইবে। যে কার্য্যের জন্য হয়ত সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া ম্যান্‌ফ্রেডের (Manfred) ন্যায় তাহাকে বিজন কাননে, গিরিশৃঙ্গে, সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করিতে হইবে, এবং দেব দানবের নিকট আত্মবিস্মৃতি প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু সে আত্মবিস্মৃতি কোথায়? বলিতে পারি না যদি চিতানলে সে আত্মবিস্মৃতি পাওয়া যায়।

কি প্রকারে এমনোবৃত্তির সংযম ও পরিচালনা করিতে হইবে, তাহা আমরা পরে সবিশেষ বলিব। ক্রমশঃ

ইন্সেন হস্পিটাল।

উন্মাদ চিকিৎসালয়।

পঞ্চম সংখ্যক পত্রিকার ১৭২ পৃষ্ঠায় যে বন্ধুর পরিচয় দিব উল্লেখ করিয়াছিলাম, ইনি এক জন সদ্বিদ্যাশালী মহাত্মা। ইনি তিন, চারিটি, ভাষায় বিশেষ পারদর্শী। আর তিন চারিটি ভাষায় কেবল মাত্র কথোপকথন করিতে পারেন,ভারতবর্ষের অনেকাংশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিশেষ-রূপে অবগত আছেন। আমি ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হইলেই ইনি হঠাৎ আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ ও সাদরে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি মনে করিয়া এস্থানে উপস্থিত হইলে? আমি তাঁহাকে "ইন্সেন হস্পীটালের" বৃত্তান্তগুলি বলিলাম। তিনি অব-হিত হইয়া সমস্ত কথা শুনিয়া,বলিলেন যদি তুমি ইন্সেন হস্পীটালের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিতে চাহ,তাহা হইলে আমি স্বয়ং তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব এবং যত উন্মাদ আছে সকলের মনের ভাব তোমাকে অবগত করাইব। তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে কত সামান্য কারণে মনুষ্যের মন বিকৃতাবস্থা গ্রস্ত হয়। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত পাগল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। "আড়ক্ষেপা" "রসক্ষেপা" ও "চোঙ্‌ক্ষেপা"।

১। প্রথমতঃ আড়ক্ষেপার সংখ্যা পৃথিবীতে অধিক। ইহারা কোন বিষয়ে স্পষ্ট ক্ষেপা নয়। শিক্ষাও সঙ্গ এবং স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে কোন বিশেষ বিষয় ইহাদিগের মনকে বিশেষ রূপে অধিকার করে এবং তাহার বশবর্ত্তী হইয়া, ইহারা পৃথিবীতে বিচরণ করে। যদি আপন হিতসাধক বিষয়ে ইহাদিগের মন অধিকার করে তাহা হইলে ইহারা নিরন্তর আত্ম হিতসাধনে মশ্‌গুল থাকেন। সেই বিষয়েই ইহাদিগের মর্ম্মান্তিক ঝোঁক হয়। পৃথিবীস্থ সকল লোক ইহাদিগকে

আত্মম্ভরী ও স্বার্থপর বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এদেশীয় তেলি, তাম্বলি, সোণার বানিয়া, স্বঁড়ি, ব্যবসায়ী খোট্টা, পার্শি, ইহুদি ও অধিকাংশ ইংরেজ, অর্থ বিষয়ে আড়খেপা। ইহারা সর্ব্বদা কেবল অর্থ উপার্জ্জনেই ব্যস্ত। যে কোন উপায় অর্থাগমের উপযোগী তাহাই ইহাদিগের অবলম্বনীয়। এবং যে কোন স্থান অর্থ প্রদায়ক, তাহাই ইহাদিগের গম্য ও তজ্জন্যই ইহাদিগকে অর্থশালী হইতে দেখা যায়।

অনেক ব্যক্তি অর্থ ব্যয় বিষয়ে আড়খেপা। নিয়মিত উপায়ে যে অর্থ আইসে তাহাতেই ইহারা সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু নিয়মিত ব্যয় করিয়া ইহারা নিরস্ত থাকিতে পারেন না। নিয়মাতিরিক্ত ব্যয় করিতে না পারিলেই ইহারা নিতান্ত মনঃক্ষুন্ন হয়। অন্যের অর্থই হউক বা আপনার অর্থই হউক ইচ্ছা মতে ব্যয় করিতে পারিলেই ইহাদিগের তুষ্টি। অর্থ কর্জ্জ করিতে ইহাদিগের কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে ইহারা অপমান মনে করেননা। এদেশীয় আমলা, মোক্তার, জমীদার ও কতক কতক ইংরাজী বাবু, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ফরাসী জাতি অর্থ ব্যয় বিষয়ে আড়খেপা। দুর্ভাগ্য বশতঃ শিক্ষা, সঙ্গ ও প্রকৃতি অনুসারে যাহারা আপনার হিতবিষয়ে উদাসীন হইয়া পরহিতে রত হয় ও স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ইত্যাদির সুখ দুঃখের প্রতি বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য না করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিকর ব্যাপারে একান্ত মশগুল থাকে, তাহাদিগের মনোগত বিষয় লইয়া কথোপকথন করিলে তাহা-দিগের আড়খেপাত্ব টের পাওয়া যায়। অন্য বিষয় আলাপ করিলে ইহাদিগকে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক তাহারা মন্দ লোক নহে। কেবল বিষয় বিশেষে তাহারা আড়খেপা (সম্পূর্ণ খেপা নহে)। কোন কোন ব্যক্তি যেপ্রকার কোন কোন বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি না করিয়া আড়ে ২ দৃষ্টি করে; তাহারাও বিষয় বিশেষের প্রতি সম্পূর্ণ খেপার ন্যায় দৃষ্টি না করিয়া আড়ে আড়ে খেপার ন্যায় দৃষ্টি করে। বোধ হয় এই জন্যই তাহাদিগকে আড় খেপা বলে। যদি দশ

জন আড়খেপা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া হৃদয় খুলিয়া কথোপকথন করে তাহাহইলে প্রায় সকল লোকই যৎপরোনাস্তি আমোদ পায়।

অত্রত্য ইন্‌সেন হস্পীটালে আমি এক দিন দশ জন আড়খেপা একত্র দেখিয়াছিলাম প্রথমটী আমাকে দেখিয়াই কহিল "মাষ্টার বাবু! একদিন গঙ্গায় নৌকা বাচ দাও। নৌকা বাচে দুঃখিনী জন্মভূমির সমস্ত দুঃখ দূর হইবে—নব উদ্যমে বালকদিগের বাহু দৃঢ় হইবে—সমস্ত দিন তলয়ার বা লাঠি চালাইলেও বাহু ক্লিষ্ট হইবে না—পঞ্জা মজবুত ও হস্তের তালু কঠিন হইবে—এক চপেটাঘাতে একজন গোরাকে ভূমিশাত করিতে পারিবে এবং মুষ্টাঘাতে কাফ্রির মস্তক চূর্ণ করিতে পারিবে। নৌকা বাচ বিষয়ে আপনি টাউনহলে একটী বক্তৃতা করুন। পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপীনীদিগকে লইয়া নৌকা বাচ দিয়া সুকবি হইয়াছিলেন। নৌকা বড় হইলেই জাহাজ হয়। সাহেবেরা জাহাজে চড়িয়াই ভারত-বর্ষে আসিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছে। ত্রেতাযুগে নৌকা বা জাহাজের অভাব হইয়াছিল বলিয়া প্রভু রঘুনাথ বহু কষ্টে সাগরে সেতু বন্ধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমেরিকায় বহু সংখ্যক জাহাজ আছে বলিয়া ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে ভয় করেন। রুশিয়েরা কৃষ্ণসাগরে জাহাজ আনিয়া ইংলণ্ডের বল পরীক্ষা করিল। নৌকা বাচ অপেক্ষা কিছুই উত্তম নহে। নৌকা বাচ, আমাদিগের আমোদপ্রদ, বলকারী, স্বদেশোন্নতি সাধক, অগ্নিকারক, দুঃখিনী জন্মভূমির দুর্গতি নাশক, বিরেচক ও ঘর্ম্মকারক। ইহাতে প্রাচীন জ্বর, প্লীহা, যকৃত, বহুমূত্র সমস্তই আরাম হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা দেশের মঙ্গলজনক আর কিছুই নাই। এবিষয়ে আপনি একটা বক্তৃতা করুন, এবং দেশস্থ বড় বড় লোকের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া নৌকা বাচকারী মহাত্মাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক দান করুন"।

এই কথা শেষ হইতে হইতেই দ্বিতীয় আড়খেপা পরশুরাম বাবু কহিলেন "এদেশীয় সন্তানদিগকে ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা দাও। এদেশীয়

অধিকাংশ লোক কুসংস্কারাবিষ্ট। সন্তানদিগের নীতি শিক্ষা কি প্রকারে দিতে হয়, ইহারা একেবারে জানেনা। বিদ্যালয়ে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটী হিতোপদেশ যাহা পায় তাহার বলে ইহাদিগের মন কুসংস্কার শূন্য হয় না। স্কুল কালেজ যে প্রকার কঠোর মানসিক পরিশ্রমের ব্যবস্থা করে, বাড়ীতে যদি তদুপযোগী পুষ্টিকর ও বল বুদ্ধি বৃদ্ধিকর আহার্য্য, মদ্য মাংসের ব্যবস্থা না হয় তাহাহইলে শরীর কখনই স্বাস্থ্যবান্ হইতে পারেনা। ইংরেজ জাতিরা মদ্য মাংস বলে ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। ইংরাজেরা অস্ত্র নৈপুণ্য বলে,অসামান্য বুদ্ধি কৌশলে ও অলৌকিক ছলে ভারতরাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। আর্য্য জাতি মদ্য মাংস প্রচুর পরিমাণে আহার করিত বলিয়াই ভারতরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল। ক্রমে কুসংস্কার তাহাদিগের মন অধিকার করিল ক্রমে শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইল এবং ক্রমে স্বাধীনতা হারাইয়া বর্ত্তমান নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যদি এখনও ইহারা কুসংস্কার পরিত্যাগ করে যদি এখনও ইংরেজদিগের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে মদ্য মাংস উদরস্থ করে তাহা হইলে বহুদিন অপহৃত স্বাধীনতা নিশ্চয়ই পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। মাষ্টার বাবু! একবার ভেবে দেখ—এক ছটাক সুরাপান করিয়া দেখ—মন খুলিয়া যায় কি না—ঘৃণা, লজ্জা ত্যাগ হয় কি না—অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা অবরোধ হয় কি না এবং সকল কর্ম্মে সাহস বৃদ্ধি হয় কিনা। যদি ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ না হইত, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা অবরোধ না হইত, সাহসাগ্নি প্রজ্বলিত না হইত তাহা হইলে ক্ষুদ্র প্রাণী ক্লাইব অল্প সংখ্যক গোরা লইয়া রাজাধিরাজ সেরাজোদ্দৌলার সহিত কখনই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না। যদি আজ সমস্ত ভারত সন্তান সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হয় তাহা হইলে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা হীন ও সাহসী হইয়া বিজাতিয় ভীষণ পুরুষদিগের মনুষ্যকুলধ্বংশকারী কলির ব্রহ্মাস্ত্র তোপ গোলাকে পতঙ্গের ন্যায় অনায়াসে আলিঙ্গন

করিতে সমর্থ হইবে। কেবল অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা, ঘৃণা, লজ্জা ও ত্রাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা কোন শুভ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে পারেনা। সঙ্কোচভাবে কখন দেশানুরাগ উদ্দীপক গান গাইয়া, অমিত্রাক্ষরে মাথা মুণ্ড কবিতা রচনা করিয়া, সংবাদ পত্রে "সিন্নিদেখে এগণ, কোঁতকা দেখে পেছন" গতিক প্রবন্ধ লিখিয়া পুরুষত্বের পরিচয় প্রদান করে। প্রকৃত পরিমাণে ও পূর্ণ মাত্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারেনা। অর্দ্ধেক অন্তঃকরণের সহিত কার্য্য করিলে ইষ্ট লাভ হয় না। মাষ্টার বাবু! কুসংস্কার ছাড়, সুরাপান কর, দেখ দেল পুরো হয় কিনা? সকল কাজে প্রাণ খোলে কি না। পুরো দেলের সহিত কার্য্য করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্যতা লাভ হইবে। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা থাকিতে কি কখন কেহ জাহাজ লইয়া সমুদ্রে যাত্রা করিতে পারে? কলিতে সুরাপানও নিষেধ হইয়াছে, সমুদ্র যাত্রাও নিষেধ হইয়াছে। সুরাপান না করিলে কখনই জাহাজ লইয়া সমুদ্র যাত্রায় কেহই সাহস পায় না। দেশানুরাগ মনে এত প্রবল থাকে যে পাছে দেশ ছাড়া হইতে হয় বলিয়া কখনই কোন সাহসের কার্য্য করিতে পারেনা। মাষ্টার বাবু! সুরাপান সমর্থন করিয়া একটা বক্তৃতা কর। সুরাপানের বিদ্বেষী এক বেটা বাস্তুরে কায়স্থ ছিল, বেটা মরিয়াছে না বাঁচা গিয়াছে। বেটার যেমন শরীর ছিল, তেমনি বুদ্ধি ছিল। কি গুণে বেটা সাতশত টাকা মাহিআনায় চাকুরি করিত বলিতে পারি না। মাষ্টার বাবু এই উপযুক্ত সময়। একবার উঠে পড়ে লাগো। দেখ সুরাপান বিস্তারিত রূপে প্রচারিত করিতে পার কিনা। আমাদিগের বুদ্ধিমতী জননী মহারাণীর রাজ্যে মহা পণ্ডিত ডারুইনের বানর বংশোদ্ভব শ্বেতকান্তি শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনস্থ রম্ভাপ্রিয়মর্কটবৎ অর্থপ্রিয় ডেপুটী কালেক্টর বাহাদুর মহোদয়দিগের মর্ম্মান্তিক যত্নে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় সুরাপান দিন দিন প্রচারিত হইতেছে। যদি এসময় দেশস্থ সুশিক্ষক ভদ্র মণ্ডলীতে সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সুরপান প্রচার করিবার চেষ্টা করা যায় তাহা

হইলে অচিরাৎ আমাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুরাপান হেতু যকৃত বা অন্য প্রকার সাংঘাতিক রোগ জন্য যদি ২। ৪ জন অকাল মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। (Partial evil, universal good) জগতের বহুল ইষ্টসাধনার্থ অল্পানিষ্টও শ্রেয়ঃ"।

তৃতীয় আড়পেপা হিতরাম ভদ্র এতক্ষণ মিট মিট করিয়া চাহিয়া ছিল কথা-শেষ হইবা মাত্রেই গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিল। "প্রকৃত ধর্ম্মচর্চ্চা অর্থাৎ এদেশীয় প্রচলিত কুসংস্কারাবিষ্ট ধর্ম্মকে সমূলে উন্মূলন করিয়া অপৌত্তলিক ধর্ম্ম এদেশের সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত না হইলে কথনই মঙ্গল হইবে না। সর্ব্ব সাধারণ লোকে এক ধর্ম্মের আশ্রয়ে একবাক্য হইতে পারে। পৃথক পৃথক ধর্ম্ম সর্ব্বনাশের মূল। অপৌত্তলিক ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মই সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে হিতকারী হইতে পারে না। এদেশে নানা প্রকার পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতেই এদেশের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। পরস্পরে সৌহৃদ্য নাই, ঐক্যতা নাই, বিশ্বাস নাই। শরীর নষ্ট হইয়াছে, বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে বিদ্যা নষ্ট হইয়াছে ও ধর্ম্মনষ্ট হইয়াছে। যদি ইউরোপীয় কেতা অনুসারে কুসংস্কার বিহীন অপৌত্তলিক ধর্ম্ম এদেশের সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়, যদি জাতিভেদ সম্যক্‌রূপে উন্মূলিত হয় তাহা হইলে সকলে একবাক্য হইয়া অচিরাৎ পরাধিনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারে। জাতিভেদ সমস্ত অনর্থের মূল—; অতি কুপ্রথা। কিপ্রকারে ইহা জনসমাজে এত প্রতিপত্তি লাভ করিল বুঝিতে পারিনা। ঈশ্বর পরমপিতা মনুষ্য মাত্রেই তাঁহার সন্তান—; তবে কেন পরস্পরে ভেদাভেদ। এ ভয়ানক কুপ্রথা। জাতিভেদই ভারতবর্ষকে একেবারে অবনত করিয়াছে। প্রাচীন ঋষিরা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন স্বার্থপর ধূর্ত্তছিল। কেবল আপনারা জনসমাজে আধিপত্য করিবে এই লালসায় জাতিভেদরূপ পিশাচকে জনসমাজে আধিপত্য করিতে দিয়াছে। যাহাতে জাতিভেদ উঠিয়া যায়, মাষ্টার বাবু! তাহার চেষ্টা কর। আর নিরস্ত থাকিওনা।

মোহনিদ্রায় আর কেন অভিভূত থাক। দেখ, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই তাহারা সকলেই সমান। সকলেরই এক প্রকার পরিচ্ছদ, সকলেরই এক প্রকার আহার, সকলেরই এক প্রকার ব্যবহার, সকলেই বাণিজ্য করিতেছে, সকলেই জাহাজে চড়িয়া দেশান্তরে গমন করিতেছে, কাহারই কোন বিষয়ে আপত্তি নাই। তাহারা কি সুখী! স্বাধীনতা তাহাদিগের করতলে, স্বাস্থ্য ও বল তাহাদিগের ভূষণ ও দেশ দেশান্তরে জয় পতাকা উড্ডীন করা তাহাদিগের এক নিত্য ব্রত।

এই কথা শুনিয়া চতুর্থ আড়খেপা পিরিতরাম বাবু সক্রোধে কহিলেন, জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করা দুর্দ্দশার মূল। বাঙ্গালির মেয়েরা যদি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া জুতাপরে তাহা হইলে রাস্তায় ভাল করিয়া চলিতে পারেনা। যদি সুদীর্ঘ কাল কষ্ট স্বীকার করিয়া জুতাপরা অভ্যাস করে, দৈবাৎ কোন কারণ বশতঃ জুতা ছিন্ন হইলে বা হারাইয়া গেলে, কঠিন রাস্তায় একেবারে চলিতেই পারেনা। বিলাতী আমদানীর কাপড় পর, জুতা পায় দেও, দেশালাই জ্বালিয়া তামাক খাও, ছাতা মাথায় দিয়া গমনাগমন কর,নানা প্রকার ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার কর, যদি কোন কারণে ইংরেজেরা আর্য্যভূমি হইতে অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণের কত কষ্ট হইবে। দেখ বিলাতী কলের কাপড়ের দৌরাত্ম্যে এদেশের তাঁতিরা তাঁত ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে ও বস্ত্র বয়ন ভুলিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি যে ব্যবসা করিত ইংরাজী কলের দৌরাত্ম্যে লাভ হয় না বলিয়াই সে, সে ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছে। দেশের কি আর কিছু আছে?—কেবল অর্থনাশ, কেবল ত্রাস, কেবল অতিরিক্ত পরিশ্রম ও কেবল হাহাকার! দেশে যে শস্য জন্মে প্রায় সমস্তই বিদেশে যায়। যাহা অল্পকিছু থাকে তাহা দেশীয় লোকদিগের খাইতে কুলায় না। প্রতি বৎসরই এক একটা দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষের পরই মড়ক। লোকে যদি জাতীয় প্রথানুসারে চলিত, ইংরাজী দ্রব্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করিত তাহা হইলে দরিদ্রতা এত ভয়ঙ্কররূপে এদেশকে

আক্রমণ করিতনা। কি ভয়ানক উচ্চাভিলাষ কি ভয়ানক অনায়াস-ইচ্ছা এদেশীয়দিগের মনকে অধিকার করিয়াছে। বিলাতী সভ্যতা আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। আমরা যত (য়্যাংলিসাইজড্) ইংরেজী ধরণে চলিতেছি ততই আমাদিগের অভাব বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আমাদিগকে অর্থের জন্য চিন্তিত হইতে হইতেছি, ততই আমাদিগকে নিয়মাতীত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। এখনও যদি জাতীয় প্রথানুসারে চলা যায় এখনও যদি মনকে বশীভূত করা যায় তাহা হইলে এখনও আমাদিগের মঙ্গল, তাহা হইলে বিদ্যা বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও রাজ্য ফিরিয়া আসিবে।

৫ম আড়খেপা আকুল কৃষ্ণবাবু ঐ সময় উঠিয়া বলিল, ভাই! যে যা বলনা কেন,ভিন্ন স্থানে গিয়া এদেশের লোকে যদি বিদ্যা বুদ্ধি, শারীরিক শক্তির চর্চ্চা করে এবং স্থির-চিত্তে দেশের হিত চিন্তা করিয়া সন্তান সন্ততিদিগকে প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা দেয় তাহা হইলে এদেশের সকল দুর্ভাগ্য দূর হইবে। হিন্দুজাতি হিন্দু না হইলে মহৎ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যবন রাজ্যে হিন্দুয়ানি থাকে না। দেখ, যে কার্য্যই এদেশে হইতেছে ইংরাজী ধরণ তার সঙ্গে মিশিতেছে। কেহ পুরাতন সুরা নূতন বোতলে ও কেহ নূতন সুরা পুরাতন বোতলে পুরিতেছে, কেহ যবন সমক্ষে বেদপাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পরায়ণতার পরিচয় দিতেছে; কেহ হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করাকে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মনে করিয়া আপনি স্বতন্ত্র হইতেছে। (ফলতঃ যে যে কার্য্য করিতেছে সমস্ত কার্য্যে যবন ভাবের আভা সংমিলিত হইয়া একবাক্যতার প্রতিকূলতাচরণ করিতেছে।) এ স্থানে প্রখর রবির কিরণে জন সমাজে একবাক্যতা কখনই স্থাপন হইবে না। এখানে মস্তিষ্ক রাশি অত্যল্প কারণেই উত্তেজিত হয়, অতএব কি প্রকারে পরস্পরের একতা হইবে। চল সকলে হিম গিরির কোন অংশে যাই। শীতল বাতাসে মস্তিষ্ক রাশি উদ্বেগবিহীন হইবে; মন প্রশান্ত হইবে, প্রকৃতি সহিষ্ণুশীল হইবে, ক্ষমা দয়া, ও ধৈর্য্য মনকে অধিকার করিয়া একতার উপযোগী করিবে,মনেও মুখে একভাব হইলে,

চতুর্দ্দিক হইতে প্রপীড়িত আর্য্য সন্তানেরা মনের কবাট উন্মূলিত করিয়া তোমাদিগের নিকট আসিবে; তখন সকলে একবাক্য হইয়া যে কার্য্য করিবে, আত্মপ্রসাদ ও ঈশ্বর প্রসাদ লাভই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। তখন কোন সংবাদ পত্র তোমাকে প্রশংসা করিয়া কোন বিজাতীয় মতলব সাধনের জন্য বাহবা দিয়া বা কেহ তোমার মুখ বন্ধ করিবার জন্য টাইটেল (উপাধি) দিয়া তোমার ঘন শোণিত জলবৎ করিতে বা তোমাকে মনুষ্যের বাহির করিতে সমর্থ হইবেনা। আমার কথা শুনিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিওনা। আমার মনের ভাব আকাশকুসুম নহে। আমি যাহা কহিতেছি, ইহা পৃথিবীর অনেক সম্প্রদায়ী লোক অবলম্বন করিয়াছে। আমেরিকানেরা এই প্রণালীতেই কার্য্য করিয়া একটী প্রধান জাতি হইয়া উঠিয়াছে। শিকেরা এই প্রকারে একটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। যদি বল, বিদেশে জঙ্গলময় স্থানে বাস করা অতি কঠিন হইবে কিন্তু ভাবিয়া দেখ মহৎকার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ কিছু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। সৎকার্য্যের বিঘ্ন অনেক। আস্তে আস্তে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিলে মনের শান্তি ও প্রকৃত স্বাধীনতা অনায়াসে লব্ধ হইবে। যতদিন তোমরা এই শুভ কার্য্যে অগ্রসর না হইবে ততদিন তোমাদিগের মঙ্গল নাই। এই সময়ে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া সকলগুলি পাগলকে আহারের সময় উপস্থিত বলিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। পাগলেরা সকলেই আমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল মাষ্টার বাবু কাল এস। আমি অগত্যা তাহাদিগের কথায় সম্মত হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। আড়খেপাগুলি প্রায় সকলেই অকপট লোক। ইহাদের মনে কিছুমাত্র কপটতা নাই। এক একটী বিষয়ে ইহাদিগের ঝোঁক থাকে, তাহারই অনুগত হইয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। যদি কেহ উক্ত বিষয়ের প্রতিকূল কোন কথা কহে তাহাতে ইহারা হাড়ে চটে।

ইহারা বেমতলবি খেপা, ইহাদিগের যাহা যথার্থ মনোগত ভাব

ইহারা তাহা লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন করে। প্রতিপত্তি লাভ করিব, অর্থ লাভ করিব যশোমান লাভ করিব, ইহারা এজন্য ব্যগ্র নহে। জন সমাজে ইহাদিগকে গালাগালি দিক্, নিন্দা করুক্ বা ভালই বলুক্, আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার সুখেই থাকুক আর অনাহারেই থাকুক্, আপনার হিতই হউক বা অহিত হউক; কিছুতেই ইহাদিগের মনোগত ঝোঁক্ হেলাইতে পারে না। ইহারা উচ্চদরের লোক হইলে ইহাদিগের দ্বারা জন সমাজের বিস্তর মঙ্গল হইতে পারে। ইহারা অল্প বুদ্ধি নীচুদরের লোক হইলে জন সমাজকে বিপর্য্যয়গ্রস্ত করিয়া বিস্তর অনিষ্টোৎপাদন করে। অনেক লোকই এক একটী ঝোঁকের অধীন হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। পৃথিবীতে অনেক লোকই আড়খেপা। তোমাকে কল্য বিস্তারিত রূপে কহিব। অদ্য আহারাদি কর।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

সমালোচনা।

ভারত সুহৃদ।—রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। ১ম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে সাম্য-ধন বিভাগ, সত্য এবং অসত্য, মোহের স্বপ্ন, সমাজ তত্ত্ব, নিশীথ অরণ্যে, নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং আধুনিক বঙ্গে প্রতিনিধি সাশন প্রণালী প্রচলিত হইতে পারে কি না; এই সাতটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। আমরা সাতটী পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি এ মাসিক পত্রিকা খানি ক্রমে ফরিদপুরের গৌরবস্বরূপ হইয়া উঠিবে। সর্ব্ব সাধারণ বিদ্যোৎসাহী শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয় গণের, নব উদ্যম শীল লেখকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য

মহৎ। এই পত্রিকার উপস্বত্ব ইঁহারা স্বকার্য্যে নিয়োজিত না করিয়া স্বদেশের হিতবিধায়ক কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন, ইহা শ্রবণে আমরা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম। প্রত্যেক সুশিক্ষিত লোকের এ পত্রিকার গ্রাহক হওয়া উচিত। জগদীশ্বর ইহার অধ্যক্ষদিগকে দৃঢ়তা ও কার্য্য ক্ষমতা প্রদান করুন।

সদৃশভৈষজ্যসার।—সুবিখ্যাত হোমিওপেথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু বসন্ত কুমার দত্ত প্রণীত। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা কোন একখানি ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। ইহাতে যে সকল বিষয় যে প্রণালীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে—তাহার হোমিওপেথিক চিকিৎসকদিগের পক্ষে যে কত দূর হিতকারী তাহা ব্যাখ্যা করা বাহুল্য। আমরা সকলকেই ইহা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। সকল পুস্তকালয়ে ও বিদ্যালয়েও এক এক খণ্ড করিয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রাপ্তি।

রায় বেণীমাধব সোম বাহাদুর।	চুঁচুড়া।	৩।৶০
মহারাজা গোপাল চন্দ্র সিংহ বাহাদুর।	মহেশপুর।	২॥০
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত।	বাঁকিপুর।	৩।৶০
” ” কালীকুমার চক্রবর্ত্তী।	ময়মন সিংহ।	২৲
” ” বিপীন বিহারি বসু।	বাঁকিপুর।	৩।৶০
” ” সাতকড়ী নন্দি ও সিদ্ধেশ্বর বসু।	লাহোর।	৩।৶০
” ” হরেরাম ঘোষ চৌধুরি।	যশোহর।	১৶০
” ” হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।	রাজমহল।	১৸০
” ” ভুবন মোহন দাস।	হাইকোর্ট।	৬৲

শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস। হাইকোর্ট। ৬

„ „ পূর্ণচন্দ্র দাস। কালীঘাট। ১॥০

„ „ শশীভূষণ বসু। হাইকোর্ট। ১॥০

„ „ ঈশান চন্দ্র পাল। পাবনা। ৩।৵০

„ „ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। কাশীপুর। ১॥৶০

„ „ মন্মথ বন্দোপাধ্যায়। কলিকাতা। ৯

„ „ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী। কলিকাতা। ২

„ „ শঙ্কর লাল মিশ্র। কলিকাতা। ২

„ „ মহিম চন্দ্র ঘোষ। জামালপুর। ৩।৵০

„ „ কালীপ্রসন্ন সেন। জামাল পুর। ৩।৵০

„ „ তারক বন্ধু চক্রবর্ত্তী। ঢাকা। ১॥০

„ „ যাদব চন্দ্র দে। শিলংআসাম। ৩।৵০

„ „ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা। ৯

„ „ গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা। ১॥০

„ „ গোপাল লাল ঠাকুর। বহরমপুর। ৯

„ „ ব্রজনাথ শর্ম্মা। বিশ্বনাথ আসাম। ৩।৵০

„ „ বঙ্কু বিহারী মল্লিক। কলিকাতা। ৯

„ „ শ্যামচাঁদ সাহা। কলিকাতা। ৯

„ „ জগদ্বন্ধু সেন। মুলতান। ৩।৵০

„ „ কানাই লাল মুখোপাধ্যায়। ময়মন সিংহ। ১॥৶০

„ „ গোবিন্দ চন্দ্র বসু। নেত্র কোনা। ১॥৶০

„ „ গোবিন্দ লাল রায়। টাজহাট। ৩।৵০

„ „ কৃষ্ণকুমার সেন। শ্রীহট্ট। ৩।৵০

„ „ শ্রীশচন্দ্র উপাধ্যায়। বহরমপুর ৩।৵০

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যালয় বা বিদ্যোৎসাহি সভার জন্য অর্দ্ধেক মুল্যে অণবীক্ষণ দিতে প্রস্তুত আছি।

মহলানবিশ এণ্ড কোং ড্রগিষ্টস্।

১৪নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের নিকট টাক পড়ার উৎকৃষ্ট মহৌষধ আছে। ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। ব্যবহার প্রণালী সমেত ২ ঔন্স শিশির মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল সমেত ১৵৹ আনা মাত্র।

আমরা বিলাত হইতে ঔষধ আনাইয়া ঔষধ ব্যবসায়ী, এবং চিকিৎসকদিগের নিকট অল্প লাভে মফঃস্বলে পাঠাইয়া থাকি।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার প্রণীত পুস্তক।

ব্যায়ামশিক্ষা ১ম ভাগ মূল্য।৹

ঐ ঐ ২য় ভাগ „ ।৹

জীবনরক্ষক ১ম ভাগ „ ॥৹

ঔষধাবলী „ ⁄৹

কলিকাতা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, সংস্কৃত ডিপজিটারি, পটল ডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হেয়ার প্রিজারভার।

ইহা ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্ল ক্লেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিবে, মস্তকের রুসি অর্থাৎ খুক্সি নিবারণ হইবে, চুল পুষ্ট ও ঘন হইবে, মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, মস্তক ঠাণ্ডা হইবে, এবং রুক্ষি, উর্দ্ধশ্লেষ্মা ও নাশারোগ নিবারিত হইবে। সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিলে শরীরের জ্বালা যাইবে, চর্ম্ম নরম ও চিক্কণ হইবে, এবং চর্ম্মের বর্ণ বিলক্ষণ পরিষ্কার হইবে।

মূল্য ২ ছটাক শিশি ১৲
ডাকমাশুল ইত্যাদি ৷৶৹

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত কুমার সর্ব্বাধিকারী যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার নকল—

My dear Harish Babu

I have the pleasure to inform you that, my wife has used for the last two months your Hair-preserver which has come to her knowledge from advertisements in news papers. She has derived much benefit from using the same. She does not hesitate to recommend, others unfortunate like herself in haviug bladheads, to use it for their benefit. The medicine has proved its efficacy so far as my wife is concerned.

As my wife is going to a distant place where the oil is scarcely available, I have the pleasure to desire you to send her four phials of your Hair-preserver for her use.

BOWBAZAR. 8.4.76. } Your most affectionate Friend.

Amrita Kumár Sarvádhikári. B. L.
Pleader Judges Court
24, Purgunnahs.

হিমসাগর তৈল।

অতিশয় অধ্যয়ন, চিন্তা, বুদ্ধি-সঞ্চালন, দৌর্ব্বল্য এবং উষ্ণপ্রধান স্থানে বাস ও বায়ু-প্রধান রুক্ষ ধাতু-জন্য শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

ইহা ব্যবহার দ্বারা মস্তকের বেদনা, উষ্ণতা সত্বর নিবৃত্ত হয়, ও অতিশয় আরাম বোধ হয়।

মূল্য ২ ছটাক শিশি ১৲
ডাক মাশুল ইত্যাদি ॥৵০

সুবিখ্যাত

টাক রোগের

মহৌষধ।

মূল্য এক ছটাক সিসি ১৲
ডাকমাশুল ইত্যাদি।৵০

কুষ্ঠ রোগের ও

উৎকট চর্ম্মরোগের তৈল।

ইহাতে নানা প্রকার উৎকট চর্ম্মরোগ, গলিত কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্তও আরোগ্য হয়। তৈল মালিসের সহিত উপযুক্ত কুষ্ঠ রোগের ঔষধ সেবন করিলে সত্বর উপকার দর্শিবে।

মূল্য প্রতি ৮ আউন্স। (এক পোয়া) শিশি ২৲
ডাকমাসুল ইত্যাদি ৸০

ধাতুপোষক তৈল।

ইহা ব্যবহার দ্বারা দুর্ব্বল অঙ্গ সবল হয়, ক্ষীণ অঙ্গ কার্য্যক্ষম হয় ও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক মালিস করিলে ইহার উপকারিতা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি চারি আউন্স শিশি ১৲
ডাক মাসুল ইত্যাদি ॥৵০

ধাতুদৌর্ব্বল্যের

মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু-দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য

সর্ব্বদা মনঃক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহারা হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতাপ্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত অসুখ নিরাকৃত হইবে।

মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাশুল সহিত ... ...৫ টাকা

রোগীর নাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১০৬ নম্বর বাটীতে শর্ম্মা এণ্ড কোম্পানি ঔষধ বিক্রয়ার্থ একমাত্র এজেণ্ট কলিকাতায় আর অন্য এজেণ্ট নাই।

সাবধান—ক্রয় কালিতে ডাক্তার এইচ, সি, শর্ম্মা আপন হস্তাক্ষরে নাম সাক্ষরের ছাপা ও ডাক্তার শর্ম্মার ট্রেড মার্ক্ব এবং ডাক্তার শর্ম্মা ট্রেড মার্কার-মধ্যস্থিত সিংহ মুখের চতুর্দ্দিকে ইংরাজী, পারসী, বাঙ্গালা ও হিন্দী চারি ভাষাতে লেখা আছে কিনা তাহা বিশেষরূপে দেখিবে।

সতর্ক হও— অনেক প্রবঞ্চক ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার ঔষধ অনুকরণ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে উত্তম রূপে পরীক্ষা কর।

[১ম খণ্ড]   ফাল্গুন ১২৮২ সাল।   [৮ম সংখ্যা।]

অণুবীক্ষণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদিবিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

জাতিভেদ।

আমরা যে দেশের প্রতি নেত্রপাত করি, সেই দেশেই কোন না কোন প্রকারে জাতিভেদ প্রথাকে বিরাজ করিতে দেখিতে পাই। কোন দেশে জাতিভেদ অর্থমূলক, কোন দেশে জ্ঞান মূলক, কোন দেশে ধর্ম্মমূলক এবং কোন দেশে ক্ষমতা মূলক। বাস্তবিক জাতিভেদকে সর্ব্বত্রই হয় একরূপে নয় অন্যরূপে প্রভুত্ব করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিগণ জাতিভেদকে চিরস্থায়ী করিয়াছেন এবং

চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে সকল উপায় অলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। আমরা ভূমণ্ডলের সভ্য ও অসভ্য জাতি যাহাকে অবলোকন করি কাহারও মধ্যে জাতিভেদ ভারতবর্ষীয়ের ন্যায় বদ্ধমূল দেখিতে পাই না। ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে প্রকার আলোচনায় দৃঢ়যত্ন হইয়া রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সুতারকল, পাটের কল, কামান, গোলা, বারুদ, ইত্যাদি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীতে প্রায় একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন। কেহ হঠাৎ ইঁহাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সামাজিক শাস্ত্র বিষয়ে, নীতিশাস্ত্র বিষয়ে, ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে ইঁহারা যখন যেমত প্রকাশ করেন, লোকে তখনই তাহা গ্রাহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হন না। অস্মদ্দেশীয় ইংরাজী বাবুগণ (যে সকল বাবুগণ ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া আপনাকে কৃতবিদ্য মনে করেন, এবং যে সকল বাবুরা ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শী নহেন, কিন্তু যাঁহাদিগের মস্তিষ্করাশি ইংরাজী হাবভাবে পরিপূর্ণ, এবং যাঁহারা ইংরাজী মতকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া সামাজিক, ধর্ম্ম বিষয়ক ইত্যাদি ব্যাপারেও ইংরাজী মতের অনুকরণ করিতে একাগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন) ইংরাজী মত যত সহজে গ্রহণ করেন, বোধ হয় ইংলণ্ডবাসী সাহেবেরাও তত সহজে গ্রহণ করেন না। সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ে ইংলণ্ডে যে বৎসর যে মত প্রকাশ হয়, সে মত ইং[illegible] বিস্তারিত রূপে পরিগৃহীত হইবার পূর্ব্বে ইংরাজী বাবুরা এদেশে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয়েরা প্রায় মুখেই জাতিভেদের পরম শত্রু। ইহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা সর্ব্বনাশ উৎপাদনকারী। ভারতবর্ষে জাতিভেদ এত বলবৎ ও চিরস্থায়ী জন্যই ভারত সন্তানেরা, শারীরিক, মানসিক ও ধর্ম্মবিষয়ে এত অবনত। জাতিভেদ উঠিয়া গেলেই এদেশের অভ্যুদয় হইবে। জাতিভেদ ইঁহাদিগের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তাঁহারা বলেন যে "ঈশ্বর সকলের পিতা, সকল মনুষ্যই সেই ঈশ্বরের

সন্তান; তখন একজাতি অন্য জাতি অপেক্ষা কি জন্য উচ্চ হইবে। সকল জাতি সমান, জাতিভেদ উঠিয়া যাওয়া অতীব কর্ত্তব্য, জাতিভেদ না উঠিলে এ দেশের কখনই মঙ্গল হইবে না।" আমাদিগের এই সময়ে একটী আখ্যায়িকা মনে পড়িল। তাহা বর্ণন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠক বর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। "টালিগঞ্জে একটী খৃষ্টানমণ্ডলী আছে, কোন একটী কায়স্থ খৃষ্টানের ২২ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে একটী কৈবর্ত্ত খৃষ্টানের কন্যার সহিত বিবাহ দিবার জন্য তন্মণ্ডলীর পাদরী সাহেব অনুরোধ করেন। কায়স্থ খৃষ্টান বলেন যে, আমি কায়স্থ কুলোদ্ভব, কি প্রকারে কৈবর্ত্তের কন্যার সহিত বিবাহ দিব। পাদরী সাহেব বলেন যে "যখন টুমি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, ঈশ্বর টোমার নিকট জাটীভেড কিছু নয়। জাটীভেড মহা পাপ। টুমিও যে ঈশ্বরের সৃষ্ট, কৈবট্যও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট। টোমাটে আর কৈবট্যটে কিছু বিশেষ নাই। টুমি অনায়াসে আপন পুট্র টাহার কন্যার সহিট বিবাহ ডিটে পাড়। যডি না ডাও টাহা হইলে প্রভু ক্রোড করিবেন।" কায়স্থ খৃষ্টান তাঁহার নিকটে তখন কোন উত্তর না দিয়া রসাপাগলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাঁসবেড়িয়াবাসী শ্রীযুক্ত হরিনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, পরদিন পাদরী সাহেবের নিকট কহিলেন, "মহাশয়? আপনার যে ১৮ বৎসর বয়স্কা কন্যা আছে তাঁহার সহিত যদি আমার পুত্রের বিবাহ দেন তাহাতে আমি সম্মত আছি।" পাদরী সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন "হাঁ—সে কি প্রকারে হইটে পাড়ে।" কায়স্থ খৃষ্টান কহিলেন "কেন মহাশ! খৃষ্ট ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, আপনি ও খৃষ্টান, আমিও খৃষ্টান কেন হইতে পারে না?" পাদরী সাহেব কহিল "আমি সকলই জানি সেকি প্রকারে হইটে পাড়ে? টোমার ইচ্ছা না হয়, টুমি কৈবট্য খৃষ্টানের কন্যার সহিত আপন পুট্রকে বিবাহ ডিওনা।"

এক্ষণে কথা হইতেছে যে হিন্দুদিগের মন জাতিভেদ প্রথায় যত

অনুগত, ইউরোপীয়দিগের মন বরং তদপেক্ষা অধিকতর অনুগত। আমরা বাল্য কালাবধি যাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীস্থ বলিয়া জানি, তাঁহার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিতে কখনই আমাদিগের মন অপমান বোধ করে না। কিন্তু যদি সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত কোন এক ব্যক্তিকে সমান জানি ও সেও সমান ব্যবহার করিয়া আইসে অর্থাগম জন্য এ ব্যক্তি যদি আমাদিগের প্রতি সেই সমান ব্যবহারে সম্মান বিরত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিলে আমাদিগের অত্যন্ত অপমান বোধ হয় এবং তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখা সুকঠিন হয়। এদেশে জাতিভেদ চিরস্থায়ী হইলেও ধর্ম্ম মূলক। উচ্চ শ্রেণীস্থদিগের মনে অহঙ্কার রূপ অসদ্ভাব উপস্থিত হইবার কোন কারণ নাই। নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের প্রতি স্নেহ ও আত্মীয় ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন; এজন্য নিম্ন-শ্রেণীস্থদিগের মনে ক্ষোভ, ক্লেশ, ও অপমান উপস্থিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। অস্মদ্দেশীয় উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক নিম্ন শ্রেণীর লোকের শিক্ষা ও দিক্ষা গুরু, হিতকারী পুরোহিত, নিতান্ত হিতসাধক পরম প্রতিপালক ও প্রতিপাল্য এবং সুরক্ষক প্রতিবাসী, ইহাতে কেহ কাহাকে দ্বেষ করিতে পারে না। দরিদ্র বা অর্থশীল অবস্থাতে কোন বিষয়ে বৈলক্ষণ্য ঘটে না। স্বজাতি দরিদ্র হইলেও আদরণীয় থাকে, উচ্চজাতি দরিদ্র হইলেও শ্রদ্ধাস্পদ থাকে। এজন্য কোন কারণে জাতিতে কলহ বা অসদ্ভাব হয় না। ইউরোপীয় জাতিভেদের মূলে অহঙ্কার। যে অর্থবান প্রায় সেই উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক। যে দরিদ্র সে নিম্ন শ্রেণীস্থ। যদি কোন ব্যক্তি অর্থশালী হয়েন, কল্য সে তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধুদিগের সহিত প্রায় বন্ধুত্ব রাখিতে যত্নশীল হইবেন না। কিন্তু এদেশীয় কোন ব্যক্তি অর্থবান হইলেও, পূর্ব্ব দরিদ্র বন্ধুদিগের সহিত সংশ্রব ও আত্মীয়তা বিসর্জ্জন দিবে না, এবং দিবার চেষ্টা করিলেও চতুর্দ্দিক হইতে এত বাধা ও অসুখ উপস্থিত হইবে যে, সমাজে তাঁহার নাম রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। এইটী প্রাচীন

দূরদর্শী ঋষিদিগের আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশলের চিহ্ন। এদেশে যিনি যে প্রকারে জাতিভেদ উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি সেই প্রকারে বিফল যত্ন ও অপ্রস্তুত হইয়াছেন। প্রথমোদ্যমে তিনি যে যে ইংরাজী বুলি অনুসারে জাতিভেদকে সকল অনিষ্টের কারণ মনে করিয়া বিবিধ উপায়ে জাতিভেদ উন্মূলন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে এত বাধা আসিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যয় গ্রস্ত করে যে, তিনি সে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া মস্তক উন্নত করিতে পারেন না। করিলেও তাঁহার মন তাঁহার নিজের পরম শত্রু হইয়া উঠে। তাঁহার প্রথম বয়সের জাতিভেদ উন্মূলন করিবার ইচ্ছা তিরোহিত হয়। তখন তাঁহার বুদ্ধি স্থির ও পরিপক্ক হয় ও তাঁহার দূরদর্শীতা জন্মে এবং তাঁহার হিতাহিত বোধ প্রশস্ত হয়। তখন তিনি তাঁহার বালকবৎ বাল্য সংস্কারকে মনে স্থান দিতে পারেন না। তৎকালে ভারতবর্ষীয় জাতিভেদ প্রথা তাঁহার নিকট অসঙ্গত বোধ হয় না। তখন তিনি মনে করেন জাতিভেদ এদেশে চিরস্থায়ী হইয়াছে বলিয়াই হিন্দুজাতির তিক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব একাল পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যদি অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা এদেশের জাতিভেদ নষ্ট হইত, তাহা হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও হৃদয়গত ধর্ম্মভাব এদেশীয়দিগের মধ্যে এত দূর লক্ষিত হইত না। ইত্যাকার নানা প্রকার পরিবর্ত্তন জন্য জাতিভেদ উন্মূলন চেষ্টাকারী মহাত্মাগণ পুনরায় জাতিভেদ সংরক্ষক হইতে বাধ্য হয়েন। নিরন্তর কোন এক বিষয় চিন্তা করিলে তাহার সর্ব্বাংশ সর্ব্বদা ভাল রূপ দৃষ্টি করা যায়। যিনি এদেশের জাতিভেদ উন্মূলন করিবার চেষ্টা করেন, তিনি জাতিভেদের অগ্র পশ্চাৎ সমুদয় চিন্তা করিলে জানিতে পারিবেন জাতিভেদ সমাজের পরম হিতকারী। জাতিভেদ থাকাতে সহস্র বৎসরের পরাধীনতা সত্ত্বে হিন্দুদিগের ধীশক্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নষ্ট হয় নাই, ইহা বিশিষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তিনি প্রথম বয়সে জাতিভেদ উন্মূলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,

তিনি জাতিভেদ সংরক্ষণ করিবার মর্ম্মান্তিক বন্ধু হইয়া পড়েন। জন সমাজ যত দিন থাকিবে, তত দিন জাতিভেদ থাকিবে। জনসমাজ জাতিভেদ ব্যতীত তিষ্টিতে পারে না। অন্য দেশের জাতিভেদ হইতে ভারতবর্ষীয় জাতি ভেদ স্বতন্ত্র। কোন দেশে কোন ব্যক্তি জাতিভেদ-প্রথা উন্মূলন করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। এদেশে বৌদ্ধ দেব জাতি-ভেদ উন্মূলন করিতে গিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ দূরে থাকুক, ছত্রিশ জাতির স্থানে সাঁইত্রিশটী করিলেন। একটী জাতি বাড়াইলেন। সরৌগী; ওসোয়াল ইত্যাদি সেই জাতির অন্তর্গত। চৈতন্য দেব জাতিভেদ উন্মূলন করিবার চেষ্টা করিয়া আর একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করিলেন। অস্মদ্দেশীয় "জাতি বৈষ্ণবেরা" সেই জাতির অন্ত-র্গত। ব্রাহ্মেরা অর্দ্ধ শতাব্দ চেষ্টা করিয়াও জাতিভেদ উন্মূলন কিছু মাত্র কৃতকার্য্য হন নাই ও অন্য একটী জাতিও সৃষ্টি করিয়া আপনা-দিগের চলাচলের সুবিধা করিতে পারেন নাই। বোধ হয় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যদি এদেশীয় বীজে অঙ্কুরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে এত দিন একটী নূতন জাতি সৃষ্টি হইয়া ইহার সুশীতল ছায়ায় কালযাপন করিতে পারিত। কিন্তু ইনি ইউরোপীয় বীজে অস্মদ্দেশীয় মৃত্তিকায় অঙ্কুরিত হইয়া কতক ইউরোপীয় পরিচ্ছদ কতক দেশীয় পরিচ্ছদে শোভাবিশিষ্ট হইয়াছেন। সেইজন্যই ইহার মত কতক ইউরোপীয় কতক দেশীয়, সেই জন্যই ইনি না স্বদেশীয় না বিদেশীয় লোকের বিশ্বাস স্থল হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে গুরু নানক প্রভৃতি অনেক ধর্ম্ম প্রচারকেরা জাতিভেদ উন্মূলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। প্রায় সকলেই এক একটী নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইউরোপী-য়েরা জাতিভেদের নাম শুনিলেই চমকিয়া উঠেন কিন্তু ইঁহারা যেমন জাতি ভেদের ভক্ত এমন আর কেহই নহে। ইঁহাদিগের প্রতিলোম-কূপে, অস্থিমজ্জায়, মস্তিষ্ক রাশীতে, স্নায়ুতে, ধমনীতে জাতি ভেদ প্রকাশ

পায়। ইঁহাদিগের প্রতি পদার্পণে, চাউনিতে জাতিভেদ দেদীপ্যমান জানা যায়। আমি যখন বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলাম আমার একটী ইংরাজ শিক্ষক সর্ব্বদা বলিতেন "বাবা হে হিন্দুরা মন্দ হয়, বড় ইহারা জাতি ভেদ মানে। চণ্ডাল জলে পড়িলে বামনে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠায় না সে কহে চণ্ডাল ছুঁইলে জাত যাইবে।" মাষ্টারের কথা প্রথম বয়সে ভাল লাগিত, কিন্তু এখন দেখিতে পাই হিন্দুরা কেহ কেহ হীন জাতিকে স্পর্শ করে না; কিন্তু সাহেবেরা যাহাকে হীনজাতি মনে করে তাহাকে গুলি করিয়া মারে। ইউরোপ হইতে যে সকল সাহেবেরা আমেরিকাতে বসতি করিয়াছেন, তাঁহারা সে দেশীয় আদিম জাতি রেড ইণ্ডীয়ানদিগকে গুলি গোলা দ্বারা প্রায় নিকেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দু মুসলমানদিগের বিচার, বিলাত জাত গোরাদিগের সহিত হইত না। কোন মহকুমায় আদালতে যদি কোন বিলাত জাত গোরা বাঙ্গালির প্রতি অত্যাচার করিত তথাকার মাজিষ্ট্রেট সে গোরাকে কোন শাস্তি দিতে পারিতেন না। আরব দেশে হীন জাতীরা ক্রীত দাসীদিগের সহিত ব্যাভিচার করিলে যে প্রকার পাপগ্রস্ত হয় না সেই প্রকার ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষীয় লোকের প্রতি অত্যাচার করিলে, ইহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে কোন অপরাধে অপরাধী মনে করে না। অস্মদ্দেশীয় একজন ব্রাহ্মণ যে প্রকার একজন চণ্ডালের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে অস্বীকার করিবেন; বিলাতি একটী সিবিলিয়ান একটী বাঙ্গালী ভদ্র লোকের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতে প্রায় সেই প্রকার অসম্মতি প্রকাশ করিবেন। আমরা প্রায় গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি প্রায় যাহারাই বাহিরে জাতিভেদের বিরুদ্ধ বাদী তাহারাই অন্তরে জাতিভেদের মর্ম্মান্তিক বন্ধু।

যাহারা বলে "জাতিভেদ কিছু নয় আমরা জাতিভেদ মানি না তাহারাই মনে মনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করে উপস্থিত শ্রেষ্ঠ

জাতিদিগকে অগ্রাহ্য করিতে চাহে এবং আপনি শ্রেষ্ঠ জাতির সমান বা তদপেক্ষা উচ্চ হইতে ইচ্ছা করে। এদেশে যে সকল নীচ কুলোদ্ভব জাত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সমান হইতে চাহে বা ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করে তাহারাই সর্ব্বদা "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ" বচন মুখে বলিয়া থাকে, কিন্তু মহোৎসবের সময় পাকশালার রন্ধন কার্য্যে ব্রাহ্মণ বৈরাগী ব্যতীত নিয়োজিত করে না এবং পংক্তি ভোজনের ত্রিসীমায় চণ্ডাল বৈরাগীকে আসিতে দেয় না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ও আমরা দেখিতে পাই যে, শূদ্র-কুলোদ্ভব ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিতে সমুৎসুক। আপনা হইতে নীচ জাতির সহিত বিবাহ করিতে প্রায় কেহই সম্মত হয়েন না। মুখে লম্বা চৌড়া কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে উপবীত-ধারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ফলতঃ মনে মনে সকল লোকই জাতিভেদের সমর্থনকারী। যিনি মুখে জাতি ভেদের বিরোধী হইয়া আপনার অভিষ্ট সাধনার্থ জাতি ভেদের বিরুদ্ধে উচ্চৈঃস্বরে সুদীর্ঘ বক্তৃতাকরিতে প্রবৃত্ত হয়েন। বা লেখনী দ্বারা বিশাল প্রবন্ধ রচনা করেন তিনিও স্বয়ং শ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার মনের অভিপ্রায় তিনি বাদ দিতে পারেন না, ইহার কারণ কি? জাতিভেদ কি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ? এ বিষয় আমাদিগের একবার বিবেচনা করা আবশ্যক বিজ্ঞান শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা জাতিভেদের বিরোধী কি স্বপক্ষ তাহাও দেখা আবশ্যক।

জাতিভেদ অতি কুপ্রথা যবন ও সাহেবদের নিকটে আমরা শুনিতেছি, যদি সাহেবেরা এদেশে না আসিত, তাহা হইলে বোধ হয় এ দেশীয় সামাজিক লোকের একজনও জাতি ভেদের উন্মূলক বলিয়া পরিচয় দিত না। সাহেবেরা নিরন্তর জাতিভেদ প্রথার নিন্দাবাদ করাতেই আজ কাল এদেশীয় অদূরদর্শী কেহ কেহ জাতিভেদ উন্মূলক বলিয়া আপনি আপনাকে পরিচয় দেন।

ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় কোন কোন মহাত্মা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দুই জাতীয় মনুষ্যে বিবাহ হইলে সেই দোআঁশলা সন্তান, সকল বিষয়ে উত্তম হয়। গর্দ্দভে ঘোড়াতে যে প্রকার পরিশ্রমশীল দ্রুতগামী যানশক্ত খচ্চর উৎপত্তি হয়, এবং ওয়েলার ঘুড়ীতে আরব ঘোড়া দ্বারা, গ্রীষ্মসহ্যকারী পরিশ্রম শীল ষ্টড্ব্রেড্উৎপত্তি হয়,সেই প্রকার স্পানিশ্ জাতি ও রেডইণ্ডিয়ানজাতিতে মিউলেটো, এবং ইউরোপীয় ও হিন্দু মুসলমান জাতিতে সংমিলিত হইয়া ইউরেসিয়ান্ (কলিকাতার ট্যাঁস ফিরিঙ্গী) উৎপত্তি হইয়াছে। এ দুই জাতীয় (মিউলেটো এবং ফিরিঙ্গী) লোকেই বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, বিদ্যা ও সত্যপরায়ণতা ইত্যাদি সকল বিষয়ে হীন। এদেশেও বৈদ্য, চণ্ডাল ও অন্যান্য মিশ্রজাতি ঘটনা ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা জাতি ভেদকে নষ্ট করা সমাজের পক্ষে হিতকর বোধ হয় না।

মিশ্রজাতি, পিতামাতা উভয়ের গুণ প্রাপ্ত হইয়া, জন সমাজের হিতোপযোগী হয় ইহাই ইউরোপীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত। অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মত যে মিশ্র জাতিয় জন্তু খচ্চর প্রভৃতি যে প্রকার চিরস্থায়ী হয় না, মিশ্রজাতীয় মনুষ্যের বংশ ও সেই প্রকার চিরস্থায়ী হয় না। তাহারা ক্রমাগত পিতৃ বা মাতৃ জাতীয় মনুষ্যের সহিত বিবাহাদি দ্বারা পিতৃ বা মাতৃ জাতি[illegible] মনুষ্যের ন্যায় হইয়া যায়। প্রথমত যে মিশ্র জাতি উৎপত্তি হয় যদি সে জাতি ক্রমাগত আপন জাতিতে বিবাহ করে তাহাহইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়া একবারে লোপ হইয়া যায়। এদেশে বৈদ্যজাতির, চণ্ডাল জাতির ও অন্যান্য মিশ্রজাতির সংখ্যা ক্রমশই লোপ হইয়া আসিতেছে। বৈদ্যজাতির হস্তে এদেশের স্বাধীনতা নষ্টহইয়াছেএবং চিকিৎসা শাস্ত্র দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছে। চণ্ডাল জাতিও চাষক্রিয়া, বাণিজ্যক্রিয়া বা কোন ইতর কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারে নাই। চণ্ডালজাতি, শুদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতা হইতে উৎপন্ন। তাহারা ব্রাহ্মণ মাতার কোন

সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হয় নাই,এবং শুদ্র পিতার অনুগত স্বভাবও প্রাপ্ত হয় নাই। বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে উৎপন্ন। বৈশ্যজাতির পরিশ্রমশীলতা, বাণিজ্যপ্রিয়তা,ধৈর্য্যতা, নিরহঙ্কারী স্বভাব এবং ব্রাহ্মণ-জাতির অধ্যবসায় মহোদাশয়তা, ধর্ম্মপরায়ণতা, স্থিরসংকল্পতা কর্ত্তব্য বোধ ও স্বার্থশূন্য হিতানুরাগ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই।

অনেক সুশিক্ষিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেন যে, দুই স্বতন্ত্র জাতি মিশিয়া এক নূতন জাতির উৎপত্তি হয় এবং সে জাতি পিতা মাতা উভয়েরই গুণ প্রাপ্ত হয়, ইহা আপাততঃ সম্ভব ও জাতির উৎকর্ষ সাধনের প্রধান উপায় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এ ব্যবস্থাটি ইতর জন্তু ও মনুষ্যজাতি উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব। নূতন জাতি কখনই চিরস্থায়ী হয় না, অর্থাৎ নবোৎপন্ন জাতি যদি পিতৃজাতি বা মাতৃজাতির সহিত বিবাহাদি না করিয়া কেবল আপন জাতিতেই ক্রমাগত বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের বংশ চিরস্থায়ী না হইয়া ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ হইয়া যায়। দুই জাতি মিশ্রিত করিয়া নূতন জাতির সৃষ্টি করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। মনুষ্য চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হয় না।

গর্দ্দভে ও ঘোড়াতে সংসর্গ হইয়া যে খচ্চর জাতির উৎপত্তি হই-য়াছে, তাহারা আপন জাতির মধ্যে সংসর্গ দ্বারা বংশ চিরস্থায়ী করিতে পারে না।

ঘুঘু ও কবুতরে সংমিলিত হইয়া কুম্‌রী নামক পক্ষীর উৎপত্তি হয়, ইহাকে সংস্কৃতে বনকপোত কহে। ইহা দেখিতে অতি শুশ্রী। ইহার কণ্ঠরব সুশ্রাব্য। ইহারা প্রায়ই জঙ্গলে থাকে এজন্য সর্ব্বদা গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা আপন জাতিতে সংসর্গ করিয়া বংশ চিরস্থায়ী করিতে পারে না।

যখন স্পেনের কতকগুলি অধিবাসী আমেরিকাতে বসতি করিবার জন্য উপস্থিত হইল, তৎপ্রদেশের আদিম বাসী ইণ্ডিয়ানদিগকে হত্যা

করিয়া ক্রমে আপনারা সে দেশ অধিকার করিল, কিন্তু স্পেনিয়ার্ড-দের মধ্যে অধিকাংশ লোকই চাষক্রিয়া করিতে জানিত না এজন্য আদিম ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত সংসর্গ দ্বারা মিউলেটোর উৎপত্তি করিল। মিউলেটো অত্যন্ত ইতর প্রবৃত্তিযুক্ত জাতি। আপন জাতির মধ্যে বিবাহ করিয়া বংশ চিরস্থায়ী করিতে পারিল না। স্পানিসজাতির সমাগম কম হওয়াতে তাঁহাদিগের সহিত মিশিতে অক্ষম হইয়া আদিম জাতিদের সহিত কাজে কাজেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইল এবং ক্রমে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া পড়িল। না মিশিলে ক্রমে নিশ্চিত ধ্বংশ হইয়া যাইত। মেক্সিকো এবং পিরুদেশেতেও অসবর্ণ বিবাহ বা সংসর্গের ফল এই প্রকার হইয়াছে।

সাহেবেরা যখন যাহা বলিবেন তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া মানা প্রকৃত হিন্দুজাতির পক্ষে অপমান। ইঁহাদিগের মধ্যে সামাজিক উন্নতি এত দূর হয় নাই যে ইঁহারা ভারতবর্ষীয় জাতিভেদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যে প্রথা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই তাহাকেই তাঁহারা কুপ্রথা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যে কুপ্রথা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাকে তাঁহারা সুপ্রথা বলিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করেন। ন্যায়ের অনুগত হইয়া চলা ইঁহাদিগের এক প্রকার স্বভাব বিরুদ্ধ। অল্প বুদ্ধি ইংরাজি বাবুগণ ইঁহাদিগের সঙ্গে স[illegible] কি নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ন্যায়ানুগত ও হিতকর প্রথা সকলকে কুসংস্কারোদ্ভূত মনে করিয়া আপনাদিগের অপদার্থতার পরিচয় দেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইউরোপীয়েরা বাহুবলে ছলে ও ধূর্ত্ততায় যদি এদেশ লইয়া থাকেন তাহা হইলেই যে তাহারা ধীমান, ও চতুর হইল এমত নহে। সুসভ্য রোমরাজ্য অতি অসভ্য ভ্যাণ্ডাল গথ্ ও ফ্রাঙ্ক জাতি দ্বারা পরাজিত ও নষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই উক্ত অসভ্য জাতিদিগকে, ধীমান্, ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। তদ্রূপ হিন্দুজাতি ইউরোপীয়জাতিদিগের নিকটে বাহুবলে ছলে ও ধূর্ত্ততায় পরাজিত

হইয়াছে বলিয়া, ইউরোপীয় জাতিদিগকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনে করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে। কামার, ছুতারমিস্ত্রী, মাঝি, ইত্যাদির কার্য্যে ইঁহারা বিশেষ পারদর্শী বলিয়া ইঁহাদিগকে সামাজিকশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ মনে করা জ্ঞানান্ধের কার্য্য।

জাতিভেদের ফলাফল বিবেচনা না করিয়া অন্যের দেখাদেখি জাতিভেদকে কুপ্রথা বলা উচিত নহে, ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ যদি অত্যন্ত দুঃসঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া শরীর ও মস্তিষ্করাশি প্রশান্তকারী আহার্য্য, উদ্ভিজ্জ বিশেষ, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা উদ্বেগ শূন্য করিয়া যোগাদি অভ্যাস, হিতকর কার্য্য দ্বারা শরীর ও মনকে বশীভূত করিয়া যদি ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা জাতিভেদ বদ্ধমূল ও জনসমাজের হিত সাধন না করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু জাতি এত দিন উৎসন্ন যাইত, কিম্বা হাড়ি, ডোম, চণ্ডালের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে হীন হইয়া কালযাপন করিত। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে অস্মদ্দেশীয় ভদ্র বংশোদ্ভব লোকে দরিদ্রাবস্থাগ্রস্থ হইলে যে ধনবান ইংরাজদিগের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিত, খেদ্‌মদ্‌গার ও খানসামার ব্যবসায় অবলম্বন করিত তাহার আর শংসয় নাই। জাতিভেদ আছে বলিয়াই ইংরেজ জাতির নিকটে আমাদের কিছু মান আছে। একজন দরিদ্র হিন্দু একজন ধনবান ইংরাজকে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে অতিব নীচ মনে করে। সাধারণতঃ "ননীচ যবনাৎপর" প্রাচীন মহাবাক্য সকল বুদ্ধিমান হিন্দুর মনে জাগরূক রহিয়াছে। বাস্তবিক ও স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, নরহত্যা করিতে যে জাতি কুণ্ঠিত হয় না, স্বার্থসাধন জন্য কোন দুষ্কর্ম্মকেই যে দুষ্কর্ম্ম মনে করেনা, পর গৃহ অধিকার করিবার জন্য যে জাতি সর্ব্বদা ব্যাকুল এবং প্রতারণা ও ছল যাহার রাজনীতির প্রধান অঙ্গ, সে জাতিকে যিনি নীচ মনে করেন তিনিই ঠিক মনে করেন। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা যে যবনকে নীচ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। পৃথিবীর

সমস্ত দুষ্কর্ম্ম যে জাতি স্বার্থসাধন জন্য করে এবং "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" যাজক বলিয়া পরিচয় দেয় সে জাতির নীচতার ইয়ত্তা নাই।

নীচ জাতির সংসর্গ করিলে, নীচ জাতির সহিত আহার করিলে, এবং নীচ জাতিকে, স্বার্থসাধন জন্য, খোসামোদ করিলে নীচত্ব প্রাপ্ত হয়, জ্যোতির হ্রাস হয়, ন্যায়পরায়ণতা কমিয়া যায় ও ইতর প্রবৃত্তি অর্জ্জন স্পৃহা, জিঘাংসা মাৎসর্য্য, ক্ষুদ্রাশয়তা উত্তেজিত হয়; সদ্ব্যবহার, সহৃদয়তা, স্বজনপ্রিয়তা, সামাজিকতা, সদগুণ সকল দুর্ব্বল হইয়া যায়।

এদেশের যে সকল লোক য়্যাংলিসাইজড্ হইয়াছে, তাহাদিগের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, যবন সংসর্গের ফল, স্পষ্ট দেখা যাইবে। বিদ্যা বুদ্ধি সত্ত্বেও ইহারা নিষ্ঠুর, অসামাজিক। অন্যকে সংবাদ পত্রে পেষণ করিতে, বক্তৃতা বাণে আঘাত করিতে, আপনাকে আপনি সুবিজ্ঞ ধার্ম্মিক ও অভ্রান্ত মনে করিতে, পৃথিবীকে সরার ন্যায় দেখিতে, বিদ্যা বাগীশের ন্যায় বিদ্যা ফলাইতে, তর্কবাগীশের ন্যায় তর্ক করিতে, ইহারা যত তৎপর বোধ হয় চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র অধ্যায়ী পৃথিবীর ভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মুলার ও তত নহেন। নীচের সঙ্গে সংসর্গ করিলে যে নীচ হয় ইহারাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। যবনের সঙ্গে সংসর্গ করিয়া মহদাশয় ভারত সন্তানেরা ক্রমে নীচ ও ক্ষুদ্রাভিমানী হইয়া যাইতেছে। অধুনাতন ইংরেজী (Anglicised য়্যাংলিসাইজড) বাবুগণ ও য়্যাংলিসাইজড ধর্ম্মাবলম্বীগণের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সকল বিষয় সহজে বোধগম্য হইতে পারে। জাতিভেদ জন্যই এদেশের লোক অন্য জাতির (যবনের) বিশেষ আনুগত্য স্বীকার করে না এবং এত দুরবস্থা স্বত্বেও স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অনুরাগ প্রকাশ করে। জাতি ভেদের সংস্কার যদি নষ্ট না হয়, তাহা হইলে কোন দিন হিন্দু জাতির ঐক্য হইতে পারে। যদি জাতিভেদের সংস্কার ভারত ভূমিকে পরিত্যাগ করে তাহার সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যতার আশাও তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই। হে জাতিভেদ

উন্মূলনকারী মহাশয়গণ! একবার নতঃশিরে চিন্তাশীল হইয়া দুরবস্থা-গ্রস্তা দীনহীনা জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিয়া দেখ? তোমা-দিগের অহঙ্কারের জিনিস আর কিছুই নাই। তোমাদিগের জয়স্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে,তোমাদিগের ধনুর্ব্বেদ লোপ পাইয়াছে ও তোমাদিগের শারীরিক শক্তি প্রখর সূর্য্যোত্তাপে শিথিল হইয়াছে, তোমাদিগের মানসিক প্রবৃত্তি সমূহ তেজস্বিনী ও বলবতী নাই এবং তোমাদিগের আহার্য্য, বিদ্যাশিক্ষা-প্রণালী, সংসর্গ ও শাসন প্রণালী হিতকর নহে। সামাজিক নিয়ম, আর্য্যদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম এবং পরম হিতকর জাতিভেদ প্রথা তোমা-দিগের এক মাত্র সপক্ষ, এক মাত্র অবশিষ্ট। ইহাদিগকে কখন বিনাশ করিওনা। জাতিভেদ না থাকিলে কখনই তোমরা আপনাকে বড় মনে করিয়া গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে না। নির্ধন হই-য়াছ। জাতিভেদ নষ্ট করিলে খানসামা, খেদ্‌মদ্‌গার, মেথর, ধোপা, নাপিত হইতে বাধ্য হইবে, সদ্বুদ্ধি নিস্তেজ হইবে ও ইউরোপীয়দিগের ন্যায় পশুবৎ বুদ্ধি তোমাদিগের মনকে অধিকার করিবে। তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র থাকিবে, কিন্তু তোমরা তাহাদিগের নিকট শৃগাল, কুক্কুর, গোবাগা, বাগডাঁশা হইবে। জাতিভেদ নষ্ট করিয়া তোমরা কখনই উন্নত হইবে না। একবার ভবিষ্যত দৃষ্টিকর। ভূত কালকেও ভুলিও না। আজি পর্য্যন্ত ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরো সামান্য চাউল কলা শিকি দুয়ানিতে তুষ্ট হইয়া চিরজীবন শাস্ত্র চিন্তাও ধর্ম্ম ব্যবহারে ক্ষেপণ করেন। দরিদ্রতা তাঁহাদিগের নিকটে প্রায় কষ্টদায়ক বোধ হয় না। হে জাতিভেদ সমর্থন্‌কারী আর্য্য-গণ! জাতিভেদের মুল দৃঢ় করিতে এক-বার যত্ন কর। কোন জাতিকে ঘৃণা করিওনা বা পীড়ন করিওনা। আপনার জাতীয় নিয়ম প্রকৃতরূপে পালন কর, তাহার কোন বন্ধন বা গ্রন্থিকে শিথিল করিও না। স্বজাতির প্রতি যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এপ্রকার চিন্তা ও কার্য্যেতে রত হও। তাহাদিগের সহস্র দোষ ক্ষমা কর। ইউরোপীয় জাতিভেদ প্রথা অহঙ্কারমূলক। ভারতবর্ষীয়

জাতিভেদ প্রথা ধর্ম্ম ও জ্ঞান মূলক। অসবর্ণ বিবাহ বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুমোদিত নহে। অধুনাতন ইউরোপীয় জাতিভেদ নির্ব্বাচক মহা পণ্ডিতগণ অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যে জাতি হইতে উদ্ভূত ব্যাখ্যা করেন; শূদ্রদিগকে সে জাতি হইতে উদ্ভূত ব্যাখ্যা করেন না। এ দুই জাতি হইতে যে মিশ্রজাতির উৎপত্তি হইবে; সে মিউলেটোর (ইউরোপীয় স্পানিস জাতি ও আমেরিকা দেশীয় ইণ্ডিয়ান জাতি সংসর্গে যে জাতির উৎপত্তি) ন্যায় হীন ও তাহার বংশ অচির-স্থায়ী হইবে। যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা সমর্থন করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার এই মাত্র বক্তব্য যে জাতিভেদ সামাজিক প্রথা। যে জনসমাজ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে সেখানেই কোন না কোন প্রকারে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিরা সমাজের হিত বিধানের জন্যই জাতিভেদকে বদ্ধমূল করিয়াছেন। কোন একটী সামাজিক প্রথা বদ্ধমূল করিতে হইলে সে প্রথা ধর্ম্মানু-মোদিত বলা আবশ্যক হইয়া উঠে। বাস্তবিকও যে প্রথা হিতকর তাহাই ধর্ম্মানুমোদিত। হিতকর প্রথা উন্মূলনের চেষ্টা করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য সন্দেহ নাই। এদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারা সুরাপানকে মহা পাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরাতন হিন্দুকলেজের তৈয়ারি কটমেটে ইংরেজী বাবুগণ, ইংরেজী প্রথানুসারে সুরাপান দেশের দুর্গতিহর, বল-কারক, শ্রান্তিহর সুধা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন ও প্রচুর পরিমাণে পান করিয়া সাদাপ্রাণোদ্ভূত শান্তি সুখ উপভোগ করিতেন। পরে ভগবান যমরাজ যখন ইহাঁদিগের কেশাকর্ষণ না করিয়া উদরস্থিত হৃৎপিণ্ডকে দৃঢ়হস্তে চাপিয়া ধরিলেন তখন ইহাদিগের চৈতন্য হইল। চৈতন্য হইলে কি হইবে। ভগবান যমরাজের কঠিন হস্তের চাপ পাইয়া যকৃৎ-পিণ্ড পাকিয়া পুঁজে পরিপূর্ণ হইল। ডাক্তারী, হকিমী, হোমিওপ্যাথি, বৈদ্যপ্যাথি, সাগু, বেদানা, মাংসের যুস সমস্ত হারিয়া গেল, বাবু কষ্ট পাইয়া বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবিতাবস্থায় নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া

অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। দুঃখিনী জননী কৃতবিদ্য সন্তান হারাইয়া মণি হারা ফনীর ন্যায় চিরজীবনের জন্য দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। যুবতী সাধ্যাসতী বিধবা হইলেন। সুকোমল চন্দ্রসম শিশু-সন্তানগণ অনাথ হইল। বাবু যদি জাতিভেদ মানিতেন "সুরাপান মহা পাতক" ঋষিদিগের এই প্রাচীন মহৎবাক্যে তাঁহার বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে কখনই উপরোক্ত বিপত্তি ঘটিত না। হিতকর সামাজিক প্রথাকে ধর্ম্মানুমোদিত মনে করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। জাতিভেদ যখন জনসমাজের হিতকর যখন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত তখন ইহাকে সংরক্ষণ করাই ধর্ম্মানুমোদিত, উন্মূলন করার চেষ্টা করাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

ঈশ্বরোপাসনা।

আজ কাল এদেশে ঈশ্বরোপাসনা বিরোধী কতকগুলি লোক দেখিতেছি। ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে বিরোধ হওয়া ইংরাজী শিক্ষার ফল। ইতিপূর্ব্বে এদেশের অধিকাংশ লোকই স্বাকার উপাসক ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা করিতনা এমত কতক লোক ছিল; কিন্তু উপাসনা বিরোধী লোক দেখা যাইত না। আজ কাল তর্ক, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজনপ্রতিপন্নকারী কতকগুলি লোক এদেশের ভদ্রসমাজে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এ সকল লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহারা প্রায়ই ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তি কিম্বা তাহাদিগের অনুচর। ইহারা তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে যে, ঈশ্বর যাহা করিবার করিয়াছেন এবং যাহা তাঁহার কর্ত্তব্য তাহা করিতেছেন, বাক্য দ্বারা তাঁহার কি তুষ্টি সাধন করিব। তাঁহারা বলেন যে, পল্লিগ্রামস্থ জমীদার বা নীলকর

কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার উদ্যোগ করিলে সে ব্যক্তি যদি কর-যোড়ে নানা প্রকার মৃদু বাক্যে খোষামোদ করে, তাহা হইলে তাহার শাস্তি মাপ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তুষ্টিরুষ্টিবিহীনজ্ঞান-স্বরূপ, চাটুবচনে তাঁহার তুষ্টিসাধন করা যায় না বা কটু বচনে তিনি বিরক্ত হয়েন না; তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলময় নিয়মে সমস্ত জগৎ প্রশাসিত হইতেছে। অনর্থক বাগাড়ম্বর বিস্তার করিয়া সময় নষ্ট করিবার কিছু আবশ্যক নাই। যে সময় এ অনর্থক ক্রিয়াতে ক্ষেপণ করা যায়, সে সময় অর্থ উপার্জ্জনে, জ্ঞান লাভে বা অন্য কোন হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিলে, আপনার ও জগতের হিতবিধান হইতে পারে। উপাসনা বিরোধীদিগের এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি তর্ক আছে। উপাসনার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ লোকের সর্ব্বদাই বিবাদ বিষম্বাদ হইয়া থাকে। স্বপক্ষেরা বিপক্ষদিগকে অধার্ম্মিক ধর্ম্মঘাতক বলিয়া গালাগালি দেন, আর বিপক্ষেরা স্বপক্ষদিগকে নির্ব্বোধ, পশু, দয়ার পাত্র, বলিয়া উক্ত করিয়া থাকেন। উপাসনার স্বপক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলেন তাহাই কথঞ্চিৎ আলোচনা করা অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ। পুপূজিষা (পূজা করিবার ইচ্ছা)। মনুষ্য মাত্রেরই একটী স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি যাঁহাদিগের অতীব প্রবল তাহারাই নিতান্ত ঈশ্বরোপাসনা-প্রিয়। শত সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যথা-কালে ঈশ্বরোপাসনা করিতে ইঁহারা কখন বিরত হয়েন না। ঈশ্বরো-পাসনাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন। উপাসনার কোন প্রকার ব্যাঘাত হইলেই অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন। এই প্রবল প্রবৃত্তির অনুরোধে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভগবান রামচন্দ্রের দ্বারা তাড়কা রাক্ষসীর এবং মহামুনি অক্রুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা দুর্দ্দান্ত কংশের ধ্বংশ সাধন করিয়াছিলেন। এই বৃত্তির প্রাধান্য হেতু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন তপস্বীগণ যোগ অভ্যাসের দ্বারা শরীর ও মন বশীভূত করিয়া বহু শতাব্দ একাসনে অনায়াসে কালযাপন করিতেন।

কি সভ্য কি অসভ্য জাতি সকলের মনেই এই প্রবৃত্তি নিহিত আছে। সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে ইহার চারিতার্থ্য লাভের জন্য ব্যাকুল।

যাহাদিগের পুপূজিষা প্রবৃত্তি দুর্ব্বল তাহারা উপাসনা-শীল হইবার জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করেন। ইহাদিগের হৃদয় অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও শূন্য। ইহারাই উপাসনা-বিরোধী। উপাসনা-বিরোধী পুস্তকাদি পাঠ করিলে বা উপাসনা-বিরোধী ব্যক্তিদিগের সহিত সংসর্গ ও কথোপকথন করিলে অল্পকালমধ্যেই ইহারা উপাসনা-বিরোধী হইয়া পড়ে। পুপূজিষা যে মনুষ্য মাত্রেরই একটী প্রবৃত্তি সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। একটী সৎপ্রবৃত্তির চরিতার্থ্য লাভ করিতে না পারিলেই মনুষ্য অসুখী হয়।

যাহার দয়াবৃত্তি প্রবল, তাহাকে যদি দানাদি হিতকর কার্য্যে বিরত করিয়া কসাইখানাতে জীব হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে বাধ্য করা যায়,তাহা হইলে তাহার যেমন, শোক, বিষাদ,হতাশ প্রভৃতি অসুখের ইয়ত্তা থাকে না, তদ্রূপ পুপূজিষা প্রবল ব্যক্তিকে, উপাসনা-বিরোধী ব্যক্তিদিগের সংসর্গে বাস ও তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে বাধ্য করিয়া কেবল সাংসারিক কার্য্যে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহার অসুখ ও ক্ষোভের ইয়ত্তা থাকে না। যাহার যে মনোবৃত্তি প্রবল ন্যায়ানুগত তাহার পরিচালন করিতে পারিলেই তাহার সুখ এবং না পারিলেই তাহার অসুখ।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ন্যায় কার্য্য করিলে যদি স্বাস্থ্যবান হওয়া যায় এবং সেই ন্যায় কার্য্য অবহেলা করিলে যদি স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহা হইলে সে ন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

শারীরবিৎ প্রধান পণ্ডিতেরা দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, "বিশ্রাম আহার্য্য পরিপাকের অনুকূল" তদ্বিপরীত ক্রিয়া ইহার প্রতিকূল। আহারের পূর্ব্বে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম দ্বারা বা দুশ্চিন্তা ও শোক তাপ দ্বারা শরীর ও মন অপ্রকৃতিস্থ হয়, তাহা-

হইলে ক্ষুধামান্দ্য হয়। এ অবস্থাতে আহার করিলে স্বাভাবিক পরিমাণে আহার করা যায় না, মন্দাগ্নি অজীর্ণতা রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়, এবং অল্পাহার ও অপরিপাকাদি কারণ জন্য অল্প পরিমাণে সারবান পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া উহার প্রকৃত পুষ্টিসাধন করিতে পারে না। এতন্নিবন্ধন শরীর দুর্ব্বল হয়, বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হয় ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি মলিন হয়। আমি দুই একটী পরিবারে দেখিয়াছি যে, আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, কেহ কোন চিঠি পাঠ করে না, পাছে কোন কুসম্বাদ থাকে। কেননা আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কোন কুসম্বাদ শ্রবণ করিলে ক্ষুধামান্দ্য ও মন স্ফূর্ত্তিবিহীন হইলে নিয়মিত আহারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা।

শরীর রক্ষার্থে আহারের পূর্ব্বে শরীর ও মনকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। এক স্থানে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিলে, অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা করিলে শরীর ও মন কতক বিশ্রাম পায়, কিন্তু স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় না। যদি হৃদয়গত আত্মীয় বন্ধুর সহিত এক স্থানে বসিয়া হাস্য কৌতুকে কিয়ৎ কাল ক্ষেপণ করা যায়,তাহা হইলে শরীর ও মন অপেক্ষাকৃত অধিক বিশ্রাম প্রাপ্ত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। ভরসা সূচক বিপদ নাশক ও সম্পদ বৃদ্ধিকারক বন্ধুর সংসর্গে কিয়ৎ কাল যাপন করিলে মনের স্ফূর্ত্তি নিশ্চয় বৃদ্ধি হয়। আমরা, ঈশ্বর ব্যতীত,কাহাকেই বিপদনাশক, সম্যক ভরসাপ্রদ, সম্পদবৃদ্ধিকারক বন্ধু বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি না। যদি নির্জ্জনে একাকী বসিয়া হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই ভয়ত্রাতা, বিপদহারী, মঙ্গলপ্রদ মর্ম্মান্তিক বন্ধুর সদ্ভাব ও মঙ্গলাভিপ্রায় একাগ্র হইয়া চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সংসারের শোক,তাপ, দুঃখ, দুঃশ্চিন্তা সমস্তই তিরোহিত হয়, শরীর স্থির হয়, মন প্রশান্ত হয়, সদ্বৃত্তি সমুদয় চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, সদাশা মনকে বলীয়ান্ করিয়া সমস্ত সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধনের উপযুক্ত করে ও সমস্ত মনোবৃত্তি ও শারীরিক ক্রিয়া যথা নিয়মে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল এই অবস্থাতে যাপন

করিয়া নিত্য নিয়মিত ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ করিলে শরীর পটু ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় এবং মনোবৃত্তি সমুদয় শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদন হেতু তেজস্বী হয়। আহারের পরেও পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করা অতীব কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিগণ আহারের পূর্ব্বে ঈশ্বরোপাসনা করা নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র আহারের পূর্ব্বে ঈশ্বরোপাসনা, স্বাস্থ্য সংরক্ষক ও বর্দ্ধক, সুতরাং সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিতেছেন।

স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে মনুষ্য সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মে অপটু হয়। শরীরের তেজ ও মনের তেজ থাকিলে সমস্ত কার্য্যই অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য সহকারে সম্পন্ন করা যায়। ঈশ্বরোপাসক যে দীর্ঘজীবী, সংযতেন্দ্রিয়, সহিষ্ণু ও শুদ্ধাত্মা হয়েন, স্বাস্থ্যরক্ষাই তাহার প্রধান কারণ। উপযুক্ত পুষ্টি সাধন না হইলেই স্বাস্থ্যহানি হয়। স্বাস্থ্যহানি হইলে ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, শীলতা, সংযমশক্তি ও পরিশুদ্ধতা স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে সঙ্গেই হ্রাস হইতে থাকে।

উপাসনা-বিরোধী ব্যক্তিদিগের প্রতি বিনীত ভাবে আমার এই নিবেদন যে, যদি তাঁহারা পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উপাসনা-শীল না হয়েন, ইহকালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য্য পরিপাচিত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন জন্য স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইলে পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে। মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইলে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তম রূপে সম্পাদন করিতে পারা যাইবে। নিরন্তর পরিশ্রম জন্য নিস্তেজ শরীর ও মন সময়ে সময়ে বিশ্রাম (ঈশ্বর উপাসনা উপলক্ষে) প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর পরিশ্রমের উপযুক্ত হইবে।

ঈশ্বরোপাসনা সর্ব্ব প্রকারে হিতবিধায়ক কি না একবার নতশিরে চিন্তাশীল হইয়া বিবেচনা করুণ।

বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সাংসারিক চিন্তায় নিবিষ্ট

থাকিলে, মন নিতান্ত-বিরক্ত হইয়া উঠে, সে অবস্থাতে ঈশ্বরোপাসনা যে প্রকার চিন্তানিবারক, মানসিক শ্রান্তিহর, নিস্তেজ মনোবৃত্তির পুষ্টিসাধক ও বিপদে সাহসপ্রদ এ প্রকার আর কিছুই নহে।

তিতবিরক্ত সময়ে স্নেহময় বন্ধুর সহাস্য মুখশ্রী কত ক্লেশহারক, তাহার প্রেমালিঙ্গন ও প্রিয় বচন কত বলকারক ও ভরসা বিধায়ক তাহা বলা বাহুল্য। প্রিয়বন্ধু নিকটে না থাকিলে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া ও মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও বলীয়ান হয়। ত্রেতা যুগে দুঃখিনী জানকী কঠিন হৃদয় রাক্ষসীগণ দ্বারা পরিবৃত, লাঞ্ছিত ও প্রহারিত হইয়াও প্রাণবল্লভ শ্রীরাম চন্দ্রকে স্মরণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। যদি বন্ধুর বন্ধুকে স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুপম দয়া ও গভীর স্নেহের বিষয় কীর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে মন কত প্রশান্ত ও বলযুক্ত হয়, শরীর কত পুলকিত হয়, এবং সৎ প্রবৃত্তিসমূহ কত উৎসাহিত ও কত কার্য্যোন্মুখ হয়।

ক্রমশঃ

প্রেরিত।

ওলাউঠা।

ওলাউঠার কারণ বা উৎপত্তিতত্ব লইয়া ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ বহুবিধ মত ও তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। এই প্রকার মতভেদ থাকাতে চিকিৎসা প্রণালীও প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যেক চিকিৎসকের হস্তে পরিবর্ত্তন সহ্য করিতেছে, ইহাতে জন সমাজের দুরাদৃষ্ট ও বিপদ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কত প্রকার অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হইল, কত উপায় অবলম্বিত হইল, কত লোক স্ব স্ব মস্তিষ্ক ও বিদ্যা বুদ্ধি ব্যয় করিয়া কত প্রকার মত বাহির করিলেন কিন্তু সকলই সমান রূপ ব্যর্থ-হইয়া গেল। আমরা অদ্য এই বিষয়ে গুটি কতক কথা বলিব, পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়া দেখিবেন ও কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন, ভরসা করি এই

সমুদায় উপায়ে মানব জাতির ক্ষয়কারী করালের হস্ত হইতে কতক মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতেরা একস্বরে বলিয়া আসিতেছেন ওলাউঠার আদিম স্থান ভারতবর্ষ; এইস্থানেই এই পীড়া প্রথমে আরম্ভ হয় পরে ক্রমে ক্রমে লোক সমাগম হেতু বা বায়ুর পরিবর্ত্তন বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইয়াছে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন, আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে এই পীড়া অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল। আমাদের দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্রে যে বিসূচিকার বর্ণন পাওয়া যায় তাহার সহিত বর্ত্তমান ওলাউঠার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এদিকে যেমন আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে এই ভয়ানক রোগের নাম শ্রুত হওয়া যায়, ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় লোকেরাও বহুকাল পূর্ব্বে এই বিষয় অবগত আছেন; ইউরোপ দেশস্থ লোকের এসিয়ায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে এবং কলম্বস কর্ত্তৃক নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ও তথায় যে এই মহাকারী সামান্য বা বৃহৎ আকারে বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দী ও তৎপূর্ব্বে পর্টুগাল, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ওলাউঠা বর্ত্তমান ছিল, অতএব ভারতবর্ষই যে ওলাউঠার মাতৃভূমি তাহা আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না, এবিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ প্রয়োগ আছে, কিন্তু এই অকার্য্যকর বিষয় লইয়া অধিক সময় ক্ষেপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে প্রকৃত পক্ষে মানব মণ্ডলীর যাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার হয় ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

ওলাউঠার উৎপত্তি বিষয়েও নানা প্রকার মত ভেদ আছে। বায়ু দূষিত হইয়া ওলাউঠার উৎপত্তি হয়, অনেকে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকেন কিন্তু সেই বায়ু যে কি প্রকার দূষিত হয় তাহাতে কোন

প্রকার বিষাক্ত বায়ু মিশ্রিত হয় বা বায়ুর কোন অংশ বিশেষ উহা হইতে অপসারিত হয় অথবা কোন ক্ষুদ্রতম কীটাণু উহাতে অবস্থিতি করে এবং নিশ্বাস সহযোগে উদরস্থ হইয়া তথায় বিকৃতি উপস্থিত করে ইহাও নিঃসংসয়ে নিরূপিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন বায়ুস্থিত অম্লজানের গাঢ়ত্ব স্বল্প হইয়া যায় সুতরাং সে বায়ু দূষিত হয়। কিন্তু তাহাতে ভয়ানক ভেদ বমন কিরূপে উপস্থিত হয় বুঝিতে পারা সুক-ঠিন, অপরিশুদ্ধ জল ওলাউঠা উৎপাদনের এক কারণ বলিয়া অনেকে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু সে কি প্রকার অপরিষ্কার জল তাহা অনেকে পরীক্ষা দেখেন না। সকল প্রকার জল কিঞ্চিৎ মাত্র মৃত্তিকা বা অন্য ধাতুজ পদার্থ মিশ্রিত দেখিলেই অনেকে তাহা পানীয়ের অনুপযুক্ত মনে করিয়া থাকেন। পরিষ্কার স্রোতবতী নদীর জলের উপরেও অনেকে দোষারোপ করিয়া থাকেন, এমনও শুনা গিয়াছে কোন এদেশীয় ডাক্তার বিলাত হইতে আসিয়া বঙ্গদেশীয় কোন নদীর জল ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক ব্যাধির আকর স্বরূপ বলিয়া পান করি-তেন না। প্রায় স্থলেই সোডাওয়াটার দ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতেন। এসমুদয় অতীব দুঃখের বিষয়; বিশেষতঃ চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তিদের সকল বিষয় সুক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া চলা উচিত।

এক্ষণে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ওলাউঠার ভেদ, বমন যেস্থানে পরিত্যক্ত হয় তাহা বায়ু সংযোগ রহিত না হইলে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই বিকৃত বস্তু বায়ু, জল বা অন্য কোন পদার্থ সংযুক্ত হইয়া উদরস্থ হইলেই ওলাউঠা আরম্ভ হয়। সুতরাং পচা নর্দামার বা পয়ঃপ্রণালীর দুর্গন্ধ গ্রহণে বা ঐ বস্তুযুক্ত জলপানে ভেদ বমন হইবার সম্ভাবনা, আমরা কতক স্থানে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছি। ডাঃ স্যাণ্ডারসন সাহেব ওলাউঠা ভেদ বমন একটী ইন্দুরকে ভক্ষণ করাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। পেটেনকফার বলেন মৃত্তিকার নিম্নে যে জল আছে তাহার পরিবর্ত্তন হেতু ওলাউঠার

উৎপত্তি হয়। যিনিই যাহা বলুন ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, পানীয় জলের দুষিতাবস্থা হইতে যে বহুল পরিমাণে ওলাউঠা আরম্ভ হয় তাহার আর ভ্রম মাত্র নাই। যে স্থান হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয়, নদী, পুষ্করিণী, খাল প্রভৃতির সহিত যদি নর্দ্দমার সংযোগ থাকে বা মল মূত্র ও অন্যান্য পচন শীল দ্রব্য তাহাতে নিঃক্ষেপ করা যায় তবে সেই জল অতীব অনিষ্টকারী হইয়া উঠে।

লণ্ডন নগরের ব্রডষ্ট্রীট নামক রাস্তার নিকটস্থ এক পুষ্করিণীর সহিত পয়ঃপ্রণালীর যোগ হওয়াতে যে ভয়ানক মহামারী ওলাউঠা হইয়াছিল তাহাতে এই সত্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে কলিকাতা মহানগরীতে পরিস্কৃত কলের জলের সৃষ্টি হইয়াও গঙ্গাতে মৃতদেহ ও মল মূত্র পরিত্যাগ নিবারিত হইয়া এই জনাকীর্ণ নগর প্রায় এক প্রকার ওলাউঠার করাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

ওলাউঠার ভীষণ মূর্ত্তি, কালের সহকারী করাল বদন উত্তেজ ক্ষয়কারী প্রথমও বর্দ্ধিত অবস্থা সকলেই অল্প বিস্তর অবলোকন করিয়াছেন। অতএব ইহার লক্ষণাদির বিষয় আমরা কিছু বিস্তার লিখিবনা, কিরূপে এই বিষম শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যথেষ্টরূপে প্রকটন করিব। যদিও ভেদ, বমন ওলাউঠার এক প্রধান লক্ষণ তথাচ শুদ্ধ এই দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত রোগ নির্ণয় হয় না। কখন কখন একবার মাত্র ভেদ হইয়া রোগী অচেতন হইয়া পড়ে; মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়, শরীরের তাপ অতিশয় অল্প হয় এমন কি বরফের মত হইয়া যায়, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট হয়, নিঃশ্বাস ত্যাগে কষ্ট উপস্থিত হয়,বাক্য, নাসিকা প্রবিষ্ট হয়, রোগী এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যে হস্ত পদ সঞ্চালনেও অক্ষম হয়। ভয়ানক পিপাসা আরম্ভ হয়, জলপান মাত্র উঠিয়া পড়ে, রোগী ছটফট করিতে থাকে কখনবা মৃতবৎ অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে, কখন কখন অতিশয় গাত্র দাহ উপস্থিত হয়, নাড়ী পাওয়া যায় না, অধিকতর শ্বাস কষ্ট

উপস্থিত হয়, অসাড়ে মল ত্যাগ হইতে থাকে, মুত্র স্মৃতি অল্প হয় অথবা একবারেই বদ্ধ হইয়া যায়, শ্বাস-কষ্ট ও অতিশয় দৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ওলাউঠার প্রারম্ভ সময়ে অনেকের পেটের পীড়া (উদরাময়) হইয়া থাকে তাহা তত ভয়ানক হয় না। তখনই সাবধান হওয়া আবশ্যক। এ প্রকার উদরাময় সামান্য চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মলের বর্ণ চাঁউল ধৌত জলের মত না হয় ততক্ষণ প্রকৃত ওলাউঠা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

চিকিৎসা—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ওলাউঠার প্রকৃত ঔষধ এখন ও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ জন্য তত্বপুস্তকে ইহার নানাবিধ ঔষধের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যে ডাক্তার যখন যে ঔষধ প্রয়োগে একটী রোগী আরোগ্য করিয়াছেন তিনি তখনই সেই ঔষধটীকে অভ্রান্ত মহৌষধ মনে করিয়া প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু অত্যল্প সময় মধ্যেই ঐ ঔষধ, সকলের নিকট অশ্রদ্ধেয় ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা এটীও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, অনেক সময়ে ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও স্বভাবের-রোগ-বিমোচন-ক্ষমতা অনুসারে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এমন কি অতি ভয়ানক অবস্থা, নাড়ীহীন ও শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। আবার অনেক সময়ে বিবেচনাবিহীন হইয়া অতিরিক্ত ঔষধ- ও অতিশয় আড়ম্বরে রোগীর অবস্থা মন্দ হইয়াছে। বিশেষতঃ অবিবেচক চিকিৎসক অবস্থা না বুঝিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে অহিফেন প্রভৃতি ধারক ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর শেষ দশা উপস্থিত করিয়াছেন। এটী সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের শরীরের মধ্যে একটী স্বত-উত্তেজক-শক্তি আছে। যখন কোন অনিয়ম বা পীড়া উপস্থিত হয় সেই শক্তি আপনাপনি উত্তেজিত হইয়া সেই পীড়ার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। এটী আমাদের মনঃ- কল্পিত বিষয় নয়। ইহার সার আছে। এটী সকলেই বিচার ও পরীক্ষা

করিয়া দেখিতে পারেন। চক্ষে ধুলি বা অন্য কোন পদার্থ পতিত হইবা-মাত্র চক্ষু হইতে অজস্র ধারায় জল পতিত হইয়া সেই ধুলিকনা ধৌত করিয়া দেয়। কোন দুষ্পাচ্য বস্তু আহার করিলে উদরামময় উপস্থিত হইয়া সেই অনিষ্টকর পদার্থকে বহির্গত করিয়া দেয়। জ্বর হইয়া শরীর উত্তপ্ত হয় ও তৎপরে ঘর্ম্ম হইয়া শরীরের অনেক দূষিত পদার্থ বহির্গত করিয়া দেয় সুতরাং চর্ম্ম শীতল হয় ও জ্বর এককালে ছাড়িয়া যাইতে পারে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, শরীরস্থ এই ঐশিক ক্ষমতার প্রভাবেই আমরা রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। কিন্তু যখন রোগের ক্ষমতাই এত অধিক হয় যে ঐ স্বাস্থকর ক্ষমতাকে অতিক্রম করে বা তাহাকে অতি-শয় দুর্ব্বল করিয়া ফেলে তখনই আমাদের পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয় না এবং তখনই চিকিৎসকের ও ঔষধের সাহায্য আবশ্যক করে, নতুবা শরীর এতদূর ক্ষীণ হইয়া পড়ে ও জীবনী-শক্তি হ্রাস হয় যে, পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। ওলাউঠার বিষয়েও ঠিক এই নিয়ম ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ ভেদ বমন হইয়া শরীরপ্রবিষ্ট বিষাক্ত বস্তু ও তজ্জ-নিত দূষিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়। তৎপরে যদি ঐ দূষিত পদার্থের ক্ষমতা হ্রাস বা তেজ অপসারিত না করা যায় তাহা হইলে পুনঃ-পুনঃ তেজক্ষয়কারী ভেদ বমন হইয়া রোগী-মৃত্যু মুখে পতিত হইতে পারে। এইজন্যই হঠাৎ ধারক ঔষধ দ্বারায় ভেদ বমন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে শীঘ্র পেট ফাঁপিয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। ডাক্তর জন্সন্ এই বিষয় বিশেষ বুঝিয়া ছিলেন এবং তজ্জন্যই ভেদ বমন না থামাইয়া ক্যাষ্টরঅইল সেবন বিধি দিয়া ছিলেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। যদিও জন্সন ঠিক বুঝিয়া ছিলেন কিন্তু তাহার উদ্ভাবিত চিকিৎসা প্রণালী দোষকর সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক ক্ষমতায় যে ভেদ বমন হয় তাহাই রোগ-নিরাকরণ পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ভেদ-বমন-কারক ঔষধ দ্বারায় সেই প্রক্রিয়াকে

প্রবর্দ্ধিত করা চিকিৎসকের উচিত নহে তাহাতে রোগী আরও দুর্ব্বল হইতে পারে, সুতরাং এরূপ স্থলে এক দিকে যেমন হঠাৎ ওলাউঠার বেগ থামাইতে চেষ্টা করা উচিত নহে, অপর দিকে তেমনি রোগের উত্তেজক অবস্থা আনয়ন করাও দোষাবহ। চিকিৎসককে অতি সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। যখন ভেদ বমনের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি হইবে তখন অতি সতর্কতার সহিত অল্পে অল্পে তাহা নিবারণ করিতে হইবে। আবার যখন অতিশয় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইবে তখন পরিমিত পরিমাণে উত্তেজক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওলাউঠার ঔষধের মাত্রা অতিশয় অল্প দেওয়া উচিত, কেননা একে পাকস্থলীর অবস্থা এমত মন্দ হয় যে তাহার শোষন ক্রিয়া অতি হ্রাস হইয়া পড়ে তাহাতে অধিক ঔষধ প্রয়োগে তাহার যে ক্ষমতা টুকু থাকে, তাহাও মন্দীভূত হইয়া আইসে। অনেক সময়ে মৃতদেহ পরীক্ষায় পাকস্থলীও অন্ত্র মধ্যে ঔষধ অপরিবর্ত্তন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ বিশেষ ঔষধের ব্যবস্থা পত্র আমরা এস্থলে দিতে ইচ্ছা করিনা কেননা তাহাতে বিশেষ কোন ফল দৃষ্ট হয় না। ওলাউঠা যেমন ভয়ানক রোগ ইহার চিকিৎসা-ভার অপরিণামদর্শী, অল্প দর্শী লোকের হস্তে অর্পণ করা কখনই উচিত নহে। বিজ্ঞ চিকিৎসক উপরি উক্ত সাধারণ সূত্র অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলে আপনার উপযুক্ত ঔষধ বুঝিতে পারিবেন। তথায় কয়েকটী ঔষধের নাম ও মাত্রা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

ক্লেরিক ইথার, টিংচার ফেরিমিউরেয়েটিশ, চক মিকচার, ভাইনম ইপিকাক ১ বিন্দু অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত, মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণার সময়ে বরফ ও বরফ মিশ্রিত জলে মিশাইয়া সেবন বিধি। ডাঃ রিঙ্গার বলেন ১ বিন্দু, ভেরেট্রম্ এল্ব্, অতিশয় ভেদ, বমনের পক্ষে অতি উত্তম ঔষধ। বিষয়টী আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ক্যালমেল অল্প মাত্রায় যকৃতের কার্য্য উত্তেজন করে। মূত্র না হইলে অল্প পরিমাণে ক্যান্থারিক আরক দ্বারায় মূত্র ক্রিয়া উত্তেজিত

করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের মত পরে বিশেষরূপে লিখিব। প্রতিষেধক চিকিৎসা ও অন্যান্য উপায় যখন চতুর্দ্দিকে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে তখন আহারের ব্যবস্থা অতি সাবধানে করা উচিত। অপরিপক্ক ফল, মূল, পচা মৎস্য, কোন বাসী দ্রব্য, সুরাপান, রাত্রি জাগরণ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। গৃহ পরিষ্কার করা উচিত। শুষ্ক ও তাহাতে পরিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে দেওয়া উচিত। গৃহের কোন স্থানে ইন্দুর বা অন্য কোন কীট পতঙ্গ পচিয়া দুর্গন্ধ উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আঁস্তাকুড়, পায়খানা, নর্দ্দমা সর্ব্বদা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে অধিক পরিমাণে জল দ্বারা স্নান বা অবগাহন করা কর্ত্তব্য। গাত্র ধৌত ও মার্জ্জন করা উচিত এবং যাহাতে চর্ম্মস্থিত কৌষিক নাড়ী সমুদায় উত্তেজিত হয় ও চর্ম্মের উপরিস্থ লোম কূপ পরিষ্কার থাকে ও ঘর্ম্ম অনায়াসে নির্গত হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। অতিশয় মানসিক উদ্বেগ, রাত্রি জারগণ করিয়া পাঠ, অপরিষ্কার থাকা কখনই উচিত নহে। অনেকে সর্ব্বদা কর্পূর ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। পাণীয় জলে, পানের সহিত, বা কোন পচা গন্ধ গৃহীত হইলে নাসিকার দ্বারায় কর্পূর গ্রহণ করা মন্দ নহে কেন না কর্পূর উত্তেজক, বায়ুনাশক ও দুর্গন্ধ বিনাশক। ইহার ব্যবহারে আমরা ফল দেখিয়াছি, এমন কি এটীকে যথার্থ প্রতিষেধক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পানীয় জল অতি সাবধানে পরিষ্কার ও পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জল পরিষ্কারের অতি সহজ ও স্বল্প ব্যয় সাধ্য উপায় রাধিকা বাবুর স্বাস্থ্য রক্ষা নামক পুস্তকে উত্তম রূপ লিখিত হইয়াছে। যাঁহাদের অবস্থা ভাল-তাঁহারা জল পরিষ্কার যন্ত্র (ফিলটার) ব্যবহার করিতে পারেন। স্রোতস্বতী নদীর জল অতি উপাদেয় ও স্বাস্থকর। তাহাতে কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। ওলাউঠার মল ও বমন তৎক্ষণাৎ দূরে পুঁতিয়া ফেলা উচিত ও গৃহে কার্বলিক এসিড ছড়াইয়া দেওয়া

উচিত। রোগীর বিছানা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য এবং চুন ও জল মাখাইয়া সাবান দ্বারায় ধৌত করা উচিত।

প্রেরিত।

বেঙ্গল জিম্নেসীয়ম্।

(৩০সে এপ্রেল্ বঙ্গ ব্যায়ামশালা)

বিগত সায়ংকালে আমরা বঙ্গব্যায়ামশালার, ব্যায়াম দেখিতে গিয়াছিলাম। বহুসংখ্যক লোক তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। ১০।১২ টি উন্নত বালক ব্যায়াম কার্য্য সম্পন্ন করিল। বালকগুলি পরিষ্কার ব্যায়ামোপযোগী সুপরিচ্ছদ্ বিশিষ্ট সুপ্রণালীতে সমস্তগুলি ব্যায়াম সম্পন্ন করিল হরিজেণ্টল বার প্যারেলেল্ বার এবং ট্রেপিজে কতকগুলি কঠিন ব্যায়াম অতি সহজে সম্পন্ন করিল। আমরা দেখিয়া অবাক হইলাম। শুনিলাম কেবল ৬ মাস হইল ইহারা ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে। এত অল্প দিনের মধ্যে ব্যায়ামকারীদিগের শরীর এত সবল হইয়াছে এবং ইহারা ব্যায়াম কার্য্যে এত সুদক্ষ হইয়াছে ইহা প্রত্যাশাতীত।

হরিজেণ্টল্ বারে হস্ত, বাহু, জানু, পৃষ্ঠদেশ ও ঘাড় সংলগ্ন করিয়া অনেক গুলি বালক অতিবেগে ঘূর্ণ্যমান হইল। আমরা দেখিয়া তাক্ হইয়া রহিলাম। বহুবাজারের সকের (অবৈতনিক) কনসার্ট প্রায় সমস্ত কাল সুমধুর যন্ত্ররবে দর্শক মণ্ডলীর চিত্ত বিনোদন করিয়াছিল। একে উৎকট ব্যায়ামের প্রদর্শন, তাহাতে ইউরোপীয় উৎসাহ বর্দ্ধনকারী, রণক্ষেত্র পথপ্রদর্শক যন্ত্রাদির স্ফূর্ত্তিকর ধ্বনি এবং বর্ত্তমান মাতৃভূমি ভারতের অনুরাগ-বর্দ্ধনকারী প্রবল বেগবান সমীরণে বোধ হয় অনেক উপস্থিত দেশানুরাগী যুবকের মনে ধ্বৗৎকারের এবং বাহুতে বলের সঞ্চার এবং হস্তাঙ্গুলিতে অস্ত্র-চালন-বলের সঞ্চার

করিয়াছিল। বোধ হয় দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় মনের ভাব মুখেও প্রকাশ পায় নাই ও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মহাত্মা লক্ষণ সেনের লজ্জা কতদিন বঙ্গভূমি হইতে দূর হইবে কিছুই বলিতে পারি না। কোন্ বিদ্যা শিক্ষা করিলে এদেশের যে সুদিন হইবে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। বর্ত্তমান প্রণালীতে যতই বিদ্যা বিস্তারিত হইতেছে ততই বর্ত্তমান পুরুষেরা দুর্ব্বল ও অপদার্থ হইতেছে। সভ্যতা যতই বিস্তারিত হইতেছে, মাদক সেবন ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশের লোক ক্রমশঃই কঠিন কার্য্যে পরাঙ্মুখ ও বিলাসী হইতেছে। ব্যায়াম শিক্ষাতে কি এদেশের দুর্গতি দূর হইবে? শারীরিক শক্তি মনের সদাশয়তা কি ফিরিয়া আসিবে? হে দূরদর্শী! হে চিন্তা শীল! তুমি বল! এদেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হইবে? ভারত সন্তান দিগের কি চিরকাল দুঃখে অতিবাহিত হইবে?

ব্যায়াম সমাপন হইলে বেঙ্গল জিম্ন্যাষ্টিক এসোসিয়াসনের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কবিহারী মল্লিক একটি ইংরাজি বক্তৃতা করিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের বি, এ, শ্রেণীস্থ ছাত্র, একজন উৎসাহশীল কৃতবিদ্য যুবক। ইঁহার যত্নেই জিম্নেসিয়মের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে কোন অংশেই ইঁহার অনুষ্ঠানে ত্রুটি নাই। ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ইনি কহিলেন যে, অত্র ব্যায়ামশালাতে নীতি শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হয়। কেননা যদি যুবক প্রভৃত শারীরিক বলশালী হইয়া নীতিবিহীন হয়, তাহা হইলে তাহাতে আর পশুতে কিছু বিশেষ থাকে না। স্বাস্থ্য ও আত্মরক্ষার্থ ব্যায়াম চর্চ্চার আবশ্যক।

পরের অনিষ্ট সাধনার্থে বলক্রিয়া পরিচালন করা উচিত নহে। আত্মরক্ষাও ন্যায়সঙ্গত হিতসাধনের জন্য আবশ্যক হইলে, বলক্রিয়ার সঞ্চালন করা আবশ্যক। বিগত এক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ব্যায়ামশালায় ব্যায়াম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমাদের

শ্লাঘার বিষয়। তিনি কার্য্যান্তরে গিয়াছেন বলিয়া অদ্য অত্র স্থানে আসিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা সকলেই নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইনি বঙ্গভূমির ব্যায়ামের গুরু। অদ্য তিনি এস্থানে উপস্থিত থাকিলে আমাদের কতই উৎসাহ বৃদ্ধি হইত।

আমরা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি যে, নবগোপাল বাবুকে "ডক্টর্ অব্ জিম্ন্যাষ্টিকশ্" উপাধি প্রদান করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান লিগ, ন্যাসান্যাল এসোসিয়েন ইত্যদি সমস্ত প্রধান ২ সভা এবিষয়ে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়কে বিশেষরূপে অনুরোধ করুন।

নবগোপাল বাবু ব্যায়াম বিষয়ে অতি বিশারদ। ইঁহার চেষ্টায় এদেশে ব্যায়াম করা উচিত ও হিতজনক এই সংস্কার সর্ব্বসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। ব্যায়াম দেশময় বিস্তারিত হইয়াছে এবং অনেক স্বাস্থ্যবিহীন দুর্ব্বল বালক ব্যায়ামের প্রসাদাৎ স্বাস্থ্যযুক্ত ও সবল হইয়াছে। ইনি আমাদিগের একটি কুলতিলক। হুগলি, কলিকাতা, ও অন্যান্য স্থানের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে যে সকল ব্যায়ামের শিক্ষক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ইঁহার ব্যায়ামশালার ছাত্র। মথুরা প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান স্থানে যে সকল ব্যায়ামশালা আছে, সেখানে ব্যায়ামে বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত মহানাটকের গ্রন্থকর্ত্তা মহাবীরের মূর্ত্তি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, বঙ্গ দেশের প্রতি ব্যায়ামশালাতে বাবু নবগোপাল মিত্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ব্যায়ামকারীদিগের ব্যায়াম আরম্ভের পূর্ব্বে এবং ব্যায়াম সমাপন হইলে সেই মূর্ত্তিকে ভক্তির সহিত অভিবাদন করা এবং তিথি বিশেষে পুষ্প মালা, সিন্দুর, চন্দন ইত্যাদি দ্বারা শোভাযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ মহাবীরের মেলা হইয়া থাকে, এখানেও নবগোপাল বাবুর সম্মানার্থ একটি মেলা সংস্থাপন করা দেশীয় লোকের অতি কর্ত্তব্য।

সমালোচনা।

কুসুমহার—যুবরাজ আলবার্ট এডোয়ার্ড মহোদয়ের বঙ্গদেশে শুভাগমন উপলক্ষে বঙ্গবাসী বালকদ্বয়ের ভক্তি উপহার। শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক বিরচিত এবং শ্রীগোপাল চন্দ্র মিত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়া উভয়ের দ্বারা উপহৃত। কলিকাতা শাঁকারীটোলা লেন ৬ নম্বরের ভবনে ওয়েলিংটন প্রেসে শ্রীবিহারি লাল আঢ্য দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য /০ আনা মাত্র।

পুস্তক খানি উত্তম হইয়াছে। বালক দুটি এত অল্প বয়সে যে প্রকার কবিতা রচনা করিয়াছেন যদি অভ্যাস রাখেন তাহা হইলে ভারি বয়সে সুকবি হইবেন সন্দেহ নাই। আজকাল বিজ্ঞান শাস্ত্রের কাল পড়িয়াছে, কবি দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে দেশের লোকেও কবিতার বড় যত্ন করে না। এদেশের লোকে পূর্ব্বে গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদ চরিত্র ইত্যাদিও যত্ন করিয়া পড়িত এবং এক জনের পড়া দশ জনে অবহিত হইয়া শ্রবণ করিত। এখনকার লোক কি হতভাগ্য! কি অপদার্থ! কবিতার প্রতি পূর্ব্ববৎ যত্ন প্রকাশ করিতে পারে না। সহজ ও সরল ভাষায় চিত্তবিনোদনকারী কবিতা শুনিলেই বলে যে, ও কিছু নয়। উল্টা পাল্টা অমিত্রাক্ষরে সহজ বুদ্ধি বিদ্যার অতীত কবিতা শুনিলে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

চুম্বুকনজীর—প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। আইন ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে এবং সর্ব্বসাধারণ ভদ্রলোকের জন্য বিশেষ উপকারী। ভাষাও বেশ হইয়াছে।

[১ম খণ্ড]　　চৈত্র ১২৮২ সাল।　　[৯ম সংখ্যা।]

অণুবীক্ষণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি-বিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।
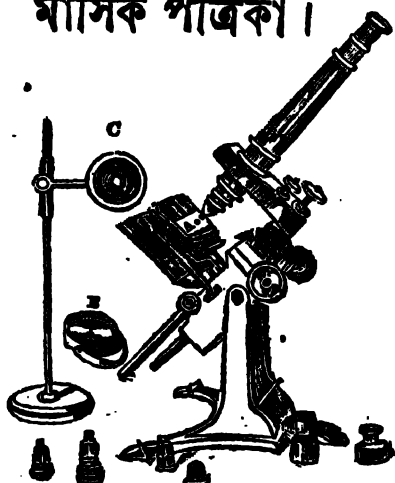
"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"
"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

ইন্সেন হস্পীটাল।

(উন্মাদ চিকিৎসালয়।)

আখ্যায়িকা সমাপন হইলে বন্ধুবর কহিলেন, চল আমরা অন্তঃপুরে যাই; বোধ হয় আহারাদি প্রস্তুত হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে তাঁহার পুত্র পঞ্চানন আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা তাঁহার দক্ষিণদ্বারি ঘরের বারান্দায় আহার করিতে বসিলাম। আমাদিগের অর্দ্ধেক ভোজন হইয়াছে এমত সময় পঞ্চাননের মাতুল নবকুমার বাবু কোটহ্যাট, বিলাতি ট্রাউজার, চাঁদনির এক্যালবুট

পরিধান করিয়া এবং লাল বাজারের পারসী নির্ম্মিত সরু বেতের ছড়ি হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্চানন আস্তে ব্যস্তে বসিবার জন্য একখানি টুল আনিয়া দিল। মাতুলবাবু তাহাতে বসিলে পঞ্চাননের পিতা সাদরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই কেমন হোচ্চে?" মামা বাবু কহিলেন, "প্রথম যাহা কিছু হইয়াছিল এক্ষণ বড় ভাল হইতেছে না, তবে কিছু দিন পরে যে ভাল হইবে তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন আমার শিক্ষার জন্য বিশ, বাইশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে তখন অতি অল্প দিনের মধ্যেই যে আমার কাজ কর্ম্ম ভাল চলিবে তাহাতে আর কি সন্দেহ হইতে পারে?" এই কথা সমাপনের পর মামাবাবু পঞ্চাননকে অঙ্গুলি দ্বারায় আহ্বান করিয়া কহিলেন একটা চিলুমে (কলিকা) করিয়া একটুকু ফায়ার (অগ্নি) লইয়া আইস? একটা ছিগার (চুরট) জ্বালি। পঞ্চানন নিকটস্থ প্রদীপ তাঁহার নিকট লইয়া গেল। মামাবাবু ট্রাউজারের (ইংরাজি পায় জামার উপরস্থ পকেট হইতে একটী চামড়ার খাপ) বহিষ্কৃত করিয়া তাহা হইতে একটী চুরট বাহির করিলেন। তাহার সরু দিক দন্ত দ্বারায় কর্ত্তন করিয়া চুরটের স্থূল দিক দীপশিখায় সংলগ্ন করিলেন এবং সরু দিক আস্যদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক দুই তিন টান দিবা মাত্র চুরট ধরিয়া উঠিল, তখন মুখ উত্তোলন করিয়া চুরট টানিতে ও পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠবন পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; এমত সময় পঞ্চাননের পিতৃব্য রামচাঁদ বাবু গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত কেবল একখানি ধুতি মাত্র পরিধান করিয়া চটিজুতা পায় দিয়া এবং গামছা খানি স্কন্ধে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর মধ্যে সাহেব বসিয়া, দেখিয়া তটস্থ হইয়া জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা মহাশয় পাদরী সাহেব বাড়ীর ভিতর কেন?" পঞ্চাননের পিতা কনিষ্ঠের প্রশ্নের কোন উত্তর না করিয়া কহিলেন "ভাই আগে দেখ লোকটা কে তাহার পর জিজ্ঞাসা করিও"। রাম চাঁদ বাবু অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয়, সুরসিক,

ঠাট্টাবাজ, লেখা পড়াও বেশ জানেন, সহজে লোককে হাসাইতে পারেন, প্রয়োজন হইলে কাঁদাইতেও পারেন। ইঁহার রসাভাস যাহারা না বুঝিতে পারে তাহারা ইঁহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয় পরে যখন বুঝিতে পারে, যে ইনি কৌতুক করিয়াছেন তখন আপনা আপনি অপ্রস্তুত হয়। যাহাদিগের সহিত ইঁহার প্রথম দেখা হয় তাহাদিগের প্রায়ই ইঁহার প্রতি অসুভ সংস্কার হয়। কিন্তু অধিক জানা শুনা হইলে ইঁহাকে সকলেই ভাল বাসে, স্নেহ করে ও ইহাঁর সংসর্গ লাভের ইচ্ছা করে। ইহঁার মনে কোন গোল নাই। ইনি অত্যন্ত অন্তঃখোলাশা লোক। ইনি আপন চেষ্টায় বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়ে বহু পুস্তক অধ্যয়ন করেন নাই। কথোপকথন দ্বারা ইনি অনেক বিষয় অবগত হইয়াছেন। বাস্তবিক ইনি একটী বিচক্ষণ লোক। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া চন্দ্রের রশ্মির সাহায্যেও মামা বাবুকে চিনিতে পারিলেন না। কিছু কাল মামাবাবুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দাদা মহাশয়! এ গ্যাসফিটার (Gasfitter) সাহেবকে কোথা হইতে আনিলেন, ইনি কি লাল বাজারে থাকেন? এই কথা শ্রবণ করিয়া মামাবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রামচাঁদ বাবু! আমি আর কখন আপনার বাড়ীতে আসিব না। আমি এই জন্য বাঙ্গালির বাড়ীতে প্রায় যাই না। বাঙ্গালিরা যে নিজে অসভ্য, তাহা বুঝিতে পারে না কেবল সভ্য লোককে নিন্দা করে। ম্যাণ্ডাম্যানিদিগের ন্যায় বিবস্ত্র হইয়া থাকে। হাত দিয়া খায় কিন্তু সভ্য লোককে কাঁটা চামুচ ব্যবহার করিতে দেখিলে গালাগালি দেয় এবং জেণ্টল ম্যানের (Gentalman ভদ্র লোক) পোষাক পরিতে দেখিলে কেবল ঠাট্টা করে নাষ্টি (বদ) বাঙ্গালি।” রামচাঁদ বাবু বাস্তবিক মামা বাবুকে চিনিতে পারেন নাই। বাঙ্গালির মত রং তাতে দুইগালে মাত্র চাপদাড়ি, ফিরিঙ্গির মত হ্যাটকোট পরিচ্ছদ দেখিয়া ফিরিঙ্গি গ্যাসফিটার মনে করিয়া-

ছিলেন। আর একজন গ্যাসফিটার সাহেবেরও আসিবার কথা ছিল, কিন্তু প্রথমতঃ পাদরি সাহেব মনে করিবার কারণ এই যে পঞ্চাননের পিতার সহিত কতকগুলি জার্ম্মান (Jermam) পাদরির বিশেষ আলাপ ছিল, তাঁহারা সময়ে সময়ে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। দূর হইতে দেখিয়া রামচাঁদ বাবু, মামাবাবুকে পাদরি সাহেব মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, জার্ম্মানদিগের ন্যায় সাদা নহে। তখন মালবাজারের ট্যাঁস ফিরিঙ্গি গ্যাসফিটার সাহেব মনে হইল। মামা বাবুকে পাদরি সাহেব বলাতে তিনি বিরক্ত হন নাই, কিন্তু গ্যাস ফিটার বলাতে, অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। রামচাঁদ বাবু তখন পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! একে, গ্যাসফিটার বলাতে এত রাগ করিল কেন? একি ড্রেন পাইপ কন্ট্র্যাকটর। * পঞ্চানন কহিল "ইনি যে আমার মাতুল আপনি কি জানেন না? ইনি সাহেবি পোষাক পরিয়া থাকেন।" তখন রামচাঁদ বাবু পঞ্চাননের মাতুল, মণি বাবুকে চিনিতে পারিলেন এবং কহিলেন ভাই মণি বাবু! কিছু মনে করো না অনেক দিন পরে দেখিতেছি বলিয়া চিনিতে পারি নাই। বিশেষ তোমার পোষাক একেবারে ট্যাঁশ ফিরিঙ্গির মত, ভদ্র লোক বলে ঠাওরান কঠিন। মণি-বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন তবে কি ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি ভদ্র লোক নয়? কেবল তোমরাই ভদ্র লোক। রামচাঁদ বাবু কহিলেন, না না তা নয় ট্যাঁশ ফিরিঙ্গির মধ্যেও অনেক ভদ্র লোক আছে, কিন্তু সাধারণতঃ ট্যাশ ফিরিঙ্গি ইতর জাতি। উহারা লম্পট পর্টুগিজ (পর্টুগ্যাল-দেশীয় ফিরিঙ্গি) ও ব্যভিচারিণী খোট্টা, মুসলমান, মেতরাণী ইত্যাদি মাতা হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ লম্পট ইংরেজ, ফরাশি, আইরিশ পিতা এবং ভারতবর্ষীয় ইতর জাতীয়া ভ্রষ্টাস্ত্রী বা বারাঙ্গণা মাতা হইতে উৎ-পন্ন। ইহাদিগের স্বভাব নিতান্ত নীচ। ইহাদিগের স্ত্রীলোকগুলি

* সহরে যে সকল লোক নর্দ্দামারও নল-বসান কার্য্য ইত্যাদি কন্ট্র্যাক্ট করিয়া লয় তাহাদিগকে ড্রেন পাইপ কন্ট্র্যাক্টর কহে।

ইউরোপীয়াদিগের ন্যায় স্বাধীনা। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। একে ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান স্থান তাতে যদি স্ত্রীলোক ইউরোপীয়াদিগের ন্যায় স্বাধীনা হয় তাহা হইলেই মঙ্গল। বাবা ইউরোপীয় স্বাধীনতার খুরে দণ্ডবৎ! মামা বাবু, রামচাঁদ বাবুর সরল হৃদয় বিনির্গত সাধারণ রসাভাস বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কিঞ্চিৎ অধিকতর বিরক্ত হইলেন এবং কহিলেন রামচাঁদ বাবু! আমি জানিতাম, আপনি লেখা পড়া জানেন এবং সকল বিষয় বুঝিতে পারেন, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, আপনার উপরে বিদ্যা শিক্ষার কোন ফল দর্শে নাই। আপনার কথাবার্ত্তা নিতান্ত অশিক্ষিত ও অসভ্যের ন্যায়। আপনি ভদ্র লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার উপযুক্ত নহেন" রামচাঁদ বাবু মণি বাবুর কথায় রুষ্ট না হইয়া হাস্যবদনে কহিলেন "ভাই মণি বাবু! ফেরতা কনভিক্টর (Convict দ্বীপান্তরিত আসামী) পোষাক পরিয়াছ, ট্যাঁশ ফিরিঙ্গির মত চুরট্ খাচ্ছ, পেতি খ্রিষ্টানের মত চিবিয়ে ২ মিটেকড়া গতিক সাধু ভাষায় আলাপ কচ্ছ—রং আর তিনপোঁচ শাদাহইলে জার্ম্যান পাদরী সাহেবের মত দেখাত। এখন যা আছে তাতে ভাই কোয়াড্রিল ব্যাণ্ড সপ্লায়ার (Quadriile band supplier ইংরেজী বাদ্যওয়ালা) বা অন্ডার টেকার ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। ট্যাঁস ফিরিঙ্গি যেপ্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তা কি মণি বাবু জান না? এত কেতাব পড়েছ ট্যাঁস ফিরিঙ্গি উৎপত্তির কেতাবটাই বাকি রেখেছ?" মণি বাবু এখনও রামচাঁদ বাবুর ঠাট্টা বুঝিতে পারিলেন না। সমস্ত কথাতেই যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। এবং সক্রোধে কহিলেন "নন্‌সেন্‌স্ (Nonsense, নির্ব্বোধ) আমি কখন কনভিক্ট ও ট্যাঁশ ফিরিঙ্গিকে নকল করিনা। আমি ইংলিশম্যানের পোষাক ও আচার ব্যবহারে চলিয়া থাকি। তাহারা তোমাদিগের হইতে সর্ব্বাংশে বড়। তুমি জাননা জষ্টিসফ্রিয়ার আমার বন্ধু? আমি সে দিনও লর্ডবিশপের বাড়ীতে চা খাইয়া আসি-

য়াছি। কালাম্যান বাঙ্গালি বা ফিরিঙ্গির সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যে পাঁচ যায়গায় বাঙ্গালিদের সপক্ষে দুচার কথা কহিয়া থাকি তাহার মানে আছে। ভাল সাহেবদিগের স্বদেশের ও স্বজাতীর প্রতি অতিশয় অনুরাগ। যদি আমি মনোগত ভাবের বশ-বর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালিদিগকে গালাগালি দেই তাহা হইলে বড় বড় সাহেবেরা কহিবেন যে, আমার স্বজাতীর প্রতি অনুরাগ নাই, আমি অধম, আমি অতি "অপষ্টার্ট" ছোট লোক।

যদি শত সহস্র বাঙ্গালিতে আমাকে গালি দেয় তাহা হইলে আমি গ্রাহ্য করি না, কিন্তু যদি দুই একজন ইংরেজে আমাকে কিছু বলে, তাহা হইলে বড় লজ্জার বিষয় হয়। রামচাঁদ বাবু মণি বাবুর কথায় রুষ্ট না হইয়া, স্বাভাবিক কৌতুক স্বরে কহিলেন, ভাই মণি বাবু! ছাতারে পাখি যদি পাখা মেলে, তাহা হইলে সে কখন ময়ূর হইতে পারে না। জষ্টিসফিয়ার তোমার বন্ধুই হউন আর বোনাইই হন। লর্ডবিশপের বাড়ীতে তুমি "চাই" খাও আর "ছাই" খাও, তোমার খর্ব্বাকৃতি, তোমার ভুতো রং চাঁদনীর পুরাণা বনাতের রিফু করা পোষাক ও শাত সিকের অ্যাক্কেলবুট ইত্যাদি দেখিয়া ভদ্র অপর কেহই তোমাকে কোন কালে সাহেব বলিবে না তোমাকে চুণোগলির ট্যাস ফিরিঙ্গি ব্যতীত বিলাতী গোরা কেহ বলিবেনা। তুমি অতি হাবা। বঙ্গভূমি তোমার জন্মভূমি এবং বাঙ্গালীরা তোমার স্বদেশীয় লোক। ইহাদিগের প্রতি তোমার কিছুই অনুরাগ নাই। মণি বাবু কহিলেন পুঃ পুঃ! বাঙ্গালা দেশের প্রতি অনুরাগ? ননসেনস্ (Nonsense)! আমরা যে বাঙ্গালা দেশে জন্মেছি এ আমাদের অতি দুর্ভাগ্য। এখানকার জল-বায়ুর দোষেই আমাদিগের রং কাল হইয়াছে। ইউরোপে জন্মিলে আমরা অবশ্য শাদা হইতাম। আমরা কেবল রঙ্গের জন্যে কোটহ্যাট পরিয়াও সাহেবদের সঙ্গে মিশিতে পারি না। এমন ন্যাষ্টি (Nasty বদ) জন্মভূমি চুলোয় জাক্,—সাইক্লোনে উড়ে জাউক্,—জলপ্লাবনে জলমগ্ন

হউক—না হয় ভূমিকম্পে বসে জাউক্—বাঙ্গালি জাত ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎসন্ন হউক। আমাদের রঙ্গের জন্যে সাহেবেরা এখনও আমাদিগকে নিগার (Nigger কালনিগ্রো) বলে। মণি বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই বাহিরে ধর, ধর, পাকাড়, ভয়ানক শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমাদিগের আহার এক প্রকার সমাপন হইয়াছিল, আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গোলমালের কারণ অনুসন্ধান করিতে বাহিরে গেলাম। মণি বাবুও তাড়াতাড়ি আমাদের নিকট বিদায় লইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

বিদ্যাশিক্ষা।

সর্ব্বসাধারণের সংস্কার যে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা মনুষ্য উন্নতিশীল হয়। কিন্তু এদেশের লোক বর্ত্তমান প্রণালীতে স্কুল, কালেজে, পড়িয়া ক্রমেই দুর্গতিশীল হইতেছে। বর্ত্তমান বিদ্যাশিক্ষা প্রণালীতে বহুতর দোষ আছে। ক্রমে সমস্তই উল্লেখ করিব ইচ্ছা আছে। যে সময়ে অধুনাতন বিদ্যালয় সমূহে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় সে বিষয় উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে প্রাতঃকালে দুইতিন ঘণ্টা এবং বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা কাল বিদ্যার্থীরা অধ্যাপকের নিকটে বিদ্যাধ্যয়ন করিত। মধ্যাহ্নকাল আহার ও বিশ্রামে ক্ষেপণ করিত।

এদেশে উষ্ণ প্রবল হেতু মধ্যাহ্নকালে কঠিন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম অত্যন্ত কষ্টকর ও স্বাস্থ্যহানি কর। এ সময়ে বিশ্রাম ও সহজ কার্য্য ব্যতীত কঠিন কার্য্য স্বাস্থ্যপ্রদ নহে।

মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে ১০ দণ্ডের সময় (অর্থাৎ প্রাতে অনুমান বেলা ১০টার সময়ে) আহার করা এদেশের নিয়ম এবং এ দেশীয়দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, এ সময়ের আহারই আমাদিগের প্রধান আহার। রাত্রি

যোগে লঘু আহার করা এদেশের এক প্রকার প্রচলিত প্রথা। অনেকে রাত্রিতে অন্নাহার না করিয়া রুটি বা অন্য কোন লঘু দ্রব্যাদি মাত্র আহার করিয়া থাকেন। অনেকের রাত্রিযোগে অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিলে শরীর সরস হয় ও বাতরোগাদির সঞ্চার হয়।

যাহাদিগের গলগণ্ড, গোদ, বাত্ ইত্যাদি রোগ থাকে তাহাদিগের রাত্রিযোগে অন্নাদি আহার এক প্রকার সহ্যই হয় না। রাত্রিযোগে দধি আহার করা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ।

"ন রাত্রৌ দধিভোজনং"

এ মহৎ বাক্য এদেশের প্রায় সকলেই জানেন। দধি নিষেধ হইবার কারণ এই যে দধি শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর অতি রসাল বস্তু। দিবসে (টানের সময়ে) ব্যবহার করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু, ঠাণ্ডার সময়ে রাত্রিতে সেবন করিলে শরীরে অতিশয় শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় এইজন্যই শাস্ত্রে রাত্রিতে দধি সেবন করা নিষেধ করিয়াছে।

যে দেশে যে সময়ে যে প্রকার আহার করা হিতকর, সে দেশের লোক সহজ বুদ্ধি দ্বারাই তাহার নির্ব্বাচন করে। এদেশে মধ্যাহ্নকালের আহারই প্রধান আহার। (Dinner ডিনার) রাত্রিকালের আহার লঘু আহার। (Supper সপার।) পূর্ব্বে বিলাতে (হিম প্রাধান দেশে) প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল অত্যন্ত কষ্টকর, অসুখের সময়। শীতে লোক প্রায় জড় সড় হইয়া থাকে, এ সময়ে কাজকর্ম্ম করা ও বাহিরে যাওয়া অতীব ক্লেশকর। লেখনী ধারণ পূর্ব্বক কিছু কাল লিখিলে আঙ্গুল শীতে অবশ হইয়া যায় ও লেখনী হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে। মধ্যাহ্নকাল হীম প্রধান দেশে কার্য্যোপযোগী সময়। (Dinner time) প্রাতঃকালে লঘু আহার (Breakfirst) ব্রেকফাষ্ট জলযোগ করিয়া বিদ্যার্থিগণ বিদ্যালয়ে ও কার্য্যার্থিগণ কার্য্যালয়ে গমন করে। এবং মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন স্ব স্ব কার্য্যে ক্ষেপণ করিয়া সায়ংকালের পূর্ব্বে বাটীতে প্রত্যাগমন করে। পরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া সায়ংকাল

(Dinner time, ডিনার টাইম্‌ প্রধান আহারের সময়) উপস্থিত হইলে যথা নিয়মে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম বা অন্ত কোন সহজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

এ দেশে মধ্যাহ্ন কালের পূর্ব্বে প্রধান আহার সমাপন করিয়াই বিদ্যার্থী ও কার্য্যার্থিগণ বিদ্যালয়ে ও কার্য্যালয়ে গমন করেন। বিদ্যার্থি-গণ প্রাতঃকালে বাড়ীতে যে প্রকার লঘু পরিচ্ছবিশিষ্ট হইয়া কালযাপন করেন, বিদ্যালয়ে যাইবার সময়ে অপেক্ষাকৃত স্থূল বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিধান করত বিদ্যালয়ে গমন করেন। মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যোত্তাপ এবং স্থূল বস্ত্রাদি একত্রীভূত হইয়া বালককে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর করে।

অধিক ঘর্ম্ম হইলে শরীর শিথিল ও দুর্ব্বল হয়। আহার করিয়াই বালক বিদ্যালয়ে আগমন করে। যে সময়ে আমাশয় মধ্যে আহার্য্য পরিপাচিত হইতেছে সেই সময়ে বালকের মন অঙ্ক শাস্ত্রের পর্য্যালোচ-নায়, ভূগোল বৃত্তান্তের তত্ত্বাবধারণে, বিজাতীয় সাহিত্য শাস্ত্রের বিবৃতি-করণে বা অন্য কোন কঠোর মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকে। মন ও শরীর আহারের পরে বিশ্রাম প্রাপ্ত না হইলে উপযুক্ত সময়ে আহার্য্য পরিপাচিত হয় না। দিবা ভাগের অসুখ কর মধ্যাহ্ন সময়ে আহার্য্য পরিপাচনের সময়ে সংহার মূর্ত্তি হুষমুন চেহারা শিক্ষকসন্নিধানে কঠোর মানসিক পরিশ্রমে মন নিবিষ্ট হইলে আহার্য্য পরিপাক হইতে বিলম্ব হয় তাহাতে আমাশয়ের অত্যন্ত ক্লান্তি জন্মে। প্রতিদিন এই ক্লান্তি জন্য আমাশয় শিথিল হয় ও তাহার শক্তির হ্রাস হয়। এ সমস্ত কারণ জন্য ক্রমে অগ্নিমান্দ্য হয় ও আহার কমিয়া যায়। ক্রমে অনাহার জন্য বালকের শারীরিক শক্তির হ্রাস হয়, মাথা ঘোরা এবং বুদ্ধিহীনতা উপস্থিত হয়। বালক যতই বিদ্যালয়ে উন্নত হয় ততই জড়বৎ হইয়া উঠে।

হিমপ্রধান দেশে মধ্যাহ্নকাল যত কার্য্যোপযোগী, অত্র উষ্ণপ্রধান দেশে ততই অনুপযোগী। হিমপ্রাধান দেশে মধ্যাহ্নকাল ব্যতীত উষা ও সায়ংকালে কার্য্য করা সুকঠিন। কার্য্য করিলে অত্যন্ত ক্লেশ হয় ও

স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কেবল প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল মাত্র কার্য্যোপযোগী সময়। অধ্যয়ন অত্যন্ত কঠোর মানসিক শ্রম। যত প্রকার পরিশ্রম আছে তন্মধ্যে অধ্যয়নাদি মানসিক পরিশ্রম অত্যন্ত ক্লেশকর। এ দেশে সুস্নিগ্ধ সময়ে অধ্যয়নাদি কঠিন মানসিক শ্রমে নিযুক্ত থাকা হিতকর।

ভাতপেটে করে অত্যন্ত উত্তাপিত মধ্যাহ্ন সময়ে অধ্যয়নাদি অতীব কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকা অত্যন্ত স্বাস্থ্য-বিনাশকর। সাহেবেরা বিলাতীয় প্রথা এদেশে যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সে অত্যন্ত ভয়ানক ভুল হইয়াছে।

এদেশীয় লোক ইংরাজদিগের এক শত বৎসর অধিনে থাকিয়া, যে প্রকার দুর্ব্বলও হতশ্রী হইয়াছে ইতি পূর্ব্বে সাত সত বৎসর যবনের অধীন থাকিয়াও তত হইয়াছিল না। এ দেশীয়দিগের বল, বীর্য্য, সাহস পরিপাক শক্তি সদাশয়তা ও শরীরের আয়তন ইত্যাদি সমস্তই কম হইয়াছে এবং হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্যাদি (আস্কেপিটে, তালবড়া, ক্ষীরপরমান্ন, মৎস, মাংস, দধি, চিঁড়ে, মুড়কি ইত্যাদি) আগ্রহের সহিত প্রচুর পরিমানে খাইত ও অনায়াসে পরিপক করিত। এক্ষণকার যুবকেরা সে সমস্ত দ্রব্যাদির নাম শুনিলে "বাপ্‌রে" বলিয়া কানে হাত দেয়। ইহাদিগের পরিপাকশক্তি এত অল্প হইয়াছে যে, কোন গুরু পক দ্রব্যাদি ইহারা পরিপাক করিতে পারে না অল্প পরিমাণ লঘু পক দ্রব্যাদি আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। ইহাদিগের যে প্রকার আহার, শারীরিক বল এবং সাহস ও সেই প্রকার। যান, বাহন আরোহণ করিয়া ইঁহারা নগরে নগরে চলাচল করিতে পারেন। যদি দু চারি ক্রোশহাঁটিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে ইহাদিগের চক্ষুস্থির। মুখে চোটপাট্ করিয়া, রাজা, বাদসা, মারি বলিয়া, প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে পারেন। কিন্তু যদি রাস্তায় কুকুর ডাকে বা কনেষ্টবলে "কোন্ হ্যায়?" বলিয়া সাড়া দেয় তাহা হইলে তাঁহারা বাড়ীর ভিতরে পরম প্রিয়তমা

সুহাগিণী স্ত্রীর সনাতন অঞ্চলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্ষুধামান্দ্যই স্বাস্থ্যনাশের একটি প্রধান কারণ। আহার্য্য পেটে করিয়া উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে কঠোর মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইলে আহার্য্য পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়। আমাশায় শক্তির হ্রাস হয় এবং মন্দাগ্নি জন্মে। মন্দাগ্নি জন্মিলেই, আহার কম হয়, ও তন্নিবন্ধন শারীরিক শক্তির হ্রাস হয়। শারীরিক শক্তির হ্রাসহেতু মনোবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। শারীরিক শক্তি মনোবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যদি নিস্তেঃজিতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য ক্রমে ক্রমে জড়বৎ হইয়া পড়ে। আমাদিগের বিদ্যালয়ের ছাত্র ও আফিসের কর্ম্মচারীগণ, ক্রমেই বলবীর্য্যহীন হইতেছে। যদি সাংসারিক কর্ম্মকাণ্ডের স্রোত ও অধ্যয়নাদির বর্ত্তমান প্রথা এদেশে আর কিছু কাল এই ভাবে চলে, তাহা হইলে এদেশীয় লোক ক্রমে ক্রমে যৎপরোনাস্তি নিস্তেজ ও উদ্যমবিহীন হইয়া, সাংসারিক কার্য্যের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। বিলাতী প্রথা এদেশে প্রচলিত করিবার ফল ইংরাজ জাতিও ভোগ করিতেছেন এবং আরও করিবেন্। সাহেবেরা যে প্রকার বলিষ্ঠ শরীরও আভাঙ্গা স্বাস্থ্য লইয়া এদেশে আসেন, স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় প্রায় জুজু হইয়া ফিরিয়া যান।

স্বদেশে সেই অবস্থাতে যে সকল সন্তান সন্ততি উৎপাদন করেন তাহারাও পুষ্ট কান্তি, সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হয় না। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ইংরাজ এদেশে আসেন এবং বহু সংখ্যক ফিরিয়া যান্। এই যাতায়াতের স্রোত ক্রমাগত চলাচল হইতেছে। এতন্নিবন্ধন ইংরাজ জাতির স্বাস্থ্য নষ্টীভূত হইয়াছে।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ইউরোপে ইংরাজ জাতি প্রবল পরাক্রমশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে নির্বীর্য্য নিস্তেজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন্।

অনেকে বাণিজ্য বিস্তার ইহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কিন্তু আমাদিগের মত ঠিক সে প্রকার নহে। উষ্ণপ্রধান ভারতবর্ষে হিমপ্রধান ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার ও প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার অনুগত হইয়া চলা ইহাদিগের নিস্তেজতার এক প্রধান মূলীভূত কারণ।

সুরাপান ও মাংস ভোজন করিলে মস্তিষ্ক রাশি উত্তপ্ত থাকে। সদ্বিবেচনা ও প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তি পায় না। কিসে আপনার হিত হয় ও অহিত হয় ইহা নির্ব্বাচন শক্তিরও হ্রাস হয়।

বিদ্যোৎসাহী ও হিতাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ সমীপে আমার এই নিবেদন যে অসময়ে কঠোর পরিশ্রম জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে বিদ্যা ও ধনের কি ফল হইবে ?

স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম এই দুইটি সুখের নিদানভূত কারণ যদি স্বাস্থ্যহানি ও তন্নিবন্ধন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নিস্তেজতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পুথিগত বিদ্যা ও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া লব্ধ অর্থের দ্বারা আমাদিগের কি উপকার হইবে ?

প্রেরিত।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি।

সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছানুযায়িক আমি অদ্য রাত্রের বক্তৃতার ভার গ্রহণ করিয়াছি। আর্য্যজাতির বিষয়ে একটী সামান্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি— তাঁহারা কোথা হইতে কি প্রকারে ভারতবর্ষে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং কতদূর উন্নতিই বা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। আমার সামান্য বিদ্যায় যতদূরসাধ্য এ প্রবন্ধটী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় তাহার চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে আপনাদের প্রীতিকর হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আর্য্যজাতিরা যে ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন ইহা এক প্রকার

স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাঁহারা ইরাণ বা তন্নিকটস্থ কোন দেশের আদিম বাসী। তথা হইতে তাঁহারা নানা দেশে গিয়া বসতি করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে ও তথা হইতে আসিয়া বাস করেন।

ইহাঁরা প্রথমে পঞ্জাব মধ্যে বাস গ্রহণ করিলেন। পরে যত বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই নিকটবর্ত্তীদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে উত্তর পশ্চিম হইতে অগ্রসর হইয়া সরস্বতী নদীর নিকটবর্ত্তী দেশে আসিয়া আবাস গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ক্রমে যখন আরও বংশবৃদ্ধি হইল, স্থান সঙ্কুলন হয় না, তখন আর্য্যেরা আরও দক্ষিণাভি-মুখী হইলেন। কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল ইত্যাদি স্থানে আসিয়া অধিবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ক্রমে চতুর্থ উপনিবেশ হইল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে পারশ্য-রাজ্য ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড আর্য্যগণ অধিকার করি-লেন। পরিশেষে যখন দেখিলেন তথায়ও স্থান সঙ্কুলন হয় না, তখন তাঁহারা উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। কৌশল করিয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ বাস করে সে স্থান পবিত্র, আর্য্যেরা তথায় অনায়াসে বাস করিতে পারেন। এ প্রকার স্থানে বাস করিলে আর্য্যধর্ম্ম প্রতিপালনের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না।

এক্ষণে তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থান অসীম অথচ সীমাবদ্ধ হইল। সীমাবদ্ধ কেন না কৃষ্ণসার মৃগ স্থান বিশেষে প্রাপ্য। এ বিধান দ্বারা আপাততঃ স্থান সমাবেশের পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটিল না বটে, কিন্তু পরে ঘটিবার সম্ভাবনা রহিল। কারণ কালক্রমে উক্ত কৃষ্ণসার মৃগ বিশিষ্ট দেশেও স্থান সম্যক সঙ্কুলন হইয়া উঠিবে না। এতদাশঙ্কায় সময়ানু-ক্রমে অন্যপ্রকার নিয়ম বিধান করিতে হইল। সে নিয়ম এই যে আর্য্য-গণ সমুচিত সৎক্রিয়ায় রত থাকিয়া যথা ইচ্ছা তথায় বাস করিতে পারেন, তাহাতে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া গণনীয় হইবেন না। যৎকালে

এই নিয়ম বিধান হইল তৎকালাবধিই আর্য্যজাতির উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদের পরাক্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল, প্রাধান্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইল। আর্য্যগণ ক্রমে সকল উত্তম স্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

রাজকার্য্য দুই অংশে বিভাগ করিলেন। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধের ভার, ব্রাহ্মণকে মন্ত্রণার ভার অর্পণ করিলেন।

রাজপদ ক্ষত্রিয়েরাই প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উপর ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রহিল। প্রাচীন ঋষিরা রাজ্যশাসনের যে সকল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন রাজাকে সেই পদ্ধতি অনুযায়িক রাজ্যশাসন করিতে হইত। তিনি কোন বিষয়েই মন্ত্রিগণের পরামর্শ ব্যতিত স্বইচ্ছায় কোন কার্য্য করিতে সক্ষম ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইত।

রাজা অসদাচরণ করিলে সিংহাসনচ্যুত ও দণ্ডীত হইতেন। তিনি অন্যায় আচরণ করিতে পারিতেন না। প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইত। তাহার অন্যথা হইলে তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে বিপদ্‌গ্রস্থ করিতেন। পাপকারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ও যথোচিত শাস্তি দিয়া অন্য রাজাকে রাজ্যের অধিকারী করিতেন। পাপাচারী নরপতির রাজ্যে বাস অপেক্ষা অন্য রাজার শাসন শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেন।

আবার রাজা সদ্‌গুণশালী হইলে তাঁহাকে দেবতা তুল্য মান্য করিতেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। আর্য্যগণ বিচারালয় ও ধর্ম্ম মন্দির অভিন্ন ভাবিতেন। প্রজাগণ সুরাজাকে এতদূর ভক্তি করিতেন যে প্রতিদিন রাজার উদ্দেশে অন্ন, পানীয় ইত্যাদি সম্প্রদান করিতেন।

আর্য্যজাতির শাসন কালে ভারতবর্ষ রাজনীতি সম্বন্ধে যে সর্ব্বোচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল তাহা তাঁহাদের শাসন প্রণালী দেখিলেই বুঝা যায়। তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

সমুদয় রাজ্য একক নৃপতি কর্তৃক শাসন হওয়া সুকঠিন বলিয়া স্থানে স্থানে প্রতিনিধি থাকিত এবং তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ জন্য তত্বাবধারক, দূত, চর প্রভৃতি নিযুক্ত করা হইত। সময়ে সময়ে রাজা স্বয়ং যাইয়া তত্বাবধারণ করিতেন। রাজকোষ ও আয়ব্যয় পরীক্ষা এবং দূতগণের নিকট বার্ত্তাগ্রহণ নৃপতির প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল।

সুশৃঙ্খলতার নিমিত্ত শাসনকার্য্যের উৎকৃষ্ট বিভাগ ছিল———

প্রত্যেক গ্রামে মণ্ডল থাকিত। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। এবং আপন ক্ষমতার অসাধ্য এমন কার্য্য উপস্থিত হইলে দশ গ্রামীণের নিকট বিজ্ঞাপন করিতেন। তিনি তাহার মিমাংসা করিয়া দিতেন। দশগ্রামীণের উপর দশখানি গ্রামের ভার থাকিত। তিনি আবার বিংশতীশের অধীনে কার্য্য করিতেন। বিংশতীশ বিংশতি গ্রামের শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার উপর শত গ্রামাধ্যক্ষ ছিলেন। শতগ্রামাধ্যক্ষ সহস্র গ্রামাধ্যক্ষের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেন। আবশ্যক হইলে তিনি ইঁহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। সহস্র গ্রামাধিপতি নগরাধ্যক্ষের অধীনে ছিলেন। তাঁহার অসাধ্য কার্য্যের সাধন এই নগরাধক্ষের দ্বারাই হইত। নগরাধ্যক্ষ রাজসকাশে তাঁহার শাসনের দোষাদোষ বিদিত করিয়া তদীয় অসাধ্য কার্য্যের সুনিয়ম করাইয়া লইতেন। তাঁহার ন্যায় অন্যায়ের বিচার রাজা স্বয়ং করিতেন।

এইরূপ বিভাগ করিয়া রাজ্যশাসন দ্বারা রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিত না। এবং এইপ্রকার ক্রমশঃ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি নিম্নপদস্থের উপর আধিপত্য করিয়া শাসন কার্য্যও সম্যক প্রকারে সম্পন্ন করিতেন।

এই সকল রাজকর্ম্মচারীদিগের জীবিকানির্ব্বাহের জন্যও উত্তম নিয়ম ছিল। সহস্রগ্রামাধিপতি তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য একখানি নগর নিষ্কর উপভোগ করিতেন। শতগ্রামাধ্যক্ষ তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ একখানি গ্রাম নিষ্কর উপভোগ করিতেন। বিংশতীশ তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চল্লিশ এবং দশগ্রামাধক্ষ অষ্ট বৃষের কর্ষণ

সাধ্য ভূমি নিষ্কর ভোগ্ন করিতেন। এবং গ্রাম মণ্ডল তাঁহার ভরণপোষণ জন্য,প্রজাগণ প্রতিদিন যে সকল দ্রব্য রাজ উদ্দেশে প্রেরণ করিতেন,সেই সকল প্রাপ্ত হইতেন। এই প্রকার সুনিয়ম দ্বারা রাজত্ব করিয়া আর্য্য ভূপালগণ ভারতবর্ষের বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। প্রজাগণের কোন কষ্ট ছিল না। কর পীড়নে হাহাকার করিতে হইত না। আর্য্য নৃপতিগণ অসঙ্গত বা অত্যধিক কর গ্রহণ করিতেন না। দুঃখী প্রজা-গণকে করভার হইতে নিস্কৃতি দিতেন।

তৎকালে বাণিজ্য সম্বন্ধে ও সুনিয়ম ছিল। ব্যবসায়ীর আয়ব্যয় বিবেচনা করিয়া শুল্ক গ্রহণ করা হইত। তাঁহাতে বাণিজ্যের পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। এবং যাহা গৃহীত হইত উহা প্রজাগণের হিতকার্য্যে ব্যয় করা হইত। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত বাজার মূল্যেরও উত্তম ব্যবস্থা ছিল। যে সকল দ্রব্যের মূল্য সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, প্রতি ষষ্ঠ দিবসে তাহাদের মূল্য রাজ আজ্ঞায় নির্দ্ধারিত হইয়া নগর মধ্যে প্রচারিত হইত। এবং যে সকল দ্রব্যের মূল্য তদপেক্ষা স্থিরতর তাহাদের মূল্য পক্ষান্তে নির্দ্ধারিত হইত। বাজারের তৌলদণ্ডাদি ছয় মাসান্তর পরীক্ষা করা হইত।

এই সকল দেখিলে আর্য্যজাতির শাসনকালে ভারতবর্ষে রাজনীতি কতদূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই রাজনীতিজ্ঞতার কারণেই ভারতবর্ষীয় রাজারা অন্যান্য রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া ছিলেন। তাদৃশ উন্নতি আর কোন জাতি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন রোমকেরা সে নীতিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। আধুনিক ইউরোপীয়গণ ও তাহার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছেন।

আর্য্যজাতির ইতিবৃত্ত নাই। তাহাদের গুণগাণ করিবার উপায় ও নাই। ইউরোপীয় এক একটী রাজার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে। দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম, বলিলাম "ইউরোপীয়

রাজারা মহাপুরুষ। ভারতবর্ষে কেবল সামান্য ব্যক্তিরা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।” কিন্তু ভারতবর্ষে যে তদপেক্ষা মহাপুরুষেরা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহা জ্ঞাত নহি। কোন প্রবল প্রতাপশালী রাজার নাম উল্লেখ করিতে হইলে আলেকজণ্ডার বা নেপোলীয়নের নাম মনে উদয় হয়, ভারতীয় কোন রাজার নাম স্মরণ হয় না। কারণ আলেকজণ্ডার ও নেপোলীয়নের নাম শত শত পুস্তকে দেখিতেছি, ভারতবর্ষীয় রাজার গুণগাণ ত সেরূপ কোন পুস্তকে নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে মহাপ্রভাবশালী রাজার নাম করিতে হইলে, আলেকজণ্ডরাদির নাম না করিয়া মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের নাম করিতাম। চন্দ্রগুপ্তের সহিত পৃথিবীর যে কোন রাজার তুলনা করা যায়। যে গ্রীক জাতি সমস্ত প্রবল পরাক্রান্ত রাজাদিগকে লাঘব স্বীকার করাইয়া ছিলেন, চন্দ্রগুপ্ত সেই দুর্দ্ধর্ষ গ্রীকদিগের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিয়া ছিলেন। তিনি সেকেন্দার সাহার বিজিত প্রদেশ সমূহ পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সিলিউকসকে এতদূর লাঘব স্বীকার করাইয়াছিলেন যে, তিনি মগধরাজের বন্ধুতা লাভার্থ তাঁহাকে কন্যা দানে সম্মত হইয়া ছিলেন। আলেকজণ্ডার কি নেপোলিয়ন, ইঁহাদিগের কীর্ত্তি অপেক্ষা চন্দ্রগুপ্তের কীর্ত্তি গৌরব জনক। ইঁহারা কেহই একক রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। এবং ইহাঁদিগের রাজ্য ইঁহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত ও স্থায়ী নহে। কিন্তু মাগধরাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নির্ম্মিত, এবং পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। মাগধরাজ্যের যে যৎকিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে তাহাতেই প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে যে মহোত্তম রাজনীতি বিশারদব্যক্তিরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তৎসাময়িক রাজনীতি দেখিলেই জানিতে পারা যায়। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে যে কতকগুলি রাজনীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এমন উৎকৃষ্ট ও সারবান

যে আধুনিক সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ বিস্মার্ক, গ্লাড্‌ষ্টোন্, ডিস্রেলি, থিয়র্স প্রভৃতিও সে উপদেশ হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সভ্যগণের জ্ঞাপন জন্য উল্লিখিত নারদ উপদেশের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি।

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মহারাজ! কৃষি বাণিজ্য, দুর্গ সংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য দর্শন ও জনপদ-পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়? নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের গূঢ়মন্ত্রণা সকল ভেদকরিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধি-স্থাপনে ও বিগ্রহ-বিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন?"

"স্বল্পায়াস সাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন?"

দুর্গসকল ত ধন ধান্য উদক যন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। তথায় শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষ সকল ত সর্ব্বদা সতর্কতা পূর্ব্বক কাল যাপন করে?

"প্রচণ্ড দণ্ড বিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না?"

"নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারায় পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।"

"শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য, ত্রিবিধ বল সম্যক বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন?"

"সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভ সামর্থ বুঝিয়া তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদান পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে যাত্রা করিয়া থাকেন?"

"রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে?"

"রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?"

"কৃষকদিগের গৃহে বীজও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহ স্বরূপ শত সংখ্যক ঋণ দান করিয়া থাকেন?"

"হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন?"

"দুর্ব্বল শত্রুকে ত বল প্রকাশ পূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না?"

এই কয়েকটি প্রশ্ন দ্বারা নারদ রাজাকে শিক্ষা দিলেন যে, কৃষি বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতু নির্ম্মাণাদি রাজ কার্য্যের একটী প্রধান অংশ। মিত্র এবং শত্রুর সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত তাহাও বলিয়া দিলেন। দুর্গ সকল কিরূপ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য এবং সেনাদিগকে যে সন্তুষ্ট রাখা অত্যন্ত আবশ্যক সে বিষয়েও পরামর্শ দিলেন। প্রজা-দিগকে কি প্রকার স্নেহ করিতে হয় তাহা "প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না? যথাকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শ-নার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন?" এই প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষা দিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের অনুরাগ ভাজন হওয়া যে নৃপতির আবশ্যক ও অনুরক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা, বিপক্ষের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধে কি প্রকার সতর্কতা আবশ্যক, এবং স্বয়ং সদ্গুণান্বিত হইয়া দানধ্যানাদি সৎকার্য্য

করা যে নৃপতির উপযুক্ত কার্য্য তাহা এই নিম্নলিখিত কয়েকটী উপদেশ দ্বারা রাজাকে শিক্ষা দান করিলেন।

নারদ প্রশ্ন করিতেছেন—

"সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত আপনার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত আপনার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ-পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে?"

"মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ করিতেছেন?"

"স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্ম পরাজয় পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন?"

"বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন? এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন?"

"আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন?"

"আয় ব্যয় নিযুক্ত গণক ও লেখক বর্গ আপনার আয় সকল পূর্ব্বাহ্ণে ত নিরূপণ করিতেছে?"

"দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হতস্কর লোপ্ত্র সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকেনা?"

"অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন?"

এবং রাজদোষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, চিত্ত-চাপল্য

নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিন্ত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ।”

নারদের এবম্বিধ রাজনৈতিক উপদেশ আরও অনেক আছে। মহাত্মা কালী সিংহ মহাশয়ের মহাভারত পাঠ করিলে তাহা সবিশেষ জানিতে পারা যায়। আর্য্যদিগের এই সকল রাজনীতি অপেক্ষা আর অধিক সারবান রাজনীতি কি আছে? ইউরোপীয় রাজনীতি-বেত্তারা ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতে পারেন ? বিস্মার্কের রাজনীতির সার মর্ম্ম এই ? গ্লাড্‌ষ্টোন প্রভৃতির ও রাজনৈতিক উপদেশ এই !

আর্য্যগণের উন্নতি বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল তাহা কেবল রাজনীতি সম্বন্ধে।

তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় বলিবার প্রচুর আছে। কিন্তু সে সকল সংক্ষেপে শেষ করা দুঃসাধ্য। সময়ান্তরে লিখিবার চেষ্টা করিব।

শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া।

হৃৎপিণ্ডের কার্য্য। হৃৎপিণ্ড প্রধানতঃ মাংসপেশীসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং সংকোচন এবং স্ফীতন গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে সংকোচিত ও স্ফীত হয় ; কিন্তু কোন একটী বিশেষ শক্তি প্রভাবে হৃৎপিণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন কোটরদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংকোচিত হয় যথা প্রথমে হৃৎকর্ণদ্বয় সংকোচিত হয় পরে হৃদুদরদ্বয় সংকোচিত হয় তৎপরে একটু স্থির ভাবে থাকে। (ক্রমান্বয়ে হৃৎকর্ণদ্বয় এবং হৃদুদর দ্বয় সংকোচিত হইতে যে সময় লাগে সেই সময়টুকু হৃৎপিণ্ড স্থির ভাবে থাকে) পরে আবার ঐ রূপ হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্ফীতন এবং

সংকোচন ক্রিয়া দ্বারাই শোণিত ধমনী, কৈশিকা ও শিরা পথে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হয়।

শোণিত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া দূষিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের সন্নিকটস্থ ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রধান শিরাদ্বয় দ্বারা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ হৃৎকর্ণে প্রবেশ করে। এ দিকে ঐ সময়েই পরিশুদ্ধ শোণিত ফুসফুসদ্বয় হইতে ফুসফুসীয় শিরা পথে আসিয়া হৃৎপিণ্ডের বাম হৃৎকর্ণে প্রবেশ করে। হৃৎকর্ণদ্বয় পরিশুদ্ধ এবং অপরিশুদ্ধ শোণিতাগমে স্ফীত হইয়া সংকোচিত হইলে তন্মধ্যস্থ শোণিত চাপ পাইয়া তথা হইতে হৃদুদরে প্রবেশ করে। পাঠকবর্গ এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হৃৎকর্ণ সংকোচিত হইলে শোণিত চাপ পাইয়া সমান ভাবে দুই দিকে গমন করিতে পারে,অর্থাৎ হৃদুদরে যাইতে পারে এবং শিরা মধ্যেও পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে, তবে কি নিমিত্ত সেরূপ না হইয়া সমস্ত শোণিত হৃদুদরে প্রবেশ করে? হৃৎকর্ণ সংকোচিত হইলে তন্মধ্যস্থ শোণিত চাপ পাইয়া প্রথমতঃ সমভাবে দুইদিকে গমন করে কিন্তু শিরামধ্যস্থ শোণিত প্রবাহ বাধাদিয়া হৃৎকর্ণস্থ শোণিতকে ফিরাইয়া দেয় এবং প্রধান শিরা দ্বয়ে ও ফুসফুসীয় শিরাতে যে স্থিতিস্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট-ঝিল্লি (ইলাষ্টিক টিসু Ilastic tissue) আছে তাহা সেই সময়ে সংকোচিত হওয়াতে শিরাসকলের বেড় কমিয়া হৃৎকর্ণস্থ শোণিতকে বাধা দেয়। হৃৎকর্ণস্থ শোণিত ঐ সমস্ত বাধা পাইয়াও অতি অল্প পরিমাণে শিরা মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে কিন্তু ইণ্টারনেল জুগুলার ও সব ক্লেভিয়ান শিরার সংযোগ স্থানে ঝিল্লিময় কপাট (Valve) থাকাতে শোণিত অধিক দূরে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। হৃৎকর্ণ ও হৃদুদর মধ্যস্থ পথেও ঝিল্লিময় কপাট সংস্থাপিত আছে। ঐ কপাট সংস্থাপন-কৌশল-গুণে শোণিত হৃৎকর্ণ হইতে হৃদুদরে যাইবার সময় কোন বাধা পায় না। পাঠক বর্গের মধ্যে যাহারা সামান্য ইন্দুর ধরা খাঁচা কল দেখিয়াছেন তাহারা ঐ ঝিল্লিময় কপাট সংস্থাপনের কৌশল কতক পরিমাণে জানিতে পারিবেন। ইন্দুর

যেমন ঐ খাঁচা কলের মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু বাহিরে আসিতে পারে না ; এস্থলে ও সেই রূপ শোণিত হৃৎকর্ণ হইতে হৃদুদরে যাইতে পারে কিন্তু হৃদুদর হইতে হৃৎকর্ণে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে না। পরে হৃদুদরদ্বয় একটী পরিশুদ্ধ রক্তে ও অপরটী অপরিশুদ্ধ রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া স্ফীত হয়। পরক্ষণেই ঐ হৃদুদর দ্বয় সংকোচিত হইতে থাকে এবং তদ্গর্ভস্থ শোণিত চাপ পাইয়া, দক্ষিণ হৃদুদর হইতে পরিশোধিত হইবার নিমিত্ত ফুসফুসীয় ধমনী দ্বারা ফুসফুস যন্ত্রদ্বয়ে প্রবেশ করে। এদিকে পরিশুদ্ধ শোণিত ঐ রূপে চাপ পাইয়া বাম হৃদুদর হইতে অপসারিত হইয়া প্রধান প্রধান ধমনীপথে প্রবেশ করে। শোণিত তথা হইতে কতক গুলীন শাখা দ্বারা উর্দ্ধ পথে গমন করিয়া মস্তকে, মস্তিষ্কে, গলদেশে এবং বাহু যুগলে সঞ্চালিত হয়। অপরাংশ ঐ প্রধান ধমনী মধ্যে ক্রমে নিম্ন মুখী হইয়া বক্ষে, পৃষ্ঠে, কটিদেশে এবং পদদ্বয়াদি সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়।

ধমনী সকলের ক্রিয়া। এই শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়াতে ধমনী সকল কোন শক্তি দ্বারা কি রূপে শরীরের সকল স্থানে রক্ত বহন করে ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানিতে হইলে ধমনীসকল কোন্ কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। ধমনীসকল প্রধানতঃ স্থিতি-স্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট ঝিল্লি এবং সংকোচন গুণশীল মাংসপেশী সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত। প্রধান ধমনী এবং বড় বড় শাখা ধমনীতে স্থিতিস্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট ঝিল্লি অধিক পরিমাণে আছে, ছোট ছোট শাখা ধমনীতে অধিক পরিমাণে মাংসপেশী সূত্র বিদ্যমান আছে। যে সকল ধমনীতে মাংসপেশী-সূত্রের ভাগ অধিক পরিমাণে আছে, সেই সকল ধমনী সংকোচন-গুণ-বিশিষ্ট এবং দেহের যেখানে যেখানে সময়ানুসারে অধিক বা অল্প রক্তের প্রয়োজন হয় সেই সেই স্থানে উঁহা বিদ্যমান আছে। কিন্তু কি বড় কি ছোট সকল ধমনীতেই স্থিতি-স্থাপক-গুণ বিদ্যমান আছে। ধমনীতে ঐ স্থিতি স্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট ঝিল্লি আছে বলিয়া তাহারা রক্ত প্রবাহের

জোরে ফাটিয়া যায় না। কারণ হৃদ্দর সংকোচিত হইয়া যে পরিমাণ শক্তি দ্বারা শোণিতকে প্রধান ধমনী মধ্যে ঠেলিয়া দেয়, রক্ত কৈশিকা নাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে তত পরিমাণের শক্তির আবশ্যক করে না, সুতরাং অবশিষ্ট শক্তি দ্বারা শোণিত সজোরে ধমনী প্রাচীরে অর্থাৎ ধমনীর খোলে আঘাত করে এবং তাহা বিদীর্ণ করিয়া অন্যদিকে গমন করিতে পারে। যদি ধমনীর খোল স্থিতিস্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট ঝিল্লি দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া অপর কোন কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে সকলের আগে প্রধান ধমনীর প্রাচির ফাটিয়া যাইত এবং শোণিত ধমনীর বহির্ভাগে আসিয়া জীবের প্রাণনষ্ট করিত। ধমনীতে স্থিতি-স্থাপক-গুণ থাকায় প্রাচির বৃদ্ধি হইয়া ধমনীর আয়তন বৃদ্ধি করে, সুতরাং অধিক পরিমাণে শোণিত প্রবেশ করিলেও খোল ফাটিয়া যায় না; হৃদ্দরের অতিরিক্ত শক্তি ধমনীর বেড় বৃদ্ধি করণে ব্যয়িত হয়। যদি ধমনী সকল স্থিতিস্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট না হইত তাহা হইলে ঐ সকল ধমনী মধ্যে একটী সমান বেগের শোণিতস্রোত না হইয়া, হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্থির ভাবের সহিত রক্ত প্রবাহ ও বন্ধ হইয়া যাইত। এবং হৃৎপিণ্ডের হৃদ্দর দ্বয়ের সংকোচন ভাবের সহিত ঐক্য হইয়া শোণিত-স্রোতও ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত হইত। কিন্তু ধমনী সকলের খোল স্থিতি-স্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট হওয়াতে রক্ত প্রবাহ দমকে দমকে না হইয়া একটী সমান স্রোতে হইতেছে। কারণ হৃদ্দরের প্রত্যেক সংকোচনে ধমনীর খোল অধিক শোণিতাগমে স্ফীত হয়, কিন্তু স্থিতিস্থাপক-গুণবিশিষ্ট হওয়াতে স্ফীতন শক্তির হ্রাস হইলেই তখনই পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য সংকোচিত হয়। যে সময়ে ধমনীর খোল সংকোচিত হয় তখন অতিরিক্ত শোণিত পশ্চাদ্দিকে বাধা পাইয়া ক্রমাগত অগ্রগামী হইতে থাকে। যখন ধমনীর খোল সংকোচিত হয় তখন হৃৎপিণ্ডের হৃদ্দরদ্বয় স্থিরভাবাপন্ন। ফলত ধমনী সকলের স্থিতিস্থাপক-গুণ থাকাতে তন্মধ্যে রক্তপ্রবাহ সকল সময়ে সমান বেগে বহমান হয়। কিন্তু সেই

সমানবেগ প্রধান ধমনী এবং তাহার বড় বড় শাখাধমনীতে লক্ষিত হয় না বরং ঐ সকল বড় বড় ধমনী মধ্যে শোণিত প্রবাহ দমকে দমকে হইয়া থাকে। হৃদুদরের প্রত্যেক সংকোচন ভাব প্রধান ধমনী ও অন্যান্য বড় বড় ধমনীর দমকের সহিত ঐক্য আছে। ধমনী মধ্যে শোণিত প্রবাহ দমকে দমকে হয় বটে, কিন্তু নিঃশেষ হইয়া দমকে দমকে হয় না, বেগ একটানে থাকে, বারম্বার থামিয়া যায় না। এক্ষণে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, বড় বড় ধমনীতে রক্তস্রোত এক প্রকার ঢেউখেলান হইয়া যাইতেছে। ধমনীসকল যত হৃৎপিণ্ড হইতে অন্তরে যায়, তন্মধ্যস্থ রক্ত-প্রবাহে তরঙ্গমালা ততঃ কমিয়া যায় এবং সেই সমল ধমনীতে মাংসপেশীসূত্র, অধিক পরিমাণে থাকায় দমক কমিয়া শোণিতপ্রবাহ সম-ভাবে বহিতে থাকে। ধমনীর খোলে মাংসপেশীসূত্র থাকায় তাহার স্থিতিস্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট-ঝিল্লি উপরোক্ত কার্য্যসাধন কালে সাহায্য করে এবং তদ্ব্যতীত তাহার আর একটী বিশেষ কার্য্য করে। শরীরের সকল স্থানে ন্যূনাধিক শোণিত প্রয়োজন মতে রক্ত ধারার কমবেশি যোগান ঠিক করিয়া দেয় অর্থাৎ যে সময়ে যে স্থানে যে পরিমাণের শোণিত আবশ্যক, সে সময়ে সেই স্থানে তদুপযুক্ত শোণিত বহিয়া দেয়। যখন কোন একটী যন্ত্র আপনার কার্য্য অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র করিতেছে তখন সেই যন্ত্রে অধিক পরিমাণে রক্ত বহন করে। সেই যন্ত্রই যখন অল্পে অল্পে আপনার কায করিতে থাকে তখন সেই স্থানে আবশ্যক মত অল্পরক্ত বহন করে। ধমনীর খোলে শুদ্ধ মাংসপেশীসূত্র থাকাতে ঐ প্রকার স্থানবিশেষে প্রয়োজনানুসারে শোণিত যোগানের কমবেশি হইয়া জীবদেহের যারপরনাই উপকার সাধন হইতেছে। মাংসপেশীসূত্রের সংকোচন শক্তি থাকাতেই ঐ রূপ হইয়া থাকে। যখন যেখানে কম রক্ত আবশ্যক হয় তখন ঐ মাংসপেশীসূত্র সংকোচিত হইয়া ধমনীর বেড় কমাইয়া দেয় সুতরাং কম রক্ত বহন করে; আর যখন অধিক রক্ত আবশ্যক হয় তখন মাংসপেশীসূত্র শিথিল ভাবে

থাকে এবং ধমনীর খোল বাড়িয়া অধিক রক্ত বহন করে।

সকল সময়ে সকল ধমনী মধ্যে সমান পরিমাণের রক্ত প্রবাহ বহন হয় না এমন কি প্রতি ঘণ্টাতে রক্তের পরিমাণের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু ধমনীর খোল স্থিতি-স্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট-ঝিল্লি এবং মাংসপেশীসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় রক্তের ন্যূনাধিক্য মতে ধমনীর বেড় ছোট হইয়া সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে রক্তপূর্ণ থাকে অর্থাৎ যে ধমনীতে এক সময়ে অধিক-শোণিত বহিয়াছিল তাহাতে সময়ান্তরে কম রক্ত বহিলে সেই ধমনীর খোল খালি থাকে না, অগ্রে যেরূপ শোণিত পূর্ণছিল বারান্তরে অল্প পরিমাণের রক্ত বহমান হইয়াও সেইরূপ পূর্ণাবস্থায় থাকে।

ধমনীর খোল স্থিতিস্থাপক-গুণ বিশিষ্ট ঝিল্লি এবং মাংসপেশীসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হওয়াতে অপর একটী বিশেষ উপকার দর্শীয়া থাকে। যদি হটাৎ কোন অস্ত্রাঘাতে একটী ধমনী দ্বিখণ্ড হইয়া যায় তবে মাংসপেশীসূত্রের স্বভাব সিদ্ধ সংকোচন শক্তির গুণে ধমনীর ছেদিত মুখ ছোট হইয়া যায় অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয় না, অর্থাৎ কাটা মুখটা সংকোচিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া বুজিয়া যায়; আর শোণিতস্রাব হয় না অপিচ সেই সময়ে যদি শীতল জল সেই ক্ষত স্থানে দেওয়া যায় তবে জলের শৈত্যগুণ দ্বারা মাংসপেশীসূত্র শীঘ্র সংকোচিত হইয়া ত্বরায় রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

কৈশিক নাড়ী। ধমনী সকল ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া এক কালে সূক্ষ্ম শিরাতে মিলিত হয় নাই। ঐ দুই প্রকার রক্ত বহা নাড়ীর ব্যবধানে আর একপ্রকার রক্তবহা নাড়ী আছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এমন সূক্ষ্ম যে তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরিকে কেবল চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। শারীর বিধান বৈজ্ঞানিকেরা উহার সূক্ষ্মত্ব হেতু উহাঁকে কৈশিক নাড়ী কহিয়া থাকেন। দেহের সকল স্থানে ঐ কৈশিকা নাড়ী সকল বিদ্যমান আছে। কৈশিকা সকল পরস্পর সংযোগ হইয়া জালের ন্যায় হইয়া আছে। অতিসূক্ষ্ম

ধমনী অথবা অতি সূক্ষ্ম শিরা হইতে ঐ কৈশিকা নাড়ীর অনেক বিভিন্নতা আছে। ধমনী কিম্বা শিরা সকল ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়াছে অর্থাৎ মোটা হইতে সরু হইয়াছে। কিন্তু কৈশিক নাড়ী সকল সে রূপ নহে তাহাদিগের বেড় সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকল স্থানে সমান ধমনী এবং শিরা সকল স্থিতিস্থাপক-গুণ-বিশিষ্ট ঝিল্লি ও মাংসপেশীসূত্র প্রভৃতি কতিপয় ঝিল্লি দ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং কিছু পুরু, কিন্তু কৈশিক নাড়ী সকল একটী পাতলা পরদার ন্যায় অতিসূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ পরদার চামড়া এত পাতলা যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সকল কৈশিকা মধ্যগত শোণিত সঞ্চালন দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ভেকের পদতল কিম্বা একটী বাদুড়ের পক্ষ একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিলে ঐ পদতলের কিম্বা পক্ষপুটের কৈশিকা মধ্যে যে শোণিত সঞ্চালন হইতেছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কৈশিকা সকলের পরস্পর সংযোগবিয়োগে যে জাল প্রস্তুত হয় এবং হইয়াছে তাহার মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক আছে অর্থাৎ যাহাকে সাধারণতঃ জালের ছিদ্র বলে। কৈশিকা জালের ছিদ্রসকল প্রায় সমান আয়তনের কিন্তু স্থানবিশেষে কৈশিক জালের ছিদ্রের আয়তনের বিভিন্নতা দেখা যায়, কোথায় ষটকোণ কোথায় সমচতুষ্কোণ এবং কোথায় বা লম্বা চতুষ্কোণ দেখা যায়। যে গুলি ষট্‌কোন তাহাদিগকে সামান্যতঃ গোল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৈশিক জাল অত্যন্ত ঘন সেই স্থানের জালের ছিদ্রসকল প্রায় গোলাকার। আর যে সকল স্থানের কৈশিক জাল পাতলা সেই স্থানের জালের ছিদ্র সকল লম্বা চোতুষ্কোণ আকারের দেখা যায়। কৈশিকা নাড়ীর আয়তন $\frac{১}{৩০০০}$ ইঞ্চি, এবং জালছিদ্র সকলের আয়তনও ঐ পরিমাণের। যে সকল যন্ত্রের ক্রিয়া অধিক ও শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হয়, যথা—ত্বক, গ্ল্যাণ্ডসকল এবং ফুস্‌ফুস যন্ত্রদ্বয় তথায় অধিক শোনিতাগমন অবশ্যক বিধায়ে কৈশিক জাল অত্যন্তঘন এবং জালছিদ্র সকল গোলাকার। আর যে সকল

যন্ত্রের ক্রিয়া অতি অল্পে অল্পে সমাধা হইতেছে এবং যেখানে অধিক রক্তের অনাবশ্যক তথায় কৈশিকা জাল অত্যন্ত পাতলা এবং কৈশিকা জালের ছিদ্র লম্বাচতুষ্কোণ। যে সকল প্রত্যঙ্গ অতি অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হয় সেই সকল প্রত্যঙ্গের ও কৈশিকা জাল পাতলা এবং জাল ছিদ্রও লম্বা চতুষ্কোণ। অস্থি এবং বন্ধনী ও মাংশপেশীসূত্রের শেষভাগ অর্থাৎ টেণ্ড ইহার দৃষ্টান্তস্থল

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা, অণুবীক্ষণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

নূতন আবিষ্কার।

সম্পাদক মহাশয়। "অণুবীক্ষণ" পত্রিকার অবতরণিকায় আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে "চিকিৎসা কিম্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে, যে কোন ব্যক্তি কোন প্রবন্ধ অণুবীক্ষণে লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার লেখা সাদরে গৃহীত হইবে" সম্প্রতি আমি যে কয়েকটী বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার করিয়াছি, লিখিয়া পাঠাইলাম, বোধ করি দেশ হিতার্থে স্থান পাইবে। সংবাদ পত্র সকলেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১ম।—টাক রোগের মহৌষধ। মস্তকে টাক ধরিতে আরম্ভ হইলে, বিছুটীর রসময় পাতা সেই স্থানে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় রগড়াইয়া দিবে; এই রূপে এক সপ্তাহ দিলে নিশ্চয়ই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু সাবধান যেন গাছের ডাঁটা না দেওয়া হয়।

২য়।—মেহরোগের মহৌষধ। যদি মেহরোগাক্রান্তগণ প্রতিদিন দুইবার করিয়া বাব্‌লা বৃক্ষ হইতে পরিষ্কার গঁদ (আটা) আনিয়া ভক্ষণ করেন, তবে সমূহ উপকার দর্শিবে।

৩য়।—মুখব্রণের মহৌষধ। স্থলপদ্মের পাপ্‌ড়ী, ব্রণে, দিনে অন্ততঃ

চারিবার করিয়া, ৫ দিন দিলে, ব্রণসমূহ নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া যাইবে।

৪র্থ।—ছারপোকা নিবারণের উপায়। বাদামের পাতা জলে ভিজাইয়া, সেই জল, এবং ঐ পাতা বণ্টন করিয়া তাহার রস, গৃহের সর্ব্বত্র ও দ্রব্যাদিতে কিয়ৎ পরিমাণে মাখাইলে, ছারপোকাগণ আর আসিবে না। যদি ঐ রসে গন্ধক মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ছারপোকাগণ একেবারে বিনষ্ট হইবে।

৫ম।—ফোড়া হইলে, যদি কেহ সেই ফোড়া উত্তমরূপে পাকাইতে চাহ, তবে কেলি কদম্বের পাতা বাঁধীয়া দাও; আর যদি ফাটাইতে চাহ তবে শ্বেতকদম্ব অর্থাৎ বড় কদমের পাতা ব্যবহার কর। যে কদম্বের ছোট ছোট কাল পাতা, তাহাকে কেলি কদম্ব কহে।

৬ষ্ঠ।—ব্লটীং কাগজ প্রস্তুত করিবার নূতন উপায়। অনেকেই জানেন আমাদের দেশে প্রত্যেক বালককেই প্রায় ব্লটীং কাগজ বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয়। এজন্য ব্যবসায়ীদিগের বেশ লভ্য জন্মায়। আমাদিগের দেশে অনেকে ব্লটীং ক্রয় করতঃ ব্যবসা করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই প্রস্তুত করিতে শিখিলেন না। যদি ইণ্ডীয়ান লীগ, মহেন্দ্রবাবুর সভা, কিম্বা কোন বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়, মৎপ্রণীত নূতন আবিষ্কার-প্রণালী অবলম্বন করেন, তবে দেশের উপকার হয়। সে প্রণালী এই—

বাঙ্গলা মোটা কাগজে পাকা তেঁতুলের কথ বা মাড়ি উত্তমরূপে দুই দিক মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। পরে উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, গরম জল দ্বারা তাহা পরিষ্কার করতঃ পুনরায় সূর্য্য কিরণে রাখিবে। এবার শুষ্ক হইলেই, চমৎকার ব্লটীং হইল। দেখ যেন, ইংরাজী কাগজ ব্যবহৃত হয় না বাজি পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে। কাগজে ভাল ব্লটীং প্রস্তুত হয় না।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি। [ক্রমশঃ]

জিলা বর্দ্ধমান।
রায়না।
১২ মে ১৮৭৬।

বিনয়াবনত
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত।
রায়না হিতসাধিনী সভার সম্পাদক।

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা।

(সামান্যতঃ স্ত্রী ও পুরুষ জাতির অনুরাগ।)

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতার অল্পতা হইলে স্ত্রী জাতির পুরুষের সংসর্গে মেশা এবং পুরুষের স্ত্রীজাতির সংসর্গে মেশা অতি আবশ্যক। অপরজাতির* গুণ গ্রহণ করা ও দোষ অগ্রাহ্য করা এবং তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার সদুপায়ে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা, সতত প্রিয় বচন বলা ও অপ্রিয় বাক্য বলিতে বিরত হওয়া এবং তাহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ উপযুক্ত বেশ-ভূষা ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের বিবাহিত জীবনের সুখ চিন্তা করা এবং উপভোগ করিবার যত্ন করা অত্যাবশ্যক। বিবাহিত ব্যক্তিদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম, সদ্ভাব প্রকাশ করা এবং পরস্পরের সহবাসে সুখানুভব করা, কথোপকথনে আগ্রহাতিশয়, যত্ন প্রকাশ করা ও চিত্ত শান্তি অনুভব করা, সর্ব্বদা হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন করিয়া আলাপ করা, মনের কথা খুলিয়া বলা, সর্ব্বদা হিতানুষ্ঠান করা, সদাচারশীল ও সংযতেন্দ্রিয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অবিবাহিতদিগের বিবাহ করা এবং তদুপযোগী মনবৃত্তিসমূহ উন্নতকরা এবং সদাচারশীল হইয়া উভয়ের মনোরঞ্জন করিবার অনুষ্ঠানে কালযাপন করা শ্রেয়ঃ।

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতার আতিশয্য হইলে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা হইবার আশঙ্কা থাকে। সে জন্য ইহাকে প্রকৃত পথে পরিচালনা করা এবং উপযুক্ত আহারাদির দ্বারা আত্মসংযম করা একান্ত আবশ্যক। প্রেম, মানসিক হইলে বিপদাশঙ্কা অনেক কম হয়। এক জাতি অপর জাতির শারীরিক রূপের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মানসিক উৎকর্ষতার, পবিত্র ধর্ম্মনীতির, সুললিত বাক্যশক্তির, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রশংসা করিলে ভাল হয়।

---

* স্ত্রী জাতীর "অপর" জাতী "পুরুষ" এবং "পুরুষ" জাতীর "অপর" জাতী "স্ত্রী"।

এক জাতি অন্য জাতির কামরিপু চরিতার্থ করিবার আস্পদ মনেকরা অতীব অনিষ্টকর। দুশ্চরিত্র, ইতর, নেশাখোর ও নীতি-বিহীনের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ। কলুষিত আমোদ, অশ্লীলভাষাপ্রিয়, অসাবধান ব্যক্তিদিগের সহিত মেশা উচিত নহে। মাংসভোজন বা কাফি, সুরা, মদিরা ও অন্যান্য কামোত্তেজক খাদ্য বা গরম মসলা, পলাণ্ডু, লশুণ, মাস কলায়ের ও মশুরের দাইল ইত্যাদি আহার্য্য, কামোত্তেজক নাটক, পদ্য ম্যাগিজিন ইত্যাদি পুস্তক পাঠকরা, ইউরোপীয় উলঙ্গ চিত্র বা পুত্তলিকা, দেশীয় অশ্লীল খেমটা নাচ ও তদপেক্ষা শতসহস্রগুণে অশ্লীল ইউরোপীয় পল্কা নাচ দৃষ্টিকরা অহিতকর। প্রতিদিবস শীতল জলে স্নান অবগাহন, উপযুক্ত বায়ু সেবন ও ব্যায়াম চর্চ্চা, বুদ্ধিবৃত্তি উন্নতকারী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজক পুস্তকাদি পাঠ করা, ধার্ম্মিক ও সজ্জনের সংসর্গে সাধু আলাপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করা, ঈশ্বর চিন্তায় ও সাধু চিন্তায় মনকে পরিতৃপ্ত করা, সদ্ব্যবসায় অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও হিতকর।

স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতাকে উচিত পথে পরিচালনা করিতে চেষ্টা করা উচিত। একেবারে দমন করা অতি সুকঠিন।

ঠাণ্ডা অথচ পুষ্টিকর আহার শ্রেয়ঃ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

রাজা রাজকৃষ্ট সিংহ বাহাদুর।	সুসঙ্গ দুর্গাপুর।	৩।৵০
শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।	কলিকাতা।	৩৲
„ „ শারদা কান্ত সেন।	টাঙ্গাইল।	৩।৵০
„ „ হৃদয় নাথ ঘোষ।	আতাপুর।	১৸০
„ „ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত।	মূলতান।	৫৲
„ „ শারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	রায়বেরিলী।	৸০

,,	,,	শ্রীরাম সরকার।	বহরমপুর।	১॥৵০
,,	,,	আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত।	যশোহর।	৩।৵০
,,	,,	তুলসী দাস দে।	কলিকাতা।	৩
,,	,,	শ্রীনাথ মিত্র।	ঐ	॥০
,,	,,	হরিবিলাস আগর ধানদার।	তেজপুর।	৩৫০
,,	,,	কাশীচন্দ্র বসু।	চট্টগ্রাম।	৩
,,	,,	মহেশ চন্দ্র সরকার।	কলিকাতা।	॥০
,,	,,	হেমেন্দ্র নাথ দে।	ঐ	১
,,	,,	প্রশুতোষ হালদার।	ঐ	১॥০
,,	,,	মনমোহন গুপ্ত।	সুসঙ্গ দুর্গাপুর।	১॥৵০
,,	,,	কেদারেশ্বর পাঁড়ে।	কায়বা।	১॥০
,,	,,	সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।	কলিকাতা।	৩

হৃৎতত্ত্ববিবেক।

মনোবৃত্তিনির্ণায়ক স্থানের সংখ্যা ও ব্যাখ্যা।

১	স্ত্রৈপুরুষানুরাগিতা।	সামান্যতঃ স্ত্রী ও পুরুষ জাতির অনুরাগ।
২	দাম্পত্য প্রণয়।	কেবল মাত্র স্বামী এবং বিবাহিতা স্ত্রীর পরস্পর প্রণয়।
৩	অপত্যস্নেহ।	সন্তানের প্রতি স্নেহ।
৪	আসঙ্গলিপ্সা।	বন্ধুতা।
৫	বিবৎসা।	স্বদেশ ভাল বাসিবার ইচ্ছা।
৬	জিজীবিষা।	বাঁচিবার ইচ্ছা।